ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

(১৪শ বর্ষ)

(১৩২২ সাল ভাদ্র মাস হইতে ১৩২৩ সাল শ্রাবণ পর্য্যন্ত।)

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

সম্পাদক

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিনিধি।

ভক্তি-কার্য্যালয়—

কোঁড়ার বাগান, হাওড়া।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র সডাক একটাকা।

হাওড়া, দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে,
শ্রীসুবোধ চন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত।
ও সম্পাদক কর্তৃক ভক্তি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা॥

(খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইতেছে।)

মূল ও শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত গীতা-ভূষণ-ভাষ্য এবং প্রভুপাদ শ্রীল সত্যানন্দ গোস্বামি সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয় কৃত বিস্তৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সহিত খণ্ডাকারে প্রকাশ হইতেছে। যে বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্য পূর্ব্বে একবার মাত্র পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী প্রভু বাহির করিয়া ছিলেন তদ্ভিন্ন যাহা এদেশে আর প্রকাশ হয় নাই সেই ভাষ্য ও বিস্তৃত "তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা অতি সরল অথচ নানাবিধ শাস্ত্র হইতে নানা প্রকার প্রমান প্রয়োগ দ্বারা পাঠকগণের বুঝিবার পক্ষে যথা সম্ভব যত্ন করা হইয়াছে। আজ কাল যদিও গীতার বহু সংস্করণ বহু ভাবে বাহির হইয়াছে তথাপি আমরা খুব স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে এরূপ সংস্করণ অদ্যাবধি কোথাও প্রকাশ হয় নাই। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা খণ্ডাকারে ইহা প্রকাশ করিতেছি। প্রতিখণ্ডে ডিমাই আট পেজি ৫ ফর্ম্মা করিয়া থাকিবে। প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশ হইবে। মূল্য প্রতি খণ্ডের ।৵১০ পয়সা ডাঃ মাঃ ৵১০ আরও বিশেষ সুবিধা এই যে, যদি কেহ অগ্রিম ২৲ টাকা জমা দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হয়েন। তিনি যত খণ্ডেই গ্রন্থশেষ হউক না কেন সম্পূর্ণগ্রন্থ ঐ দুইটাকাতেই পাইবেন অবশ্য ডাকমাশুল তাঁহাকে পৃথক দিতে হইবে। যাঁহার যেমন সুবিধা তদনুসারে সত্বর নিম্নঠিকানায় পত্র লিখিয়া সবিশেষ অবগত হউন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পুস্তক ছাপা হইয়াছে বিলম্বে হতাশ হইতে হইবে।

ম্যানেজার "ভক্তি গ্রন্থাগার।"

কোঁড়ার বাগান, হাওড়া।

ভক্তির ১৪শ বর্ষের সূচীপত্র।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ সম্পূর্ণদায়ী।)

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি ॥

ভক্তি

(চতুর্দ্দশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ভাদ্র মাস, শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী, ১৩২২ সাল।)

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

শ্রীভগবান নিজমুখে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, একান্ত ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু প্রদান করে আমি সেই সকলই সাদরে গ্রহণ করিয়া, দাতার অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকি।

*   *   *

শ্রুতি-স্মৃতি সম্মত ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে গেলে, মহামূল্য ও আয়াস-লভ্য নানাবিধ দ্রব্য প্রয়োজন কিন্তু প্রাণে ভক্তি থাকিলে, পথিপার্শ্বস্থ দূর্ব্বাদি পত্র, অঙ্গনস্থিত অযত্ন সম্ভূত পুষ্প, যদৃচ্ছা লব্ধ সাধারণ ফল এবং অনায়াস লভ্য জলাঞ্জলি দ্বারাই শ্রীভগবানের পূজা সম্পন্ন হইয়া উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইয়া থাকে।

*   *   *

শ্রীভগবান সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী, তাঁহার কোন কিছুরই অভাব নাই, কিম্বা কোন বিশেষ পদার্থ লাভের জন্য তাঁহার আকিঞ্চনও নাই, তথাপি তিনি ভক্তের ভক্তিতে—ভক্তের প্রীতি প্রভাবে অতি অকিঞ্চিৎ কর পত্র পুষ্পাদি যাহা কিছু হউক না কেন ভক্তির সহিত প্রদত্ত হইলে তাহাই সাদরে গ্রহণ করেন।

*   *   *

তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা রহিত এবং শরীর পোষনের প্রয়োজনাতীত, কাজে কাজেই তাঁহার ভোজ্য, পেয় প্রভৃতি কোন কিছুরই আবশ্যক হয় না, শ্রুতি

বলিয়াছেন,—"ন হ বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেত দেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।" অর্থাৎ 'সেই পরম পুরুষ শ্রীভগবান ভোজন বা পান করেন না, কেবলমাত্র অমৃত দর্শনেই তিনি তৃপ্তি লাভ করেন।' তথাপি তিনি অতি সামান্য জিনিষও ভোজ্য রূপে গ্রহণ করেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে,—

যে সমস্ত পদার্থ তিনি গ্রহণ করেন তাহা ভক্তগণ একান্ত প্রাণে ভক্তি সহকারেই তাঁহাকে অর্পণ করিয়া থাকেন। তিনি যে ভক্তবৎসল, ভক্ত-প্রদত্ত সামগ্রী যতই তুচ্ছ, যতই সামান্য, যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন তাহা যে তাঁহার অতি আদরের, অতি প্রাণের জিনিস।

* * *

মূলশ্লোকে "ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি" অর্থাৎ "ভক্তি সহকারে প্রদান করেন" এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার "ভক্ত্যুপহৃতম্" অর্থাৎ "ভক্তি সহকারে প্রদত্ত উপহার" এই বলা হইয়াছে উক্ত বাক্যে দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অভক্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণই হউন আর ঋষি তপস্বীই হউন তাঁহার প্রদত্ত রাজভোগও ভগবান গ্রহণ করেন না, কিন্তু নিষ্কিঞ্চন ভক্ত ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে অতি সামান্য উপহার প্রদান করিলেও তিনি তাহা সানন্দে গ্রহণ করেন, তাঁহার নিকট জাতি, কুল বা পাণ্ডিত্যের বিচার নাই। ভক্তি থাকিলে চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক সম্মান পাইয়া থাকেন, আর ভক্তি না থাকিলে ব্রাহ্মণও চণ্ডাল অপেক্ষা নীচ।

* * *

এই জন্যই তিনি একদিন রাজা দুর্য্যোধনের প্রদত্ত নানা উপচার পরিত্যাগ করিয়া দাসীপুত্র বিদুরের নিকট ক্ষুদের কণা গ্রহণ করিয়া ছিলেন, এই জন্যই তিনি একদিন প্রিয় সখা শ্রীদাম নামক দরিদ্র ব্রাহ্মণের আনিত তণ্ডুল কণা বৈকুণ্ঠে বসিয়া অতি আনন্দে ভোজন করিয়া ছিলেন, এই জন্যই তিনি রাম অবতারে গুহক চণ্ডালের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাহার উচ্ছিষ্ট ফল প্রীতির সহিত ভোজন করিয়াছিলেন, আর এই জন্যই তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে যবন হরিদাসকে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য শ্রাদ্ধ পাত্র অদ্বৈত আচার্য্যের দ্বারা প্রদান করাইয়া ভক্তের মান বাড়াইয়া গিয়াছেন।

* * *

ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের, ভক্তের প্রতি অপরিসীম দয়া। ধনের প্রয়োজন নাই; আয়োজনের আড়ম্বরের আবশ্যকতা নাই, সহায় সম্পদের অপেক্ষা

নাই অকপট প্রাণে একটু ভালবাসা তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারিলেই তিনি সন্তুষ্ট। তিনি আড়ম্বর চাননা, চান্ কেবল ভক্তি।

*   *   *

তুমি অকুল সিন্ধুনীরে ভাসমান হইতে থাক, বা পথভ্রষ্ট হইয়া দুর্গম গিরি সঙ্কটে অবস্থিত হও, কিম্বা নিদাঘের প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-তাপে বিকল কলেবর হও, অথবা নিদারুণ ঝঞ্ঝাবাতে প্রপীড়িত হইতে থাক, কিম্বা ছিন্ন-কম্বা-বিলম্বিত-স্কন্ধ হইয়া দেশ বিদেশ পর্য্যটন কর, অথবা ইন্দ্রসম অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া থাক সকল অবস্থাতেই সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানের উপাসনা হইতে পারে। ইহাতে দেশকাল বা পাত্রাপত্রের বিচার নাই, চাই কেবল প্রাণের ভালবাসা, চাই কেবল ঐকান্তিক ভক্তি। ভগবান ভক্তিরই বশীভূত।

সম্পাদক।

প্রার্থনা গীতি।

—:০:—

কবে যে আমার, হ'বে অধিকার,
নাম লইতে গোর।
অকপটে যদি, নাম ল'তে পারি,
মিলিবে হৃদয় চোর॥
মুখে বলি নাম, হৃদে অবিরাম,
বিষয় বাসনা জাগে।
সুখের পসরা, অভিমান ভরা,
হৃদয় আমার মাগে॥
কিবা সে ধরম, এ মোর করম,
আমি তাহা বুঝি ভাল।
পীড়নের ছলে, লোকে কত বলে,
গেল মোর পরকাল॥

(গৌর হে) জনম দুঃখীরে দাও নাথ তব,
নামল'তে অধিকার।
(সে যে) বিষয় বিষের, গর্ত্তে ডুবিয়া,
করিতেছে হাহাকার॥
(সে যে) দুই হা'তে তুলি, বিষের অঞ্জলি,
খাইতেছে নিশিদিন।
তবুত মরে না, অজর অমর,
দুরাচার মতি হীন॥
(তা'র) বড় প্রিয়ধন, কামিনী কাঞ্চন,
প্রেমধন নাহি চায়।
তব নামে রুচি, হইবে কিসে হে!
কৃপা কর অভাগায়॥
সংসার সাগরে, ডুবিয়া সে মরে,
তুলে লও কেশে ধ'রে।
চরণের তরি, দাও গৌর হরি!
পতিতেরে কৃপা ক'রে॥
সংসার বন্ধনে, কামিনী কাঞ্চনে
ম'জে আছে মোর মন।
উদ্ধার কর হে, পতিত পাবন!
পতিতের ভগবান!
নরকের কীট, পতিত অধম,
আসিয়াছে তব কাছে।
পতিত বলিয়া, গরব করিয়া,
হরিদাস কৃপা যাচে॥

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

"ভাগবত ধর্ম্ম-মণ্ডলে"র বিশেষ অধিবেশনে সম্পাদকের অভিভাষণ।

—:০:—

আমি অনুরুদ্ধ হইয়া অদ্যকার অধিবেশনে এই সকল মহাত্মা বৈষ্ণব পণ্ডিত মণ্ডলীর সম্মুখে দুই একটী কথা বলিবার অধিকার পাইয়া ধন্য হইয়াছি। নতুবা আমার ন্যায় দীন হীনের এই বৈষ্ণব পণ্ডিত মণ্ডলীর সম্মুখে কোনও বিষয়ে কোনও রূপ কিছু বলা একান্ত অশোভনীয় এবং ধৃষ্টতা।

অদ্যকার "ভাগবত ধর্ম্ম-মণ্ডলের" এই বিশেষ অধিবেশনের মুল উদ্দেশ্য "ভাগবত ধর্ম্ম-মণ্ডল" কর্ত্তৃক পরিদর্শিত "ভক্তি"র আর এক বর্ষ বয়ঃক্রম বৃদ্ধির জন্য আনন্দ প্রকাশ এবং তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা ব্যতিত আর কিছুই নহে।

বৈষ্ণব সমাজে বৈষ্ণব মাসিক পত্রিকা যতগুলি আছেন তন্মধ্যে "ভক্তি"ই শীর্ষ স্থানীয়া এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠা। চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ব্বে যখন বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজে সজীবতার কোমল প্রয়াস, সেই সময়ে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত প্রবর ৺ দীনবন্ধু বেদান্ত-রত্ন মহাশয় ইহার প্রথম প্রচার আরম্ভ করেন। তাঁহার যত্নে পালিতা বর্দ্ধিতা হইয়া "ভক্তি" নানা অলঙ্কারে নানা বেশ ভূষার শোভিতা হইয়া ভক্তি প্রার্থী-গণের নিকট দর্শন দেন। বেদান্তরত্ন মহাশয়ের স্বধাম প্রাপ্তির পর হইতে তদীয় অনুজ, আমাদিগের সুহৃদ, সকল বৈষ্ণবজনের সুপরিচিত শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় "ভক্তি"কে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় ভক্ত সমাজে যোগ্যা ভাবেই প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

বলা বাহুল্য জীব হৃদয়ে ভক্তি প্রচার করিতে স্বর্গীয় বেদান্তরত্ন মহাশয় এবং দীনেশ উভয়েই যে সমকক্ষ তাহা ভক্তির পাঠক মাত্রেই অবগত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

---

* গত ৪ঠা ভাদ্র ভক্তির ১৫শ বর্ষারম্ভে "ভাগবত ধর্ম্ম-মণ্ডলের" বিশেষ অধিবেশনোপলক্ষে ধর্ম্ম-মণ্ডলের সম্পাদক প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী মহোদয় লিখিত এবং পণ্ডিত রাধাকান্ত গোসাঞি কর্ত্তৃক পঠিত।

ভক্তি যখন জীব হৃদয়ে প্রবেশ করেন, যখন তিনি আপন বিমল শুভ্র-জ্যোতিতে হৃদয়ের কালিমা দূর করিয়া হৃদয় দ্রব করেন তখনই জীব ভগবৎ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। তখনই সে বুঝিতে পারে—

"কৃষ্ণমেব পরোদেব স্তথ্যায়েৎ স্তৎরসেৎ"

তখন সে জানিতে পারে যে, বেদ প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ লীলাই শ্রীমদ্ভাগবতে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন।

ভক্তিদেবীর কৃপাব্যতীত শুষ্ক জ্ঞানির বা শুষ্ক কর্ম্মীর প্রকৃত আনন্দ ও তৃপ্তি আসিতে পারে না।

নিত্য-সুখান্বেষী-জীব চিরদিন প্রাণের অতৃপ্ত আকাঙ্খা, দারুণ তৃষ্ণা লইয়া হাহাকার করিয়া কোথায় শান্তি, কোথায় সুখ, কোথায় আনন্দ বলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সে ততদিনই হাহাকার করে, সে ততদিনই কাঁদিয়া বেড়ায়, যতদিন না বুঝে "রসোবৈসঃ"—

ইহা উপলব্ধি করিতে হইলে জীব হৃদয়ে "ভক্তি"র অধিষ্ঠান হওয়া আবশ্যক একবার হৃদয়ে ভক্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করাইতে পারিলেই জীব বুঝিবে—

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্যান্"

তখন সে পূর্ণ তৃপ্তি, পূর্ণ আনন্দ লাভ করিবে।

এই আনন্দ এই তৃপ্তি লাভের উপায় "ভক্তি" দেবীই সহজ ও সরল করিয়া দেন। এই "ভক্তি" পত্রিকাও আজ ত্রয়োদশ বর্ষ ধরিয়া সাধারণ হৃদয়ে যাহাতে সেই "ভক্তি" দেবীর অধিষ্ঠান হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

এ"ভক্তি" নিজ পসরা ভরিয়া ভক্তের জীবনী, তীর্থ কাহিনী, জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য বিষয়ক প্রবন্ধ কুসুমে সজ্জিত করিয়া প্রত্যেক ভক্তের সুলভ প্রাপ্তির নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে যাইয়া সাধিয়া বাচিয়া বলিয়া আসিতেছেন,—

"ভক্তি যোগেন সম্যক্ মনসিহিতেঽমলে"

যে অনাহূতভাবে সাধিয়া সাধিয়া আর্ত্তি পতিত জীজ্ঞাসুকে দয়া করে সেই আমার প্রাণের ঠাকুর কাঙ্গালের দেব শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথানুশরণ করে।

যে তাহা করে সে-ই ভাগবত ধর্ম্ম-মণ্ডলের নিজ জন এবং প্রাণের সামগ্রী। সেই জন্যই "ভক্তি" "ভাগবত ধর্ম্ম-মণ্ডলের" এবং "ভাগবত ধর্ম্ম-মণ্ডল" "ভক্তি"র।

কোনও মহাত্মা বলিয়াছেন;—

ভক্তি র্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপাচ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

বড়ই আনন্দে আমরা প্রকাশ করিতেছি যে, আজ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় এই ভক্তি চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিলেন।

"ভক্তি"র স্বজন-বন্ধু-বান্ধবগণের আজ অতীব আনন্দের দিন। আসুন সমবেত ভক্ত-মণ্ডলী, আসুন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ আমরা আজ একযোগে "জয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়" বলিয়া "ভক্তি"র দীর্ঘ জীবন কামনা করি এবং তৎসহ "ভক্তি"র সেবক আমাদের সুহৃদ্ দীনেশচন্দ্রের জন্য পূর্ণ ঋদ্ধি সিদ্ধি শান্তি সাফল্য প্রার্থনা করিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র শক্তির ক্ষীণভাষা শেষ করি।—

"জয় মহাপ্রভুর জয়, জয় ভক্তি দেবীর জয়।"

শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী।

"ভক্তি।"

[শুভ জন্ম-তিথি উপলক্ষে লিখিত।]

—:•:—

(গীতিকা।)

ভক্তি আমার, শক্তি আমার, ভক্তি আমার প্রাণের সাথী।
ভক্তি আমার, প্রাণের প্রাণ, ভক্তি আমার ব্যথার ব্যথী॥
আমি যে দেহ, ভক্তি প্রাণ, অপরূপ এ মধুর মিলন।
(মোর) গুপ্ত কায়া, ভক্তি ছায়া, তরুর শীতল ছায়ার মতন॥
ভক্তি বিহীন, জ্ঞানের প্রভাব, কমল বিহীন সরোবর।
বিশাল গগন, আঁধার যেমন, হারা'য়ে শোভা শশধর॥

মৃত দেহ মাঝে, ভূষণ কি সাজে? সে কি ওরে শোভা? সুখ না পাই।
এ যে নির্ব্বাপিত, হুতাশন মত, অঙ্গার উপরে যেনরে ছাই॥
ভকতি মন, ভকতি ধন, ভকতি পথের সম্বল সার।
ভক্তি আমার, বুকের শোনিত, ভক্তি বীণার মধু-ঝঙ্কার॥
পরাণ-মৃণালে ভক্তি আমার, যেন বিরাজে শত দল।
এ কমল বরে, কেহ নিলে ছিঁড়ে, মৃণালের কি থাকে বা বল্‌॥
না থাকুক্‌ ভাই, ঐশ্বর্য্য সম্ভার; যদি থাকে এই ভক্তি ধন!
সেই ত গৌরব, সেই ত সৌরভ, সেই ত সফল করে জীবন॥

(২)

ভকতি নদী, প্লাবিয়ে হৃদি, মিলে গিয়ে প্রেম-সাগরে।
ভকতি-ইন্দু, হৃদয় সিন্দু মন্থনে উঠে মধুরে॥
ভক্তি পরশ, হইলে পরশ, লৌহ যে কাঞ্চন হয়।
জীবন বল্লরী, ভকতি কুসুমে, হয় কি বা শোভাময়॥
এ হেন ভক্তি, মধুর ভক্তি, স্মরণে আনিল যে।
আজি শুভদিনে, জনম উৎসবে, মনেতে পড়িছে সে॥

(৩)

(আজ) দীনের বন্ধু, দীনবন্ধু, প্রেমময় তুমি কোথা?
গোলক হইতে, তোমার ভাইয়ের বুঝিবে না কি ব্যথা?
কর গো আশীষ, তোমার তনয়ারে মানস জাত।
সাহিত্যের হাটে, চলে অকপটে (যেন) অসত্যে না হ'য়ে ভীত॥
ভক্তি যেন ধরে, রাগ ভক্তি রাগ্‌; অনুরাগ হাল ধরে।
"বধুর গরবে,'" ভীষণ আহবে, অবাধে চলিতে পারে॥
তব আশীর্ব্বাদে, সকল বিপদ্‌, সব্‌ বাধা বিঘ্ন ভয়—
টুটিয়া যাইবে, অবশ্য টুটিবে! হইবে সত্যের জয়॥
হে দেব্‌, হে সখা, প্রেম রস মাখা, উদার হৃদয় বন্ধু!
(যেন) ভক্তি তরী ল'য়ে, সানন্দ হৃদয়ে পার হই ভবসিন্ধু॥

দীন—শ্রীরসিক লাল দে।

ভক্ত-কথামৃত।

["পাগল-মানুষের" পত্রাবলী হইতে গৃহীত উক্তি সংগ্রহ।]

—:০:—

"এ অমৃত অণুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ,—
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাহে ফলে প্রেম ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
সেই প্রেমে জীয়ে জগ-জন ॥"

(১)

ঐশ্বর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের নিত্য সংযোগ; গৌণ ও মুখ্য, দুই প্রকার ধর্ম্ম; গৌণ—প্রবৃত্তি, মুখ্য—নিবৃত্তি।

(২)

প্রত্যেক জীব, মনুষ্য মাত্রেরই এক আত্মা; সকলের সহিত সকলের সম্বন্ধ আছে; দরিদ্র বোধে, প্রেম-পাগলকে উপেক্ষা করিলে, প্রেম হয় না; প্রেম, কাঙ্গালের ধন, কাঙ্গালের সহিত সম্বন্ধ করিতে হইলে আগে ভিক্ষার প্রয়োজন।

(৩)

পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম-সেবা প্রকাশ নিত্য, আত্ম সমর্পণ দ্বারা ভক্ত ব্যতীত কোন সকাম বর্ণাশ্রমী অর্থ লাভ জন্য, অনুকরণ করিলে, অপরাধ হয় মাত্র। দিবা রাত্র অষ্টপ্রহর সেবা করিলেও, অনুরাগী ভক্তের তৃপ্তি লাভ হয় না।

(৪)

মন, মত্ত হস্তীর ন্যায় মায়ার প্রলোভনে বিপথে যাইতেছে; অঙ্কুশের আঘাতে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে হয়; শ্রীবৈষ্ণব গুরুর বাক্য রুক্ষ, কঠোর হইলেও, উহা শিরোধার্য্য করাই বিধেয়; স্বীকার করিলে সকল বিঘ্ন দূরে যায়,—যম দণ্ডের ভয় থাকে না।

(৫)

প্রেম প্রচারের উপায় বেদ হইতেই আসিয়াছে, প্রেম অচিন্ত্য তর্কের অগোচর। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতও পঞ্চম বেদ মধ্যে গণনীয়। নিগম শাস্ত্র, তন্ত্র; জীব রাজ্যের অগোচর, শিব রাজ্যের গোচর। "হেন প্রেম নৃলোকে না হয়।"

(৬)

নিত্যানন্দ-নামে আবার অপরাধ বিচার কি? এ কথা যিনি বলেন, তিনি গুরু দ্রোহী। এইরূপ পাপের প্রশ্রয়ে দেশ উৎসন্ন যায়, ইহাতে সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্র মর্য্যাদা থাকে না। শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীহরিভক্তি বিলাসে নামাপরাধ প্রসঙ্গে দশ পৃষ্ঠা টীকা লিখিয়াছেন; পদ্মপুরাণ, শ্রীভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ নামাপরাধের কতই ভয় দেখাইয়াছেন। স্বয়ং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লভভট্টকে উপদেশ দিয়াছেন—

"অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।"

(৭)

কৃষ্ণ বিরহ উদ্দীপনাহ দুঃখ-নাশ! শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্ত্য লীলায়, মূর্খলোকে দুঃখ বোধ করে; কিন্তু উহাই পরমানন্দ ভোগ. রাসলীলা, অতীন্দ্রিয় আনন্দ-ভোগ; ইন্দ্রিয়সুখ থাকিতে উহা বুঝা যায় না।

(৮)

নির্গুণ, সগুণ হইতে পারেন, কিন্তু সগুণ নির্গুণ হইতে পারেন না। সগুণ—দেহ, নির্গুণ—আত্মা। আত্মায় রমণকারী, সগুণ দেহ সত্ত্বেও জগৎ হইতে পৃথক। সগুণ, নির্গুণের দাস। দাস-প্রভু-সম্বন্ধ জন্য—সেবার জন্য পৃথক। গৌরহরি নির্গুণ, জগতের প্রতি করুণা প্রকাশ জন্য সগুণ; আবির্ভাব তিরোভাব নাম মাত্র; নিত্য নির্গুণ; কৃষ্ণ বিরহ দুঃখ নহে, পরমানন্দ ভোগের আভাস, উহাও নির্গুণ, সদা আনন্দ ভোগ—

"দারিদ্র্য নাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
ভোগ প্রেম সুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥"

(৯)

তত্ত্ব বিচার না করিয়া লীলানুসন্ধান করিতে গেলে কপট গুরু বা নকল অবতার গ্রাস করিয়া সর্ব্বনাশ করে। অনন্ত শাস্ত্র-শ্রুতি-স্মৃতি পঞ্চরাত্র-বিধি-বিচার ভিন্ন সংশয় দূর হয় না।

(১০)

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহার চরম ফল,—প্রেম। জ্ঞানের অহঙ্কার চুর্ণ না হইলে, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠে মন যায় না।

(১১)

প্রেম নিরুপাধি। জ্ঞান, প্রেমের অন্তরায়,—ঐশ্বর্য্য দেখিলে ভক্তি হয় না। ভক্তি ভিন্ন কেবল জ্ঞান, মুক্তি দিতে পারে না। অজ্ঞান দুর্ব্বল পতিতের শীঘ্র প্রেমলাভ হয়। ব্রজগোপীরা অবলা স্ত্রীলোক, বেদ বা অন্য শাস্ত্র পাঠ নাই; প্রীতি দ্বারা তাঁহাদের প্রেম হইয়াছিল। গাভী, বৃক্ষ, মৃগ, পক্ষিগণেরও প্রেম ছিল। ভীল, কোল, মূর্খ, দরিদ্র সকলেই প্রকৃত প্রেমের অধিকারী; প্রভুর গুণ শ্রবণে তাহারা আনন্দে ক্রন্দন করিয়াছিল; এই আনন্দ ক্রন্দনই প্রেম। প্রভুর নাম গুণ শ্রবণে যাহাদের আনন্দ হয়, তাহারা অনায়াসে ভবপারে যায়।

ক্রমশঃ

দীন—শ্রীরসিক লাল দে।

কীর্ত্তন অঙ্গনে।

—:০:—

ওরে প্রেম অভিলাষী পতীত পামর,
যে পেয়েছ ব্যথা চিতে, তীক্ষ্ণ অগ্নিময়—
শোণিত ছুড়িকাচ্ছিন্ন শোণিত প্লাবন;
জুড়াও তাপিত বক্ষ আজি শুভোদয়।
কীর্ত্তন অঙ্গনে নামি বাহু তুলি ভাবে
হাঁস কাঁদ নাচ গাও যথেচ্ছা যাহার।

প্রেম অভিলাষী ওরে দুর্ভাগা অধম?
যে পেয়েছ ব্যথা চিতে, পাপের ছলনা!
কামের মোহন মূর্চ্ছা ঘন অন্ধকার!
ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য তাড়না!!
কীর্ত্তন অঙ্গনে নামি বাহু তুলি ভাবে
হাঁস কাঁদ নাচ গাও যথেচ্ছা যাহার।

যে পেয়েছ ব্যথা চিত্তে যে অনুশোচনা
পেয়েছ দুর্ল্লভ বস্তু; সাধনার ধনে—
তোমার ভরসা আছে; যাও ছুটে যাও
পাবে শান্তি পাবে তৃপ্তি আপনার মনে;
কীর্ত্তন অঙ্গনে নামি বাহু তুলি ভাবে
হাঁস কাঁদ নাচ গাও যথেচ্ছা যাহার।

অনন্ত দুস্কৃতি পুঞ্জ রাখিয়াছে ঘিরে
তোমার যা কিছু আছে, পরিখা বেষ্টনে;
ওপারে আশ্রয় বাহু পাও না আশ্রয়!
ভরসা আশার মাত্র রয়েছে ওখানে।
কীর্ত্তন অঙ্গনে নামি বাহু তুলি ভাবে
হাঁস কাঁদ নাচ গাও যথেচ্ছা যাহার।

এ তাপ জুড়াতে আর নাহি অন্য গতি;
যে পেয়েছ ব্যথা চিত্তে যথার্থ বিষম;
পাবে সে শান্তনা ইথে নাহি মিথ্যালেশ;
এখানে বিরাজমান প্রেম শান্তি ধন।
কীর্ত্তন অঙ্গনে নামি বাহু তুলি ভাবে
হাঁস কাঁদ নাচ গাও যথেচ্ছা যাহার।

ভুলি গর্ব্ব অভিমান দ্বেষ হিংসা চয়
ভুলি লোক নিন্দা ভয় ভুলি দুঃখ শোক;—
চাহ যদি শান্তিময় প্রেমানন্দ ধন!
দূরে ঠেলে ফেলি এস ইহ পরলোক।
কীর্ত্তন অঙ্গনে নামি বাহু তুলি ভাবে
হাঁস কাঁদ নাচ গাও যথেচ্ছা যাহার।

শ্রীযোগীন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী।

"আমি কে ?" কবিতার গূঢ় তত্ত্ব।*

(শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় লিখিত।)

—:০:—

জনৈক সংসার-বদ্ধ জীবের জীবন-ত্যাগে, তাহার প্রাণহীন শবদেহ দর্শন করিয়া, কবি গাহিতেছেন। তৎকৃত উদ্দিষ্ট কবিতার বিশেষ ব্যাখ্যা এই ভাবেহ প্রকটিত হইবে।

(১)—জীবাত্মাই জীবের জীবন নদী; ইহাই যমুনা; ইহারই তটে পরমাত্মা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, স্বীয় শ্রীঅঙ্গ প্রভায় তাহাকে আলোকিত ও পুলকিত করিয়া নিত্য বিহার করেন। জীবন ও মরণ, এক পরম-কারণ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সমুদিত। জীবন, জীবাত্মা বা যমুনার ভ্রাতা (সহোদর)—মরণ, মৃত্যু বা যম। জীবাত্মার পুত্র মন। জীবের মৃত্যুতে, দেহপুরী ত্যাগ করিয়া জীবাত্মা তাহার পুত্র মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগণকে লইয়া কৃতান্তপুরে প্রস্থান করিয়াছেন। মনঃ যদবধি মন্মথ-মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণে সুবিশুদ্ধ ও তন্ময় না হয়, তদবধি সে 'খোকা'—অজ্ঞান শিশু ভিন্ন আর কি ? 'খোকা' যেমন

---

* জাগতিক যাবতীয় বস্তু-বিষয়ের বাহ্য আবরণের অভ্যন্তরে কোনও না কোনও গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছেই আছে। যাঁহাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ঐ আবরণ ভেদ করিতে পারে, তাঁহারাই ঐ গূঢ়তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া, তাহা হইতে কিছু না কিছু আনন্দ ও উপদেশ প্রাপ্ত হন। 'ভক্তি'র সহকারী সম্পাদক মহাশয়ের ইঙ্গিত মত, ১৩শ বর্ষ, ১৩২২,—জ্যৈষ্ঠের 'ভক্তি'তে প্রকাশিত 'আমি কে ?' কবিতার বহিরাবরণ ভেদ করিয়া, যাহা তাহার অন্তরে দর্শন করিলাম, এক্ষণে এই প্রবন্ধে তাহাই ভাষায় প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইতেছি। "ভক্তি"র গ্রাহক পাঠক প্রভৃতি তৎসম্বন্ধীয় ভক্ত মহাত্মাগণের চরণে আমার কোটি কোটি নমস্কার। বহুদিন পরে এই দীন আজ আবার তাঁহাদের চরণ প্রান্তে উপস্থিত। সকলেরই শুভাশীর্ব্বাদ ও কৃপাকটাক্ষ প্রার্থনীয়।

উদ্দাম ও চঞ্চল সেও তেমনই। মায়ের সঙ্গে ইহাই 'খোকার' মামার বাড়ী গমন। 'মৃত্যু'ই তাহার মামা। এই সুবিচিত্র দেহপুরে, চক্ষু দুইটিই মনের দোলনা; ইহাতে থাকিয়াই সে আকাঙ্খার বাতাসে দোল খায়। সে এখন ঘরে নাই, তাই দোলনাটা আর দোলে না, সেটা দেওয়ালে তোলা। মৃত দেহের এই চক্ষুঃ,—যাহা একদিন কামিনী কাঞ্চনের অন্তঃসার শূন্য মোহন আবরণে মুগ্ধ হইয়া কত নৃত্য করিয়াছে,—এখন তাহা ললাটে উঠিয়া নিশ্চল হইয়াছে। মস্তকই মনের উপাধান (বালিশ); মন নাই বলিয়া তাহা এখন গড়াগড়ি যাইতেছে। কর-চরণাদি যে সকল, চঞ্চল মনের হাতে খ্যাল্‌নার স্বরূপ ছিল,—যাহাদিগকে লইয়া অবোধ মন যথেচ্ছাভাবে কতই খেলাইয়াছে,—তাহারা এখন অচলভাবে যথাতথা পতিত রহিয়াছে। কে আর তাহাদিগকে খেলাইবে ?—খোকা মামার বাড়ী গিয়াছে।

(২)—বিবিধ বহির্বিষয়ের স্মৃতিই মনকে ভুলাইয়া রাখে, অনিত্যে নাচায় নিত্য বস্তুর সন্ধানে যাইতে দেয় না। এই স্মৃতিই মোস্তা-ভোলা,—মনের সহচরী—'খেলী'। ইহারই পায়ে আশার নূপুর মধুর ঝুনু ঝুনু রবে বাজে; মন ইহাতেই মাতে। ঐ শব্দে শব্দে ছুটে, উঠে, পড়ে। মন ঘরে নাই তাই, তাহার ঐ 'খেলী' শূন্য ঘরে উঁকি মারিয়া মারিয়া, হতাশ হইয়া, শূন্যে শূন্যে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। সে আজ মন বা গৃহের 'চিন্তা' 'সুখ দুঃখ ভাবাভাব প্রভৃতি অন্য কোনও বালক বালিকাকেই দেখিতে পাইতেছে না। 'চিন্তা'—'মঙ্‌লা'; 'সুখ-দুঃখ-ভাবাভাব'—'বিশে'; 'কামনা' বা 'দুর্বাসনা' —'বারুণী' (মত্তকারিণী মাদরা)। ইহারা সকলেই মনের ভ্রাতা ভগিনী। একত্র লালিত-পালিত।

(৩)—প্রাণহীন শব-দেহের শ্রীহীনতা ও বিশৃঙ্খলতা, "কোথায় মাথা, কোথায় হস্ত-পদ;—সকলই বিশ্রীভাবে ও বিকৃত অবস্থায় নিপতিত আছে। নাসা চক্ষু, ও মুখ-মণ্ডল ধূলা-মলায় পূর্ণ হইয়াছে। জীবিত অবস্থায় যাহার নানা-কীর্ত্তি-কাহিনী—যশঃ সৌরভ চারিদিকে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার সেই শূন্যমাত্র অহং ও যশোমানের আধার স্বরূপ ঐ কত যত্নের দেহ-পট্‌টি আজ একের অভাবে ভূতলে লুন্ঠিত।

(৪)—দেল প্রাণহীন্ন দেহ-পুর হইতে তাই আর শ্বাসপতন ও বাক্য কথনাদির কোনও শব্দই উত্থিত হইতেছে না। দেহপুরের কর্ত্রী এবং ইন্দ্রিয়াদি কাহারও আর কর্ম্ম-জনিত কোলাহল নাই। কারণ তাহারা কেহই ঘরে নাই। তাহাদের পূর্ব্ব অবস্থিতির চিহ্ন মাত্র রহিয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই, তাহার (ঐ মৃত ব্যক্তির) আর সেই দন্ত বিকাশ করিয়া 'খাই—খাই' 'নাই—নাই' 'চাই চাই' শব্দ নাই। সে দন্ত এখন দৃঢ় বদ্ধ; বদন রুদ্ধ। শক্তি বিগত হইয়াছে।

(৫)–(৬)—মৃতদেহের দর্শন-কর্ত্তা কোনও বিবেকী ব্যক্তির (বা স্বয়ং কবির) উক্তি। দেহাদির অনিত্যতা দেখিয়া, পরিণাম ভাবিয়া, তাঁহার চৈতন্যোদয় হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন ;—হায়, এই দেহের এই পরিণাম! যাহা একদিন অনিত্য-বিষয়ে কত ব্যস্ত থাকিত,—কত আরামে, কত ভোগ-সুখে কালাতিপাত করিত,—আজ সে ঐ জ্বলন্ত চিতায় উঠিতেছে! সামান্য তাপ সহ্য করিতে যে কত না অধৈর্য্য হইত, সে আজ কি দুঃসহ অগ্নিতাপে দগ্ধ হইতেছে! হায় জীব,—কিসের তুমি অভিমান কর? এইবার একবার ভাবিয়া দেখ দেখি তুমি যথার্থ কে—কিবা তোমার! তুমি কি পুরুষ না নারী? যে অনিত্য দেহের অভিমানে তুমি আপনাকে পুরুষ, নারী, রূপবান, ধনবান, পণ্ডিত, কবি বা অন্য যে কোনও অভিধান প্রদান করিয়া কি অহঙ্কারেই না আত্মহারা হইতে; আজ একবার সেই দেহের বৈরাগ্যোদয় হইলে, কিন্তু সব বিপরিত! তখন কেবল পরমানন্দের মহামেলা !!!

হায়রে, মায়িক জীব,—আর মোহে অন্ধ থাকিস্ না! এখন দেখিয়া শুনিয়া, শিখিয়া, সত্যের সন্ধান গ্রহণ কর্! সর্ব্ব কারণ-কারণ, সর্ব্বমূলাধার, সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে একান্ত শরণ লইয়া ও জ্ঞানের এই প্রগাঢ় তমাবরণ অপসারিত করিয়া, বিজ্ঞানের বিমলালোকে আপন স্বরূপ দর্শন কর্॥

ব্যাখ্যা টী পড়িলেই প্রথমে মনে হয় "কবিতা রসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ।" কিন্তু বোধহয় ব্যাখ্যাকার কবিতা লেখকেরও উপরে গিয়াছেন।

(ভক্তি সহঃ সঃ)

গৌর-তত্ত্বের প্রাচীন প্রমাণ।

(শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য লিখিত।)

—:o:—

বর্ত্তমান নব্য মতাবলম্বী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মধ্যে কেহ কেহ পরম পরতত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুকে "রাধাভাব দ্যুতি সুবলিতং" কৃষ্ণ স্বরূপ বলিয়া মানিয়া লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ইঁহাদের মতে শ্রীগৌরাঙ্গই এক সতন্ত্র তত্ত্ব।* এ সম্বন্ধে অযথা তর্ক বিতর্ক না করিয়া প্রাচীন পদকর্ত্তাগণের পদে ও প্রাচীন গ্রন্থের শ্লোকাদিতে অভ্রান্ত গৌর-তত্ত্বের সত্যতা দেখাইবার জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণব জগতের অত্যুজ্জ্বল কোহিনুর, চিরপরিচিত ও পরম পূজনীয়। এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে সাহসী হইবেন না। যাঁহার পূর্ণানন্দ পূর্ণ পবিত্র হৃদয়ে সর্ব্বদা নিত্যানন্দ প্রভুর নিবিড় লীলা,—সেই ঋষিকল্প, সাধন সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়াছেন,—

"নন্দের নন্দন যেই, শচী সুত হৈল সেই
বলরাম হইল নিতাই।
পাপী তাপী যত ছিল, হরি নামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥"

সত্যের লীলাস্থলী প্রেম-ভক্তির প্রশস্ত প্রাঙ্গন নরোত্তম-হৃদয়ে ভ্রান্ত মত কখনই স্থান পাইতে পারে না। এখানে প্রকৃতেরই পূর্ণ বিকাশ।

এদিকে আবার সাক্ষাদ্দর্শনের পূর্ণাধিকারী রামানন্দ রায় মহাশয় মহাপ্রভুকে অত্যাগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"প্রভো,—প্রথমতঃ তোমাকে সন্ন্যাসী স্বরূপ দেখিয়াছিলাম, এখন তোমাকে শ্যাম গোপরূপ, দেখিতেছি কেন? তোমার সম্মুখে একটী স্বর্ণ পুত্তলিকাও দেখিতেছি। যাঁর কাঞ্চন কান্তিতে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা রহিয়াছে। তাহাতে তোমাকে বংশীবদন রূপে প্রকট

---

*শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর একতত্ত্ব হইলেও শ্রীরাধারভাব গ্রহণাংশে স্বতন্ত্রতা আছে। ('ভক্তি' সম্পাদক।)

দর্শন করিতেছি। তোমার নয়ন কমল নানভাবে অতি চঞ্চল। তোমার এই প্রকার অপরূপ-রূপ দর্শনে আমি চমৎকৃত হইয়াছি। প্রভু,—কপটতা না করিয়া ইহার যথার্থ কারণ বল।"

"পহিলে দেখিনু তোমা,—সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি,—শ্যাম গোপ রূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি, কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌর-কান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি, বংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে,—কমল নয়ন॥
এইমতে দেখি তোমা হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভো,—কারণ ইহার॥"

চৈঃ চঃ মধ্য লীলা ৮ম অঃ।

রামানন্দের প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর না দিয়া প্রভু আত্মগোপনেচ্ছায় নানা মত প্রবোধ বাক্য প্রদান করিতে লাগিলেন।

প্রভু কহিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমার অত্যন্ত গাঢ় প্রেম; আর এইরূপ দর্শন প্রেমেরই স্বভাব। কৃষ্ণ গত প্রাণ মহা ভাগবতগণ স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ দর্শন করেন। স্থাবর জঙ্গমাদিতে নেত্রপাত করিলেও তাঁহাদের নৈষ্ঠিক হৃদয়ে আপন ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি পান।

"প্রভু কহে,—"কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিও নিশ্চয়॥
মহা ভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
যাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে অন্য মূর্ত্তি।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"

(চরিতামৃত।)

তিনি (মহাপ্রভু) আরও বলিলেন,—

"রাধা কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধা-কৃষ্ণ তোমার স্ফুরয়॥"

ভক্তের নিকট ভগবানের চাতুরী খাটে না, বিশেষতঃ রামরায় ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। প্রভুর উত্তর শ্রবণে কৌতুহলাক্রান্ত পরম ভক্ত রামানন্দ বলিলেন, "প্রভো, তুমি এই ভারি ভুরি ছাড়িয়া দাও। আমার নিকট তোমার নিজরূপ চুরি করিও না। তুমি রাধিকার ভাব কান্তি লইয়া নিজ রস আস্বাদন জন্য এই অবতার গ্রহণ করিয়াছ। প্রেমাস্বাদন করাই তোমার আপন গূঢ় কার্য্য। এই সঙ্গে ত্রিভুবন প্রেমময় করিয়াছ। তুমি আমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়া আমার সঙ্গে কপটতা করিতেছ কেন? এ তোমার কেমন ব্যবহার?"

"রায় কহে, প্রভু তুমি ছাড় ভারি ভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গূঢ় কার্য্য তব, প্রেম আস্বাদন।
অনুসঙ্গে প্রেমময়, কৈলে ত্রিভুবন॥
আপনে আইলে মোরে, করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর, তোমার কোন্ ব্যবহার?" (চরিতামৃত।)

রামানন্দের এই প্রকার তীব্র মধুর অনুযোগে প্রভু আর আত্ম গোপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ভক্তের সৌভাগ্য সুযোগের মাহেন্দ্রক্ষণ পাইয়া ভগবদ্‌কৃপা স্রোতে ভক্তের দিকে প্রবল বেগে গড়াইয়া ছুটিল। রামানন্দ দেখিতেছেন, রস-রাজ, মহা-ভাব এই দুই কি হইয়া আছেন।

"তবে হাঁসি প্রভু তাঁরে দেখাইল স্বরূপ।
রস রাজ, মহা-ভাব দুই এক রূপ॥"

দর্শন মাত্র রায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন।

"দেখি রামানন্দ হৈলা, আনন্দে মূর্চ্ছিত।
ধরিতে না পারে দেহ, পড়িলা ভূমিত॥"

রামানন্দ রায় জাতিতে কায়স্থ, প্রগাঢ় বুদ্ধিমান্ লোক, একজন মহারাজের প্রধান সচীব। এমন সুচতুর মহাদক্ষ ব্যক্তিটী কি ভুল দেখিলেন? প্রভুর সঙ্গে রায়ের কৃষ্ণ কথা হইতেছে, আর প্রভু করুণাধীন হইয়া রায়ের দিকে স্বরূপ দর্শনের কৃপা স্রোত ঢালিয়া দিতেছেন। ভাগ্যবান্ রামানন্দ কনক-কান্তি

কলেবরে সেই বৃন্দা-বিপিনের শ্যাম গোপ রূপ দর্শনে আনন্দে অমৃতায়মান্ হইতেছেন। বলিহারি কৃপা !!! তাই রাম রায় বলিয়াছিলেন,—

"পাহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি, শ্যামগোপ রূপ ॥"

ভগবান্ আর ভক্ত বাঞ্ছা পূরণের বাকি রাখিলেন না; রসরাজ মহাভাব দুই মূর্ত্তির মিলিত মূর্ত্তি যে শ্রীগৌরাঙ্গ, তাহাই প্রদর্শন করাইয়া আপন স্বরূপ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন।

এ স্থলে যদি কেহ বলেন, যে, "রামানন্দ রায় এই প্রকার স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন কি না, এই প্রকার বলিয়াছেন কি না, তাহার সবিশেষ প্রমাণ কি আছে? ইহাতো কবিরাজ গোস্বামীর কলমের লেখা কথা।"

তবেতো আর কোন শাস্ত্র পুরাণই বিশ্বাস যোগ্য নহে, সকলি তো কলমের লেখা। রামায়ণ, ভাগবত, মহাভারত, প্রভৃতি সমস্তই তো কলমের লেখা।

অর্জ্জুনকে যে ভগবান রণক্ষেত্রে সমর বিমুখ দেখিয়া যোগাদি শ্রবণ করাইলেন, তাহাও তো নাকি কলমের লেখা? যা,ক এরূপ অলীকাপত্তির নিরসন চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

রামানন্দকে ছাড়িয়া দিয়া না হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজকেই ধরুন। কবিরাজের লেখা যদি সত্য না হয়, তবে আর আমি চরিতামৃত লইয়া মাথা কুটিতেছি কেন?

কবিরাজ একজন পরম পণ্ডিত ছিলেন। যেমন পণ্ডিত, তেমনি মহা ভক্তও ছিলেন। এমন মণি কাঞ্চনের সংযোগ জগতে দেখা গেলেও সংখ্যায় অতি অল্প। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃত শ্রীশ্রীমদন গোপাল কর্ত্তৃক কৃপাদিষ্ট হইয়াই লিখিয়াছিলেন।—কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদন গোপাল।"

অতএব দেখা যায় মদন গোপালের আজ্ঞানুসারেই লিখিত, বৈষ্ণব বেদ চির নিত্য, চির সত্য।

ভাবাবিষ্ট পদ কর্ত্তাগণ যে সকল রসপূর্ণ পদরত্নগুলি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, ভক্তি-রসজ্ঞ ভক্তগণ সর্ব্বদাই তাহাতে ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত দেখিয়া আনন্দিত হইতেছেন।

শ্রীল গোবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের একটি পদে শ্রীশ্রীনন্দ নন্দন কৃষ্ণই যে শ্রীগৌরাঙ্গ, তাহা অতি সুন্দর রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। যথা,—

শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে, যে রস করিনু রঙ্গে,
বলি পঁহু করে উতোরোল।
মুরলি মুরলি করি, মুরছিত গৌরহরি,
পড়ে পঁহু গদাধরের কোল।
রাস রস বৃন্দাবন, প্রিয় সখা সখীগণ,
উপজয়ে প্রেম-তরঙ্গ।
বাসুঘোষ রামানন্দ, শ্রীবাস জগদানন্দ,
নাচে পঁহু নরহরি সঙ্গ॥
রাধা ভাবে বিভোরা, বরণ হইল গোরা,
রাধা নাম জপে অণুক্ষণ।
ললিতা বিশাখা বলি, পঁহু যান গড়া গড়ি,
কাঁহা মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
কাঁহা যমুনার তট, কাঁহা মোর বংশীবট,
বলি পুন হরল চেতন।
এদীন গোবিন্দ ঘোষে, না পাওল লব লেশে,
ধিক্ রহু এ ছার জীবন॥

(গৌর পদ তরঙ্গিনী।)

গোবিন্দ ঘোষের এই পদটীতে বৃন্দাবন চন্দ্রই যে রূপান্তরিত হইয়া গৌড় চন্দ্র হইয়াছেন, ইহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে।

সাধন-সিদ্ধ পদকর্ত্তা বংশীদাসের আর একটী পদ এখানে সন্নিবেশিত করিলাম। শ্রীশ্রীপদ কল্পতরু প্রভৃতি পদ গ্রন্থে এইরূপ অসংখ্য পদ লিখিত হইয়াছে। বংশীদাসের পদটী এই,—

"ভাবাবেশে গোরাচাঁদ, বিভোর হইয়া।
ক্ষণে ক্ষণে ডাকে ভাইয়া, শ্রীদাম বলিয়া॥
ক্ষণে ডাকে সুবলেরে, ক্ষণে বসু দাম।
ক্ষণে ডাকে ভাই মোর, দাদা বলরাম॥

ধবলি শাঙলী বলি, করয়ে ফুকার।
পূরল পুলকে অঙ্গ, বহে অশ্রু ধার॥
কালিন্দী যমুনা বলি, প্রেম জলে ভাসে।
পূরব পড়িল মনে, কহে বংশীদাসে॥" (পদকল্পতরু।)

নদীয়া লীলা যে ব্রজলীলারই প্রচ্ছন্নাভিনয়, বহু সহস্র মহাজনী পদে তাহা প্রকাশ পাইতেছে।

আর এক দল অর্দ্ধ শিক্ষিত পণ্ডিত যাঁহারা অবৈষ্ণব তাঁহারা বলেন "গৌর যে একটী কলির অবতার তাহা তো কোন পুরাণ প্রমাণে লেখে না" এই প্রকার সর্ব্বশাস্ত্র বেত্তাভিমানীদের ভ্রান্তি নিরসনের জন্য বারান্তরে কতকগুলি তন্ত্র-পুরাণোক্ত প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইবে।

ক্রমশঃ।

হরি, অদ্ভুত তব লীলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ মিত্র লিখিত।)

—:০:—

জয়, গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
এইমত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য॥
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্র সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলেঅঙ্গে। (চরিতামৃত)

অন্য আর একসময় রথ চলিতে চলিতে পট্টডোরী ছিড়িয়া গেল। প্রভুর কৃপায় সেই ডোরী ঠিক করিয়া লইয়া রথ চালান হইল। প্রভু চৈতন্যদেব এইসময় একখণ্ড ডোরী লইয়া কুলিনগ্রাম নিবাসিগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা এই ডোরী গ্রহণ কর। প্রতিবর্ষে তোমাদিগকে প্রভু জগন্নাথ-দেবের এই ডোরী দিতে হইবে, ইহার যজমান তোমরা হইলে।এই খণ্ডডোরী দেখিয়া দৃঢ়রূপে উহা প্রস্তুত করিবে।" কুলিনগ্রামবাসি বসুমহাশয়গণ

এই চারি শত বৎসরের অধিককাল পট্টডোরী যোগাইতেছেন এবং প্রভু চৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির ঘোষনা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ ও পরম সম্মানিত বলিয়া বোধ করেন।

রথ গুণ্ডিচাবাড়িতে লইবার কালে রাস্তার বলগণ্ডী নামক স্থলে প্রভুর ভোগ হইয়া থাকে। এইস্থল প্রভুর মাসির বাড়ি বলিয়া কথিত হয়, পূর্ব্বে, রথ, এখানে একদিন থাকিত।

হোঁড়াপঞ্চমী (শ্রী শ্রীলক্ষ্মীবিজয়)। এইদিন পুরীতে থাকিয়া লক্ষ্মীডালা, বিমলাডালা ও রত্নবেদিতে পঞ্চ রত্ন দিতে হয়। লক্ষ্মী ও বিমলা ডালায় সাঁকা, সিন্দুরপেতে, লোহা, চিরুনী, লালপেড়ে কাপড়, সিন্দুর প্রভৃতি দিতে হয়। রথের পর পুরীতে থাকিয়া হোঁড়াপঞ্চমী করিলে বিধবা হয় না বলিয়া প্রবাদ আছে। রথ গুণ্ডিচাবাড়িতে উপস্থিত হইলে পর, প্রভু জগন্নাথদেব প্রভৃতিকে গুণ্ডিচাবাড়িস্থ সিংহাসনে লওয়া হয় ও তথায় নিয়মিত ভোগ হইয়া থাকে; মহাপ্রভু প্রভৃতি এখানে দশমীর দিন পর্য্যন্ত থাকেন। একাদশীর দিন পুনর্যাত্রা হয় এবং রথকে পুনরায় মন্দিরে আনা হয়। প্রভু জগন্নাথদেব প্রভৃতিকে রথ হইতে মন্দিরে লইবার সময় বলদেব ও সুভদ্রাদেবীকে প্রথমে রত্নবেদিতে বসান হয়। লক্ষ্মীদেবী রথে যাইতে না পারার কারণ অভিমান করেন এবং এজন্য প্রভু জগন্নাথদেবকে মন্দিরের মধ্যস্থ দ্বিতীয় স্থলে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। পরে লক্ষ্মীদেবীর মান ভঞ্জন করাইবার জন্য প্রভু একটি হার উপহার দিলে পর, প্রভুকে মন্দিরের প্রথম স্থলস্থ রত্নবেদিতে স্থাপন করা হয়।

দোলযাত্রা—দোলের সময়ও অসংখ্য লোক ভারতের সকল প্রদেশ হইতে আসিয়া থাকেন, তবে এসময় রথের সময় অপেক্ষা লোক সংখ্যা কম হইয়া থাকে। প্রভু জগন্নাথদেবের দোলযাত্রা দর্শন করিলে পরজন্মে আর বিধবা হইতে হয় না এইরূপ পৌরানিক উপাখ্যান থাকায় সাধারণতঃ বিধবা যাত্রিদের সংখ্যাই অধিক হইয়া থাকে। ছোটছাতা মঠের সম্মুখে দোল মণ্ডপে, প্রভু জগন্নাথ দেবের প্রতিনিধি মদন মোহনকে লইয়া এই দোলযাত্র হইয়া থাকে।

চন্দন যাত্রা—বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হইতে ২১ দিন যাবৎ এই উৎসব হইয়া থাকে। প্রতিদিন প্রভু জগন্নাথ দেবের প্রতিনিধি মদন মোহনের মূর্ত্তি লইয়া নরেন্দ্র নামক সরোবরে চাঁপ খেলান হয়। অপরাহ্নে

মদন মোহনকে সমারোহে নরেন্দ্র সরোবরে লওয়া হয়। এবং একটী নৌকায় করিয়া খেলান হয়। বহুলোক এই উপলক্ষে সন্তরণ করিয়া আনন্দে যোগ দিয়া থাকেন। ইহারই নাম চাঁপখেলা। চাঁপখেলা হইবার পর মদন মোহনকে নরেন্দ্র সরোবরের জল মধ্যস্থ চন্দন যাত্রা নামক মঠে স্থাপন করাইয়া শিঙ্গার ও ভোগাদি করান হয়। পুস্করিণীর পাড় হইতে এই জল মধ্যস্থ মন্দিরে যাইবার জন্য সেতু করা হয়। রাত্রে যাত্রীরা দর্শন করেন ও ভোগাদি দিয়া থাকেন। পরে সাধারণতঃ ১০।১১ টার সময় মদন মোহনকে মন্দিরে ফিরিয়া আনা হয়। এইরূপ ২১ দিন যাবৎ দৈনিক মদন মোহনকে মন্দির হইতে নরেন্দ্র সরোবরে লওয়া হয় এবং আনা হয়। বৈশাখ মাসের তৃতীয়ার দিন চন্দনযাত্রার সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোক আছেঃ—

বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াহক্ষয় সংজ্ঞিতা।
তস্যাং মাং লেপয়েদ্‌গন্ধলেপনৈরতিশোভনৈঃ॥

যঃ পশ্যতি তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণং চন্দন চর্চ্চিতং।
বৈশাখস্য সিতে পক্ষে স যাত্যচ্যুতমন্দিরম্‌॥

(২) বাণপুর—ইহা পুরি জেলার অন্তর্গত। হাওড়া, ওয়াল্‌টিয়ার, মান্দ্রাজ, লাইনে বালুগাঁ বলিয়া একটি ষ্টেসন আছে, এই ষ্টেসনে নামিয়া যাইতে হয়। ইহা পুরী হইতে ৪৬ মাইল রেলে ও ৫ মাইল গরুর গাড়িতে যাইতে হয়। পুরী হইতে বালুগাঁ ষ্টেসনের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৸৶০ আনা এবং মধ্যম শ্রেণীর ভাড়া ১।৴০ খুরদা নামক ষ্টেসনে গাড়ি বদলাইতে হয়। বালুগাঁ ষ্টেসন হইতে ।৷০ বা ৷৴০ আনা ভাড়া দিলেই গরুর গাড়ী পাওয়া যায়। বাণপুর যায়গাটি পার্ব্বত্য প্রদেশ, ইহার অনতি দুরেই ছোট ছোট পাহাড় সকল দেখা যায়। এখানে ভগবতী বলিয়া এক জাগ্রত দেবী আছেন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির আছে। ইহা অতি প্রাচীন, এক্ষণে অনেক মন্দিরেরই ভগ্নাবস্থা ও রাস্তাঘাট খারাপ হইয়া গিয়াছে। এইস্থানটি তত বড় না হইলেও সরকারি কার্য্য বিভাগের জন্য অনেকটা পরিচিত যায়গার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এখান হইতে আমরা ভগবতী প্রভৃতি দেব-দেবীর যথাসাধ্য পূজা দিয়া চিল্কানামক হ্রদে বিচরণ জন্য গিয়াছিলাম। মাতা

ভগবতীকে দর্শন জনিত পবিত্রতা, ছোট ছোট নৌকায় করিয়া চিল্কাহ্রদে বিচরণ জন্য অপার আনন্দ এবং বাণপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এখনও আমার হৃদয়ে জাগরূক আছে।

(৩) কাকটপুর—ইহা পুরি জেলার অন্তর্গত। এখানে কাকটি ঠাকুরাণী বলিয়া এক জাগ্রত দেবী ও অন্যান্য দেব-দেবীর মন্দির আছে। পুরি হইতে প্রথম দিনে গিয়া গোপনামক স্থলে থাকিতে হয়, পরদিন কাকটপুর যাওয়া যায় গরুর গাড়ির ভাড়া ১৷৷০ টাকা বা ২৲ টাকা লাগে, যাতায়াত ৩।৪ টাকা লাগে। এখানে পূজার বন্দোবস্ত বড়ই সুন্দর। মাহারিরা (উড়িষ্যা দেশের ভাষায় দেবদাসীকে মাহারি কহে) তাঁহাদের পালা অনুসারে নাচগান করিয়া থাকেন। প্রভু জগন্নাথ দেবের নিকট ও দেবদাসীরা নাচগান করিয়া থাকেন। ইহার প্রকৃতার্থ কি তাহা আমি বুঝিনা, তবে উড়িষ্যাবাসীরা বলেন স্বর্গে যেরূপ বিদ্যাধরিরা নাচ গান করিয়া থাকেন, ইহাও তাহারই অনুকরণ মাত্র। যাহাহউক এইঅনুকরণে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই অধিক হইতেছে। এখানে কাকটি ঠাকুরাণীর যথাসাধ্য পূজা দিয়া, ব্রাহ্মণ ও দীন দরিদ্রকে যাহা কিছু দিলেই চলে। ইহা ও একটি উড়িষ্যাদেশের প্রাচীন কীর্ত্তি।

(৪) অরকতীর্থ। (সূর্য্য মন্দির নামক তীর্থ)—ইহা পুরী জেলার অন্তর্গত গোপের নিকটে স্থিত। এখানে সূর্য্যমন্দির আছে। এই মন্দির সমুদ্রের বালিতে প্রোথিত হইয়াছিল, এক্ষণে ইংরাজ বাহাদুরগণ, প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহের পুনরুদ্ধার ফণ্ড হইতে এই মন্দিরের উদ্ধার করিয়া আমাদের এক মহৎ হিতসাধন করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতার ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ইহার অন্য নাম কনারক। এইরূপ উড়িষ্যা ভাষার প্রবাদ আছে, যে—

"কনারক নামক মন্দিরখানি, লিখন মুণ্ডের কাম।
তাহার ভিতর রহিলে পরে না পশিবে যম॥"

ক্রমশঃ—

ভক্তি।

(চতুর্দ্দশবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, আশ্বিন মাস, ১৩২২সাল।)

—ঃ০ঃ—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

অনন্যচিত্তে ভগবদ্‌ভজন পরায়ণ হইলে ঘোর দুরাচারী ব্যক্তিও যে সাধুর-ন্যায় পূজ্য তাহা দেখাইয়া ভগবান প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—"হে অর্জ্জুন! নিরতিশয় দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য-ভজন-পরায়ণ হইয়া আমাকেই মূলাধার জ্ঞানে ভজনা করে তাহাহইলে সেই নিতান্ত দুষ্ক্রিয়াশীল ব্যক্তিও সাধু রূপে সকলের পূজ্য হইয়া থাকে। কেননা সে আমাকে সর্ব্ব-মূলাধার, সর্ব্ব-কারণ-কারণ জ্ঞানে ভজনা করিয়া পরম শ্রেয়স্কর কর্ম্মই করিয়াছে এবং সাধুগণ পরিগৃহীত অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হইয়াছে।"

*　　*　　*

ভগবদ্‌ভক্তের অপরিসীম মাহাত্ম্য প্রদর্শন করাইয়া সাধারণের চিত্ত ভগবদ্-মুখীন্ করিবার জন্যই মূলশ্লোকের অবতারণা। শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ সমূহে অজামিল প্রভৃতি নিরন্তর পাপাচার পরায়ণ দুষ্ক্রিয়াশীল ব্যক্তিগণও অনন্যৈক-চিত্তে ভগবানের ভজনাদ্বারা জগতে পরম সাধু নামে কীর্ত্তিত হইতেছেন। শ্রীভগবানের প্রতি বিশুদ্ধা ভক্তির যে বশ্যতা তাহার বিনিময়ে শ্রীভগবান সেই ভক্তকে কৃপামৃত দান করিয়া উত্তরোত্তর ভাবের উৎকর্ষতাই প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাই ভক্তকে ভগবানের প্রতিদান।

*　　*　　*

'ঘোর দুরাচারীও ভগবদ্‌ভজন পরায়ণ হইলে সাধু হন' মূলের এইমর্ম্ম দ্বারা শ্রীভগবানের বচন আপাততঃ অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু স্থূল ভাব ত্যাগ করিয়া একটু সূক্ষ্ম ভাবের মধ্যদিয়া বিষয়টি পর্য্যালোচনা করিলে অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে যে, সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের সত্যস্বরূপ বাক্যে পরম সত্যই

নিহিত আছে। শ্রীভাগবতে শ্রীভগবানের স্তবে দেবগণের দ্বারা স্পষ্টই ব্যক্ত হইয়াছে যে;—"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।

সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনি সত্য-সঙ্কল্প, আপনি যাহা বলিবেন তাহা মিথ্যা হইবার নয়, সত্য-দ্বারাই আপনাকে লাভ করা যায়, এই প্রপঞ্চ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, পরে ও স্থিতি সময়ে আপনিই সত্য স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন, জগতের যাবতীয় সত্য আপনাতেই নিহিত আছে ইত্যাদি।

* * *

যে একবার ভক্তিপথের পথিক হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে সে যত বড়ই দুরাচারী থাকুক না কেন, সেই হইতে তাহার চিত্ত স্বতঃই উত্তরোত্তর অধিকতর উন্নতির দিকে প্রধাবিত হইবেই। ভগবৎ শরণাপন্নের, ভগবৎ ভজনের এমনই মহান্ প্রভাব, ভক্তি রাজ্যের এমনই আকর্ষণ যে, একবার সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় সেই আকর্ষণে পড়িলে ভজন-জনিত পরমানন্দ তখন ধীরে ধীরে ভজনপরায়ণ ব্যক্তির অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়, মনও ইন্দ্রিয়গণকে একেবারে বশীভূত করিয়া ফেলিবেই। সাধকের প্রাণ তখন উন্নত হইয়া উত্তরোত্তর আনন্দের আশায় সেই পরমানন্দময় শ্রীভগবানের দিকেই প্রধাবিত হইতে থাকিবে।

* * *

যখন এইভাব হৃদয়ে আসিবে তখন সংসারের ঘৃণিত লিপ্সা, বিষয় ভোগের ক্ষণবিধ্বংসী আমোদ-প্রমোদ, ইন্দ্রিয়গণের ভোগানুরাগ জনিত অতি তুচ্ছ সুখ-সম্ভোগ নিরতিশয় অকিঞ্চিৎকর ও যৎপরোনাস্তি হেয়রূপে প্রতীত হইবে। হৃদয় মধ্যে একবার সৎভাবের আলো প্রকাশ পাইলে ক্রমেই তখন পাপের নিন্দনীয় পন্থায় বিচরণ করিবার প্রবৃত্তি তিরোহিত হইতে থাকিবে, লালসার কুৎসিত অঙ্গুলি সঙ্কেতের অনুশরণ করিতে তখন আর প্রবৃত্তি হইবে না। ভোগ-জনিত ক্ষণিক বিলাসও আর নয়ন মনকে বশীভূত করিতে পারিবে না।

* * *

তখন যে ব্যক্তি একদিন ঘোর দুষ্ক্রিয়াশীল, ইন্দ্রিয়গণের অসৎভাব চরিতার্থ করিবার প্রধান নেতা ছিল সেও ভগবদ্‌ভক্তির প্রভাবে সাধুরূপে,—আদর্শ ভক্তরূপে প্রকাশ পাইবে। নরসিংহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে :—

"ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশ মলিনোঽপি-বিরাজতে মনুষ্যঃ।
নহি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচি তিমির পরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ॥"

অর্থাৎ "অতিশয় মলিন হইলেও মনুষ্য যদি শ্রীহরির প্রতি অনন্যচেতা হয় তাহাহইলে সে পরম শোভাময় রূপেই বিরাজমান হইয়া থাকে। শশাঙ্কলাঞ্ছন-হেতু চন্দ্র কখনই তিমির-পরাভবতা প্রাপ্ত হয়না।"

সম্পাদক।

শরণ।

—ঃ০ঃ—

ওগো—সারা বিশ্ব জুড়ে' বিশ্ব সৃষ্টি হ'তে
মোর—আছে চির হাহাকার।
আমি—চাহি' সুখ শান্তি, চাহি'স্বর্গ, মুক্তি
পাইয়াছি কত বার।
কই—শেষত' হ'ল না চাহিবার কথা
যতই দিতেছ তুমি?
তাই—ভেবেছি এবার চাহিবনা আর
বলিবনা কিছু আমি।
নাথ—যাহা ভাল মোর তুমিই তা' জান
কেন তবে চেয়ে মরি?
তাই—জ'ড়ায়ে ধরিনু ওদু'টী চরণ
রহিনু চরণে পড়ি'।
ওগো—বলিবার বল কি আছে নূতন
তুমি যাহা নাহি জান?
কি ব্যথা, কি আশা, কোন্ সুখ, তৃষা
কোন্ শুভাশুভ মোর—
অজানা র'য়েছে তোমা কাছে প্রভু
বল'না হে চিত-চোর?

ল'য়ে—আমার "আমিত্ব" ডালা সাজাইয়া
সঁপিলাম তোমা' পায়,
মোরে—রা'খ মার' ফেল, দূর ক'রে দাও
যেবা তব ইচ্ছা হয়।

দীন—শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী।

গৌর-তত্ত্বের প্রাচীন প্রমাণ।

(শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—::—

"দিবিজা ভুবিজায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে সম্ভবামি শচীসুতঃ ॥১॥" (নারদীয় পুরাণ।)

ভগবান নারায়ণ একসময় দেবগণকে বলিয়াছিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা সকলে মর্ত্ত্যলোকে ভক্তরূপী হইয়া জন্ম গ্রহণ কর;—আমিও কলিতে সংকীর্ত্তনা-রম্ভে শচীনন্দন রূপে জন্ম গ্রহণ করিব।১।

উপরোক্ত শ্লোকটী ভবিষ্য পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

"অজায়ধ্ব মজায়ধ্ব মজায়ধ্বং ন সংশয়ঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ"
"সত্যে দৈত্যকুলাদিনাথমথনং কুর্ব্বন্ নখৈঃ কেশরী
ত্রেতায়াং দশকন্ধরং পরিহরণ্ রামোহভিরামাকৃতিঃ।
গোপালঃ পরিপালয়ন্ ব্রজকুলং ভারং হরণ্ দ্বাপরে
গৌরেন্দুঃ প্রকটোঽধুনা কলিভয়ংনশ্যন্ হরেঃ কীর্ত্তনৈঃ ॥২॥"

যিনি সত্যযুগে নরসিংহ রূপে নখরাঘাতে দৈত্যকুলনাথ হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়াছেন, ত্রেতাযুগে নয়নাভিরাম শ্রীরাম রূপে দশস্কন্ধ রাবণকে বিনাশ করিয়াছেন, এবং যিনি দ্বাপরে গোপাল রূপে ব্রজকুলকে পরিপালন ও

ভূভার হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই সম্প্রতি কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে হরিসংকীর্ত্তন দ্বারা কলিভয় বিনাশ করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন।২।

"কলিঘোর তমসাচ্ছন্নান্ সর্ব্বানাচার বর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভেতু সম্ভূয় তারয়িস্যামি নারদ॥৩॥" (বামন পুরাণ।)

শ্রীভগবান নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'নারদ! আমি শচীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া কলিকালে আচার বর্জ্জিত মানবদিগকে উদ্ধার করিব।৩।

"শুদ্ধেগৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গো ত্রিস্রোতস্তীর সম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌযুগেঃ॥৪॥" (বায়ু পুরাণ।)

বায়ু পুরাণে ভগবান্ বলিয়াছিলেন, আমি কলিযুগে ভাগিরথীর তীরে সুদীর্ঘাঙ্গ ও শুদ্ধ গৌরবর্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্ব জীবে দয়াশীল ও কীর্ত্তন-গ্রাহী হইব।৪।

"আনন্দাশ্রুকলা-রোম-হর্ষপূর্ণং তপোধন।
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসীরূপিণম্॥৫॥" (ভবিষ্যপুরাণ।)

তপোধন! ঘোর কলিকালে মানবগণ আমাকে আনন্দাশ্রু ধারাযুক্ত রোমাঞ্চ হর্ষান্বিত ও সন্ন্যাসীর বেশ দর্শন করিবে।৫।

"অন্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদঃ।
শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াং মায়া-মানুষ কর্ম্ম কৃৎ॥৬॥" (স্কন্দ পুরাণ।)

স্কন্দ পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—ভগবান্ অন্তরে কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধার অঙ্গ কান্তি দ্বারা বাহিরে গৌর রূপ ধারণ পূর্ব্বক অঙ্গ (নিত্যানন্দাদি) ও উপাঙ্গ (অদ্বৈতাদি) অস্ত্র (শ্রীহরি নাম) ও পার্ষদ (শ্রীবাসাদি) সহ শ্রীশচীদেবীর গর্ভে প্রকটিত হইয়া মায়িক মানুষের ন্যায় কর্ম্ম করিবেন। অর্থাৎ নিজ ঐশ্বর্য্য ভাব গোপন করিবেন।৬।

"অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ লীলাপ্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥৭॥" (নারদীয় পুরাণ।)

ভগবান বলিতেছেন, আমি ভক্ত রূপী প্রচ্ছন্ন (গুপ্ত) মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সর্ব্বদা মানব দিগকে রক্ষা করিব।৭।

"কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্মঃ সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌর-বিগ্রহঃ॥৮॥" (গরুড় পুরাণ।)

গরুড় পুরাণে কথিত হইয়াছে, কলিতে প্রথম সন্ধ্যায় ভগবান্ লক্ষ্মীকান্ত সন্ন্যাসী গৌর বিগ্রহ রূপে নীলাচলে দারু ব্রহ্ম শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সমীপে অবস্থান করিবেন।৮।

"শঙ্কর গ্রাহ গ্রস্তংহি ভক্তি যোগং মহৎ পুনঃ।
কলৌ সন্ন্যাস রূপেন অহং হি বিতরামি চ ॥৯॥" (ভবিষ্য পুরাণ।)

আমি ঘোর কলিকালে সন্ন্যাস রূপ ধারণ করিয়া দেবাধিদেব বাঞ্ছিত ভক্তি যোগ পুনর্ব্বার বিতরণ করিব।৯।

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি পরায়ণঃ ॥১০॥ (সহস্র নাম স্তোত্র।)

সহস্র নাম স্তোত্রে শ্রীভগবান্ সুবর্ণ বর্ণ, হেমাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী, সন্ন্যাসকৃৎ, ইত্যাদি নামে অভিহিত হওয়ায় তাঁহার গৌরাবতারই সূচীত হইয়াছে।১০।

"কৃষ্ণ চৈতন্য নামানং কীর্ত্তয়ন্তি সকৃন্নরাঃ।
নামাপরাধ যুক্তস্তে পুনন্তি সকলং জগৎ ॥১১॥ (বিষ্ণুযামল তন্ত্র।)

মানবগণ নানা অপরাধ যুক্ত হইয়াও যদি একবার মাত্র "কৃষ্ণ চৈতন্য" এই নাম গ্রহণ করে, তবে তাহা দ্বারা সমস্ত জগৎ পবিত্র হইবে।১১।

নিম্নলিখিত নাম গুলি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর—

"শ্রীকৃষ্ণশ্চৈতন্য গৌরাঙ্গ গৌরচন্দ্র শচীসুতঃ।
প্রভুর্গৌরো গৌরহরির্নামানি ভক্তি দানিমে ॥১২॥" (অনন্ত সংহিতা।)

"যঃ কৃষ্ণ পরমানন্দ সহচর্য্যগণৈর্বৃতঃ।
স্বর্ণবর্ণোহধুনা চৈব গৌরাঙ্গোহসৌ বিতিক্রতঃ ॥১৩॥ (স্কন্দ পুরাণ।)

যেই পরমানন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে ব্রজভূমে সহচরীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রীড়া রত ছিলেন, তিনিই এক্ষণে (দ্বাপর লীলা অন্তে) সুবর্ণ বর্ণ গৌরাঙ্গ নাম ধারণ করিবেন।১৩।

"কলিনা দহ্যমানানা মুদ্ধারায় তনুভৃতাম্।
কলে প্রথমসন্ধ্যায়াং ভবিষ্যামি দ্বিজাতিষু ॥১৪॥" (কূর্ম্মপুরাণ।)

কূর্ম্মপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—কলি কর্ত্তৃক দহ্যমান জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত আমি মহীতলে কলির প্রথম সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিব।১৪।

অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মণ্ সন্ন্যাসাশ্রম মাশ্রিতঃ।

হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্ নরান্॥ (উপ পুরাণ)

"দক্ষিণ দ্বারি সপ্তমাবরণে দ্বারপালো গৌরবর্ণ বিষ্ণুরিতি। অনেন শক্ত্যা চৈক্যমেত্য প্রান্তে প্রাতরবতীর্য্য সহস্বৈঃ স্বীয়মাসাদ্য স্বয়মনু শিক্ষা তীতি॥১৫॥" (অথর্ব্ব-বেদ, ব্রজ-তাপন্যাং।)

অথর্ব্ব-বেদে ব্রজ-তাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, দক্ষিণ দ্বারের সপ্তমাবরণের দ্বার পাল গৌরবর্ণ বিষ্ণু। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই গৌরবর্ণ বিষ্ণু ও নিজ স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী শ্রীরাধার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া ও কলির প্রথম সন্ধ্যায়* স্বীয় পার্ষদগণের সহিত অবতীর্ণ হইয়া অগ্রে স্বকীয় প্রেমাস্বাদন করত পশ্চাৎ জীবকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। এস্থলে বর্ত্তমান প্রয়োগে গৌরলীলার নিত্যতাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে।১৫।

আসন বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ

শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥১৬॥" (শ্রীভাগবত।)

শ্রীভাগবতে গর্গ মহাশয় শ্রীনন্দরাজকে শ্রীকৃষ্ণের নাম করণ উদ্দেশে বলিতেছেন,—"যুগোচিত তনুধারণকারী এই তোমার পুত্র অন্য যুগত্রয়ে শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন বর্ণ ধারণ করেন। অর্থাৎ সত্যে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, ও অতীত কলিযুগে পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন" অথবা, "শুক্ল রক্ত স্তথাপীত" এস্থলে 'তথা, এই ভবিষ্য নির্দ্দেশ বাক্যে কলিযুগে প্রথম সন্ধ্যায় ভবিষ্য পীত গৌরাবতার যে হইবেন, তাহাও অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে।১৬।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥১৭॥"

আবার শ্রীভাগবতে শ্রীকর ভাজন কলিকালের অবতারের কথা বর্ণন করিতেছেন, কলিতে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন প্রধান পূজা সম্ভারের দ্বারা বা সাধারণের দ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই ভগবান কি প্রকার? কৃষ্ণবর্ণ; কিন্তু ত্বিষা অর্থাৎ কান্তি দ্বারা অকৃষ্ণ, ইন্দ্র-নীল-মণির

*যুগস্য দশমো ভাগেশ্চতুস্ত্রিদ্ব্যেক সঙ্গুণঃ।

ক্রমাৎ কৃত যুগাদিনাং ষষ্ঠাংশ সন্ধয়োঃ স্বকঃ॥ (সূর্য্য সিদ্ধান্ত।)

ন্যায় উজ্জ্বল অর্থাৎ বাহিরে গৌরবর্ণ। চম্পক পুষ্প সমভিব্যাহারে ইন্দ্র নীল-মণি যেরূপ চম্পকের ন্যায় পীত বর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ হ্লাদিনী সার ভূতা শ্রীরাধিকার অঙ্গ কান্তি দ্বারা বাহিরে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ, কিন্তু শ্রীরাধা-মাধবের একীভূতত্ত্ব হেতু অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ।১৭।

যাঁহার বদনে সর্ব্বদা কৃষ্ণ, এই বর্ণদ্বয় অথবা কৃষ্ণবর্ণ 'কৃষ্ণ', এইবর্ণ দ্বয় যাহাতে—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব নামেই কৃষ্ণত্বের অভিব্যঞ্জক 'কৃষ্ণ, এই বর্ণদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে। অথবা কৃষ্ণবর্ণ,—কৃষ্ণকে যিনি বর্ণন করেন অর্থাৎ স্বীয় পরমানন্দ বিলাস স্মরণোল্লাস বশে স্বয়ং তাহা কীর্ত্তন করেন, এবং পরম কারুণীক বলিয়া সকল লোকের প্রতিও তাহা উপদেশ করেন। অথবা স্বয়ং অকৃষ্ণ (গৌর) হইয়া স্বীয় শোভা বিশেষের দ্বারা কৃষ্ণোপদেষ্টা হন, যে শোভা দর্শনে সকলেরই শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।

কিম্বা সর্ব্বলোক-দ্রষ্টা কৃষ্ণ, গৌর হইয়াও ভক্ত বিশেষের দৃষ্টিতে প্রকাশ বিশেষে যিনি কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ শ্যাম সুন্দর রূপেই প্রতিভাত হন, সুবুদ্ধি-জন কলিতে সেই গৌর ভগবানেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। কেহ যদি "কৃষ্ণবর্ণ" এই শব্দ হইতে কলির উপাস্য পুরুষকে কৃষ্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে "ত্বিষা কৃষ্ণ„ এই অপর বিশেষণ দ্বারা সে অর্থ নিরস্ত হইয়া যায়। তিনি অঙ্গ (শ্রীনিত্যানন্দাদি) উপাঙ্গ (শ্রীঅদ্বৈতাদি) অস্ত্র (হরিনামাদি) ও পার্ষদ (শ্রীবাসাদি ভক্তগণ) সমন্বিত বলিয়া তাঁহার ভাবও শ্রেষ্ঠতরই হইয়াছে। সঙ্কীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞ অর্থাৎ পূজা সম্ভারেই তাঁহার অভিধেয় বা সাধন।

বহুব্যক্তি একত্র মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীভগবানের নামগান করার নামই সঙ্কীর্ত্তন। তদাশ্রিত জনে সঙ্কীর্ত্তনের প্রাধান্য দর্শন হেতুই এ স্থলে সেই সঙ্কীর্ত্তনকে অভিধেয় বলা হইল। পরন্তু অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গের দ্বারাও যে তাঁহার সাধন করা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

"করিষ্যতি কলেঃ সন্ধ্যাং ভগবান্ ভূত ভাবনঃ।
দ্বিজাতীনাং কুলে জন্ম শান্তানাং পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥"

(দেবীপুরাণ, শিব নারদ সংবাদ।)

হে নারদ! কলির প্রথম সন্ধ্যাতে মানবের একমাত্র গতি সর্ব্ব নিয়ন্তা ভগবান্ পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিবেন।১৮।

ক্রমশঃ।

ব'লে দাও ডাকি কি বলিয়ে!

—:০:—

কি ব'লে ডাকিব, বল, আমি গো তোমারে!
তুমি পিপাসার জল, ফল মূল ফুল দল,
অন্নরূপে তুমিই জীবন;
তোমারি সুষমাল'য়ে, হাসে ফুল মাতাইয়ে,
লীলা তব নিখিল ভুবন!
তোমারি নয়ন মেলি, দেখে ফুল বালাগুলি,
কর্ত্তাজ্ঞানে রত মুগ্ধ নর—
অহঙ্কার বাড়াইতে, নরকে শুধু ডুবিতে,
যেন সাধ প্রাণে নিরন্তর॥

কত আশা মনে মনে, কবে পূর্ণ কোন্ খানে,
বিনা তব কৃপা বিতরণ!
আকাশ কুসুম তরে, স্ফীত বক্ষ উচ্চশিরে,
সহে শুধু দুরাশা তাড়ণ॥

আনা গোণা কতবার, যাতনার কারাগার,
সুখে যেন সদা আবাহন!
বচন সরেনা মুখে, তোমার এ খেলা দেখে,
হই শুধু বিস্ময়ে মগন॥

সে পিপাসা দাও মনে, মাতোয়ারা তব ধ্যানে,
ধরাময় ও মাধুরী হেরি প্রাণ ভ'রে;—
কি ব'লে ডাকিব, বল, আমি গো তোমারে।

শ্রীগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায়।

গোপী-প্রেম।

—:০:—

গোপী-প্রেম জগতে এক অত্যাশ্চার্য্য, দুর্লভ, মৌলিক ও শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। ব্রজগোপীরা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সর্ব্বকারণ-কারণ, সর্ব্বশক্তিমান, বিশ্বরূপ, বিশ্বময়, অনাদি, অনন্ত জানিয়াও কেবল মাত্র প্রেমময় ভাবিতে ভাবিতে কোন কিছুরই আকাঙ্খা না রাখিয়া তাঁহার শ্রীচরণে জীবন, যৌবন, প্রান, মন এমন কি স্ত্রীজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন লজ্জা পর্য্যন্তকেও অর্পণ করিয়া ছিলেন। আর এই অহৈতুকি প্রেমের পরিণতি কি তাহা মানবগণকে দেখাইবার জন্য জগত-কর্ত্তা পরমাত্মা স্বয়ং ব্রজনাগররূপে ব্রজগোপীদের প্রেম শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া এবং মান সাধাসাধিয়া ভক্তের চরণরেণু মস্তকে গ্রহণ করতঃ নিজেকে কৃত কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। আহা! ইহাকি মধুর ভাব। এটি জগতে এক অতুলনীয় ভাব। এভাবের সহিত জগতের কোন ভাবেরই তুলনা হইতে পারে না, এই প্রেমের কণিকা মাত্র যে পাইয়াছে সে এমর-জগতের কোন কিছুর এমন কি স্বর্গমুক্তি ইত্যাদিরও আকাঙ্খা করে না। যাঁহারা প্রকৃত গোপী প্রেম-রাজ্যে বিচরণ করেন তাহারা জগতে অসাধারণ ভাগ্যবান তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। নদিয়ার নিতাই চাঁদ এই প্রেমের কণিকা মাত্র লাভ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম দ্বেষী যবন শাশনকালেও সমগ্র বঙ্গদেশকে প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া ছিলেন। কিন্তু আধুনিক সময়ের অনেক শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণ এই গোপী প্রেমের কথা শ্রবণ করিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বসেন এবং মনে মনে অনুধাবন করেন গোপী প্রেম কি একটা ভয়ানক বিভৎস্য ও অপবিত্র ভাব মাখা। সাধারণ আবিল বা অশুদ্ধ চিত্ত লইয়া গোপীপ্রেমের বিষয় বুঝিতে গেলে মানব মাত্রকেই প্রায় এইরূপ ভ্রমে পতিত হইতে হয়। ইহাঁদিগকে, এই নাসিকা কুঞ্চনকারিদিগকে প্রথমতঃ গোপী প্রেম প্রচার কর্ত্তা মহাপুরুষগণের জীবনী সমালোচনা করিয়া তাহার পর গোপী প্রেমের বিষয় আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। গোপী প্রেমের প্রথম রসাস্বাদী এবং আদী প্রচারকও বর্ণন কর্ত্তা.

নিত্যমুক্ত শুদ্ধ স্বভাব আজন্ম পবিত্র শুকদেব। ইনিই কুরুবংশীয় মহারাজ পরিক্ষিতের নিকট গোপী প্রেমের বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া মূহুর্ মূহুর্ ভাব সমাধি দশা প্রাপ্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত না কেহ পূর্ণ ব্রহ্মচারী এই শুকদেবের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী ও পবিত্র স্বভাব হইতেছেন ততদিন পর্য্যন্ত ইহা বুঝিতে যাওয়া অন্যায়। বুঝিতে গেলে নানাস্থানে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে আবার অনেক সাধক নামধারি অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ শুকদেবের ন্যায় পবিত্র স্বভাব লাভে বঞ্চিত থাকিয়াও গোপী প্রেমাস্বাদের আশায় সাধন পথে গমন করতঃ পদে পদে ভ্রমে পড়িয়া ইহা হইতে বিকৃত ভাব গ্রহণ ও প্রচার করে। মোট কথা শিক্ষিতগণ অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করেন এবং এবং অশিক্ষিত সাধকেরা পূর্ণ পবিত্র স্বভাব হীনতার জন্য ইহার প্রকৃত সূক্ষ্ম ভাব গ্রহণ করিত না পারিয়া বিকৃত ভাব গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান যুগের এই দুই আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া সুনির্ম্মল গোপী প্রেম আজ হীনপ্রভ হইতে বসিয়াছে। গোপী প্রেম বোঝা ভয়ানক কঠিন ব্যাপার। শুকদেবের ন্যায় নির্ম্মল চরিত্র না হইলে যখন গোপী প্রেমাস্বাদ, প্রেমাস্বাদতো দূরের কথা মাত্র প্রেমাণুধাবন করা অসম্ভব তখন এই গোপী প্রেমের বিষয় সর্ব্ব সাধারণের আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত নহে। মানব মাত্রেরই এই সুনির্ম্মল গোপী প্রেমাস্বাদ করিবার জন্য অথবা যে কোন উপায়ে ভগবৎ পথে অগ্রসর হইবার জন্য শুকদেবের ন্যায় পবিত্র চরিত্র লাভ করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। ইহা মানব মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। মানবদিগকে এই সুনির্ম্মল গোপী প্রেমাস্বাদের উপযুক্ত করিবার জন্য পূর্ণ-গোপী-প্রেমাস্বাদী কলির প্রেমাবতার পতিত পাবন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব জীবেদয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন হইতে আরম্ভ করিয়া নিগুর্না ভক্তি, বিশুদ্ধ প্রেমলাভ পর্য্যন্ত এই রমণীয় পথের মধ্যে সুন্দর ও অপূর্ব্ব সোপানাবলীর সৃষ্টি করিয়া গোপী প্রেমাস্বাদের পথ অতি সুপ্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ সমুহের সারমর্ম্ম যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষাভিমানী ব্যক্তিগণের পুরুষাভিমান বিদূরিত না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত পুংমানবগণ এই নির্ম্মল প্রেমরসাস্বাদ করিতে অসমর্থ। এই বিশ্বব্রজ মণ্ডলের অধীশ্বর একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রই পুরুষ আর আমি, আমি কেন জগতস্থ সমুহ মানব পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীগণ প্রত্যেকে এক

একটী স্ত্রী বা ব্রজ গোপী। গোপী প্রেমের এই খানেই বেদান্তের একমেব দ্বিতীয়ং এবং অদ্বৈত বাদ। সাধারণ পুরুষাভিমানী ব্যক্তিগণের এভাব ধারণ করা ভয়ানক কষ্ট সাধ্য হইলেও নির্ম্মলচেতা সাধকগণের পক্ষে তেমন কষ্ট কর নহে। সাধন রাজ্যে ত সাধন রাজ্যে সাধারণ অবস্থার মধ্যেও ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহা ভাবিতে থাকে সে প্রায়ই তাহাতে পরিণত হয়। সুতরাং সাধকগণ সর্ব্বদা নিজেকে স্ত্রী বলিয়া ভাবিতে অভ্যাস করিলে কিছুদিন পরে যে স্বীয় পুরুষাভিমান বিদূরিত করিয়া নিশ্চিতই নিজেকে একজন স্ত্রী অর্থাৎ ব্রজ গোপী স্থির নিশ্চয় করিয়া বসিতে পারিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সাধক যখন এইরূপ অনুভূতিতে উপস্থিত হইবেন তখন তিনি এই বিশ্ব ব্রজ রাস মণ্ডলের একজন আদর্শ ব্রজ গোপী হইয়া যাইবেন অর্থাৎ বেদান্তের এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে প্রবাহিত তৈলধারার ন্যায় ভক্ত ভগবান সম্বন্ধের উদয় হইবে। তখন সাধকের ভিতর যে অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইবে তাহা অতি সুনির্ম্মল, কল্পনাতীত, অচিন্তপূর্ব্ব মানব ভাষায় বর্ণনা করিবার নহে। এইখান হইতেই বিরহের উদয় হয়। এই বিরহটি সাধক ভিন্ন অন্য সাধারণের অনুভব গম্য নহে। এখানে হিংসা দ্বেষ, ঘৃণা, ভয়, সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ প্রভৃতি কিছুই নাই। কেবল প্রেম, প্রেমময় ও প্রেম ময়ের বিরহানল। বেদান্তে যেমন "যেখানে আর কিছুই নাই" ইহাও ঠিক তদ্রূপ। এই বিরহোন্মত্ততা ও প্রেম ময়ের চিন্তার ফলে সাধক হৃদয়ে নিজ অস্তিত্ব লোপ পাইয়া নিজের ও জগতস্থ সমূহ জীব, জন্তু, অণু, পরমাণু মধ্যে কৃষ্ণ স্ফূর্তি পায় অর্থাৎ প্রেম ময়কে দেখিতে পাওয়া যায়। মোটকথা তখন জগৎ কৃষ্ণ ময় বোধ হয়। বৃন্দাবনের ব্রজ গোপীদের ও প্রেমিক সাধক সাধিকাগণের সকলেরই এইরূপ অবস্থালাভ ঘটিয়াছিল এবং ঘটাও স্বভাব সিদ্ধ। ইহাই বেদান্তের সোহং এবং অদ্বৈতানুভূতি। মানব সাধনার ইহাই সর্ব্বোচ্চ সোপান। প্রাণী মাত্রকেই যে কোন উপায়ে চরমে অর্থাৎ পরমাত্ম-সম্মীলন বা পরমাত্ম সাক্ষাৎ সময়ে এই অবস্থা লাভ করিতে হইবে ইহা শাস্ত্রাদি সম্মত ও বিজ্ঞান সিদ্ধ কথা। মানব কে এই চরম স্থলে পৌছাইবার প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র পথ আবিষ্কৃত হইলেও এপথটীর ন্যায় মনোরম সরস ও সহজ পথ আর আছে বলিয়া অনুমিত হয়না। বর্ত্তমান যুগের প্রবৃত্তি প্রবন মানব মনের নিকট আপাতঃ

কঠোর বেদান্ত সাধন পথ প্রভৃতি অবলম্বনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছেনা। তাই এই পথটী বর্ত্তমান যুগের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। এপথটী এমনি সহজ সাধ্য যে, মাত্র সুনির্ম্মল চরিত্র লাভ, বিশুদ্ধচেতা হইতে পারিলেই কোনরূপ কঠোরতার মধ্যে না গিয়া অতি সহজেই এপথে গমন করিতে পারাযায়। এপথে গমন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কামগন্ধ হীন চরিত্র লাভ করিয়া শুদ্ধচেতা হইতে হইবে। অটুট ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া অধম তারণ দয়াল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোক্ত সাধন পথ অবলম্বন করিয়া চলিলে কিছু দিন পরে নিশ্চিতই গোপী প্রেম সাধন পথে গমন করিবার উপযুক্ত হইতে পারা যাইবে। এস্থলে হয়ত অনেকে বলিবেন কাম গন্ধ হীন বিশুদ্ধ চরিত্র লাভ করা ভিন্ন যখন এপথে গমন করা অসম্ভব তখনত ইহা গৃহীর অবলম্বনীয় নহে সন্ন্যাসী মণ্ডলীর জন্য আবিস্কৃত। এস্থলে বলিবার এই :—গৃহস্থাশ্রমিদিগের মধ্যে এপথে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণ পূর্ণান্তকরণে ইচ্ছা করিলেও স্বামী স্ত্রীতে নির্ব্বিকার চিত্তে একত্রে মিলিত থাকিয়া চিরকুমার, চিরকুমারী, আদর্শ ব্রহ্মচারী আদর্শ ব্রহ্মচারীনীর ন্যায় অবস্থান করতঃ কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধ চেতাহইয়া নিজ দিগকে এক একটি আদর্শ ব্রজ গোপীতে পরিণত করতঃ উভয়েরই জীবন, যৌবন, প্রাণ, মন সেই হৃদয় বল্লভ রসরাজ রসিক শেখরের শ্রীপাদ পদ্মে অর্পণ করতঃ আনন্দ মনে এই সুনির্ম্মল সাধন পথে অগ্রসর হইতে পারেন! ইহাতে আর অযৌক্তিক বা শাস্ত্র বিরুদ্ধ মনত নহে? দম্পতি যুগলের মধ্যে যদি একে এই সাধনার পথে গমন করিতে প্রথমতঃ অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হয়েন তবে অন্য ইচ্ছুক বা সমর্থ ব্যক্তি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া অনিচ্ছুক বা অসমর্থক শুধু অনিত্য স্বামী স্ত্রীভাবত্যাগ করিয়া উভয়ে কাম হীন চরিত্রগঠন করতঃ দুইজন আদর্শব্রজবাসীর ন্যায় নিত্য স্বামী জগৎ পতি পরমাত্মার পাদ পদ্মে জীবন যৌবন প্রাণ মন এমনকি এজগতে নিজের বলিতে যাহা কিছু আছে সমস্তই অর্পণ করিলে যে কি নির্ম্মল আনন্দ লাভ হয় তাহার মনোহারিত্বের বিষয় বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিলে অথবা একটু কঠোরতার মধ্যে ফেলিয়া আপাতঃ দৃষ্টিতে একটু নিঠুরতার পরিচয় দিয়া এইরূপ ভাবে উপদেশ দিলে এবং সংযম সাধনোপায় দেখাইয়া দিলে কিছু দিন পরে যে সেই অনিচ্ছুক বা অসমর্থক নিশ্চিতই এপথে গমন করিতে ইচ্ছুকও সমর্থ হইবে ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। উপসংহারে জিজ্ঞাস্য উক্তমতটী কোনরূপ অযৌক্তিক বা শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় কি?

বিনীত—জনৈক জিজ্ঞাসু।

ভক্তি রাণী।

(গীতিকা)

জয়গো ভক্তি রাণি।

মাধুর্য্য-সরসা ভক্তের ভরসা অমিয় মুরতি খানি॥

(মাগো,) তোমার প্রসাদে পাপ হয় ক্ষয়,

তোমার প্রসাদে ঘুচে দুঃখ চয়,

তোমার প্রসাদে আনন্দ উদয়

কি ব'লে তব গুণ বাখানি।

তোমার কৃপায় পূতহয় মতি,

তোমার কৃপায় বিপুল স্ফুরতি,

তোমার কৃপায় হয়গো সুগতি,

ওগো ও দুর্গতিহারিণি।

জ্ঞান-কর্ম্মে মাগো না পাইয়া সুখ,

এসেছি নিকটে হইয়ে উন্মুখ,

এঅধম-জনে হ'য়োনা বিমুখ,

শান্ত কর শান্তিদায়িনি।

অধম গতিতে কে করিবে দয়া

এতাপিত-জনে কেবাদিবে ছায়া?

কিঙ্করে কিঞ্চিৎ করুণা করিয়া,

উদ্ধার সন্তাপ নাশিনি।

অন্তরে বাহিরে দ্বিরূপে বিরাজ,

লাবণ্যমণ্ডিত কিসুন্দর সাজ!

এসাজে জগতে সবে পায় লাজ,

সর্ব্বগর্ব্বখর্ব্বকারিণি।

"অনয়া রাধিতা" রূপতুমি ধর,
এযেরূপ মাগো সর্ব্বচিত্তহর,
রসের সাগর, প্রেমের আকর,
ওগো চিরানন্দ রূপিনি।

(মাগো) মূলে একরূপ ভিন্নভাবে আসে,
বিবিধ হৃদয়ে ভিন্নভাবে ভাসে,
অনন্ত রূপের মহিমা প্রকাশে,
ওগো অনন্ত রূপ ধারিনি।

আমি যেগো অতি অক্ষম দুর্জ্জন,
তোমার মহিমা করিতে কীর্ত্তন,
না আছেশকতি, বড্ড অভাজন,
ক্ষমাভিক্ষা চাই জননি।

বেদ-বিধি যার নাহিপায় সীমা,
বর্ণিব কেমনে তাহার মহিমা,
বাতুলের এযে ব্যর্থ প্রয়াস,
লেখনী ধারণে ধিক্‌মানি।

দীন—শ্রীরসিক লাল দে দাস।

আনন্দ-নগর।

(শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত লিখিত।)

পূর্ব্বপ্রকাশিতেরপর।

—:o:—

জ্ঞান ভক্তি এই উভয় বিধ পথাবলম্বন করিয়া সাধকগণ পরম পিতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন সংসারে এইরূপ সাধকগণের সংখ্যা অতি সামান্য। যে কোন উপায়ে হউক ভগবৎ সাধন করা জীবের একান্ত কর্ত্তব্য। জীব যে গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়াছেন তাঁহার আদিষ্ট পথাবলম্বন করুন ফল লাভ করিবেন। কিন্তু যে গুরু ভগবৎ সাধন ব্যপদেশে জঘন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান

করেন তিনি কদাপি গুরু পদ বাচ্য হইতে পারেন না। এরূপ গুরুর শরণ মনুষ্যের সর্ব্বথা পরিহারতব্য। যাঁহার আশ্রয়ে প্রকৃত পক্ষে ভগবৎ সাধন হইতে পারে সেই সাধু গুরুর আশ্রয় লওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বিশ্বপতি বিধাতার স্বরূপ জ্ঞান প্রার্থনীয় ও জীবের একান্ত চেষ্টার বিষয় তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। যদি শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে পরমারাধ্য ভক্তিভাজন ভগবানের সাধনা করিতে জীব অভ্যস্থ হন এবং যদি সেই সাধনার বলে বুদ্ধি ও মন প্রেমের ভাবে গঠিত হয় এবং সেই হৃদয়ের ধনকে নিরবধি প্রেমভরে ভাল বাসিতে জীব অভ্যস্থ হন তবে তাহার ফল কি হইবে? সর্ব্ব মঙ্গলের মঙ্গল সেই ভগবান্ যে সচ্চিদানন্দ এ জ্ঞান হইতেছেও হইবে অধিকন্তু মন বুদ্ধি তখন ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের বহির্ভূত হইবে। দেহ গুরুতর রূপে ক্ষত বিক্ষত হউক বা গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হউক, দেহ সম্বন্ধীয় কোন জ্ঞানই তৎকালে তাহার থাকিবে না। তিনি বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া অন্তরে সেই প্রেমানন্দ আস্বাদের ফলে তাহার যে সকল বাহ্যিক ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় তাহা যিনি দেখিবেন তিনিই মোহিত হইবেন ইহা বলা নিস্প্রোজন। তিনি কখন নৃত্য করিতেছেন কখন হাস্য করিতেছেন কখন তাহার নেত্র যুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু জল পড়িতেছে আর কখন বা তিনি পরমানন্দে সঙ্গীত করিতেছেন। তাহার কার্য্য সকল বাতুলের কার্য্যের ন্যায়। কিন্তু বাতুলের কার্য্য ও তাহার কার্য্য এই উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। তাহার তৎকালীন মূর্ত্তিখানি অতি অপূর্ব্ব ও যেন আনন্দ-রস উদ্গীর্ণ করিতেছে। জীব তাহার সঙ্গলাভের প্রয়াসী। বাতুলের মূর্ত্তি ভয়াবহ এবং তাহার সঙ্গ জীব পরিত্যাগ করিতে সদা সচেষ্ট।

এই ভাবে ভগবান্‌কে ভাল বাসিবার লোক ভবনগরে বড়ই দুষ্প্রাপ্য। যে কোন ভাবে হউক না কেন এই প্রকাণ্ড নগর মধ্যে কয় জন লোক তাহাকে প্রকৃত ভাল বাসেন? কয়জন বা তাহার জন্য সাংসারিক সুখের জিনিষ বিসর্জ্জন দিয়াছেন? এক্ষণে ভবনগরে ভগবান্‌কে ভাল বাসেন বা ভগবানের তত্ত্ব চিন্তা করেন এরূপ লোক অতীব বিরল। ভগবদারাধনা এখানে এক্ষণে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বহির্ভূত। ধর্ম্মাচরণ বাহ্যিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। স্বার্থ নাগরিকগণের মানস ক্ষেত্র সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এই স্বার্থের উদ্দেশে ধর্ম্মাচরণ। এক্ষণে ভবনগরে অশান্তি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান।

কোথায়ও চৌর্য্য, প্রতারণা অবলম্বন করিয়া একজন অপরের সর্ব্বনাশ করিতেছে; কোথায়ও বা স্বসুখের চেষ্টায় পিতৃ হত্যা, ভ্রাতৃ হত্যা, স্ত্রী হত্যা, প্রভৃতি অতীব অশান্তিকর কার্য্য সকল অনায়াসে সম্পাদন করিতেছে। কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুবর্গের দুরন্ত প্রতাপে মনুষ্যগণ জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় সকলেই মিথ্যার আশ্রয় করায় সুবিচারের প্রত্যাশা বড়ই অল্প। কত লোক গুরুতর দুস্কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়াও কুতর্ক এবং মিথ্যা সাক্ষ্যের সাহায্যে রাজদণ্ড হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করিতেছে। আমার কার্য্যে পাছে অপরের কোন ক্লেশ হয় এ ভাবনা এখানকার অধিবাসীগণের মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশই আত্ম-সুখাভিলাষী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেবনগরে চিন্তামণি নামে একব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি একজন পরম ধার্ম্মিক, ইঁহার ব্যবসা বাণিজ্য ছিল। ইঁহার পত্নীর নাম করুণা সুন্দরী। বিশ্ব-পতি বিধাতার জীবাদির সৃষ্টি ও পালন বিষয়ে কিরূপ অপূর্ব্ব কৌশল ও কার্য্য কলাপ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণ জগৎপতির কিরূপ অদ্ভুত নৈপুণ্য পূর্ণ দেশে বিরাজিত, কেমন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে শীত গ্রীষ্ম বসন্তাদি ঋতুভেদ হইতেছে ইত্যাদি বিধাতার বহুবিধ কার্য্য ও কৌশল চিন্তাকরা চিন্তামণির নিত্যকার্য্য। করুণা সুন্দরী দেখিতে সুরূপা, সাধারণ জীবের উপর তাঁহার চিত্ত সদাই কৃপাপরবশ। ভগবানের প্রতি উভয়ের মন সমাকৃষ্ট থাকায় উভয়ের মনোভাব একরূপই ছিল। কালক্রমে ইঁহাদের একপুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পুত্রের নাম শ্রদ্ধারত্ন এবং কন্যার নাম প্রীতি-সুন্দরী। বয়োবৃদ্ধি সহকারে উভয়ের গুণ-গ্রাম সকলজন বিদিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রদ্ধারত্ন ভগবানে অতীব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ভগবানের নিকট জীবের অমঙ্গল সম্পূর্ণ অসম্ভব ইহাই তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, নিত্যকাল স্থায়ী ইহাই তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাস। প্রীতি সুন্দরীর চিত্তে ভগবানের কার্য্যকলাপ ও শিল্প নৈপুণ্যাদি দেখিয়া ভালবাসার উত্তেজনা প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধারত্ন ভগবান, মহান্ সর্ব্বকর্ত্তা এই বোধে তাঁহার মর্য্যাদা পূর্ণমাত্রায় বুঝিতেন কিন্তু ভগবান্ হৃদয়ের জিনিস এই বোধে প্রীতি

সুন্দরী তাঁহার নিকট গমনে অভিলাষিনী। উভয়ের চিত্ত সদা প্রফুল্ল এবং পর-হিত তৎপর। কালক্রমে ইঁহারা যোগ্য বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে চিন্তামণি দেবনগর নিবাসী শুদ্ধচিত্তের কন্যা রতির সহিত শ্রদ্ধারত্নের এবং পুত্র ভাব সুন্দরের সহিত প্রীতিসুন্দরীর উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন করাইলেন। রতির চিত্ত ভগবানে বড়ই আসক্ত ছিল। ভাব সুন্দর ভগবানের কার্য্যকলাপ চিন্তা করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিতেন এবং ইহাতে মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া মধুর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন।

রতির গর্ব্ভে শ্রদ্ধারত্নের এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কন্যাটী পরম রূপবতী, তাঁহাকে সকলেই আদর করিতেন। নামকরণ কালে তাঁহারা কন্যাটীর নাম ভক্তিসুন্দরী রাখিয়া ছিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে ভক্তি সুন্দরী রূপ-লাবণ্যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। তিনি যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী ছিলেন। এদিকে ভক্তি সুন্দরী বিবাহ যোগ্য হইয়া উঠিলে তাঁহার জন্য অনুরূপ পাত্রের অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। বিধাতার কৃপায় অনুরূপ পাত্র ও সমাহৃত হইল। কীর্ত্তন চন্দ্রের পুত্র অনুরাগ চন্দ্র রূপে গুণে ভক্তি সুন্দরীর অনুরূপই ছিলেন। এসম্বন্ধে বরপক্ষ বা কন্যাপক্ষ কোনপক্ষেরই কোন আপত্তি ছিলনা। উভয় পক্ষ ও তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই ঐ সম্বন্ধের একান্ত পক্ষপাতী। দিন স্থির হইল। শুভ লগ্নে শ্রদ্ধারত্ন ভক্তি সুন্দরীকে অনুরাগ চন্দ্রের করকমলে সম্প্রদান করিলেন। পুরনারীগণ মহানন্দে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। পিতা মাতা অনুরূপ পাত্রে কন্যাদান হইয়াছে দেখিয়া ও সকলের মুখে অনুরাগচন্দ্রের প্রশংসা শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। বরযাত্রী ও কন্যাপক্ষীয়গণ বিবিধ সুপক্ক সুরসাল ফল তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার করিলেন এবং সুরভি দুগ্ধ সম্ভূত নানাবিধ সুমধুর খাদ্য দ্রব্য আহার করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। পরদিন প্রভাতে প্রথানু-যায়ী কার্য্যাদি সম্পাদনান্তে রতিদেবী ও শ্রদ্ধারত্ন বরকন্যাকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া বিদায় করিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীখুন্তির আত্ম-কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

তার পর; দিন কতক শচীমা'র গৃহ একেবারে করুণ রসের আড্ডা হ'য়ে গেল। আত্মীয় স্বজন যে আসে, সেই কাঁদে।

তা' কান্না যেমন মামুলি প্রথামত হয়; সেই রূপই হইল। অর্থাৎ কেহ প্রকৃত সহানুভূতিতে শচীমা'র দুঃখে সত্যই দুঃখিত হইয়া, কেহবা 'নাকি সুরে, কেহবা 'বে-গাহে চোকের জলে বিকট চীৎকারে' কেহবা নানারূপ "আখর" দিয়ে দস্তুরমত স্বর গ্রাম অনুসারে সুরে, বে-সুরে দিনরাত করুণ বিভৎস রস জমাইয়া রাখিল। যা'ক্। ওঁ'রা কাঁদুক্। এ'দিকে প্রভু আমার সংসারের নিয়মমত ধীরে ধীরে আবার সর্ব্ব কার্য্যে মন দিতেছেন। নিজ টোলের উন্নতি বিষয়ে খুব মনঃসংযোগ করিতেছেন। দিন চলিতে লাগিল।

ঐ যা; বল্‌তে ভুলেছি, ঐসময়ে আর এক মজা হ'য়েছিল। দয়াময় নিজ ছাত্রদের মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যা বন্দনাদির অভাব বা মালা তিলকাদির ধারণাভাব দর্শন করিলে আজ কাল ভয়ানক রাগ করিতে লাগিলেন। শাসন করিবার ধুম দেখে কে!! ইতি পূর্ব্বে ঐ সকলের জন্য তিনি বড় একটা বিশেষ লক্ষ্য করিতেন না। বা, করিলেও কিছু বলিতেন না। খুব জোর নামে টোল চলিতে লাগিল। তখনকার প্রভুর দৈনিক ব্যাপারের তালিকা কি জান?—কতকটা বলি শুন—

"উষা কাল হৈতে দুই প্রহর অবধি।
পড়াইয়া গঙ্গা স্নানে চলে গুণনিধি॥
নিশারো অর্দ্ধেক এইমত প্রতিদিনে।
সেই পড়া চিন্তয়েন সভারে আপনে॥
অতএব প্রভু স্থানে বর্ষেক পড়িয়া।
পণ্ডিত হ'য়েন সর্ব্বে সিদ্ধান্ত জানিয়া॥"

বহু বহু ছাত্র, প্রতিদিনই হুপ্ হুপ্ করে' বাড়িতে লাগিল! ছিল জমাট ব্যাপার; হ'ল জম্ জমাট্। মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে লোক আর ধঁরেনা। আর কেহ যদি সকাল সন্ধ্যায় ঐ পাড়ার দিকে যাইত' তা' হ'লে ৯৲৴৹ যুক্ত চেঁচা মিচি ছাড়া আর কিছুই শুনিবার যো থাকিত না।

এ'দিকের এই ব্যবস্থা। ওদিকে শচী মাতা বড় বৌমার শোক কতক ভুলিয়াছেন। সোণার চাঁদ নিমায়ের যোগ্যা-পাত্রী কোথায় পান্ বুড়ি দিন রাত এখন এই চিন্তায়ই আছেন। পাড়া প্রতিবাসীর সঙ্গে দেখা হইলেই তাঁর এখন প্রথম কথা—"হ্যাগা আমার আঁধার ঘরের মাণিক নিমাই চাঁদের একটী—ক'ণের সন্ধান কি পেলে?"

ক্রমশঃ সংবাদ পে'লেন রাজ পণ্ডিত শ্রীসনাতনের এক কন্যা আছেন; তিনি না'কি রূপে গুণে, লক্ষ্মী। ঐ সন্ধানে বুড়ি রহিলেন।—

কি বলছো?—শ্রীসনাতনের কি উপাধী ছিল?

তা' বাপু আমি ঠিক ব'লতে পারছিনা। ওসব কথা কোনও "মুরুব্বী" আমাকে বলেন্ নাই। তবে 'রাজ পণ্ডিতের' কথা যা' শুনিছি—বলি—

* * *

"দয়া-শীল-স্বভাব, শ্রীসনাতন নাম॥
অকৈতব, পরম উদার, বিষ্ণু ভক্ত।
অতিথি-সেবন, পর উপকারে রত॥
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মহাবংশ জাত।
"রাজ-পণ্ডিত" পদবী সর্ব্বত্র বিখ্যাত॥

বাস্! তার পর বিবাহ লেগে' গেল'। আয়োজন প্রচুর হইতে লাগিল। তখনকার আর এখনকার চাল চলন প্রায় একই আছে তবে সাজ সজ্জার রকম কিছু বদ্‌লাইয়াছে। তা'ত হবেই। কে'ননা—

"ধর্ম্মঃ সঙ্কুচিত স্তপোবিরহিতং সত্যঞ্চ দূরং গতং।
লোকা ধর্ম্মহতা দ্বিজাশ্চ লুভিতা নারী বশা মানবাঃ॥

এ কথা 'ত' মি'ছে হবার নয়!!

যাক্—। কি বলছিলাম?—হ্যাঁ সাজ সজ্জা কিন্তু বদ্‌লেছে নচেৎ "অধিবাস" "মালা চন্দনের সভা" গায়ে হলুদ" ব্যাপার "তখোনেও এখোনে তফাৎ নাই।

প্রভুর উঠানে "চন্দ্রাতপ" ঠাঙ্গান হ'ল। বাবারে! এখন্ ও সব নাই; থাক্‌লেও "তিন্ নকলে আসল খাস্তা" হ'য়ে "চন্দ্রাতপ" হয়েছেন 'ডেকোরেটর্' চাটুয্যে সাহেবের রুচিমত কাণ্ড। চিত্র হয়েছেন্ "ওয়েষ্ট মিনিষ্ট এবি," "নায়-গ্রাফল্," সার্—অমুকের তস্‌বির, লেডী অমুকার বোর্‌মাইড্। বাপু!—সে হরধনু ভঙ্গের ছবিও নাই, আর সে সতীসাবিত্রীর চিত্রও নাই!!

কথা বললেই কথা বাড়ে'—এই কথায় সে দিন এক স্থানের এক ঠাকুর বাড়ির কোণের দিকে আমি 'নন্দোচ্ছব" উপলক্ষে দাঁড়িয়ে যা' শুনেছিলাম তা' মনে পড়ে গেল।, বলি হ'য়েছে কি শুন।

আমার, 'ত' এই দেহ, তায় বহুকাল কে'উ' "যত্ন আচ্ছা" করেনি দেহে ম'রচে ধরে গেছে; তা' যাক্ আমি আছি এক কোণে ঠাকুর ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া।

বাবুদের শ্রদ্ধা ভক্তি কত? শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর পর "নন্দোৎসব" কোথায় উচ্চশ্রেণীর লীলা কীর্ত্তন, উচ্চ শ্রেণীর সৎবক্তা, কথকাদির কথা প্রসঙ্গ হবে!! তা' না হ'য়ে হচ্ছে কি না' "অন্নদা দাসীর কেত্তন" কিম্বা "পান্না সুন্দরীর" ঢপ্। আর যদি নিতান্ত তা' না হ'ল, তবে শ্রীগোপাল চন্দ্র উড়িয্যার "বিদ্যাসুন্দর"। এখানেও হচ্ছিল তাই।

সেইখানে, 'আসরে বসিয়া ঘাড় নাড়িতে ছিলেন আকাট্ কালা, শ্রীকেনা-রাম গড়গড়ী,। শ্রীভগবানই বলিতে পারেন, ইনি কি শ্রবণ করিয়া এতটা আনন্দে ঘাড় নাড়া দিতেছিলেন। তবে জনশ্রুতি এইরূপ যে, যদি কেহ তাঁর শ্রবণ বিবরের অতি নিকটে আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ করিত তথাপি তাঁহার শ্রবণ পথে সে শব্দের "ছিটে ফোঁটাও" যাইত না। যাক্ তিনি ঘাড় নাড়চেন্ আর ঠাকুর ঘরের এক পার্শ্বস্থ নিবেদিত, পুঞ্জিকৃত মিষ্টানের প্রতি ঈক্ষণ করিতেছেন। আমি দেখ্‌ছি তামাসা!! কিছুক্ষণ পর যখন "গাত্রোত্থান্" করুন, সাধনার ইঙ্গিত দেখিয়া উঠিলেন, তখন বলিলেন "আহা! কিসুন্দর গোবিন্দ অধিকারীর শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা হইতেছে!! মধুর!!!" আমি ত' শুনে অবাক।

অনেকে আমার এই অপ্রাসঙ্গিক কথা বা উপমা শুনে হয়ত' বলিবেন আলঙ্কারীক হিসাবে "উপমা" উপমেয় প্রভৃতির বেলায় গণ্ডগোল হইল।

কিন্তু বিজ্ঞ, সমজ্‌দারগণ নিশ্চয় বুঝিবেন আমার বৃদ্ধদশা হইলেও 'ভীমরতি" ধরে নাই।

যাগ্‌। কি কথা হ'চ্ছিল?

প্রভুর উঠানে "চন্দ্রাতপ" উঠলো। কলা গাছের নিচে নিচে পূর্ণঘট, দীপ। 'চারিভিতে' ধান্য-শীষও আম্রশাখার মালাক'রে টাঙ্গান হইল। গুড়া দ্বারা দ্বার প্রাঙ্গণ আলিপনায় রঞ্জিত হইল।

বিবাহের বাজনা এ'ল, মৃদঙ্গ, জয় ঢাক করতাল, সানাঞি, —।

"আশ্চর্য্যি ঠেক্‌ছে? বাপু। লোবো সাহেবের পুণাঙ্গ-পোঁ-পোঁ, কিম্বা সখের গাড়ি-চড়া কংসার্ট্‌ বাদ্য ত' আর তখন ছিলনা?

এসকলের বদলে ছিল ভাটগণের রায় পড়া, পতিব্রতা প্রকৃত' এয়োস্ত্রী-গণের উলু-ধ্বনি সহ, আন্তরিক আশীর্ব্বাদ, শুভ ইচ্ছা।

এখনও এই সকল (তোমাদের চোকে ঠেকা বর্ব্বরোচিত ব্যবহারগুলি) দূরে, সুশান্ত পল্লিগ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। আর কথা বাড়াইবনা। মোট কথা, বেশ শৃঙ্খলার সহিত খুব জাঁক জমকে প্রভুর এই বিবাহ কার্য্য শেষ হ'ল। দিন চলিল।

ঘোট্‌লো এই সময়ে এক ঘটা। অর্থাৎ কাশ্মির দেশীয় এক ঐরাবতের মত পণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপ আসিয়া হাজীর, নাম তাঁ'র, শ্রীকেশব চন্দ্র ভারতী। উঃ দেখে কে তা'র তেজ। মুখে,—৫·৫·৬ যুক্ত, যুক্ত-অক্ষরের ফোবারা, সন্ধি ক'রে যতদূর সম্ভব থস্বাকারে বাক্য, এবং সমাস-ক'রে দু'শো পাঁচ্‌শো ক্রোশ্‌ লম্বা বাক্য মালা। ভয়াল ব্যাপার!!!

ক্রমশঃ—

শ্রী—

জগৎ-গুরু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

(শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র সেন বি,এ, লিখিত।)

—:o:—

"বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্‌বৈষ্ণবাংশ্চ।
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্‌॥
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্‌ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ" ॥

জন্মজন্মান্তরের কঠোর তপস্যার ফলে, ভগবানের অচিন্তনীয় কৃপায় যে সং-গুরুর শ্রীচরণদর্শন করাযায়, সেই পরমারাধ্যতম শ্রীমদ্‌গুরুদেবের বন্দনা করতঃ জগতের ধর্ম্মপ্রাণ আচার্য্য ও সাধুগণকে স্মরণ করিয়া জগৎগুরু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মহনীয় চরিতালোচনাব্যপদেশে আজ বঙ্গীয় সুধীমহোদয়গণের সমীপে উপস্থিত হইলাম। আপনারা সকলেই আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই দীন বালক তাহার বহুদিনের পোষিত ও সংসাধিত ব্রতোদ্‌যাপন করিয়া ধন্য হয়।

গতবৎসর ঠিক এই সময়েই বৈষ্ণব সাধকের অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম গাথা—

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে আমি তার দাস রে॥
(সে আমার প্রাণ রে।)"

নিবেদনের অভিপ্রায়ে "ভজ গৌরাঙ্গ" শীর্ষক প্রবন্ধ লইয়া ভক্তি পত্রিকার পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং যথাশক্তি মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণ করতঃ সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলাম। ভুবন-মঙ্গল-ময় কলিযুগ-পাবনাবতার ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আদর্শ ভক্তচরিত যতই আলোচনা করা যায়, ততই আমাদের উত্তরোত্তর শ্রেয়োলাভ হয় এই বিবেচনায় আপনাকে পবিত্র কৃত করিয়া দেবদুর্ল্লভ আত্মপ্রসাদ লাভের উদ্দেশে আবার সেই সুমহৎ কার্য্যে ব্রতী হইলাম।

সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণ, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ, শ্রীনিতাই, শ্রীঅদ্বৈতও শ্রীগদাধরাদি প্রভুর পরিকরগণকে বন্দনা করিয়া গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের আশীষ্ শিরে ধারণ করতঃ জগৎগুরু মহাপ্রভুর শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করি যেন তাঁহার কৃপায় বহুধা বিভক্ত বর্ত্তমান বঙ্গীয় বৈষ্ণবসমাজের কাহারাও প্রাণে ব্যথা না জন্মাইয়া, স্থির—প্রশান্তভাবে 'প্রেমের পথই যে সকলের একমাত্র মিলন ভূমি' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত এই শিক্ষা সকলের কাছে ব্যক্ত করতঃ সাধুজন বিগর্হিত সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা দ্বেষ দূরীকরনে সক্ষম হইতে পারি!

পুনরুক্তি দোষে দুষিত হইলেও পাঠ-সৌকার্য্যার্থে গত বৎসরের আলোচ্য 'ভজ গৌরাঙ্গ' প্রবন্ধের সার ভাগ অতি সংক্ষেপে এইস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। ভক্তি পত্রিকার পাঠকমণ্ডলীর বোধ হয় স্মরণ আছে, গত বার আমরা দেখাইয়াছিলাম—

"কলিকালে হরিনামই জীবের এক মাত্র আশ্রয়স্থান। নামের মহিমাও অজ্ঞেয়। নামের শক্তি অক্ষয় ও অনন্ত।"

"সৎগুরুর শরণাগত হইয়া নাম সাধনের গভীর রহস্য সবিশেষ জানিয়া লইতে হইবে। নাম-সুধা রস পান করিতে করিতে আত্মহারা হইতে হইবে। মৃত্যুকে জয় করিয়া অমৃতের অধিকারী হইতে হইবে।"

"ভক্তের ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত শ্রেয়োলাভের অন্য কোনও পন্থা নাই। গৌর-ভক্তের সমীপে শ্রীগৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়াই প্রতীত হওয়া সুসঙ্গত। শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যেককেই তাঁহাদের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক আচার্য্যকে ঈশ্বর জ্ঞানে ভজনা করা উচিত।"

"যিনি আদর্শভক্ত বা সাধনের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোককেই আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হয়েননা। সকলের উপাস্য দেবতার মধ্যেই তিনি নিজের প্রিয়তম উপাস্য ইষ্টদেবকে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন।"

"প্রত্যেককেই নিজের নিজের ভাবে—আপন আপন ভাব ও বিশ্বাস অনুযায়ী শাস্ত্রানুমোদিত সাধনমার্গ আশ্রয় করিবার স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন। অন্যথা আধ্যাত্মিক উন্নতি সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে।"

"সংগুরু কৃপায় ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিবশতঃ প্রাণারাম ইষ্টদেবকে লইয়া যাঁহারা হৃদয়ের অতি গোপনীয় স্থানে—অতীন্দ্রিয় অভিনব চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবন ধামে খেলিতে জানেন অথবা তাঁহার মোহন বেণুর মধুর নিক্বণে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের সারাৎসার মন্মথেরও মনোহরণকারী সেই চিরসুন্দরেকে লইয়া যাঁহারা রাসে রস উপভোগ করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য, ভগবানের ক্রীড়া-সহচর—বসুন্ধরার যোগ্য সন্তান—ধর্ম্ম জগতের আচার্য্য।"

"ব্রজধামের জীবমাত্রই আত্মারাম। সেইখানে শ্রীগোবিন্দই একমাত্র পুরুষ, পরাৎপর পরমাত্মা।"

"গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত কেহই সাধন জগতে প্রবেশ করিতে পারে না।" "ভক্তের একবিন্দু অশ্রুর কাছে বহুবাক্যাড়ম্বর পূর্ণ শাস্ত্রালোচনাও তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর। যিনি প্রাণ ভরিয়া মন্ত্রে বা যে কোনও নামে ভক্তবৎসল ভগবানকে ডাকার মত ডাকিতে পারেন—যাঁহাদের এক ডাকে ভগবানের আসন টলিয়া উঠে—যাঁহাদের সহিত মিলনের জন্য সেই পরম দয়াল প্রভু অস্থির হইয়া উঠেন, তাঁহারাই আদর্শ ভক্ত।"

"মানব প্রকৃতির উর্দ্ধগ্রামে না পৌঁছিলে—সংগুরু কৃপায় সাধনবলে অভীষ্ট দেবকে আমাদের মধ্যে না পাইলে সম্যক্‌রূপে আমরা প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ বা জগতের ধর্ম্মাচার্য্যগণের অলৌকিক লীলাচরিত ধারণা করিতে পারিনা। বড়ই ক্ষোভের ও লজ্জার বিষয়, অনেক সময়েই আমরা সাম্প্রদায়িক সংস্কার বা কুবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া এই সমস্ত ক্ষণজন্মা আচার্য্যগণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত পোষণ করতঃ সরল বিশ্বাসী সাধন মার্গাশ্রয়ী ভক্তগণকে বিপথে চালাইবার চেষ্টা করি। যাহাহউক আমাদের এই চেষ্টা বিকৃত মস্তিকের পরিচায়ক বলিতে হইবে।"

"প্রায় প্রত্যেক সম্প্রদায়েই এক একজন অলৌকিক শক্তি-সাধন-বল-সম্পন্ন মহাপুরুষ ঈশ্বর বা তাঁহার অবতাররূপে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। উপাসকদের ভক্তি, বিশ্বাস ও তন্ময়তাবলে সর্ব্বশক্তিমান ভগবান তাঁহাদের আদর্শ ধ্যেয়রূপে প্রকাশিত হন্। বস্তুতঃ ভাব যত পরিপক্ক বা খাঁটী হয়, সাধকের অন্তরেতেও পরমভাবময় দেবতা তত উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আপনার প্রকৃত স্বরূপে সাধককে দর্শন দান করেন। ইহাতে সন্দেহ বা আপত্তি করিবার কোনও হেতু নাই।

"হৃদয়ের গম্ভীরতম প্রদেশে অনাহতধ্বনিতে চিত্তকে আকৃষ্ট করতঃ জগতের আদি কাম বীজ ('ক্লীঁ') এর বিশ্বব্যাপী যে মহাঝঙ্কার উঠিয়া বাহ্যপ্রকৃতি ও অন্তঃ প্রকৃতিকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে—যেই ধ্বনিতে চির কিশোর, পীতবাস, নীরদবরণ শ্যামসুন্দরের মোহন বেণু রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক এক ভাবে বাজিয়া উঠিয়া সারা জগৎটাকে মহাসুষুপ্তির ক্রোড় হইতে কিম্বা মহামায়ার মোহনিদ্রা হইতে জাগাইয়া দিতেছে এবং ভক্তের প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিতেছে সেই ধ্বনিতে চিত্ত লয় করাই অন্তরঙ্গ নাম সাধনার সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য।"

"খোল করতালাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে মধ্যে মধ্যে বন্ধুগণসহ একত্রিত হইয়া নাম সংকীর্ত্তনে যোগ দেওয়া কিম্বা ভগবৎ বিষয়ক সঙ্গীত চর্চ্চা করা খুব ভাল। তদেকাত্ম ভাবে—তদাকারবৃত্তিযোগে চিত্তশুদ্ধি করতঃ সাধন সাগরে ডুব দেওয়াই (বহিরঙ্গ) নাম সংকীর্ত্তনের প্রধান উদ্দেশ্য।"

"দেহাত্মজ্ঞানের অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই "আবেশের" আনুষঙ্গিক তন্ময়—অবস্থা লাভ করিতে পারে না। দৈহিক সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে কিছুতেই এই ভাব-সাধনায় কৃতকার্য্য হওয়া যায়না।"

"প্রকৃত ভক্ত ও ভগবানে স্বরূপগত কোনও প্রভেদ নাই। ভক্ত যখন ভক্তিবলে ভগবানে তন্ময় হইয়া যান, তখন তিনি তাহা হইতে অভেদরূপে বিরাজ করেন। কারণ ভগবানকে ত্যাগ করিয়া সেই সময়ে তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা অহং জ্ঞান বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব। এইরূপ ভক্তগণের চিত্ত বিনোদন করিতে পারিলে বা তাঁহাদের সেবা করিলে ভক্তের হৃদয়-বল্লভ—ভক্তবৎসল প্রভু প্রসন্ন হন।

"মানবীয় ভাষা এখনও অসম্পূর্ণ। অধ্যাত্ম-জগতের অনেক ভাব ভাষার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তোলা অনেক সময় বড় জটিল ও কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। বস্তুতঃ সাধনবিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি চিরকালই উপযুক্ত অধিকারী ব্যতীত সর্ব্বসাধারণের কাছে অপ্রকাশিত থাকিবে। থাকাও বাঞ্ছনীয়। "শব্দ" বা বাহ্যঝঙ্কার ব্যতীতও ভাবের আদান প্রদান চলিতে পারে। চিন্তা-প্রবাহ মস্তিষ্ক হইতে মস্তিষ্কান্তরে অহরহঃ ছুটিয়াছে। সাধনবলে আপনাকে সূক্ষ্মতম ভাব-প্রবাহ ধারণের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারিলে, মস্তিষ্ককে ঠিক তদুপযোগী

করিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিলে জগতের আচার্য্যগণের অধ্যাত্মভাবনিচয় আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ করতঃ আমাদিগকে কার্য্যে উন্মুখ করিবে। সিদ্ধগুরুগণের পদাঙ্কানুসরণ ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই। প্রাণায়াম-বলে বিশ্বের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া সাধন সাগরে ডুব দিয়া সাধনের ধন—ভক্তহৃদয়রতন প্রাণমন-বিমোহনকে ধরিতে হইবে।"

সহস্রমুখেও ভক্তমহিমা কীর্ত্তন করা অসম্ভব, যাঁহারা গৌরতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে, গৌরমাহাত্ম্য অনুধাবন কীর্ত্তন করিতে করিতে, গৌর নামমাহাত্ম্যে বা শক্তিতে সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত হইয়া, কৃষ্ণপ্রেমসাগরে ঝাঁপ দিয়া মহাভাব স্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণীর অথবা লক্ষ্মীনারায়ণরূপী গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর স্বরূপতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতেছেন এবং আবহমানকাল প্রচলিত, গুরুপরম্পরাগত ভজনস্রোত অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভক্ত—মহাপ্রভুর নিস্কাম সেবক। যিনি মহাপ্রভুকে—নদীয়ার গৌরহরিকে ভজনের মতভজন করিতে জানেন—কিম্বা ডাকার মত ডাকিতে এবং ভাবার মত ভাবিতে পারেন তিনি আমাদের আদর্শ। তাঁহার পদরজঃ ভিখারী হইয়া কায়মনোবাকে তাঁহার সেবা করিতে পারিলে ভক্তবৎসল ভগবান—বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর অবশ্যই আমাদের ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিয়া দিবেন।"

(ভক্তি, ১৩২১, ১ম—৪র্থ সংখ্যা।

ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো যঃ ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ম্।
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

গোস্বামিপাদের এই উক্তি, ইহাতে ও অন্যান্য শাস্ত্র প্রমাণবাক্যে পূর্ণব্রহ্মসনাতন স্বয়ং ভগবানই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বা শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতে হইবে। সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিতালোচনায় অগ্রসর হইতেছি। বঙ্গীয় সুধীমহোদয়-গণের সমীপে আমার সানুনয় নিবেদন, তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ এইনামে পরাৎপর পরমেশ্বরকে অভিহিত করিতে অনিচ্ছুক হয়েন্ অথবা যে কোনও কারণবশতঃ তাঁহাদের মধ্যে কাহারও যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারত্বে বা ঈশ্বরত্বে সন্দেহ আসে, তবে তিনি আমাদের সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় বা বাদানুবাদে সময় না কাটাইয়া তাঁহার অভিরুচি অনুযায়ী শ্রীগুরুচরণাশ্রিত হইয়া সাধন পথে অগ্রসর হউন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস কিছুদূর সাধনপথে অগ্রসর হইলে অবশেষে

ভগবৎকৃপায় তিনি নিজেই গোস্বামিগণের উক্তির যথার্থ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন। সত্য স্বপ্রকাশ—অধিকারী হইতে পারিলে উহা একদিন প্রকাশিত হইয়া পড়িবেই। সত্য সত্যই যদি সাক্ষাৎ ভগবান্ নদীয়ার গৌরহরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই এই কথা একদিন না একদিন জগতের জীব মাত্রকেই অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে। সূর্য্যকে প্রমাণ করিতে স্বতন্ত্র আলোকের প্রয়োজন হয়না। আমার মতে এই বিষয়ে বৃথাতর্কে সময় না কাটাইয়া অথবা বিশ্বাস করিতে না চাহিলেও, অন্যের কাছে জোর করিয়া মহাপ্রভুর অবতারত্ব বা ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট না হইয়া আমাদের প্রত্যেকেরই স্বীয় স্বীয় বিশ্বাস ভক্তি অনুসারে প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ ধীরে ধীরে সাধনপথে অগ্রসর হইতে অধ্যবসায় অবলম্বন করা উচিত। ভাই! মহাপ্রভুর অবতারত্ব বা ঈশ্বরত্ব প্রমাণের জন্য আমাদের মাথা ঘামাইতে হইবেনা। তাঁহার কৃপায় জীবমাত্রই সময় আসিলে আজ না হউক্—কাল না হউক, একদিন নিশ্চয়ই ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিবে। কে আছ মহাপ্রভুর ভক্ত, কে আছ তাঁহার সেবক, ইহা ধ্রুবসত্য-বলিয়া এই মুহূর্ত্তেই বুঝিয়া লইয়া, অচল অটল বিশ্বাসে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ পূর্ব্বতন গোস্বামিদিগের নির্দ্দেশানুসারে জীবন ও চরিত্র গঠন করিতে প্রস্তুত হও!! ভাই! আমাদের মহাপ্রভুকে ভগবান বা অবতার স্বীকার করিতে চায়না বলিয়া, অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভক্তগণের সঙ্গে কলহ বাঁধাইয়া দিয়া তাঁহাদের প্রাণে আঘাত দিওনা! মনে পড়ে কি ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য— "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

যে যে ভক্ত আমাকে যে যে ভাবে ভজনা করে, আমিও সেই সেই ভক্তকে সেই সেই ভাবে অনুগ্রহ করি। অতএব মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারেই আমার বর্ত্মের অনুসরণ করে।

তবে কেন ভাই, শুধু আত্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইয়া অন্যের মনে উদ্বেগ প্রদান করিতেছ? মহাপ্রভু যদি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন হয়েন, তবে তাঁহাকে লোকের কাছে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদের বেশী কিছু করিতে হইবেনা—

তাঁহার কর্ম্ম তিনিই করিয়া লইবেন। আমাদের, ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের মত শুধু এইটুকু বুঝিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে,—

নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দু ও যবনে।
পরমার্থ এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মনে।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবনে॥
সে প্রভুর নাম, গুণ সকল জগতে।
বলেন সকলে মাত্র নিজ শাস্ত্রমতে॥

(চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ১৪শ অঃ)

আমাদের প্রিয়তম সর্ব্বশাস্ত্রে নানাপ্রকারে বর্ণিত হইলেও, স্বরূপে তিনি যাহা, তাহাই থাকিবেন। আমাদের এমন কি শক্তি অথবা সাধনবল আছে যে আমরা তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারি! ভাই, তাই বলিতেছি তাঁহাকে না জানিয়াই—তাঁহার বিষয় লইয়া লোকের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ বাঁধাইয়া দিও না! ভাই, মনে রাখিও সকলে বিভিন্নরূপে তাঁহার মহীমা কীর্ত্তন এবং বিভিন্নভাবে তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিলেও কেহই আমাদের নিন্দনীয় নহেন। ইঁহাদের সকলেই আমাদের ভক্তির ও সম্মানের পাত্র। যেহেতু প্রত্যেকেই আমাদের উপাস্যদেবকে মানিয়া চলেন এবং সকলেই সেই অন্তর্য্যামী প্রভুর প্রেরণায় আপন আপন মনের ভাবানুযায়ী তাঁহার বর্ণনা করিতেছেন মাত্র। শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

কাহাকে না করে' নিন্দা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হে'লে॥

আবার শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ও লিখিয়াছেন—

বাহু তুলি জগতেরে বলে গৌরধাম।
অনিন্দুক হৈয়া সবে বল কৃষ্ণ নাম॥

পরনিন্দা, পরচর্চ্চা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। ভাই মনে রাখিও—

বৈষ্ণবের ধর্ম্ম হয় সবারে প্রণতি।

আর আমরা এখন কি করিতেছি? সমাজ সংস্কারের দোহাই দিয়া পরনিন্দা ও পরচর্চ্চায় জিহ্বা কলুষিত করতঃ মলিন হৃদয়ে হাজার হাজার বার কৃষ্ণনাম বা ভগবন্নাম লইয়াও শান্তি বা আনন্দলাভ করিতে পারিতেছিনা। পারিবই বা কিরূপে? মহাপ্রভুর ও জগৎপূজ্য গোস্বামিগণের আদেশ অমান্য করতঃ স্বেচ্ছাচারের দাস হইয়া স্বকপোলকল্পিত, বিকৃত মস্তিষ্ক প্রসূত সৃষ্টিছাড়া অভিনব বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সাধনের ভান করিলে আমাদের যে ধীরে ধীরে অধোগতি অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? অহো! আমাদের আজ কি শোচনীয় দশা উপস্থিত! নিজের দোষে সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া আমরা বৃথা পাণ্ডিত্যের খাতিরে শাস্ত্রের সরল অর্থকে দুরূহ করতঃ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া—মহাপ্রভুর পবিত্র নামের দোহাই দিয়া—অভ্রান্ত ঋষিতুল্য পূর্ব্বতন গোস্বামিপাদগণের বাক্যের দোহাই দিয়া সমাজে কি এক শুষ্ক বিচারের স্রোত প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যত হইয়াছি! অহো! সত্যই আমরা নিতান্ত হতভাগ্য—পরের কুৎসা রটনা করাই যেন আমাদের মহাকর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। নতুবা কেন আমরা বৈষ্ণব সমাজ সংস্কারের নামে, অসার পাণ্ডিত্য পূর্ণ আবিল তর্কযুক্তির অবতারণা করতঃ সরল-বিশ্বাসী সাধন মার্গাশ্রিত ভক্তগণকে বিপথে চালাইবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত—

ধনে, গুণে, পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

(চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ১০ম অধ্যায়)

ভক্তি কাহাকে বলে? মহাত্মা বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন,—

ভকতিহ কৃষ্ণনাম স্মরণ, ক্রন্দন।

কে আছ ভক্ত, কে আছ প্রেমিক, কে আছ প্রভুর চরণাশ্রিত সেবক, এস ভাই! সকলে মিলিয়া পরস্পরের সহস্র অপরাধ ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার নাম লইতে লইতে কাঁদিতে অভ্যাস করি। কাঁদো! কাঁদো!! কাঁদো!!! কান্নার তুল্য আর সাধন নাই। ভাই! নির্জ্জনে বসিয়া ব্যাকুলভাবে প্রাণারাম প্রভুর নাম লইয়া কাঁদিতে পারিলে এবং সকল সময়েই সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার মধুর নাম স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিলে মহাপ্রভুর শক্তি নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যাষ্টক।

(১)

মঙ্গলময় মঙ্গল মুরতি,
পতিত পাবন দীনের গতি,
প্রেমাশ্রু গলিত গৌর মুরতি,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয়তি জয়তি ॥

(২)

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সদারোদিতি,
সুদৃষ্টি মাত্রেন প্রাণ হরতি,
ভকত হৃদয়ে সর্ব্বদা স্থিতি,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয়তি জয়তি ॥

(৩)

ভক্তগণ সঙ্গে সদা ভ্রমতি,
চলনে সুন্দর সুঠাম গতি,
পাত্রনাবিচারি প্রেমদদাতি,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয়তি জয়তি ॥

(৪)

অতীব বিশুদ্ধ নির্ম্মল মতি,
পরনে কৌপিন আদর্শ যতি,
সদাই অন্তরে কৃষ্ণ মুরতি,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয়তি জয়তি ॥

(৫)

আহা কি সুন্দর বদন জ্যোতি,
নাম সঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্বদা রতি,
হৃদয় কন্দরে বিমল ভাতি,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয়তি জয়তি ॥

(৬)

বদ্ধ জীবে দিতে শুদ্ধা ভকতি,
সঙ্গিগণে লয়ে বিশ্ব ভ্রমতি,
ভক্ত জীবন দয়ার মূরতি,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয়তি জয়তি ॥

(৭)

প্রাণিগণে দিয়ে প্রেম ভকতি
যারে তারে দিলা হৃদয়ে স্থিতি
ধর্ম্ম প্রচারিতে আনন্দ অতি,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয়তি জয়তি

(৮)

হরি পদে রাখি অটল মতি,
লভিলা জগতে অতুল খ্যাতি,
প্রেম অবতার কাঙ্গাল গতি,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয়তি জয়তি ॥

দীন হীন সতীশ।

কি আনন্দ শ্রীচন্দ্রশেখরে !

(শ্রীযুক্ত কালীহরদাস বসু ভক্তিসাগর লিখিত।)

(প্রথম তরঙ্গ ।)

—:০:—

কি আনন্দ কি আনন্দ ! প্রাণ গৌরনিত্যানন্দ !!

শ্রীচন্দ্রশেখরের পাদমূলে ধর্ম্মপুরগ্রাম (জিলা নওয়াখালী)। সেখানে যেন শ্রীবাসাঙ্গনের আলিপনা পড়িয়াছে। একবৎসরের অল্পদিনে প্রাণ গৌর-নিত্যানন্দের নাম-গুণ-লীলামহিমা-মাধুরীর এক তরঙ্গ উঠিয়া তদ্দেশময় ছড়াইয়াছে এবং মানুষগুলি যেন এক নবরসে ডুবিয়া গিয়াছে। আবার অল্পদিনে চট্টলের উত্থিত ঢেউর সঙ্গে মিশাইয়া পড়িয়া আনন্দের এক আশ্চর্য্য লহর তুলিয়াছে। চন্দ্রশেখরের কোলে কোলে, সমুদ্রের কূলে কূলে এ লহর এক অভিনবভাবে খেলিতেছে।

গত লক্ষ্মীপূর্ণিমার যোগে (১৩২১) ভাগ্যচক্রে আহুত হইয়া আবার আমাকে সেদিকে যাইতে হইল। ভাগ্যকুল হইতে ধর্ম্মপুর গেলাম। তথা হইতে পাগল রামকানাই (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সঙ্গে চন্দ্রনাথ যাত্রা করিলাম। প্রত্যূষে বাড়ুইঢালা ষ্টেশনে নামিলাম। রেলপথে একমাইল দক্ষিণদিক্ হাটিয়া এক চৌরাস্তা (cross path) পাইলাম। জানিলাম পূর্ব্বদিকের পথ লবণাক্ষ হইয়া সহস্রধারা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। শুনিয়া আনন্দ ও কৌতুহল জন্মিল। অমনি আমরা পাঁচ জনমাত্র গন্তব্য জাফর নগর না যাইয়া সহস্রধারা লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বদিকে চলিলাম। অর্দ্ধ মাইল হাটিয়া পর্ব্বত পাইলাম। এখন চড়াই আমাদের পথ। দুই পার্শ্বে সুন্দর বৃক্ষরাজী সমাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালা। আনন্দ উৎসাহ যেন প্রাণে আঁটেনা ! পথ সুন্দর ও পরিস্কার, ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। পথময় নানারঙের ছোট বড় নানা আকারের প্রস্তর সব লুণ্ঠিত। জলপ্রবাহ বিধৌত শিলায় শিলায় পাড়া দিয়া চলিতে লাগিলাম। কোন কোন শিলা শৈবালমাখা, পিচ্ছিল। সুতরাং পতনাশঙ্কাও আছে। খুব সাবধানে

চলিতে হয়। একে পাথর স্বভাব-শীতল, তাহা আবার শীতল জলে ডুবা; সুতরাং অতি শীতল। পায়ে ঠাণ্ডা লাগিলেও, পার্ব্বত্য মনোজ্ঞ দৃশ্যকুহকে ভুল জন্মাইয়া দেয়। আনন্দে যেন নাচিয়া চলিলাম। ক্রমশঃ নয়নানন্দি প্রাণ-শীতল নব নব দৃশ্য সব সারি দিয়া আমাদের কৌতুহলকে অভ্যর্থনা করিতে থাকিল। এক মাইল চড়া যাইয়া এক মন্দির প্রাঙ্গনে উঠিলাম। প্রাঙ্গন পরিস্কৃত খোলা, পূর্ব্বভিটায় এক ইষ্টক মন্দির। মন্দির অলিন্দযুক্ত। তাহার ভিতর প্রকোষ্ঠে লবণাক্ষ।

মন্দিরদ্বার তালাবদ্ধ থাকে। অধিক বেলায় মোহান্ত মহারাজ জীউ আসিলে দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই মন্দির মধ্যে এক কূপ আছে। অর্থাৎ এক জলোৎসের জল প্রাচীর বেষ্টনে আবদ্ধ করা হইয়াছে কিন্তু এই অফুরন্ত উৎসের প্রবাহ রোধ করা অস্বাভাবিক। সুতরাং এই কূপের এক প্রণালী রাখা হইয়াছে। তদ্দ্বারা উচ্ছ্বাসিত বারি উত্তরাভিমুখে মন্দিরবহিঃস্থ অপর এক কূপে প্রবেশ করে। ইহাও ইষ্টকে বাঁধান। নামিয়া স্নান করিবার সুন্দর সোপান আছে। এই বহিস্থঃ কূপের নাম বাসীকুণ্ড। যাত্রীগণের ব্যবহৃত লবণাক্ষবারি এই কূপে আসে। এইজন্য "বাসী" (পর্য্যুষিত) নাম প্রযুক্ত; বাসীকুণ্ডে স্নান করিয়া যাত্রিকগণে পশ্চিমের সমতল ক্ষেত্রস্থ পুকুরে স্নান করে এবং অতঃপর শুদ্ধ হইয়া লবণাক্ষ স্নানের অধিকার প্রাপ্ত হয়।—এই এক প্রথা। প্রবাদ ও লোকের বিশ্বাস এই যে, লবণাক্ষে স্নান করিলে লোকের রোগ থাকেনা। বাসী-কুণ্ডে নামিয়া আমি উহার জল গণ্ডূষে গণ্ডূষে পান করিয়াছি। জল বড়ই লবণাক্ত। কিন্তু এই লোণাবারি আমার কোনও অসুস্থতা জন্মায় নাই।

মন্দিরাভ্যন্তরস্থ কুণ্ডের নাম "লবণাক্ষ"। অশিক্ষিত লোক সকল উহাকে "নাবলক্ষ" বলে। "লবণ" শব্দকে উল্টাইয়া পড়িলে হয় "নবল"। তৎপর "অক্ষ" শব্দযোগ। যথা কেহ কেহ "বাতাস না বলিয়া "বাসাত' বলে।

সমাসে "অক্ষি"র ইকার অকার হয়। লবণ অক্ষিতে যাহার সেই লবণাক্ষ (বহুব্রীহি)। উৎস চক্ষু বা অক্ষিস্বরূপ। কারণ উৎস চক্ষুবৎ জল উদ্গীরণ করে। পর্ব্বত রোদন করেন; চক্ষুরূপ গর্ত্ত দিয়া জল নিঃসারিত হয় এবং সেই জল লোণা বা লবণাক্ত। এই হেতু কুণ্ডটির নাম লবণাক্ষ হইয়া

থাকিবে। অথবা উহার নাম লবণাখ্য। লবণ উহার আখ্যা বা লক্ষণ ধর্ম্ম এজন্য নাম লবণাখ্যই। লবণাখ্যই উহার যথার্থ নাম অনুমিত হয়।

লবণাখ্যের মন্দিরবাটী হইতে উত্তরদিক্ নামিয়া উত্তর পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। চড়া সেদিকে ক্রমশঃ প্রশস্ত। পথে পার্শ্বে পার্শ্বে সূর্য্যকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড প্রভৃতি আরো কতিপয় কুণ্ড দর্শন করিলাম। একই উত্তপ্ত লবণাক্ত প্রস্রবণের বিভিন্ন বা একই ধারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে এবং উৎক্ষিপ্ত জল প্রবাহ ইষ্টক প্রাচীর দ্বারা চিহ্নিত শোভিত ও তীর্থিকৃত হইয়াছে। আদিতে জিনিষ বা প্রবাহ একটী। কোন কোন স্থানে 'এই উষ্ণ জলোৎস চুল্লিকার উপরিস্থিত পাত্রবারির মত টগ্‌বগ্ করিয়া উথলাইতেছে অথচ সে সব অযত্ন রক্ষিত ও অসেবিত।

নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন জন্য চুয়ান অমৃত প্রাণ বেশ করিয়া পান করিতে থাকিল। কতক্ষণে সহস্রঝরা দর্শন করিব, এ পিপাসা অঙ্গুলি দ্বারা শুধু সন্মুখের দিক্ ইঙ্গিত করিতেছে। কেমন কিম্ভূত ধারণা নাই। কিন্তু চিত্তে কৌতুহল অতি প্রবল। চড়া দিয়া দেহতরী উজান বাহি কিন্তু পথ যেন ফুরায় না। চলিতে চলিতে এক সমুচ্চ গিরির সমীপবর্ত্তী হইলাম। এবং অকস্মাৎ এক ভীষণ ধ্বনির ধারা প্রবেশ করিল। ওকি? প্রাণের উল্লাস উদ্বেলিত। অমনি অগ্রবর্ত্তী সঙ্গি-ভক্তদ্বয় বলিয়া উঠিলেন—"এই এই, এই যে সহস্রঝরা!"—অমনি ছুটিয়া যাইয়া এক নূতন চিত্তচমৎকারী দৃশ্য দেখিলাম। নিষ্পন্দভাবে কেবল দেখি। দেখি ঝরার ধারা উত্তীর্ণ হইয়া এক উচ্চ স্বভাবের সুগঠিত কৃষ্ণপ্রস্তরময় প্রশস্ত আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়াছি। এই আঙ্গিনা বৃত্তাকার। উহার উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এবং পশ্চিমের কিয়দংশ প্রাচীরবদ্ধ। এই প্রাচীর লোকরচিত নয়। উহা একখানি সুদৃঢ় পাষাণের অতুচ্চ পর্ব্বত। এই ভাবে একসুবৃহৎ কুণ্ড রচিত হইয়াছে। এই কুণ্ডের তলদেশে আমরা দণ্ডায়মান। উহাকেই আঙ্গিনা বলিয়াছি। এই কুণ্ডের পশ্চিম রোধ খুলিয়া ঝরা বা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদী হাটিয়া আমরা এই কুণ্ড মধ্যে উত্তীর্ণ হইয়াছি। পূর্ব্বাভিমুখে দাঁড়াইয়াছি। আর অগ্রসর হইবার পথ নাই। পাথা নাই। এখানে ঝরা থাড়া আমাদের ডাহিনে বামে ও সম্মুখে একই পর্ব্বত—এক বিরাট

পর্ব্বত। তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিধৌত করিয়া লাঙ্গলের রেখাবৎ রেখারাজি আঁকিয়া ধারা নামিয়াছে। আমরা যে গঙ্গা দিয়া হাটিয়া আসিলাম, সেই ভূগঙ্গা এই পর্য্যন্তই। অতঃপর আমাদের সম্মুখে তিনি আকাশ-গঙ্গা।

আকাশ হইতে গঙ্গা পতিত হওয়ায় উহার প্রবাহবেগে এই কুণ্ড খনিত হইয়াছে অথবা সৃষ্টিই এইরূপ। সঙ্গীয় ভক্তাবলী গঙ্গাধারা মস্তকে লইতেছেন, আনন্দ ধ্বনি সহকারে নৃত্য করিতেছেন এবং অঞ্জলি পাতিয়া গঙ্গোদক পান করিতেছেন। তদ্দর্শনে আমার আনন্দ উদ্বেগ দ্বিগুণিত হইল। পূর্ব্বদিকের পর্ব্বতশিখর হইতেই মুখ্যভাবে এই জলপ্রপাত। অখণ্ড প্রধান ধারা শূন্যমার্গে বাতাহত বহুধা হইয়া পড়িতেছে। তদ্ভিন্ন আরও পার্শ্বচরী ধারা দৃষ্ট হইল। ধারাসংখ্যা সহস্র না হউক্ বহুশত হইবেক। দক্ষিণে ও উত্তরে দাঁড়ান গিরি-দ্বয়ের, শিখর হইতে ও ক্ষীণবেগে অনেক গুলি ধারা নামিতেছে। কার্ত্তিক মাস তাই অনেক ধারা শুষ্ক। তবু ভূধরাঙ্গে তাহাদের সিক্ত ধৌত রেখা দৃষ্টহইল। সেইগুলির সমষ্টি ধরিলে ধারাসংখ্যা সহস্র কেন সহস্রাধিক ও হইতে পারে। এই জন্যই এই আকাশ-গঙ্গার নাম "সহস্রধারা" বা "সহস্রঝরা"।

এই সহস্রঝরা দেখিয়া আমার মস্তিষ্কের ভিতরে সহস্রার খুলিয়া গেল। এইকুণ্ডটা আমার ভিতরে গেল। প্রতি ধমনীতে রসের ঝরা বহিল। সহসা আর এক ভাবের উদয় হইল!—গিরীশিখর পানে চাহিতে চন্দ্র শেখরের লীলা মনে পড়িল।—মনে হইল, এতো পর্ব্বত নয়, উনি যে স্বয়ং শঙ্কর উপবিষ্ট। গঙ্গার রজতধারায় উনি রজত কান্তি যে! অই যে শিরোদেশে,—তাতো বৃক্ষপাতা নয়। এসব ভগবান্ শঙ্করের জটাজুট! আর এই যে জটাবলী বাহিয়াগঙ্গা ঝরিতেছেন। অমনি শিবভাবে আমার চিত্ত একান্ত আপ্লুত হইল। পাথরে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইলাম এবং আকুলতাভরে কতক্ষণ কাঁদিলাম। আর সবে বম্ বম্ শব্দ করিয়া নাচিতে থাকিলাম। দুইটীভক্ত বলিলেন "বম্ বম্" ধ্বনি করিলে অধিক জল পড়ে। আমি বলিলাম, 'অসম্ভব কি?"—অতঃপর পরীক্ষা করিলাম কিন্তু বিশেষত্ব লক্ষিত হইলনা। আকাশ গঙ্গার বারি এতঠাণ্ডা আমি মাথায় বেশী লইতে পারিলাম না। পানে বিশেষ পরিতোষ লাভ করিলাম। উহা মধুর, লোণা নয়। শিব বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকে যে মস্তকে লইয়াছেন

সেই শাস্ত্রগতলীলা কাহিনী এখানে আমার প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হইল।—ইহাই আমার এক সৌভাগ্য ও আনন্দের হেতু।

এই সহস্র গঙ্গার উর্দ্ধ প্রবাহ পরিদর্শন করিবার সাধ জন্মিয়াছিল। পর্ব্বত চূড়ায় আরোহণ করিবার পথ আমরা আবিষ্কার করিতে পারি নাই, কারণ বর্ষান্ত কাল বলিয়া পথ সব জঙ্গলে আবৃত ছিল। স্থানান্তরে যাইয়া লোকমুখে শুনিলাম উত্তর দিকের পর্ব্বতে উঠিবার এক পথ আছে। সেই পথে উঠিয়া অনেক সাধু সন্ন্যাসী এই গঙ্গার মূল অনুসন্ধান করিয়াছেন কিন্তু কেহই বিষ্ণু পাদপদ্ম পর্য্যন্ত যাইতে পথ না পাইয়া নিরস্ত হইয়াছেন। সহস্রঝরার আদি নির্ঝর কোথায় তদ্দর্শন জন্য ক্ষোভ আমার চিত্তে লাগিয়া আছে।

বেলা হইল, ক্ষুধা বোধ হইল। অগত্যা ফিরিলাম, জাফর নগরে ভক্ত বংশীবদনের গৃহে উপনীত হইলাম। তথায় বহু-ভক্ত-সমাগম। আমাদের পাইয়া তাঁহাদের প্রচুর আনন্দ দেখিলাম। বৈকালে শ্রীসঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের আয়োজন। প্রায় সারারাত্রি উৎসব আনন্দ চলিল। যজ্ঞাহুতির পর ভক্তবৃন্দ বসিয়া গেলেন এবং সকলে অধমকে ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানে অনুরোধ করিলেন, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ বলে বক্তৃতা "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হইল। সেই গ্রামে আমরা এক সপ্তাহ আনন্দ করিয়াছি। এদেশের বালক যুবক সকলকেই হরিনাম পিপাসু দেখিলাম। চট্টগ্রামের স্বনামধন্য উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র সেন মহাশয় এই গ্রামবাসী। তিনি যেমন মহানুভব তেমন রসিক। গৌর আমার জাফর নগরে ইহাদের লইয়া চুপি চুপি নিজ প্রেম-সুধা সমুদ্র ঢেউয়াইতেছেন। জাফর নগর হইতে সীতাকুণ্ড তিন মাইল অন্তর। এদেশের লোক গৃহের বাহির হইয়াই সম্মুখে চন্দ্রনাথ মন্দির দেখেন। এ বড় ভাগ্য কম নহে।

পরদিন (লক্ষ্মী পূর্ণিমা দিবস) প্রাতে ভক্তগণ চন্দ্রনাথ যাত্রায় সাজিলেন। আমি তাঁহাদের পদানুসরণ করিলাম। খোলকরতালে নাচিয়া গাহিয়া সবে চলিলাম। সীতাকুণ্ডের পর শ্রীশ্রীশম্ভু নাথ জীউর শ্রীমন্দির পর্য্যন্ত উঠিলাম আমার ঠাকুর দাদা শম্ভুনাথজীর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে গল্প করিয়া আমাকে একটী প্রসাদী কলা দিলেন। অসীম আনন্দ! সবে বাটিয়া খাইলাম। এ আনন্দ প্রকাশের ভাষা নাই। কিঞ্চিৎ জলযোগান্তর আমরা—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দশৌরে॥"

এই তারক ব্রহ্ম নাম গাহিয়া নামিতে থাকিলাম। তখন শ্রীভগবদ্বিরহ জাগিয়া আমাদের সকলকে কাঁদাইয়া দিল। অমৃতধারা অশ্রু হইল। সে মধুরতা অদ্যাপি প্রাণে জাগে। আগন্তব্য জাফর নগর পশ্চাতে রাখিয়া চন্দ্রনাথ ও বিরূপাক্ষ মন্দির চাহিতে চাহিতে মধুর পদ গাহিতে গাহিতে আমরা সায়ং সময় জাফর নগরে পৌঁছিলাম। পণ্ডিত শিরোমণি শ্রীযুক্ত জয় চন্দ্র তালুকদার সম্ভ্রান্ত ধনী ব্রাহ্মণ, ইনি এবং কোকিল কণ্ঠ বংশীবদন ছিলেন গায়ক! এই চন্দ্রশেখর মহাতীর্থের অরণ্যানী ভিতরে আমাদের গৌর-নিতাই দুটি ভাই বিচরণ করিতে-ছেন। এই মনিকাঞ্চনসংযোগে নিবেদন সংকীর্ত্তন বড়ই মধুর লাগিয়াছিল। যে খানে শিব, সেখানে যোগ মায়া! সেখানেই রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ লীলা—নিত্য! কোন কোন ভাগ্যবানের পক্ষে প্রকট।

ক্রমশঃ।

বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজের দুইটী বিশেষ অভাব।

১। বৈষ্ণব ইতিহাস। ২। বৈষ্ণব পুরোহিত।

—:০:—

১। সময় সময় যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্য হইতে দুই এক জনের পরিচয়াত্মক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিত হইতে দেখিতে পাই, কিন্তু ধারাবাহিক রূপে এইরূপ ইতিহাসের বিবরণ সংগ্রহের কোনও চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকরগণের বিবরণ সংগ্রহ সহজ সাধ্য নহে, এবং তাঁহাদিগের বংশ পরিচয়াদি প্রাপ্ত হইবারও তত সুবিধা নাই। ঐ সকল মহাপুরুষগণের মধ্যে কাঁহারও কাঁহারও বংশ নাই এবং যাঁহাদের বংশধরেরা এখনও আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে আবার অনেকে কে কোথায় বাস করেন এবং কি কার্য্য করেন তাহা জানাও তত সুবিধা জনক নহে। একারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরিচয়াত্মক সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের অভাব বিশেষরূপ অনুভূত হইতেছে বলিয়া

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাত্মাগণের নিকট আমাদিগের সানুনয় নিবেদন যে, এইরূপ একটি ইতিহাস সংগ্রহে তাঁহারা মনযোগী হইবেন। এবং ইহা লিখিত হইলে তাঁহারা দেখিবেন যে এইরূপ বংশ পরিচয়াত্মক বৈষ্ণব ইতিহাসে বৈষ্ণব সমাজের কিরূপ প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

বৈষ্ণব ইতিহাস লিখিতে হইলে শ্রীযুক্ত কবিরাজ গোস্বামি লিখিত শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলার ১০ম ১১শ ১২শ পরিচ্ছেদ-বর্ণিত কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, অবলম্বনে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রভুর ভক্তগণ মধ্যে সকল বর্ণই আশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ইহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে একখানি প্রকাণ্ড ইতিহাস বা বংশাবলী লিখিত হইবে। সকল বর্ণের লোকই তখন ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যাঁহারা এইরূপ বৈষ্ণব ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছেন। তাঁহারা আমাদিগকে সতত পত্র লিখিতেছেন এবং কোন কোন মহোদয় বিশেষ ভাবে আমাদিগের সভা হইতে পুরস্কার ঘোষণা করিবার জন্যও অনুরোধ করিতেছেন, তাঁহারা এই পুরস্কারের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। আমরা উপস্থিত প্রথমতঃ লেখক গণের সংগৃহীত ঐতিহাসিক বিবরণ ধারাবাহিক ক্রমে "ভক্তিতে" ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। এইসকল প্রকাশিত বিবরণের সত্যাসত্য নিরূপিত হইলে আমরা ইতিহাস লেখকগণকে, "ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল" হইতে যথা বিহিত বিশেষ ভাবে পুরস্কার এবং উপাধি প্রদান করিব।

২। বহুদিন হইতে আমাদিগের "ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডলে" অনেক বিষ্ণুভক্ত ধনী মহাত্মাগণ তাঁহাদের গার্হস্থ্য জীবনে বৈষ্ণব শাস্ত্রোচিত প্রণালীতে শান্তি, স্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করাইবার জন্য বৈষ্ণব-শাস্ত্রজ্ঞ যাজক পণ্ডিতের প্রয়োজন জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছেন। এবং তাঁহাদিগের পিতৃ মাতৃগণের শ্রাদ্ধে বা বিবাহাদি শুভ কার্য্যে বৈষ্ণব পণ্ডিত বিদায়ের বাসনা করিয়া আমাদিগের নিকট নামের তালিকা পাইবার জন্য আবেদন করেন।

অজ্ঞতাবশতঃ আমরা বর্ত্তমানে তাঁহাদের এই অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইতে পারি না। একারণে আমরা বৈষ্ণব পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট, জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত বিষয় জ্ঞাপন করিলে আমরা

জিজ্ঞাসুদিগকে সদুত্তর প্রদান এবং বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজের দুইটী বিশেষ অভাব মোচনে সমর্থ হইব।

(ক)। নাম ও ধাম। (খ) কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, এবং কাহাদিগের যাজকতা করিয়া থাকেন? (গ) রাজকীয় কোনও রূপ উপাধি পাইয়াছেন কি না? (ঘ) তৎব্যতীত অন্য কোনও পণ্ডিত সমাজ হইতে কোন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন কিনা? (ঙ) বৈষ্ণব, দর্শন-স্মৃতি-পুরাণের কি কি গ্রন্থ কাহার নিকট কতদূর অধ্যয়ন করিয়াছেন? (চ) কোনও শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন কিনা, এবং নিজব্যয়ে চতুষ্পাঠী রাখেন কিনা? (ছ) কোন্ জাতি তাঁহার ছাত্র এবং ছাত্র সংখ্যা কত।

বলা বাহাল্য কেবল মাত্র পুরস্কার বৃত্তি বা উপাধির প্রলোভনে কোনও মহাত্মা একার্য্যে অগ্রসর হইবেন না; কিন্তু যাঁহারা ইহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ রূপে অনুভব করেন তাঁহারই হস্তক্ষেপ করিবেন।

এবিষয়ে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র দিতে হইবে। ইতি।

সম্পাদক—"ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল।"

১৬১ নং হ্যারিসন্ রোড্, কলিকাতা।

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। ধর্ম্ম-তত্ত্ব সার। একখানি অত্যুৎকৃষ্ট বৈষ্ণব গ্রন্থ। "হরিবোল" প্রণেতা বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত মঙ্গলাপ্রসাদ গুহ পাত্র এই গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রণয়ন কার্য্যে গভীর গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থখানি যে তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টার ফল, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই গ্রন্থের মাত্র ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। অপর খণ্ডগুলি সত্বর প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব সমাজের একটা বিশেষ অভাব মোচন করিতে আমরা গ্রন্থকার মহাশয়কে সবিশেষ অনুরোধ করি, সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম সদাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণবের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল (সদাচারাদি) কোন এক

নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং এই পবিত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সার সিদ্ধান্ত সকলও নানা গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে সন্নিবেশিত হইয়া রহিয়াছে। গুহ মহাশয় মধুকরের ন্যায় বহু বহু গ্রন্থ পুষ্প হইতে সার সিদ্ধান্ত রূপ মধু আনিয়া "ধর্ম্ম-তত্ত্ব সার" এই মধুক্রম নির্ম্মাণ করত হরি-ভক্তি-মধু-পিপাসু-জন-গণের পরমাতৃপ্তি সাধন করিবার আয়েজেন করিয়াছেন। আমরা ১ম খণ্ডখানি পাঠ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, বৈষ্ণবের আচারাচরণ এবং প্রেম-ভক্তি-ভাব রস এই গ্রন্থে অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

হিন্দু-শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থনোৎপন্ন এই অমৃত পান করা, সকলেরই কর্ত্তব্য। বহুদিন পর বৈষ্ণব সমাজের একটা অভাব মোচন হইতে দেখিয়া আমাদের অন্তঃকরণে বিমলানন্দের সঞ্চার হইতেছে। আশা করি এই পরম প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম গ্রন্থখানি দিন-পঞ্জিকার ন্যায় সকলের ঘরে ঘরে বিরাজিত থাকিবেন।

২। পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সুলেখক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত আনন্দ ঘন প্রেমময় মূরতি ভগবান শ্রীগোবিন্দের সাক্ষাৎ প্রতিনিধিই শ্রীমদ্ভাগবত। সেই শ্রীমদ্ভগবতের অবলম্বনে এ গ্রন্থ লিখিত। একে বিষয় নির্ব্বাচন সুন্দর তদুপরি ভাব পরিপূর্ণ মিষ্ট ভাষা সংযোগে আরও সুন্দর হইয়াছে। লেখক "নূতন কিছু কর" এই আধুনিক নীতির অনুসরণ করেন নাই। তিনি প্রাচীন মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণে নির্দ্দিষ্ট পথেই চলিয়াছেন। গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া ভাবোন্মেষে ও ভাষার উচ্ছ্বাসে প্রাণ মাতাইবার যে গ্রন্থকারের বেশ ক্ষমতা আছে তাহা অনুভব করিলাম। ভক্তি কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

৩। মিলনের পথে! শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব কুমার মল্লিক লিখিত। আলোচ্য গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও আলোচ্য বিষয়ের গবেষণায় অতি বৃহৎ। আমরা এরূপ গ্রন্থের প্রচার প্রার্থনা করি। দ্বিতীয়ও তৃতীয় খণ্ড দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। গ্রন্থকার মাসিক খণ্ডাকারে সন্দর্ভ রত্নাবলী প্রকাশের আশা দিয়াছেন। কার্য্যে পরিণত হইলে একটী নূতন ব্যপার হয় বটে। স্থানাভাব বশতঃ আন্যান্য গ্রন্থের এবারে সমালোচনা করিতে পারিলাম না, বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভক্তি।

(চতুর্দ্দশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ মাস, ১৩২২সাল।)

———:০:———

ভক্তোত্তম উদ্ধবকে উপদেশ প্রদানচ্ছলে ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নানা ভাবে নানা প্রকারের উপদেশ করিয়া পরিশেষে ভক্তির মহিমা দেখাইয়া বলিয়াছেন;—

"যথাগ্নি সু সমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসিভস্মশাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈ নাংসি কৃৎস্নশঃ॥
ন সাধয়তি মাংযোগো ন সাংখ্যং যোগ উদ্ধব।
ন সাধ্যায় স্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তি মমোর্জ্জিতা॥"

অর্থাৎ সামান্য মাত্র অগ্নিও যেমন ক্রমশঃ প্রবল হইয়া বিপুল কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করিয়া থাকে মদ্বিষয়িণী কথঞ্চিত ভক্তির আবির্ভাবেও তদ্রূপ জীবের যাবতীয় পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। হে উদ্ধব! মদ্বিষয়িণী ভক্তি যেরূপ আমাকে পাইবার পথ সরল করিয়া দেয় নানাপ্রকার যোগসাধন, সাংখ্য যোগাবলম্বন, বেদাধ্যায়ন, তপশ্চয্যা বা দানাদি কিছুতেই সেরূপ ফল প্রদান করিতে পারে না। অর্থাৎ ভক্তিই আমাকে অতি সহজে লাভ করাইয়া দেয়।

*　　　*　　　*

অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ একমাত্র শ্রদ্ধাসম্বলিত ভক্তি দ্বারাই আত্মাও প্রিয় স্বরূপ ভগবানকে লাভ করিয়া থাকেন। ভগবন্নিষ্ঠা রূপা সুদৃঢ়া ভক্তি নীচকুলোদ্ভব চণ্ডালাদিকেও পবিত্র করিয়া তাহাদের হীন জাতিত্বাদিদোষ সমূহ বিদূরিত করিতে সক্ষম হয়। সাধন ভজনের মূল কেবল মাত্র ভক্তি। ভক্তি না থাকিলে অন্য সকল প্রকার সাধন ভজনই বৃথা। ভগবান বলিয়াছেন;—

"ধর্ম্মসত্যাদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা
মদ্ভক্ত্যা পেতমাত্মানং ন চ সম্যক পুণাতিহি॥"

অর্থাৎ সত্যও দয়া সংযুক্ত ধর্ম্ম বা তপস্যা সংযুক্ত বিদ্যা এসকল শ্রেষ্ঠ হইলেও মদ্‌ভক্তি বিহীন আত্মাকে ইহারা কখনও সম্যক্‌ শান্তি প্রদান করিতে পারে না।

* * *

অন্য কোন ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও কেবল মাত্র ভক্তি প্রভাবেই সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম জনিত সিদ্ধি লাভ করিয়া সাধক তৃপ্তি লাভ করিতে পারে। শ্রীনারদ বলিয়াছেন ;—

যথাতরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

অর্থাৎ তরুর মূলে জল সেচন করিলে যেমন তাহার রসেদ্বাঁরা স্কন্ধ শাখা প্রশাখা সকলই পরিপুষ্ট হয়, যেমন প্রাণের পুষ্টি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় সমূহও পরিপোষিত হয় তদ্রূপ একমাত্র সর্ব্বকারণ কারণ ভগবান শ্রীঅচ্যুতের আরাধনাদ্বারা অন্যান্য সকল উপাসনাই সংসিদ্ধ হইয়া থাকে।

* * *

ভোজন নিরত ব্যক্তির যেমন প্রতি গ্রাস ভক্ষ্য উদরস্থাৎ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভোজন জনিত সুখ, উদর পূর্ত্তি জনিত তৃপ্তি এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি জনিত প্রসন্নতা এক সময়েয়ই লাভ হয়, শ্রীহরি ভজন পরায়ণগণের ও তদ্রূপ ভজনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেম লক্ষণাভক্তি, প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তি রূপ পরমেশ্বরানুভব এবং গৃহাদি বিষয় ব্যাপারে বিরক্তি এই তিনফলই এককালে লাভ হয়। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় নানাভাবে নানা প্রকরণে ভগবান অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, "ভক্তিযোগ সাধন ভিন্ন আমার ভাব, আমার স্বরূপ ও আমার সবিশেষ তত্ত্ব জানিবার আর অন্য উপায় নাই।" তাই বলিয়াছেন "ভক্ত্যামামভিজানাতি" অর্থাৎ একমাত্র ভক্তি দ্বারাই আমাকে সবিশেষ জানিতে পারা যায়।

সম্পাদক।

আবাহন।

—:•:—

রসিক নাগর গোরা
নদীয়ার মনোচোরা
এসহে পাগল করা নটবর-বেশে।
এস সুখ এস শান্তি
এস অমিয়ার কান্তি
ছেড়ে দাও ভুলভ্রান্তি হৃদিমাঝে এসে॥
এস নয়নের মণি
এস আনন্দের খণি
প্রেমানন্দে হরিধ্বনি কর একবার।
শচীর নিমাই এস
বিষ্ণুপ্রিয়া হৃদয়েশ
কর পুনঃ প্রেমাবেশ নদীয়া-মাঝার॥
এবে হায় ধরাতল
পাপে ভরা টল মল
প্রেমসুধা নিরমল আনহে সত্বর।
হরিবোল হরিবোলে
প্রেমের তুফান তুলে
স্থান দিতে পদমূলে হয়োনা কাতর॥
এস সখা এস বঁধু
এসহে জীবন মধু
সকাতরে ডাকি শুধু দিতে পদছায়।
এস অদ্বৈতের আশা
এস পাপ-তাপ নাশা
মিটাও প্রাণের তৃষা আসিয়া ধরায়॥

তুমিই বলেছ বাণী,
হইলে ধর্ম্মের গ্লানি
প্রেমের কিরণ দানি' নাশিবে আঁধার।
তাই ডাকিতেছি সখা
দাও বারেকের দেখা
মুছায়ে পাপের লেখা এস একবার॥
ভক্তজন মন প্রাণ
এসহে প্রাণের প্রাণ
পাতকীর পরিত্রাণ কর পুনরায়।
এস করুণার সিন্ধু
এস জগতের বন্ধু
নদীয়ার প্রেম-ইন্দু এসহে ত্বরায়॥

শ্রীহরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র দাস।

ভ্রান্ত সন্তান ও প্রেমময় পিতা।

(শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য লিখিত।)

—:০:—

প্রভো! কতকাল হইল তোমার শান্তিময় সুশীতল শ্রীচরণ কমল হইতে স্খলিত হইয়া এই দুঃখ শোক পাপ তাপ ময় সংসারে পতিত হইয়াছি। আপন পাপ কর্ম্ম দোষে চৌরাশি লক্ষ যোনী পরিভ্রমণ করিয়া কত ক্লেশ কষ্ট ভোগ করিয়া পরিশেষে এই মানব যোনীতে আসিয়া মানব দেহ ধারণ করিয়াছি। শুনিয়াছি শাস্ত্রকারও বলেন—মানব জন্ম লাভ বড় সাধনা ও সৌভাগ্যের ফল। পশু পক্ষী ক্রিমি কীট সকল আপনাপন ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম দ্বারা আপনাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। তাহাদিগকে তাহাদের প্রাক্তন কর্ম্মের ফলে পরিচালিত হইতে হয়। গৃহ পালিত পশু পক্ষিগণের সুখ দুঃখ গৃহস্থগণের সম্পূর্ণ দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। তাহারা ইচ্ছা করিলেই ক্ষুধার সময় খাদ্য বা তৃষ্ণার সময় জল

পান করিতে পারে না, ইচ্ছা করিলেই যখন তখন যেখানে সেখানে বিহার সুখ উপভোগ করিতে পারে না। কিন্তু ইহাদের তুলনায় মানুষের সৌভাগ্য অবর্ণনীয় অপরিসীম বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। প্রাক্তন কর্ম্মের ফল মানুষকেও ভোগ করিতে হয় সত্য, কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করিলে, কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে তাহার প্রাক্তন কর্ম্ম ফল ক্ষয় হইয়া যাইতে পারে। কর্ম্মে যাহার উৎপত্তি, কর্ম্মে তাহার নাশ অনিবার্য্য! কিন্তু হায়! যে কর্ম্মে সংসার পাশ ছিন্ন হয়, যে কর্ম্মে সংসার বন্ধন ঘুচিয়া যায়, যে কর্ম্মে মায়াময় জগৎ হইতে মনঃ শান্তিময় পুণ্যময় ধর্ম্ম জগতে নীত হয়—সে কর্ম্মে আমাদের প্রবৃত্তি ও অনুরাগ নাই। সংসারে আসিয়া মায়ায় মজিয়া যাহা করিবার তাহা করিলাম না—অপিচ আরও যাহাতে জন্ম জন্মান্তর দুঃখ ভোগ করিতে হয়— তাহারই যোগাড় করিতেছি। পিশাচিনী মায়ার মোহিনী মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হইয়া, আপনার স্ব স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, ভগবানের পিতৃত্ব-সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া—কত অকার্য্যে কুকার্য্যে জীবনের পরিমিত আয়ুঃ বিফলে নষ্ট করিলাম। যিনি জীবের অনাদি অনন্তকালের বান্ধব,—যিনি লক্ষ লক্ষ জন্মের স্নেহময় পিতা,—যিনি পথভ্রান্ত মায়াচ্ছন্ন পতিত নর নারীর—একমাত্র উদ্ধার কর্ত্তা—ভরসার ধন, সেই প্রেমময় বিশ্বপিতা শ্রীহরির চরণে আমাদের রতি মতি জন্মিলনা। যে আনন্দ সিন্ধুর বিন্দু-আস্বাদ পাইলে সংসার ভোগ সুখকে পূঁয বিষ্ঠার ন্যায় হেয় মনে হয় সেই শান্তি সুখ-ময় শ্রীহরিকে আপনার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে ও সেবা করিতে পারিলাম না। নানারূপ সাংসারিক অনর্থ চিন্তায়—দিবা অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে, স্ত্রী পুত্র কন্যাগণের হাস্য কোলাহল—কৌতুক ও বিরাম দায়িনী নিদ্রার কোলে মগ্ন থাকিয়া—সেই আপনার হইতে আপনার, প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন আত্মার আত্মা—পরম সুহৃৎকে ভুলিয়া আছি। যাঁহার অনন্ত কৃপায়—দুঃখ কষ্টময় মাতৃ জঠরে সংসারে সর্ব্ব সম্বন্ধ বিহীন হইয়াও প্রাণ পাইয়াছি, যিনি প্রতি নিয়ত রোগে ঔষধ, শোকে সান্ত্বনা, ক্ষুধায় অন্ন—পিপাসায় জল দানে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, যাঁহার দয়ার সীমা নাই—অন্ত নাই—সেই অনন্ত প্রেমময় পিতাকে ভুলিয়া আর কত কাল মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকিব। ইন্দ্রিয়ের সেবা,—পাপরূপ সয়তানের সেবা করিয়া সুখ শান্তি তৃপ্তি লাভ করা ত দূরের কথা প্রতিপদে অশান্তির অনলেই দগ্ধ হইতে হইয়াছে। সংসার পরিজনের সেবা করিয়া প্রতিদিন তাহাদের শত

পদাঘাত নীরবে সহ্য করিতেছি—তথাপি তাহাতে আমাদের বিরাগ উৎপন্ন হইতেছে না, মায়ার এমনই মোহিনী শক্তি! আপনার জন বলিয়া যাহাদিগের চরণে, ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান পুণ্য জলাঞ্জলী দিয়া মানবাকারে পশুর অধম হইলাম,—কৈ তাহাদের ত একদিনের তরেও মন পাইলাম না। "দাও দাও" রূপ রাক্ষসীর আহ্বানের করাল বদনে কত যে অর্থ বিত্ত পুণ্য ধর্ম্ম ঢালিয়া দিলাম—তথাপি সে বদন পূর্ণ হইল না—তাহা হইতে একটিবার "না" কথাটি বাহির হইল না। যত দিতেছি ততই প্রার্থনা—ততই আকাঙ্ক্ষা—বাড়িতেছে। সম্রাট ও এ আকাঙ্ক্ষার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন না—ক্ষুদ্র মনুষ্যের কি কথা। এস, বায়স্কোপের চিত্র দর্শন হইতে পশ্চাতে সেই—বায়স্কোপের অধিকারী —নটের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। তাঁহার কৃপা-লোক রশ্মিতে শুধু চক্ষের অন্ধকার নয় যুগযুগান্তর মনের অন্ধকার চিত্তের ধাঁধাঁ পর্য্যন্ত বিলীন হইয়া যাইবে। এই সংসার জ্বালা যন্ত্রণা-তাপ দগ্ধ পথ ভ্রষ্ট পাপী তাপী সন্তানগণের তিনিই মাত্র শরণ্য আশ্রয় স্থল। এই পাপ তাপ দগ্ধ সংসার মরুভূমির তিনিই একমাত্র পান্থ-পাদপ, জুড়াইবার স্থান। সেই শ্রীহরি কল্প তরুর—শ্রীপাদমূল ভব রোগ গ্রস্থ আজন্ম তৃষ্ণার্ত্ত বাসনা বিষ জর্জ্জরীত জীবের একমাত্র আশ্রয়। ঐ খানে পঁহুছিতে পারিলেই সব জ্বালার নিবৃত্তি—সমুদয় বাসনার আহুতি, সকল হাহাকারের উপশম! সে স্থানে যাইতে পথে অনেক বিঘ্ন বাধা আছে সত্য কিন্তু সাধুগণের মুখে শুনিয়াছি—অনুতাপের অশ্রুজলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়া— হা গোবিন্দ! হা করুণাময় পতিতপাবন! হা দীনদয়াময়! বলিয়া ডাকিতে পারিলে আর পথের ভয় থাকেনা। সেই অনুতাপের চক্ষুজল প্রেমজলে পরিণত হইয়া—মহাবন্যাকারে সব বাধা বিপত্তি কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়। আর—

শুনিয়া গোবিন্দরব শমন পালাবে সব
সিংহ রবে যেন করিগণ!

ঐ যে প্রভু আমার স্বীয় অঙ্গ জ্যোতিতে অন্ধকার পথ আলোকিত করিয়া আপনার স্নেহময় অঙ্কে—প্রেমময় রাজ্যে যাইবার জন্য স্নেহময় করুণ কণ্ঠে আহ্বান করিতেছেন।

ঐ যে তিনি তাঁহার মধুমাখা কণ্ঠে অমৃতের উৎস ছুটাইয়া আশ্বাস বাণীতে জীবের অন্তস্থল পর্য্যন্ত সুশীতল করিয়া ডাকিয়া বলিতেছেন—"আয় আয়,

আমার, পথ ভ্রান্ত আনন্দের কণাগণ, সুখ শান্তিময় নিত্য গোলকের নন্দনগণ আনন্দময়ী রাধা রাণীর চির আদরের সন্তানগণ, (১) আমার প্রাণ প্রিয় তনয় গণ! তোদের জন্য যে কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া আমি পথ পানে তাকাইয়া আছি। তোদের অভাবে আমার সুখময় গোলক শূন্যময়—আনন্দ হীন। পুত্র কন্যাগণই যে পিতৃ মাতৃ গৃহের আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি সুখের প্রতিচ্ছবি! আয় আয়—,সংসারের বাসনা কামনানলে তোদের শ্রীঅঙ্গ যে পুড়িয়া ছার খার হইয়া গিয়াছে—,নিত্য অখাদ্য কুখাদ্য সেবনে তোদের দেহ যে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, পাপের তমসাচ্ছন্ন কারাগারে বহু কাল বাস নিবন্ধন তোরা যে অন্ধ হইয়া গিয়াছিল তোদের কর্ণ যুগল যে বধির হইয়া গিয়াছে। আয় আমার নয়ণমণি সন্তানগণ, আমি এখনই শ্রীহস্ত বুলাইয়া জন্ম জন্মান্তরের সমুদয় ক্ষত সমুদয় জ্বালা যন্ত্রণা সমুদয় দৈন্যদশা অপসারিত করিয়া দিতেছি। তোরা ভুলিয়া থাকিলেও—আমি ভুলিয়া থাকিতে পারি না। কতবার গেলাম কতবার আসিলাম। তবু তোদের আনিতে পারিলাম না।

বারবণিতার মোহিণী জালে আবদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম পথ ভ্রষ্ট মানবগণ যেমন করিয়া আপনার পিতামাতা স্ত্রী পুত্র কণ্যাগণের ভালবাসার কথা ভুলিয়া যায়, আপনার বাটী ঘর জাতি কুল মান সম্মান বিস্মৃত হয়, তোরা ও তেমনি সংসারের মোহিণী মায়ার করাল কবলে পড়িয়া গিয়া—প্রকৃত জনক জননীর কথা—আপনার প্রকৃত নিবাসের কথা এতকাল ভুলিয়া ছিলি। যাদু কারিণী রমণীগণ যাদু বিদ্যা বলে যেমন করিয়া বিদেশাগত সুপুরুষগণকে মেষ করিয়া রাখে, আর তাহারা বাড়ীতে ফিরিতে পারেনা, তোদেরও সেইরূপ দশা হইয়াছে। কতবার আনিতে গেলাম—সুসন্তান সুবুদ্ধি যাহারা—তাহারাই চিনিতে পারিরা মায়া পাশ ছেদন করতঃ আমাদের সঙ্গে গৃহে আসিল। কিন্তু তোদের মত যাহারা অজ্ঞান, মায়া-বনিতা-প্রেম-জাল-বদ্ধ তাহারা আসিল না আসা দূরে থাকুক আমাদিগকে চিনিতেও পারিল না। এবং শুধু তাহাই নহে আমাদের কত বিদ্রূপ কত তিরস্কার করিয়া পিতৃমাতৃ স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল! আয়রে আমার আত্মজগণ, অংশগণ, সন্তানগণ, তোদের একটী জীবের অভাবে আমি

(১) "শ্রীকৃষ্ণ জগতাং তাত জগন্মাতাচ রাধিকা—"নারদ পঞ্চরাত্র।

যে অপূর্ণ! সচ্চিদানন্দ সাগর রূপী যে আমি,—আমারই তোরা যে অঙ্গ অংশ—তরঙ্গ স্বরূপ। তোরা ত আমার পর নয়। এই যে বাহু প্রসারণ করিয়া কত যুগ যুগান্তর হইতে ডাকিতেছি কৈ সে ডাক ত তোদের কর্ণে পৌছে-নাই। এই যে আমাদের বক্ষ প্রসারিত, অন্ধ খঞ্জ পাপী তাপী পতিত পামর কে আছিস, আমাদের নাম লইয়া "রাধা গোবিন্দ নামের জয় পতাকা ধারণ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া কোলে ঝাঁপাইয়া পড়্।" তবে আর ভয় কেন? অসংখ্য অসংখ্য পাপে দেহ আগার পুর্ণ করিয়া তুলা পাটের পিল দিয়াছিস বলিয়াই বা এত শঙ্কা কেন? প্রভুত সেদিন শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে আসিয়াও ঐরূপ আশ্বাসই দান করিয়া গিয়াছেন। একবার বিশ্বাস করিয়া হরিবোল বলিয়া হরিনামের পাল তুলিয়া লইলে ত হইল! তাঁহার কৃপা-পবন ত অনবরতই বহিতেছে। হরি নামাগ্নিতে যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত পাপ রাশি—,পাপ মলীনতা রূপ তুলা পাটের পিলে যে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মস্বাৎ হইয়া যাইবে। ভাই সব, অগ্নির নিকট এক পোয়া একসের একমাস শত সহস্র মাস তুলাও যেমন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মন তুলাও তদ্রূপ। সুতরাং অসংখ্য পাপের জন্য ও ভয় নাই।

"প্রভু কহে—যার মুখে শুনি একবার
কৃষ্ণ নাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সভাকার॥

শ্রীশ্রীচরিতামৃত।

এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পুর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডালে সভারে উদ্ধারে॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

এস, আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া—"তোমার হ'লেম" বলিয়া—তাঁহার অভয় শ্রীপাদপদ্মে শরণ লই। শরণাগতের তিনি চির অবলম্বন—তিনি যে শরণাগত বৎসল, শরণাগত পালক।

"কৃষ্ণ তোমার হঙ" যদি বোলে একবার।
মায়া বন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥ (শ্রীচরিতামৃত।)

এ সব ছাড়িয়া করে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক শরণ॥
ভক্ত বৎসল কৃষ্ণ সমর্থ বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত—নাহি ভজে অন্য॥
শরণ লঞা করে যৎকালে আত্ম সমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্ম সম॥

শ্রীশ্রীচরিতামৃত।

গীতাতেও তিনি ঐ কথাই বলিয়াছেন :—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

১৮শ অধ্যায়।

"সমুদয় ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর, আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব; তুমি শোক করিওনা।"

দীনের দীন, কাঙ্গালের কাঙ্গাল হইয়া তাঁহার পাপ-ভয়-হারী শ্রীচরণে শরণ লওয়া ভিন্ন পরিত্রাণের আর অন্য উপায় নাই। দিন যায়; আর কত কাল মোহ ঘুম ঘোরে অচৈতন্য থাকিয়া দুর্ল্লভ মানব জন্ম বিফলে ক্ষয় করিবে। শরণাগত ভৃত্যকে তিনি কখনও চরণে ঠেলেন না।

শ্রীখুন্তির আত্ম-কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—::—

কিছু দিন পর একদিন কথা প্রসঙ্গে একজন প্রতিবেশী বৃদ্ধ বলিল "ওহে নিমাই! একবার গয়া ধামে গমন কর; প্রচলিত প্রথা অনুসারে ঐ সকল কার্য্য গুলি করা আবশ্যক।"

কথা শুনাও যা' যাত্রার আয়োজন করাও তা'। গয়া যাত্রায় ধুম প'ড়ে গেল। চন্দ্রশেখর মেসো মহাশয় এবং অনেকানেক পড়ুয়া ও বন্ধু বান্ধব সহযাত্রী হইলেন।

তখন রেল গাড়ীও ছিলনা ষ্টিমারও ছিলনা। কাজেই হয় পদ ব্রজের রাস্তায়—অবস্থানুসারে গরুর গাড়িতে, অশ্বারোহণে, হস্তী, উষ্ট্র, কিম্বা জল যানে—অর্থাৎ প্রকাণ্ড মাদ্রাজী নৌকায় লোকের গমনাগমন হইত।

প্রভু আমার সদলে গঙ্গার ধার দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি বরাবর হেঁটেই গিয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ বলেন "সে-কেলে" মাদ্রাজী ধরনের নৌকায় গমন করিয়াছিলেন। তা' তিনি যা'তেই যান্ সঙ্গীদের সহিত যে অতি আনন্দে নানা প্রসঙ্গে, পথে গমন করিয়াছিলেন এ' কথা ঠিক্।

যে যে সহর যে যে গ্রাম দিয়া তিনি গিয়াছিলেন; তাহাদের তখনকার অবস্থা যদি আমাকে ঠিক্ ইতিহাসের মত বলিতে হয়—তা' হ'লেই গেছি আর কি!!

তবে বর্ত্তমান সময় হইতে বাইস বৎসর পূর্ব্বে একজন "বিলেতি সাহেব'—কি ভাল নামটা? হ্যাঁ মনে পড়েছে—এইছ্, জী, কীনী, ভারতবর্ষের এক ইতিহাস প্রকাশ করেন, তা'তে যে সকল কথা আছে তা' দেখ্‌লে সে সময়ের দেশের খপরটা এক রকম মোটা মুটী বোঝা যায়। প্রভুত চলিলেন। যেতে যেতে মান্দারণ ব'লে যে স্থান্‌টা ছিল, সেখানে এসে, একেবারে অবসন্ন, ক্লান্ত হ'য়ে পড়িলেন।

আহা!—ননীর মত কোমল, শ্রীচরণ দুটী পথভ্রমণে একেবারে ক্ষত বিক্ষত হ'য়েছে, তপ্ত কাঞ্চনের মত দেহের রং আতপ তাপে একেবারে তামার মত হ'য়ে গেছে; শত শত পূর্ণ চন্দ্রের মাধুরী পূর্ণ শ্রীমুখ, মলিন।

বৃদ্ধ মেশো চন্দ্রশেখর শর্ম্মার ত' কথাই নাই! সে ভদ্রলোক পথশ্রমে একেবারে বর্গীয় "জ" হ'য়ে গেছেন। মহা বিপদ। কি হয়? খোঁজ্। খোঁজ্। আশ্রয় স্থান জন্য ক্লান্ত ছাত্র এবং অপরাপর সঙ্গীগণ ছুটিল। শেষে এক পান্থ আবাসের সন্ধান পাইয়া সকলে সেই স্থানে গমন করিলেন।

এখানে এসে সকলে মুখে হাতে জল দিয়া কোথায় দু'টো "ভাতে-ভাতের" যোগাড় করিবে; না, হ'ল এক বিপদ্। প্রভুর জ্বর। আরে বাবা, সে জ্বর নয়! ভয়ানক ব্যাপার, যেমন শীত্, তেম্‌নি কাঁপুনী! "কি হয় কি হয়" ভাব। সকলেই চিন্তায় পড়িয়া গেল।

মেশো মহাশয়ত' গোড়া থেকেই ডাক্ ছেড়ে বেশ জমকালো প্রথম শ্রেণীর কান্না সুরু করলেন্।

লীলা বুঝা ভার। শেষে প্রভু নিজের চিকিৎসা নিজেই করিলেন। ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিয়া রোগ মুক্ত হইলেন।

কে বুঝ্‌বে বল! এসব ব্যাপার ত' আর তোমার আমার নয়? এ লীলা সাক্ষাৎ পূর্ণ ভগবান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের—বুড়োরা কি বলেছেন্ জান?—তারা ব'লেন "এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণবস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" এ' প্রভুর লীলা রহস্যের মর্ম্ম পরিগ্রহ করা জীব বুদ্ধির অতীত। ব্যাপার গম্ভীর।

প্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ একজন ছিলেন তিনি কি বলেন শুন্‌বে?—তিনি বলেন—

"ওগো! তোমরা এই যে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ দেখিতেছ; জান, উনি কি পদার্থ? তোমরা শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনেছ। শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি তাহাতো তোমরা শুনেছ। শক্তি ও শক্তিমান যে একাত্ম, ইহাওত তোমাদের অবিদিত নাই—

"রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমান॥
মৃগ-মদ, তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি ও জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥
প্রেম ভক্তি শিখাইতে আপনি অবতরি।
রাধা ভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।"

সুতরাং আমার প্রভুর কার্য্য বুঝে উঠে কে!!!

তার পর একটুকু সুস্থ হ'য়েই গয়ায় আগমন। সেখানে ব্রহ্ম কুণ্ডে স্নানাদি করিয়া পিতৃকার্য্য করিলেন। তারপর লাগ্‌লো মজা!! যতসব সঙ্গীল'য়ে চলিলেন শ্রীবিষ্ণুপদ চিহ্ন দেখিতে। এই যে শ্রীপদ চিহ্ন দর্শন করিতে গমন; এই স্থান হইতেই আর এক পরিচ্ছেদের সুরু।

মন্দিরে গিয়ে এক দৃষ্টে শ্রীপদ চিহ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে, পুলক, স্বেদ, রোমাঞ্চ, অশ্রু, কম্প প্রভৃতি সমস্ত ভাবই অতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রভুর অঙ্গে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

যেমন স্বেদ, তেমনি রোমাঞ্চ, আর তেমনি অশ্রুধার, "এবলে আমায় দে'খ ওবলে আমার দে'খ।"

লোকে লোকারণ্য; হৈ হৈ কাণ্ড প'ড়ে গেল। সেরূপ কাণ্ড ইতিপূর্ব্বে কেহ দ্যাখে নাই। ভাবাবেশে প্রভু টল্ মল্ করিতেছেন, আত্ম হারা; ভূমে পড়েন-পড়েন এমন সময় শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী, ভিড়ের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া প্রভুকে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া ফেলিলেন। নয়নে নয়নে কি কথা হ'ল—হৃদয়ে হৃদয়ে কি স্পন্দন হ'ল, কাণে কাণে কি কথা—বলা-বলি হ'ল তাঁহারাই জানেন! তবে প্রকাশ্য কার্য্য হ'ল—শ্রীপাদ পুরীর নিকট প্রভুর মন্ত্র গ্রহণ।

> "তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
> প্রভু বলে দেহ আমি দিলাম তোমারে॥
> হেন শুভ দৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
> যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে॥"

এসব কথা আমার বল্‌বার অধিকার আছে কিনা জানিনা। বুড়ো হ'য়েছি কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলি কিছুরই গোছ পাইনা। মোট কথা—এখন হইতে পণ্ডিত নিমাই হ'লেন ভক্ত নিমাই। লীলা! লীলা!!

ঠাকুরটী বাক্যালাপ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন। অনেকক্ষণ বক্ বক্ কর্‌লে একটা কথার উত্তর হয়ত দিলেন। আর বাকি সময় বসে বসে গুরু দত্ত মন্ত্র জপ করেন।

একদিন হ'ল কি? সকলে যে যাহার ধান্ধায় আছেন, কেহ গালে হাত দিয়া দেশের কথা ভাবছেন; কেহ আজ কিরূপ ভোজনের আয়োজন করা হবে তাহার ব্যবস্থা কর্‌ছেন। কেহ হয়ত বেশ বিন্যাসে নিযুক্ত; এমন সময়—

(ক্রমশঃ)

শ্রী—

পাগল মানুষের কথা।

(প্রশ্নোত্তর মালা।)

(শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে লিখিত।)

—:০:—

পাগলের কথা? কথা, নহে সাধারণ!
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রভুর আহ্বান—
ভক্ত মুখে; শ্রদ্ধা সহ করিলে শ্রবণ,
উথলে, সুখের সিন্ধু, জুড়ায় পরাণ।
বিচারে, আচারে শান্তি, প্রেমানন্দ লাভ।
পরচারে, উল্লাস তরঙ্গ আবির্ভাব॥

[প্রশ্ন] (রসিক) মায়াতীত না হ'লে রাধানাম গ্রহণের অধিকার হয়না? তবে কি, এমন রাধা নাম গ্রহণেও, মায়ার হাত এড়াইতে পাড়া যায় না? ইহাতে রাধা নামের মাহাত্ম্য থাকিতেছে কই?

[উত্তর] (পাগল মানুষ) যে পর্য্যন্ত সকাম জীবের বাসনা পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর উপাসনা করিবেন। যদি শ্রুতি রতি পায় (যদি অনুরাগ হয়) তাহা হইলে করুণাময়ী আহ্লাদিনী শক্তি স্মরণ করিবেন; তজ্জন্য ভগবান প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের পৃথক উপাসনা করিয়াছেন। নিবৃত্তি মার্গীয়গণ, সাধুসঙ্গ করিয়া রাধানাম গ্রহণ করিবেন! এই কারণেই ভগবান বেদব্যাস, শ্রীমদ্ভাগবতে প্রধানা গোপী বলিয়া রাধানাম গোপন করিয়াছেন, প্রভুপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীহরিভক্তি বিলাসে ধ্যান দেখাইয়া দেন নাই! সকাম জীব শাস্ত্রের আজ্ঞা হেলা করিয়া সিদ্ধের অনুকরণে নানা প্রকার উপধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া রাধানামের মাহাত্ম্য আচ্ছন্ন করিয়াছেন।

---

*প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধেও যদি কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তিনি শ্রীযুক্ত রসিকলাল দে, সোণামুখী, বাঁকুড়া, এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করিবেন। (ভক্তি—সঃ!)

প্রশ্ন। (রসিক)—"স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নাই গোচারণ লীলা।
স্বয়ং শ্রীমতীর নাই বিরহের জ্বালা॥"

এই বাক্যের অর্থ কি? নিত্য লীলায় কি বিরহের ছায়া পাত থাকিতে পারে? বিরহ শূন্য চির মিলনের আনন্দ কি অনুভব যোগ্য হয় না? বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহা কি অসম্ভব কথা? চির মিলনানন্দই কি সকলের প্রার্থনীয় নহে? চির মিলনের পরিবর্ত্তে বিরহ কে চায়?

উত্তর। (পাগল)—নিত্যধামে, নিত্য দেহে, নিত্য লীলায়, বিরহ নাই; কিন্তু জড় নশ্বর দেহ যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ বিরহ যাতনা অনুভব করিতে হইবে, বাহিরে বিরহ যাতনা যত বৃদ্ধি হইবে, অন্তরে ততই আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে; ইহাই রাসলীলা; বিরহ অনুমান হইলেই অন্তরে নিত্য মিলন হয়, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যলীলায় মহাপ্রভুর প্রলাপ পাঠ করিবেন। মায়ামুগ্ধ জীবের, আত্মসুখে স্মৃতি ভ্রংস হইয়াছে; আত্ম-সুখ ঘুচিলেই বিরহ স্মরণ হইবে। এবং বিরহ স্মরণ হইলেই নিজ দেহ ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবেন; জড় দেহ সুখ ভোগের বস্তু নহে, ত্রিতাপ যাতনা ভোগের জন্য! বিরহ ক্রন্দন ব্যতীত নিত্য সুখ অনুমান করিতে পারিবেন না। ত্বরায় বিরহ অগ্নি উদ্দীপন্ করুন।

প্রশ্ন। চণ্ডীদাসের ভজনে কি প্রথম হইতেই প্রকৃতি সঙ্গ?

উত্তর। না, সিদ্ধের পর; প্রথমে নাম মন্ত্রে দীক্ষা!

প্রশ্ন। ভক্তের ইচ্ছা অনুসারে কি মাধুর্য্য হইতে ঐশ্বর্য্য ফুটেনা?

উত্তর। যথেষ্ট ফুটে! প্রেমের বাধা হইবে বলিয়া নিষ্কাম ভক্ত, তাহা চান্না। লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠা উপশাখা ছেদন করিতে হয়! নতুবা লীলার চমৎকারিত্ব হয় না। "যোগী ইচ্ছা করে যোগ্, গৃহীর বাসনা ভোগ্, মার ইচ্ছা যোগ ভোগ" ভক্ত জনে আছে!

প্রশ্ন। হরিনাম যাঁহারই মুখে, তিনিই আমার পরম বন্ধু—এভাব কি সর্ব্বোত্তম ভাব নহে? পাত্রের ভাল মন্দ বিচারে, আমার প্রয়োজন কি? বিচার করিবার অধিকারী কি আমি?

উত্তর। সদসৎ বিচার জন্য ভগবান জীবের প্রতি কৃপা পূর্ব্বক বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। সুপথ প্রদর্শন করাই ঐসকল শাস্ত্র আলোচনায়

উদ্দেশ্য! বিদ্যা শিক্ষা ও শাস্ত্র বিচার না থাকিলে, মূর্খ-পণ্ডিতে কোন ভেদ থাকিত না।

প্রশ্ন। কেহ কেহ বলেন "আপনি ব্রাহ্মণকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন," ইহাকি সত্য? বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

উত্তর। আমি কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিনা সর্ব্বভূতে সমান জ্ঞান করি, যাঁহারা বেদ বিহিত ভগবানের আজ্ঞা প্রতিপালন করেন, তাঁহাদের শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করি। আমি বাহ্য গুণ বা চিহ্ন দেখিনা। যাঁহার অন্তরে ভগবানে ভক্তি আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ, "চণ্ডালোঽপি মুনি শ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়নঃ" হরিভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোপি শ্বপচাধম॥" যদি কেহ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া সুরাপান ও বেশ্যাগমন করেন, 'তিনি পতিত হইতে মহাপাপী, কারণ, এক জন চণ্ডাল মদ খাইলে পাপ হয়না, সে অন্ত্যজ কুলে জন্মিয়াছে, মদ্যমাংসই তাহার আহার। আমি কোন জাতি বিশেষকে দেখিনা, কার্য্যই দেখি, যিনি, ব্রাহ্মণের কার্য্য করেন, তিনি সর্ব্ববর্ণের গুরু স্থানীয়। মহাপ্রভু, অজ্ঞানজীবকে হরিনামদিতে নিষেধ করিয়াছেন, আগে জ্ঞান দিবে। দীক্ষা গুরু অদ্ধেক আচার্য্য, তাহার পর হরিনামে অধিকার; জ্ঞানই ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দেয়।

আমি সর্ব্বক্ষণ, বিপ্রপদধুলি মস্তকে ধারণ করি, এবং ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টাকরি; ব্রাহ্মণ ভ্রমে ব্যাধের পাদোদক পান করিতে নিষেধ করি। শ্রীবৃন্দাবনে গোষ্ঠ লীলার সময় প্রলম্ব অসুর গোপবালক বেশ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছিল; বলদেব তাহাকে সংহার করিয়াছিলেন। অমৃত ভ্রমে বিষপান কর্ত্তব্য নহে।

প্রশ্ন। আপনি কি বিধিনিষেধকে একবারে উঠাইয়া দিতে চান্? যদি তাহাই হয়, তাহাহইলে মহাপ্রভু, শ্রীসনাতনকে দিয়া বিধিশাস্ত্র করাইতে উপদেশদিলেন কেন? যখন অনুরাগের স্বরে যথেচ্ছাচার হয়, তখন বিধির প্রয়োজন আছে বলিয়া মনেকরি। আপনি কি বলেন?

উত্তর। বিধিনিষেধ উঠান আমার উদ্দেশ্য নহে বিধি-নিষেধ স্থাপনই আমার উদ্দেশ্য। অজ্ঞানীকে বিধিবদ্ধ এবং জ্ঞানীকে হরিনাম দিয়া মুক্তিদান করিবার জন্য মহাপ্রভু, শ্রীসনাতন গোস্বামী দ্বারা হরিভক্তিবিলাস করাইয়া জগৎকে জানাইয়াছেন—"সর্ব্ব শাস্ত্রেরই কৃষ্ণ ভজন উদ্দেশ্য।" প্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী,

দ্বারা চারিলক্ষ রস শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অনুরাগের ভজন, শ্রীরূপ গোস্বামীর করুণাও সাধুসঙ্গ ব্যতিত হইবার দ্বিতীয় উপায় নাই। যথেচ্ছাচার, অন্ধপরম্পরায় সৃষ্ট হইয়াছে। ভাগ্যবান লোকই, অনুরাগ ভজন পাইতে পারেন। অনুরাগ না হওয়া পর্য্যন্ত বিধি বদ্ধ থাকা সকলের উচিত, বিধিনাথাকায়, যথেচ্ছাচার হইয়াছে। চারি যুগে চারিপ্রকার যুগধর্ম্ম এবং ভগবান, যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া যাহা আজ্ঞা দেন, তাহাই বিধি।

"ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥
ভবেৎ ক্রিয়া বিধিলিঙ্ অন্যথা প্রত্যব্যয় ।"

চরিতামৃত।

"শ্রবনং কীর্ত্তনং বিষ্ণো শরণং পাদসেবনং,
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্য সখ্যমাত্ম নিবেদনং ॥"

ইহাতে কোন ঐশ্বর্য্য-পূজার কথানাই ; যে পর্য্যন্ত না অনুরাগ হইবে, সে পর্য্যন্ত, সময় নির্দ্দেশ করিয়া এই আচরণ (শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি) করিতে হইবে ; দৃঢ় অনুরাগ হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন থাকে না।

প্রশ্ন। পাপ স্বীকার করিয়া যে কোন ব্যক্তি আপনার শরণাগত হইয়া আপনার উপর পাপের বোঝা চাপাইয়া দিবে, আপনি কি সেই পাপীকে উদ্ধার করিয়া দিতে পারিবেন ?

উত্তর। পাপ স্বীকার করিয়া যিনি পাপ হইতে বিরত হইয়া মুক্তির পথ অন্বেষণ করিবেন, আমি তাঁহার সমুদয় পাপের বোঝা গ্রহণ করিয়া স্বয়ং দণ্ড গ্রহণ করিব। মহাত্মা বাসুদেব পৃথিবীর সমুদয় পাপীর পাপ লইয়া নিজে নরক-ভোগের প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন। "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন।" [জীবে দয়া ও নামে রুচির কথা একটু বুঝাইয়া দিবেন।] এখানে "বৈষ্ণব-সেবিন" ক ভাবে প্রযোজিত হইয়াছে ? নিজে সম্পূর্ণ বৈষ্ণবাচার পালনই কি "বৈষ্ণব-সেবন" ? আমি যদি বৈষ্ণবাচার পালনে অক্ষম হই, তাহা হইলে, আপনার ন্যায় সিদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা করিলে কি বৈষ্ণব-সেবন হয় না ?

উত্তর। আত্মরক্ষা—জীবে দয়া; আত্মঘাতী পশু মাত্র; আত্মরক্ষা সহ কামের বেগ ও বৃত্তি উর্দ্ধস্থ হইলে উন্নত উজ্জ্বল রস হয়, তখন নামে রুচি হয় এবং বৈষ্ণব চিনিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহার পর, যাঁহার দ্বারা অজ্ঞান তিমির নাশ হইল, তাঁহার সেবাই বৈষ্ণব সেবা; স্বয়ং বৈষ্ণবাচার পালনে অক্ষমগণ, কেবল—সিদ্ধ বৈষ্ণবের সেবার ফলে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া প্রেম ধনে ধনী হইতে পারে। "ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কে বা, নিরন্তর খেদ উঠে মনে। নরোত্তম দাসে কয়, জীবের উচিত নয়, শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা বিনে॥" শ্রীমদ্ভাগবত, একাদশ স্কন্দ ৭ম অধ্যায় ৪১—৪৮ শ্লোক পাঠ করিবেন। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু, বৈষ্ণব সেবা করিতেন, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, নবদ্বীপ হইতে শ্রীগদাধরের শ্রীবিগ্রহ গোপীনাথের জন্য বস্ত্র চাউল লইয়া গিয়াছেন, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, নবদ্বীপ হইতে পদব্রজে নীলাচলে গিয়া স্বহস্তে পাক করিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতেন।

প্রশ্ন। "অন্তর্কৃষ্ণ বহির্গৌর" ভাবে বিরহ কেন? অন্তরে যাঁহার কৃষ্ণ, তাঁহার আর মিলনের ব্যবধান থাকে কি করিয়া?

উত্তর। ভাব গ্রহণের হেতু ধর্ম্ম স্থাপন। জগতকে রাধার বিরহ শিক্ষা দিবার জন্য অন্তরে আনন্দ, বাহিরে বিষ-জ্বালা; বিরহ স্মরণ আর মিলন একই কথা; বাহিরে বিলাপ, অন্তরে মহানন্দের আভাস; "দারিদ্র্য নাশ, ভবক্ষয় প্রেমার ফল নয়। ভোগ প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥" ভিত্তে মুখ ঘর্ষণ, সমুদ্রে পতন প্রভৃতি দশায়, অন্তরে শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য রাস লীলায় মিলন। "এই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে;" অন্যে বুঝিতে পারে না।

প্রশ্ন। "বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি।" যখন দেবতারাই বৈষ্ণব চিনিতে পারে না, তখন আমরা কিরূপে চিনিব?

উত্তর। দেবতারা ঈশ্বর স্বর্গে আছেন; প্রেমের গতি কুটীল; মূর্খ নীচ পতিতগণই অগ্রে চিনিবে। কলির দুঃখী জীবের উদ্ধার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু জানিবার লক্ষণ বলিয়া দিয়াছেন—"বাহ্য-শ্রীনাম সংকীর্তনে প্রেম পুলক সঞ্চার।"

প্রশ্ন। সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ কি?

উত্তর। (১) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ২৩শ ও ২৫শ পরিচ্ছেদ দেখিবেন—

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচি॥"
"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয় নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ॥"

(২) অশ্রু, কম্প পুলকাদি অষ্ট সাত্বিক ভাব

(৩) প্রভু রামানন্দ রায় ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ন্যায় নির্ব্বিকার ভাব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্ম-মোহন লীলা।

—:০:—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকোমামজম ব্যয়ম্॥ গীতা, ৭।২৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরকে বিনাশ করিয়া এবং তাহার উদরাভ্যন্তর হইতে বয়স্য ব্রজবালকগণকে মুক্ত করিয়া তাহাদের সহিত অদূরে সরোবরতীরে আসিয়া বৎসগণকে তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দিলেন এবং সকলে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভোজন করিতে বসিলেন। বালকগণ কৃষ্ণকে মধ্যস্থলে রাখিয়া সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিল এবং সকলেই তাঁহার মুখদর্শন করিতে করিতে ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। মণ্ডলাকারে বসিলে কেহ সম্মুখে কেহ পশ্চাতে কেহ দক্ষিণে কেহ বামে বসিতে হয় এবং যাহারা পশ্চাতে ও পার্শ্বে বসে তাহারা সম্পূর্ণ মুখদর্শন করিতে পারেনা। কিন্তু ভগবানের এমনি মহিমা যে বালকের প্রত্যেকেই ভোজন কালে তাঁহার মুখদর্শন করিয়া তৃপ্ত হইতে লাগিল। ভক্তের পক্ষে ভগবান এইরূপই সুলভ হইয়া থাকেন একথা গিতায় স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥৮।১৪

ব্রজবালকেরা কৃষ্ণগতপ্রাণ, তাহাদের পক্ষে এইরূপ ভাবে দর্শন বিচিত্র নহে। রাসক্রীড়াস্থলেও এইরূপই ঘটিয়াছিল। সেখানে যত গোপিনী উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকেই ভগবানকে স্ব স্ব পার্শ্বে অবস্থিত অনুভব করিয়াছিলেন।

ইহা অপেক্ষা ব্রহ্মমোহন লীলার ব্যাপার আরও বিস্ময়কর। কারণ ব্রহ্মা কর্তৃক বৎসগণ ও গোপবালকগণ অপহৃত হইলে ভগবান সেই সমস্ত বৎসবালক-রূপে প্রকাশ হইয়া এক বৎসরকাল তাহাদের মাতার নিকট বৎস ও পুত্র ভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকিতেন। অতএব ভোজন কালে বেষ্টনকারি বালকগণ প্রত্যেকে তাঁহার সুকোমল মুখকমল নিরীক্ষণ করিবে ইহা আর বিচিত্র কি। ভোজনপাত্র-গুলি কিরূপ। কেহ কমলদল প্রভৃতি প্রশস্ত পুষ্পদলে, কেহ অশ্বথ প্রভৃতি বৃক্ষের নবীন পত্র যোজনা করিয়া তাহাতে, কেহ সুপক্ক ফলের ত্বগভ্যন্তরে, কেহ শিক্যস্থ পাত্রে, কেহ ভূর্জ্জপত্রপ্রভৃতি বৃক্ষের ত্বকে, কেহ প্রস্তরখণ্ডে পাত্ররচনা করিলেন। ভগবান সকলের সহিত পরমানন্দে হাস্য পরিহাস করিতে করিতে ভোজন করিতেছেন ইহা দেখিয়া স্বর্গে দেবতাগণও বিস্মিত হইয়াছিলেন। বালকেরা ভগবৎপ্রেমে এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহাদের বৎসগণ চরিতে চরিতে দূর বনে গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে তাহা তাহাদের জ্ঞান নাই।

হঠাৎ বৎসগণকে না দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত ভীত হইল। তখন ভগবান তাহাদের ভোজনে বিরত দেখিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, সখাগণ! তোমরা স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে ভোজন কর আমি তোমাদের বৎসগণকে অন্বেষণ করিয়া আনিতেছি। এই বলিয়া তৃণগ্রাস হস্তে ধারণ করিয়া তিনি বৎসান্বেষণে নির্গত হইলেন। এই ভোজন ব্যাপার ভগবানের একটী লীলা এবং ব্রহ্মমোহন লীলার পূর্ব্ব সূচনা। অঘাসুরের বধ বা পরিত্রাণ-লীলা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যবাসিগণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন কিন্তু ব্রহ্মা স্বীয় লোকে থাকিয়া শ্রবণ মাত্র করিয়া তিনিও বিস্মিত হইয়াছিলেন। এইবিস্ময় হেতু তাঁহার মনে উদয় হইল স্বয়ং ভগবান গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বৎসচারণ প্রভৃতি হেয় কার্য্যে নিরত থাকিবেন কেন? এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কালিন্দিকূলে ব্রজগোকুলে সরোবর-তীরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন রাখালরাজ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকবৃন্দ পরিবৃত হইয়া ভোজনব্যাপারে নিরত রহিয়াছেন এবং কখন তাহাদের প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট ফলমূলাদি স্বয়ং ভোজন করিতেছেন; ইহাতে তাঁহার সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হইল। স্বয়ং ভগবান কেন গোপবালকদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবেন? ভগবানে এইরূপ সন্দেহ করিয়া অনুসন্ধিৎসু জন ভক্তপালাভে ভগবানের স্বত্বানুভব ও ভগবচ্চরণারবিন্দ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। দেবর্ষি নারদ দ্বারকা

ধামে ভগবান একক হইয়া ষোড়শসহস্র রমণীর যুগপৎ পাণিগ্রহণ ও অষ্টাধিক ষোড়শসহস্র রমণীর সেবা গ্রহণে তাঁহাদের পরিতোষবিধান কিরূপে করেন এবিষয়ে সন্ধিহান হইয়া ভগবদ্দর্শন জন্য দ্বারকা পুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি একে একে বহু পুরীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ভগবান প্রত্যেক মহিষীর গৃহে বিবিধ সেবা গ্রহণ করিতেছেন কোন গৃহই ভগবৎ শূন্য দেখিলেন না। এই সকল প্রত্যক্ষ দেখিয়া তবে তাঁহার সন্দেহ দূর হইল। শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুর একটী বাসাবাটী ছিল। তিনি সেখানে থাকিয়া বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন এবং ভক্তি শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ ঐ বিদ্যামন্দিরে পাঠাভ্যাস করিতেন। সেই সময় মাতার আদেশে শিশু নিমাই জ্যেষ্ঠকে ভোজন জন্য ডাকিতে যাইতেন। অদ্বৈত প্রভু ঐ শিশুটীর রূপে মুগ্ধ হইয়া চিন্তা করিলেন আমি গঙ্গাজল তুলসী দিয়া কাতর প্রাণে যাঁহাকে ডাকিয়াছি এই শিশু কি তিনিই হইবেন? বস্তুতঃ এই সন্দেহ তাঁহার হৃদয়ে যতই বদ্ধমূল হইতে লাগিল ততই নিমায়ের প্রতি তাঁহার ভক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকিল এবং পরিশেষে এই শিশুই সেই ভগবান বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। কিন্তু এই ধারণা ও তাঁহার একবারে হয় নাই। তিনি বহুবার বিশ্বাস ও সন্দেহ করিয়া অনুসন্ধিৎসু হইয়া তৎকৃপা লাভে চরিতার্থ হইয়াছিলেন।" শ্রীকৃষ্ণ বৎসগণ অন্বেষণ করিতে গমন করিয়াছেন এমন সময়ে ব্রহ্মা চিন্তা করিলেন এক দিকে রাখালবালকগণ ভোজন করিতেছে অপর দিকে বৎসগণ দূর বনে বিচরণ করিতেছে মধ্যস্থলে রাখালরাজ তাহাদের অন্বেষণে যাইতেছেন, এই তিন পক্ষের কেহ কাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, এসময় যদি আমি বৎস ও বালকগুলিকে স্থানান্তর করিয়া গুপ্তভাবে রাখিতে পারি তাহা হইলে রাখালরাজ আর তাহাদের সন্ধান পাইবেন না। তিনি হতাশ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এই ধারণার বশীভূত হইয়া তিনি বৎস ও বালকগণকে হরণ করিলেন। ভগবান দূরবনে বৎসগণকে না দেখিয়া মনে করিলেন তাহারা হয়ত পুনরায় সরোবর তীরে সেই ভোজন স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। সেখানে গেলে বৎস বালক সকলকেই দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সেখানে আসিয়া দেখিলেন বৎসগণ আসে নাই এবং তাঁহার সখাগণও কেহই সেখানে নাই। তখন অন্তর্য্যামী ভগবান চিন্তা করিয়া দেখিলেন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বৎস ও বালকগণ অপহৃত

হইয়াছে। এক্ষণে তিনি বৎস ও বালকগণকে ত্যাগ করিয়া একাকী গৃহে প্রত্যাগত হইলে বৎস বালকদিগের মাতৃগণ প্রাণে বাঁচিবে না। অতএব তিনি নিজ দেহ হইতে পূর্ব্বরূপ বৎসগণ ও বালকগণ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা অপহৃত বৎস ও বালকগণকে পর্ব্বত গহ্বরে লুক্কায়িত রাখিয়া রাখালরাজ একাকী কি করিতেছেন দেখিবার জন্য পুনরায় ব্রজগোকুলে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন পূর্ব্বের ন্যায় রাখালরাজ বৎস ও বালকগণ সহ বিচরণ করিতেছেন। তখন তিনি মনে করিলেন বোধ হয় অপহৃত বৎস বালকগুলি কোনরূপে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিয়াছে ইহা দেখিবার জন্য পুনরায় পর্ব্বত গহ্বরে যাইয়া দেখেন সেখানে তাহারা তদীয় মায়ায় সেই অবস্থায় নিদ্রিত আছে, পুনরায় ব্রজ গোকুলে আসিয়া দেখেন বৎস বালকগণ সেই রূপে বিচরণ করিতেছে। তিনি স্বয়ং যে ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। পারিবেন কেন? ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

অর্থাৎ আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে অতিক্রম করা সুকঠিন। তবে যাহারা আমাতে প্রপন্ন হয় অর্থাৎ আমার শরণাগত হয় তাহারাই এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মা ত এখনও ভগবানের শরণাপন্ন হন নাই। তিনি এখনও সন্দেহের বশীভূত হইয়া যাতায়াত করিতেছেন। সুতরাং তিনি ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন ইহা বিচিত্র নহে। এইরূপে একবৎসর কাল কাটিয়া গেল অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের নিমেষ সময়ে মর্ত্ত্য লোকের এক বৎসর হইয়া গেল। ইত্যবসরে ভগবান প্রতিদিন যেমন গোচারণ করিয়া সায়ংকালে গোকুলে প্রত্যাগমন করেন সেইরূপ নিজ মায়াকৃত বৎস বালকগণ লইয়া গোকুলে প্রত্যাগত হইলেন। মাতৃগণ স্ব স্ব বৎসও বালকগণকে প্রাপ্ত হইয়া যেমন আনন্দিত মনে তাহাদের যত্ন ও স্তন্যপান করাইতেন সেইরূপই করিতে থাকিলেন। তাঁহারা বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ প্রদর্শন করিতে থাকিলেন। কারণ স্নেহের বস্তু এক্ষণে তাঁহারা পূর্ণমাত্রায় নিত্য পাইতেছেন। পূর্ণ মাত্রায় বলিলাম তাহার কারণ এই, আমরা যে পুত্রাদিগকে স্নেহ করি সে স্নেহ পুত্রাদির দেহের উপর নহে সেই সেই দেহের অন্তরে অংশ-

রূপে যে ভগবৎসত্ত্বা আছেন তাঁহাকেই স্নেহ করি। কারণ ঐ সত্ত্বার লোপ হইলে যখন পাঞ্চভৌতিক দেহ পড়িয়া থাকে তখন সে দেহকে আর স্নেহ করিনা। অধিকন্তু অচিরাৎ ত্যাগ করিয়া থাকি এবং আনন্দময়ের সত্ত্বার অন্তর্দ্ধান হেতু শোক করিয়া থাকি। এই কারণে এই এক বৎসর কাল বৎস ও ব্রজবালকদিগের মাতৃগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। এক বৎসর পূর্ণ হইতে আর পাঁচদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে এমন সময় একদিন ভগবান জ্যেষ্ঠ বলদেব ও রাখাল বালকগণের সহিত বৎস চারণে বনে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় গোবর্দ্ধন শৈলে জননী গাভীগণ বিচরণ করিতেছিল তাহারা হটাৎ বৎসগণকে দেখিয়া অত্যন্ত স্নেহাকুল হইয়া কোন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া নিম্নে অবতরণ করিয়া বৎসগণকে স্তন্য পান করাইতে লাগিল। ধেনুরক্ষক গোপগণ তাহাদের নিবারণ করিতে ব্যর্থচেষ্ট হইয়া তাহাদের অনুশরণ করিয়া স্ব স্ব বালকগণকে বৎসগণের সহিত দেখিয়া প্রেমে আকুল হইয়া তাহাদের আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে থাকিলেন।

যে দিন বৎসবালক হরণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল সেদিনে বলদেব গোচারণে যান নাই। তিনি অদ্য বৎসগণের প্রতি ধেনুগণের এবং বালকগণের প্রতি তাহাদের পিতৃগণের সমধিক স্নেহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভগবানের জ্যেষ্ঠ ও অংশ স্বরূপ যে বলদেব তিনিও অদ্য ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ, নচেৎ বিস্মিত হইবেন কেন? পরক্ষণেই তিনি আত্ম-বিজ্ঞান-দৃষ্টি-বলে বুঝিতে পারিলেন যে, স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথ ব্রজে বৎস ও বালকরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

ব্রহ্মা দেখিলেন অপহৃত বৎস বালকগুলি তদীয় মায়াতে মুগ্ধ হইয়া অচেতন ভাবে নিদ্রা যাইতেছে। আবার গোকুলে দেখিলেন ঠিক সেই বৎস বালকগণ বিচরণ করিতেছে। ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া কোন গুলি প্রকৃত ও কোন গুলি কল্পিত তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বিস্মিত ভাবে ব্রজস্থ বালকগণকে নিরীক্ষণ করিতেছেন এমন সময় তাঁহার দৃষ্টিতে একটি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। ব্রহ্মা দেখিলেন ঐ বালকগণ সকলেই চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী ভগবদ্ রূপের অনুরূপ হইয়া শোভা পাইতেছে। সমস্ত চরাচর ভূতগণ উপহার লইয়া তাহাদের পূজা করিতেছে। জীব যখনই ভগবানের কোন বিভূতি দর্শন করে তখনই ভক্তি রসে আপ্লুত হইয়া তাঁহার পূজা করিয়া

থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ব্রহ্মা বৎসগণকে নিদ্রিত অবস্থায় রাখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ভগবন্মায়ার নিকট ব্রহ্মার মায়া কার্য্যকারিণী হইতে পারে না; ব্রহ্মা বৎস বালকগণের দেহমাত্র রুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের আত্মা রুদ্ধ করিতে পারেন নাই। সেই বালকগণের আত্মা সর্ব্বদা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকটেই থাকিতেন এবং তদীয় সান্নিধ্য বশতঃ তৎকালে তদ্রূপত্ব পাইয়াছিলেন। এবং ব্রহ্মা এই কারণেই ব্রজস্থ বৎস বালকগুলিকে ভগবানের অনুরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা ক্রমে সূক্ষ্ম-অনুভব করিতে করিতে জানিলেন যে পরমব্রহ্ম ভগবানই ব্রজবালক রূপে বিরাজ করিতেছেন। তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া আনন্দে অচেতন হইলেন। এক্ষণে ভগবান যে মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা অপসৃত করিলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন যে স্বয়ং ভগবান ব্রজে নন্দ-নন্দন রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আপন ভক্তিলীলা বিস্তার করিতেছেন। তখন ব্রহ্মা অন্তরীক্ষে নিজ বাহন হইতে অবতীর্ণ হইয়া সাষ্টাঙ্গে ভগবানের চরণ তলে পতিত হইলেন। তিনি বারংবার উঠিতে চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারিলেন না; অবশেষে রুদ্ধ কণ্ঠে উত্থিত হইয়া ভগবানের পাদ সমীপে উপবিষ্ট হইয়া প্রেমাশ্রু-বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার অশেষ স্তব করিতে থাকিলেন। এইরূপ স্তব করিয়া ব্রহ্মা ভগবানকে সন্তুষ্ট করিয়া তদীয় চরণে প্রণাম করিলেন ও তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মার গমন কালে ভগবান মায়িক পুরুষের ন্যায় তাঁহার নিকট অপহৃত বৎস বালকগণ কোথায় আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা যে গোবর্দ্ধনগুহায় আবদ্ধ আছে তাহাও জানিয়া লইলেন। পরে ভগবান তাহাদের সেই গিরিগহ্বর হইতে মুক্ত করিয়া এবং স্বীয়কৃত বৎস বালক গুলিকে অন্তর্হিত করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই পূর্ব্ব সখাদিগকে ও বৎসগণকে যমুনা পুলিনে আনিয়া সরোবর তীরে তাহাদের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় সেই ভোজন স্থানে সুখে অবস্থান করিলেন। ব্রজ বালকগণ সখ্য রসের ভক্ত। ভগবান স্বীয় অংশভূত বৎস বালকগণকে অন্তর্হিত করিলেন এবং ব্রজবালক-গণকে সখা ভাবে গ্রহণ করিলেন। এই লীলায় ভগবান আপন অপেক্ষা ভক্তকে যে কত অধিক ভালবাসেন তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। এই যে এক বৎসর কাল কাটিয়া গেল বালকগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহারা

বলিলেন সখে কৃষ্ণ! আমাদের হস্তের গ্রাস হস্তেই রহিয়াছে আমরা তোমাকে ছাড়িয়া ভোজন করি নাই। তুমি এত শীঘ্র বৎসগণকে অন্বেষণ করিয়া লইয়া আসিলে আইস এক্ষণে সকলে একত্রে ভোজন করি। আহা সখা রসের কি অপূর্ব্ব মধুরিমা! ভোজন শেষ হইলে বেলা অবসান দেখিয়া তাঁহারা ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন। যাইবার সময় অঘাসুরের শুষ্ক চর্ম্ম পতিত রহিয়াছে দেখিয়া গেলেন। বালকেরা স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া গোপ গোপীগণকে বলিতেছেন দেখুন অদ্য আমরা সকলে এক বৃহৎ অজগর মুখে প্রবেশ করিয়াছিলাম সখা কৃষ্ণ আমাদের তাহার গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং তাহাকে নিহত করিয়াছেন।

মহারাজ পরিক্ষিত এই শেষোক্ত কথা শুনিয়া শুকদেব গোস্বামীকে প্রশ্ন করিলেন যে, একবৎসর পূর্ব্বে অঘাসুর মোচন হয় কিন্তু বালকেরা বলিল অদ্য আমরা অজগর মুখ হইতে মুক্ত হইলাম। বালকেরা একবৎসর পূর্ব্বের ঘটনা অদ্য হইয়াছে বলিয়া বলিল ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব এই ব্রহ্ম,মোহন লীলা বর্ণন করিলেন।

শ্রীঅনাদি নাথ দে।

মন্তব্য।

—:০:—

আমরা নিম্নলিখিত পত্রিকাসকল ভক্তির বিনিময়ে প্রাপ্ত হইতেছি,—বঙ্গবাসী, মেদিনীপুর হিতৈষী, বীরভূমবাসী, পল্লিবাসী, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, উদ্বোধন, তত্ত্বমঞ্জরী, জগজ্জ্যোতী, নিত্যধর্ম্ম, আর্য্যদর্পণ, শ্রীশ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী, বাঁশরী, এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি অনিয়মিত ভাবে পাওয়া যায় অর্থাৎ কোন সংখ্যা পাওয়া যায় কোন সংখ্যা পাওয়া যায় না,—গৃহস্থ, সঙ্কল্প, বঙ্গ মহিলা, শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক, হিন্দুসখা, বিজ্ঞান, সাহিত্য সংবাদ, বীরভূমি, আর একটু বিশেষত্ব এই যে, কোন সংখ্যা না পাইয়া পত্র লিখিলে সে সংখ্যা পাওয়া দূরে থাকুক অনেক সময় পত্রের উত্তরও পাওয়া যায় না, আশা করি সম্পাদকগণ এবিষয় একটু দৃষ্টি রাখিবেন।

ভক্তি।

(চতুর্দ্দশ বর্ষ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ও মাঘ, ১[illegible]২৩।)

—:০:—

শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা।*

—:০:—

জয়গুরু জগন্নাথ ভকত বৎসল।
করযোড়ে বন্দি তব শ্রীপদ যুগল॥
তুমি হর তুমি হরি তুমি গণপতি।
তুমি ব্রহ্মা তুমি কালী লক্ষ্মী সরস্বতী॥

---

* ভক্ত পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আমি চিরকালই অপরাধী। কেননা গ্রাহকগণ সম্পাদকের নিকট হইতে যাহা আশা করিয়া থাকেন আমি তাহা দিতে পারিতেছিনা তথাপি আমি সম্পাদক, কেননা "মানের টান বড় টান।" যাহা হউক হৃদয়গ্রাহি দু একটী প্রবন্ধ প্রদান করিয়াও যে সকল সময় তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিব তাহাও পারি না। তাহার উপর মুদ্রাযন্ত্রের অধিনায়কগণের কৃপায় নির্দ্দিষ্ট সময় পত্রিকা বাহির করিতেও পারিতেছি না। এসকল উৎপাতের উপর আর একটী বিশেষ উৎপাৎ নিজের শরীর অসুস্থ। পুনঃ পুনঃ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া নানা স্থানে নানা ভাবে কাটাইয়াও কিছুতে উপকার না পাইয়া কিছু দিনের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তনে ৺কাশীধামে গিয়া ছিলাম। তজ্জন্যপৌষ ও মাঘ দুইমাসের পত্রিকা একত্রে বাহির করিলাম। আর একটী নিবেদন—

শারিরীক দুর্ব্বলতা ও মানসীক চঞ্চলতার জন্য প্রথম সম্পাদকীয় লেখা লিখিতে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্ব লিখিত একটী পদ্য এস্থানে দিলাম। আশাকরি অতঃপর আবার পুর্ব্বের ন্যায় কার্য্য করিতে পারিব, এবং এই ক্রটীর জন্য সকলেই আমাকে ক্ষমা করিবেন এক্ষণে আপনাদিগের কৃপাশীর্ব্বাদই আমার একমাত্র সম্বল। ইতি—(ভক্তি সম্পাদক।)

চন্দ্র সূর্য্য আদি তুমি তুমি গ্রহতারা।
ত্রিজগতে কিছু মাত্র নাহি তোমা ছাড়া॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর তীর্য্যগাদি প্রাণী।
সকলের আত্মা তুমি জগতের স্বামী॥
বুদ্ধি দাতা তুমি গুরো! জগত জীবন।
তোমারি শক্তিতে চলে যত জীবগণ॥
পিতারূপে জন্ম দিয়া করিছ পালন।
মাতারূপে কর জীবে গর্ভেতে ধারণ॥
পুনঃ আসি পুত্র রূপে হইয়া প্রকাশ।
স্নেহ মমতার সূত্র করহ বিকাশ॥
কোথা পুনঃ স্বামী রূপে হইয়া উদয়।
কোথা গুরু বেশে আসি দেহ পরিচয়॥
স্বপ্রকাশ হ'য়ে নিজে কভু অপ্রকাশ।
নানা কার্য্য সাধ তুমি হ'য়ে প্রেমবশ॥
সর্প মুখে বিষদান করিয়াছ তুমি।
পুনঃ প্রাণ রাখ দ্রব্যে ঔষধি প্রদানি॥
নিমিত্ত কারণও তুমি পূর্ণ সমবায়।
কর্ত্তা কর্ম্ম করণাদি কারক নিশ্চয়॥
একি তব অত্যদ্ভুত লীলা দয়াময়।
সর্ব্বেশ্বর তব লীলা বুঝা নাহি যায়॥
নিষ্ক্রিয় হ'য়েও কর অঘটন ঘটনা।
তুমি না বুঝালে কেবা বুঝিবে মহিমা॥
বেদে শুনি তুমি নাথ সর্ব্ব বেদ সার
কে করে তোমার অন্ত অন্ত নাই যার॥
তব কৃপা হ'লে দেব ভাবনা কি আর।
কৃপা করি দীনের কর কুবুদ্ধি সংহার॥
দীন হীন ক্ষীণ তনু আমি মূঢ় মতি
সাধন ভজন হীন নাহি মোর গতি॥

তোমার বিভূতি লিখি কি এমন শক্তি।
নিজ গুণে দয়াকরি দাও প্রেম ভক্তি॥
জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় অজ্ঞান বিনাশ।
জ্ঞান আঁখি খুলে দিয়া শকতি বিকাশ॥
সকাতরে তব পদে লইনু শরণ।
শরণাগতেরে রাখ দিয়ে ও চরণ॥
গুরুদেব! প্রাণ সঁপি রাতুল চরণে।
প্রেম ধনে ধনী কর দীন হীন জনে॥
তোমার শকতি বলে মূক কথা কয়।
তোমারি কৃপায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘী যায়॥
বাঞ্ছা-কল্পতরু তুমি ওহে প্রেমময়!
কৃপাকরি দীন হীনে দাও পদাশ্রয়॥

দীন—শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীল জগদানন্দের মান-ভঙ্গ।

(শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অবলম্বনে লিখিত।)

—:০:—

"জগদানন্দ! উঠ, আমি দর্শনে চলিলাম, ফিরিয়া আসিয়া তোমার এখানে মধ্যাহ্ন করিব—উঠিয়া দুটী অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখ"। রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিতে করিতে প্রভু এই কয়েকটী কথা জগদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন।

শ্রীমুখে অন্ন তুলিয়া দিতে পারে কে? পারেন শ্রীশচী দেবী, আর পারেন শ্রীঅদ্বৈত গৃহিনী, সেই শ্রীমুখের অন্নের জন্য আজ স্বয়ং জগদানন্দকে প্রভু অনুনয় করিতেছেন। বলি, শ্রীধরের থোড় মোচা কাড়িয়া খাওয়া ঠাকুর! তোমার সে চাঞ্চল্য, সে উদ্ধত্য ভাব আজ কোথায়? আজ এত মৃদু কণ্ঠে কথা বলিতেছ কেন? নীলাচল চন্দ্রের শ্রীমুখ দর্শনেই বা আজ এত বিলম্ব হইতেছে কেন?

অভিমানিনী স্বামী সোহাগিনীর কর্ণে অপরাধী পতির বিনয় গর্ভ অনুনয়ের ন্যায় জগদানন্দের কর্ণে প্রভু বাক্য প্রবেশ করিল; অভিমান দূরে গেল—জগদানন্দ উঠিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের আহার্য্য সংগ্রহে উঠিয়া চলিলেন। আমরা এই অবসরে জগদানন্দের অভিমান কাহিনী বিবৃত করিয়া লই :—

জগদানন্দ গৌরাঙ্গ পদে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। প্রভু কিসে সুখে থাকিবেন, জগদানন্দের দিবারাত্র সেই চিন্তা।

প্রভু তপ্ত বালুকা পথে হাটিয়া যান, জগদানন্দ ভাবেন ঐ পথে বুক খানি পাতিয়া দেই—প্রভু সচ্ছন্দে গমন করুন।

প্রভু তিনবার স্নান করেন—সন্ন্যাস ধর্ম্ম পালন করেন, জগদানন্দ এ কঠোরতায় মরমে মরিয়া যান। প্রভু প্রস্তরতলে শয়ন করেন—জগদানন্দ শত বৃশ্চিক যন্ত্রণা অনুভব করেন—কদলীর শরলা তুলিয়া শয্যা রচনা করেন। প্রভু অল্প আহার করেন—জগদানন্দের মুখে অন্ন রুচেনা, এমনই জগদানন্দের প্রেম, সে কাহিনী ভাষায় বর্ণিত হওয়া কঠিন।

প্রভু কৃষ্ণ প্রেমে জর্জ্জরিত তনু; "হা কৃষ্ণ" বলিয়া দিবানিশি রোদন করেন; জগদানন্দ মনে ভাবেন, প্রভুকে কিছু শীতল তৈল মাখাইলে তাঁহার অন্তর শীতল হইবে। মনে ইচ্ছা যদি কিছু শীতল সুগন্ধি তৈল পান তবে স্বহস্তে শ্রীঅঙ্গে মাখাইয়া হস্তের সার্থকতা সম্পাদন করেন।

প্রখর ভানু কিরণে পৃথ্বীতল উত্তপ্ত হইয়াছে, ছায়াময় পাদপ মূলে প্রভুকে বসাইব, প্রাণ ভরিয়া সুগন্ধি তৈল শ্রীঅঙ্গে মাখাইয়া দিব—প্রভুর অঙ্গের তাপ দূরীভূত হইবে। আবার ভারে ভারে নির্ম্মল গঙ্গাজল আনিয়া, শ্রীঅঙ্গ ধৌত করিয়া দিব—প্রভু অবগাহনের জন্য দূরে যাইবেন কেন? স্বহস্তে প্রভুকে চন্দন পরাইব। চন্দন চর্চ্চিত শ্রীঅঙ্গ একবার নয়নের কোণে চাহিয়া দেখিব; প্রভু মৃদু হাসিবেন আমি লজ্জায় ধরণী পানে মুখ অবনত করিব, আবার মুখ তুলিয়া চাহিব—আবার প্রভু চাহিয়া দেখিবেন, আমি স্বহস্ত-চয়িত তুলসী পত্র অনন্য মনে শ্রীপদে তুলিয়া দিব

প্রভুর চির-প্রফুল্ল মুখ-কমল প্রফুল্লতর হইবে, আমি হস্ত যুগলে শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া, ধরণী তলে বিলম্বিত দেহ হইয়া থাকিব। অনন্ত কাল অবিচ্ছেদে বহিয়া যাও, পণি শঙ্খ! নীলাচল চন্দ্রের শ্রীমন্দিরে অনন্ত কালের

তরে ধ্বনিত হইতে থাক, আমি এই সেবানন্দের সুখ-কল্পনায় অনন্তকাল চক্ষু মুদিয়া থাকি। জগদানন্দ এইভাবে মানসে অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রভুর সেবা করেন।

জগদানন্দ এক কলস উত্তম চন্দনাদি তৈল প্রস্তুত করাইয়া একটী লোকের মাথায় দিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। চুপে চুপে তৈলের কলস প্রভুর সেবক গোবিন্দের নিকট রাখিয়া বলিলেন, গোবিন্দ!—তৈলের কলসটী রাখিয়া দাও সময়ত প্রভুকে মাখাইবে।

গোবিন্দ একদিন প্রভুকে নিবেদন করিলেন—প্রভো! জগদানন্দ এক কলস সুবাসিত তৈল আনিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা আপনি ঐ তৈল মস্তকে দেন; পরমোপকারী তৈল, বায়ু পিত্ত উভয়ই শান্ত করে। প্রভু হাসিয়া বলিলেন— "গোবিন্দ! সন্ন্যাসীর তৈলে অধিকার নাই—বিশেষতঃ সুগন্ধি তৈলকে শতবার ধিক্কার দিতে হয়। জগন্নাথের মন্দিরে দাও ঐ তৈলে—প্রদীপ জ্বলিবে পণ্ডিতের শ্রমও সার্থক হইবে।" গোবিন্দ আবার অনুরোধ করিলেন—প্রভু শুনিলেন না।

কিছু দিন গত হইল জগদানন্দ আবার গোবিন্দকে ধরিলেন—বলিলেন "গোবিন্দ! প্রভুকে আবার বল"। গোবিন্দ কি করেন, পুনরায় প্রভুকে নিবেদন করিলেন যে, "প্রভু! তৈল ব্যবহার করুন না করিলে জগদানন্দ বড়ই দুঃখিত হইবেন।"

প্রভু এবার বড় বিরক্তি প্রকাশ করিলেন; বলিলেন "তৈল আসিয়াছে— এখন তৈল মাখাইবার জন্য একটী ভৃত্য রাখ, তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হউক, তোমরা বুঝিতে পারনা যে, আমি সুগন্ধি তৈল মাখিলে লোকে কত দূর পরিহাস করিবে এবং ইহাই আদর্শ হইয়া থাকিবে?"

পরদিন জগদানন্দ প্রভু দর্শনে আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া প্রভু বলিলেন, "পণ্ডিত! তৈল আনিয়াছ—জগন্নাথের মন্দিরে দাও প্রদীপ জ্বলিবে, তোমারও শ্রম সফল হইবে; আমি সন্ন্যাসী আমার তৈলে অধিকার নাই"। জগদানন্দ বলিলেন "মিথ্যা কথা! আমি তৈল আনিয়াছি মিথ্যা কথা, তোমাকে কে বলিল?" এই বলিয়া দ্রুত পদে ঘর হইতে তৈলের কলস আনিয়া প্রভুর সম্মুখে বল পূর্ব্বক আছাড় দিয়া ভগ্ন করিলেন এবং আর দুটী কথা না বলিয়া জগদানন্দ বাড়ী ফিরিলেন ও যাইয়া দ্বারে খিল দিয়া শুইয়া থাকিলেন।

সূর্য্য মণ্ডল হইতে ক্ষুদ্র রশ্মি-কণা আসিয়া প্রাচীর গাত্রের ক্ষীণ পুষ্পটীকে চুম্বন করে; পুষ্প সোহাগে হাসিয়া উঠে; মনে ভাবে এমন সুহৃদ আমার আর নাই—মহত্ব দেখিয়া বিশ্বভুবন, "জবাকুসুম সঙ্কাশং" বলিয়া সূর্য্য-দেবের স্তুতি গান করে; রাজেন্দ্র রাজ সিংহাসনে বসিয়া রাজ কার্য্য করিতেছেন ঐশ্বর্য্য সম্ভার দেখিয়া বাহ্য জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছে, একটী দীনা রমণী দুটী শাক তুলিয়া সলজ্জ ভাবে রাজার পার্শ্বে আসিয়া বলিল প্রভো! বড় ভাল শাক, তোমার জন্য আনিয়াছি—অবশ্য খাইও। রাজা হাস্য বদনে দুই হস্ত তুলিয়া শাক গ্রহণ করিলেন; অমনি সহস্র কণ্ঠ হইতে রাজার স্তুতি গীত উঠিল। প্রেম রাজ্যের রহস্যই এইটুকু। তুমি যত বৃহৎ বস্তুই হওনা কেন, প্রেমিকের নিকট তুমি একেবারেই ক্ষুদ্র। নরেন্দ্র প্রতাপরুদ্রের সংত্রাতা—প্রবল যবন-ভূপতির দর্প খর্ব্বকারী, কোটী কোটী নর নারীর ধর্ম্মরাজ্যের নিয়ামক ও পরিচালক আজ জগদানন্দের তৈল কলস ভঙ্গ ব্যাপারে একেবারে নীরব হইয়া রহিলেন। যে পাণ্ডিত্য প্রতিভা ও চাতুর্য্য বৈদান্তিক শিরোমণি বৃহস্পতি তুল্য অগাধ পণ্ডিত সার্ব্বভৌমকে একেবারে নীরব করিয়াছিল, সেই প্রতিভা আজ জগদানন্দের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। সার্ব্বভৌমের অভিমান পাণ্ডিত্যে—জগদানন্দের অভিমান প্রেমে। প্রেমময় ঠাকুর প্রেমের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন। ওগো সংসারে ছোট বড় গৌরাঙ্গ ভক্তগণ! একবার চাহিয়া দেখ কত বৃহত্তম বস্তু আজ কত ক্ষুদ্রত্ব স্বীকার করিলেন। গৌর প্রেমের এ রহস্য একমাত্র গৌর-কিঙ্কর ভিন্ন বুঝিবে কে?

কপাট বন্ধ করিয়া জগদানন্দ তিন দিন পড়িয়া থাকিলেন; চতুর্থ দিবসে প্রভু স্বয়ং জগদানন্দের দ্বারে গিয়া রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিতে করিতে বলিলেন "জগদানন্দ উঠ, তোমার এখানে আজ আমি মধ্যাহ্ন করিব।"

এতো শুধু জগদানন্দকে আহ্বান নহে—জগতের অতি ক্ষুদ্র জীবের রুদ্ধ হৃদয় দ্বারে এমনি করিয়া পলে পলে, ক্ষণে ক্ষণে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শ্রীগৌর-সুন্দরের মধুর আহ্বান আসিতেছে। যে সে আহ্বানে দ্বার খুলিল তাহারই জীবন ধন্য হইয়া গেল, যে শুনিল না তাহার রুদ্ধ হৃদয়ের প্রগাঢ় কালিমা স্তরে স্তরে সজ্জিতই থাকিয়া গেল।

জগদানন্দ উঠিয়া অন্ন প্রস্তুত করিলেন, একখানি কদলী পত্রে অন্ন দিলেন, ঘৃত ঢালিয়া দিলেন ও কলার দোনায় নানাবিধ ব্যঞ্জন, পিঠা, পানা, থুইলেন, সকলের উপর তুলসী মঞ্জরী দিয়া, প্রভুর অগ্রে বদ্ধাঞ্জলী হইয়া আহার করিতে প্রার্থনা করিলেন। "এস! প্রভো এস! সহস্র সেবাপরাধী তোমাকে আহ্বান করিতেছে, এস! তুমি না ডাকিতে আসিয়াছ এখন দয়া করিয়া আসনে উপবেশন কর।" জগদানন্দের ভাব দেখিয়া প্রভু বলিলেন, "তাহা হইবে না! জগদানন্দ তাহা হইবে না—দুই খানা পাতা কর, তুমি আমি দুই জনেই ভোজনে বসিব।" "প্রভো! আপনি গ্রহণ করুন আমি পরে প্রসাদ পাইব।" গদ গদ কণ্ঠে জগদানন্দ এইরূপ নিবেদন করিলেন।

প্রভু আহারে বসিলেন, শ্রীমুখে অন্ন দিয়াই বলিলেন—"জগদানন্দ! রাগ করিয়া রন্ধন করিলে কি এমনই আস্বাদ হয়, কৃষ্ণ বুঝি নিজে আহার করিবেন বলিয়া তোমার হস্তে পাক করিয়াছেন?" তাহা না হইলে এমন সুস্বাদু হইবে কেন?" জগদানন্দ বলিলেন "যিনি আহার করিবেন—তিনিই পাক করিয়াছেন আমি সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র।"

একটী ব্যঞ্জন ফুরাইতেছে জগদানন্দ অমনি ব্যঞ্জনের ডোঙ্গাপুর্ণ করিতেছেন।

প্রভু সভয়ে আহার করিতেছেন, কারণ পণ্ডিত যদি আবার রাগ করেন। প্রভু বলিতেছেন "আর পারিনা আর দিওনা"। জগদানন্দ সে কথায় কর্ণ পাতও করিতেছেন না। অন্ন ফুরাইতেছে অন্ন দিতেছেন। শেষে প্রভু বলিলেন "জগদানন্দ যথেষ্ট হইয়াছে যাহা আহার করি তাহার শতগুণ আহার করিয়াছি"।

জগদানন্দের তৈল উপেক্ষা করিয়া প্রভু আজ যেন কত অপরাধী হইয়াছেন।

প্রভুর আহার শেষ হইল, প্রভু বলিলেন পণ্ডিত, তুমি আহার কর—আমি বসিয়া দেখি"

জগদানন্দ বলিলেন। "প্রভো, বিশ্রাম সুখ উপভোগ করুন, আমি ও আমার রন্ধনের সাহায্যকারী বৈষ্ণবদিগকে ডাকিয়া এখনই আহারে বসিব।

প্রভু বাসায় চলিলেন। যাইয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, অভিমানী জগদানন্দের আহার হইল কি না জানিবার জন্য গোবিন্দকে পাঠাইয়া সংবাদ লইলেন। জানিলেন জগদানন্দ বন্ধুগণকে লইয়া পরমানন্দে প্রভুর প্রসাদ পাইয়াছেন। হে ভগবৎচরণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ অভিমান! হে গোলকধামের

অনন্ত বিস্তৃত প্রশান্ত রাজবর্ত্ম! তোমাকে স্মরণ করিয়া গললগ্নী কৃতবাসে শত সহস্রবার প্রণাম করিতেছি।

ক্ষুদ্রের দ্বারে মহৎ! সাধনার দ্বারে সিদ্ধি! ভক্তের গৃহে ভগবান! জগদানন্দের কুটীরে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য! সিদ্ধ কণ্ঠ, নর কণ্ঠ, মিশিয়া বিরাট হরিধ্বনিতে দিঙ্ মণ্ডল মুখরিত হইয়া যাউক।

শ্রীশশী ভূষণ দে।

শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে।

(নবদ্বীপের স্মৃতি।)

—ঃ০ঃ—

এই নদীয়ায় ওই শচীর অঙ্গনে,
এই শুভদিনে ওই শচীর নন্দন,
জগদালোকরা-রূপে আসিয়া ভুবনে,
করিলেন জগতের আনন্দ বর্দ্ধন।
এই গঙ্গাতটে ওই শ্রীবাস অঙ্গনে,
হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া প্রচার।
ভুবন মঙ্গল সেই নাম ব্রহ্মধনে
বিলা'লেন জনে জনে হইয়া উদার।
এই শচী-আঙ্গিনায় ওই নিম্বতলে,
এই সন্ধ্যাকালে ওই নদীয়ার চাঁদ।
সংকীর্ত্তন সঙ্গে করি গ্রহণের ছলে,
ভুবনে উদিত হ'ল পাতি প্রেম ফাঁদ॥
এই পথে এই ঘাটে পথের ধুলায়,
ওই পদতল হত' ধুলায় ধুসর।
ওই আকাশের তল তরুতল ছায়,
কত খেলা করিতেন গৌর নটবর।

এই ঘাটে বসি ওই পণ্ডিত নিমাই,
শাস্ত্র চর্চ্চা করিতেন সহ শিষ্যগণ,
এই ঘাটে উদ্ধারিলা জগাই মাধাই,
ওই সেই জগবন্ধু শচীর নন্দন।
এই ঘরে ওই স্থানে নদীয়া বিলাস,
প্রিয়াসনে রসকথা প্রেম আলাপন,
এই পথে নৃত্য করি করিলা প্রকাশ,
নদীয়ার গৃহে গৃহে নব বৃন্দাবন।
এই সেই শ্রীধরের খোলার দোকান,
নিমাই পণ্ডিত ওই দাঁড়ায়ে তথায়,
খুঁটি নাটি কাড়াকাড়ি নাই অপমান
তুষিত শ্রীধর যাঁরে সুমিষ্ট কথায়!
সর্ব্ব নদীয়ার স্মৃতি আছে এই স্থানে,
সর্ব্বলীলা করি হেথা ওই দাঁড়ায়েছে,
নদীয়ার গৌরচাঁদ বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণ,
দেখে হরি দূর হ'তে,—যেতে নাই কাছে।

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

এস মা।*

—:০:—

এস মা আনন্দময়ী! নিরানন্দ মনে আনন্দ ধারা ছুটাও মা। একবার দেবগণ মধু-কৈটভ প্রমুখ দানববৃন্দ-প্রপীড়িত হইয়া শ্রীভগবানকে প্রবোধিত করিবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছিলেন। আর একবার শ্রীবিষ্ণু মায়া

* প্রবন্ধটী বিলম্বে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে তাহার জন্য প্রকাশেও বিলম্ব হইল। যদিও সময়োপযোগী নয় তথাপি অনেক জানিবার কথা শিখিবার কথা প্রবন্ধটীতে আছে তাই প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। ইতি (ভক্তি সং)

স্বরূপিণী মা আমার শুম্ভ নিশুম্ভ রক্তবীজ প্রভৃতি অসুরগণ বধার্থ সুরবৃন্দ তোমার আরাধনা করিয়াছিলেন। তুমিত নিজমুখেই বলিয়াছ—বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্ট বিংশতিতম যুগে এই শুম্ভ নিশুম্ভ পুনরায় পৃথিবীকে উৎপীড়িত করিবে তখন আমি নন্দ গোপ গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের বিনাশের কারণ হইব অনন্তর বৈপ্রচিত্ত প্রভৃতি মহাসুরদিগকে ভক্ষণ কালে আমার দাড়িম কুসুমোপম রক্ত বর্ণ দন্তপংক্তি দেখিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য বাসী সুর-নর-বৃন্দ "রক্ত দন্তিকা" বলিয়া আমার স্তব করিবে। আবার শত বার্ষিকী অনাবৃষ্টি নিবারণ জন্য ভূমি হইতে আমার উৎপত্তি হইবে, তখন শতনেত্রে সকলকে নিরীক্ষণ করিব বলিয়া আমার নাম "শতাক্ষী" হইবে। এই অনাবৃষ্টি কালে আমার নিজদেহ সম্ভূত শাকদ্বারা সকল লোকের জীবন রক্ষা করিব বলিয়া আমার নাম হইবে "শাকম্ভরী।" সেই কালে দুর্গনায়ক মহাসুরকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত আমি "দুর্গা" নামে স্তুত হইব। আবার আমি ভীমা মূর্ত্তিতে হিমাচলে অসুর সংহার করিলে মুনিগণ "ভীমা" আখ্যায় আমার স্তুতি করিবেন। এবং যখন অরুণনামা মহাদৈত্য বিপ্লব উদ্ভব করিবে তখন আমি ভ্রমরী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিব এই নিমিত্ত লোকে আমাকে "ভ্রামরী" আখ্যা প্রদান করিবে। এইরূপ যে যে কালে দানব দল অযথা অত্যাচার আরম্ভ করিবে তখন আমি অবতীর্ণ হইয়া অরি সংহার করিব।

মা! তোমার ঐ অভয় বাণী হৃদয়ে যে আনন্দ-মন্দাকিনী-স্রোত প্রবাহিত করে কে তাহার সম্যক বর্ণনা করিতে সক্ষম! এক্ষণে ভয়ানক সন্দেহ জাল বিজড়িত হইয়া মা তোমায় আহ্বান করিতেছি আমার এই বিষম সন্দেহ বিমোচন কর মা! এই সন্দেহ প্রবল অসুরের ন্যায় আমার সুরদুর্ল্লভ হৃদয়ের-শান্তি নষ্ট করিতেছে। এই সন্দেহাসুরকে বিনষ্ট কর মা!

শ্রীভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥"

শ্রীভগবানের এই কথার সার্থকতা কখন তাঁহার নিজের, কখন তাঁহার অংশাদির ও কখন তাঁহার শক্তি বিশেষের আবির্ভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে আমরা উপনিষদে দেখি, দেবগণ অসুর ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করিলে,

ভগবান নিজ সংহারিণী শক্তিকে, উঁহাদের ভয় নিবারণ জন্য আবির্ভূত করান, তাই মাগো তোমার মুখেও শুনিতে পাই—

ইত্থংযদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ং ॥

সুতরাং তোমার কার্য্যাবলিতেও শ্রীভগবানের ঐ বাক্যেরই সাফল্য দেখিতে পাই, অতএব তোমাকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক বলিয়া প্রতীতি জন্মায় না। ব্রজ-দেবীগণ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য তোমারই পরামূর্ত্তি রূপ অংশ রূপা কাত্যায়িনী দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন একথা চির প্রসিদ্ধ। কংসবধের জন্য শ্রীভগবানের আদেশ ক্রমে নন্দগোপ গৃহে জন্ম গ্রহণ করতঃ তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন। তুমিও মা শ্রীভগবান হইতে ভিন্ন নহ।

তোমার তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য সমুৎসুক সুরত নৃপতির সহিত কথোপ-কথন কালে সর্ব্বজ্ঞ ঋষি বলিয়াছেন—

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতং তয়া সম্মোহ্যতে জগৎ ॥

শুম্ভ নিশুম্ভ বধ প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরং।
জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ ॥

অনন্তর দেবগণ স্তব করিতে গিয়া তোমার নামাবলী উল্লেখ করতঃ প্রথমেই বলিতেছেন—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণু মায়েতি শব্দিতা।
নম স্তস্যৈ নম স্তস্যৈ নম স্তস্যৈ নমো নমঃ॥

শুম্ভাসুর নিহত হইলে দেবগণ স্তব করিতেছেন ;

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তি মনন্ত বীর্য্যা বিশ্বস্যবীর্য্যা পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতং ত্বং বৈ প্রপন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ ॥

অতএব অনাদি মধ্যান্ত জগজ্জননী মা আমার, শাস্ত্র তো তোমাকে শ্রীবিষ্ণুরই শক্তি বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। তবে কেন মা তোমার উপাসকগণ "বৈষ্ণব'' এই সনাতন আখ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক "শাক্ত" এই নব সংজ্ঞা ধারণ

করিলেন? কেনগো তাঁহাদের উপাসনা প্রণালী এত পৃথক হইল? ইহাই আমার সন্দেহ। মাগো এই সন্দেহাসুরকে বিনাশ কর মা!

দেবগণ যে প্রণালীতে তোমার আরাধনা করিয়া ছিলেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণ তাহার কিঞ্চিত আভাস দিয়াছেন।—

এবং স্তুতা সুরৈর্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ।
অর্চ্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ॥
ভক্ত্যা সমস্তৈস্ত্রিদশৈ দিব্যৈ ধূপৈস্তু ধূপিতা।
প্রাহ প্রসাদ সুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্॥

ইহাতে পশু উৎসর্গ করিবার কোনই ভাব পাওয়া যায়না। শ্রীবিষ্ণুকে যে ভাবে পূজা করা হয় শ্রীবিষ্ণু-শক্তি মা তোমাকেও সেই প্রণালীতে আরাধনা করিলে তোমার যথার্থ পূজা করা হয়, ইহাই এখানে অভ্রান্ত ভাবে বলা হইয়াছে। তবে কেন "শাক্ত" নামধারী ভক্তগণ তোমার নাম করিয়া নিরপরাধী—ছাগাদি পশুগণকে হত্যা করে?

মৎস্য সূক্ত তন্ত্রের উনবিংশ পটলে দেখিতে পাওয়া যায়—

সিংহে বসতি দুর্গাচ শরভেচ প্রজাপতিঃ।
এনেচ বসতে বায়ু মেষে চৈব চ চন্দ্রমাঃ॥
নক্ষত্রানি চ শশকে কৃষ্ণসারে হরিঃ স্বয়ং।
শতক্রতুর্গবাং পৃষ্ঠে গবয়ে ভুবনানি চ॥
শল্যকে মঙ্গলাস্টৌ গজে বিষ্ণু গণেশ্বরঃ।
অশ্বেতু দ্বাদশাদিত্যা ব্রাহ্মণে সর্ব্বদেবতাঃ॥
ব্রহ্মাতু চামরে চৈব ছাগলেতু হুতাশনঃ।
এতস্মাৎ কারণাদেতে পূজ্যাঃ বন্দ্যাঃ প্রযত্নতঃ॥

ইত্যাদি তন্ত্র বাক্য হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পশু সমস্তই পূজার্হ ও বন্দনীয়। ইহার কোনটিকে হত্যা করিলে তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার হিংসা করা হয়। সুতরাং পশু হত্যায় তোমার তৃপ্তি কিরূপে সম্ভব হয় মা!

সত্য বটে তন্ত্র মতে পশুবধের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। কিন্তু তন্ত্র পশু শব্দের দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন। ১ম প্রাণিমাত্রই পশু। ২য় কাম ক্রোধাদি

রিপুগণও পশুশব্দ বাচ্য। ১ম অর্থে দেবাধিদেব মহাদেবকে পশুপতি বলা হয়। দেবসন্নিধানে পশু উৎসর্গ করিবে বলিলে ১ম প্রকার পশু না বুঝাইয়া ২য় প্রকার পশুই বুঝাইবে ইহাই তন্ত্রের তাৎপর্য্য। মাগো! তোমার শাক্ত ভক্তগণ কেন এই তন্ত্র তাৎপর্য্য উল্লঙ্ঘন্ করেন? মাগো তুমি জগজ্জননী। তুমি উপাসক পশুরও জননী আবার উৎসৃষ্ট পশুরও জননী। মাগো! জননী হইয়া কি প্রকারে জ্ঞানী ভ্রাতা যে তোমার নাম করিয়া তাহার অজ্ঞানী ভ্রাতাকে তোমার সমক্ষে বধ করিতেছে ইহা তুমি সহ্য করিতেছ মা? কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা।

প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দোহাই দিলে শুনিবনা মা, জগৎ কি চিরকালই প্রবৃত্তি পথের পথিক থাকিবে? যুপকাষ্ঠ সন্নিধানে নীয়মান ছাগাদির হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ তাৎকালিক ঢক্কাপটাদির তুমুল নিনাদ ভেদ করিয়া কৃতি ভক্তের কর্ণ রন্ধ্র পথে হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক পশুহত্যা প্রথার প্রতিশেধ অনেক স্থানে করিয়াছে বটে, কিন্তু এই প্রকার প্রথা জগৎ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইতেছেনা কেন মা?

মাগো তুমি অবিদ্যা নাশিনী জ্ঞানদায়িনী আমার হৃদয়াকাশে তোমার করুণার অরুণাপাঙ্গ-ইঙ্গিতে জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়া অথবা তোমার কোন ভক্তমুখ প্রসঙ্গ দ্বারা আমার সন্দেহ দূর কর মা! জগতের সর্ব্বজীবে চিরশান্তি বিরাজিত হউক ইহাই একান্ত প্রার্থনা।*

শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ অধিকারী। (ব্রতরত্ন।)

---

* ময়মনসিংহ জেলার জনৈক পণ্ডিত "দেবী পূজায় জীববলি" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বলির অপকারিতা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা সর্ব্বসাধারণকেই সেই গ্রন্থ খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থ খানি এক্ষণে ভক্তি কার্য্যালয়েই পাওয়া যায়। মূল্যও অতি কম, ।০ চারি আনা মাত্র। (লেখক।)

শ্রীভগবানের অষ্টোত্তর শত নাম।

—::—

জয় জয় শ্রীগোবিন্দ, যশোদা নয়নানন্দ
গোকুল আনন্দ ভগবান।
গোপিকা বল্লভ হরি, গিরি গোবর্দ্ধন ধারী
ভকত বৎসল ভক্তপ্রাণ॥
জয় অগতির গতি, আমি অতি মন্দগতি
শ্রীচরণে রেখ কৃপা ক'রে।
সুধাময় প্রাণারাম, তব নাম লীলা গান
করিতে শকতি দাও মোরে॥

(১)

জয় জয় প্রভু মোর গোপেন্দ্র নন্দন।
শ্রীগোবিন্দ ব্রজানন্দ ভুবন বন্দন॥
ব্রজ-জন প্রাণধন যশোদা তনয়।
নিকুঞ্জ বিহারী শ্যাম সর্ব্ব রসাশ্রয়॥
বৃন্দাবনানন্দ যিনি গোলকের নাথ।
শ্রীনন্দনন্দন তাঁর পদে প্রণিপাত॥

(২)

বৈকুণ্ঠ বিহারী দেব দেবকী তনয়।
শ্রীনন্দ নয়নানন্দ প্রেম রসময়॥
বলদেবানুজ কৃষ্ণ রাধিকা রমণ।
শ্রীদাম সুদাম সখা গোকুল জীবন॥
কদম্ব কিঞ্জল্কসম পীতবাস যাঁর।
বন্দি তাঁর পদদ্বন্দ নিখিল আধার॥

(৩)

জনার্দ্দন বাসুদেব মাধব মুরারী।
দামোদর হৃষীকেশ বৈকুণ্ঠ শ্রীহরি॥
অনন্ত পুণ্ডরীকাক্ষ নিখিল জীবন।
শঙ্খ চক্রধারী বিষ্ণু কেশিনিসূদন॥
পদ্মজা সেবিত যিনি কালিয়া দমন।
বন্দি তাঁর অব্জ নিন্দিরাঙ্গা শ্রীচরণ॥

(৪)

নারায়ণ অম্বুজাক্ষ দুষ্ট দর্পহারী।
অম্বুদ নিন্দিত কান্তি গোবর্দ্ধন ধারী॥
দীননাথ দয়াময় শ্রীমধুসূদন।
শ্রীনিবাস বনমালী মুরলী বদন॥
ক্ষীরোদ সমুদ্র শায়ী সর্ব্ববেদ সার।
জগদাদিমূল যিনি তাঁরে নমস্কার॥

(৫)

বেদোদ্ধার তরে যিনি মীনরূপ ধারী।
বন্দী তাঁর পদদ্বন্দ কেশব কংসারী॥
কূর্ম্ম রূপ ধরি যিনি বিশাল মন্দর।
ধরিলেন পৃষ্ঠে তাঁরে নমি নিরন্তর।

বরাহ রূপেতে যিনি দন্ত অগ্রে করি
তুলিলেন ধরা তাঁর শ্রীচরণে স্মরি॥
ভক্ত বাধা নিবারিতে নরহরি যিনি।
বন্দি তাঁর দুখ হারী চরণ দুখানি॥

(৬)

বলিরে ছলিতে যিনি খর্ব্ব রূপ ধরি।
ব্যাপিলেন বিশ্ব তাঁর পদযুগ স্মরি॥
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যিনি একবিংশবার।
নিঃক্ষত্র করেন ধরা তাঁরে নমস্কার॥
স্ববংশে রাবণ ধ্বংসে অবতীর্ণ যিনি।
নমামি জানকী নাথ রাম রঘুমণি॥

(৭)

দুগ্ধ শুভ্র বর্ণ যাঁর মহাবলবান।
প্রণামি তাঁহারে বলভদ্র বলরাম॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করিতে প্রচার।
বুদ্ধ রূপধারী যিনি, তাঁরে নমস্কার॥
কলি অবসান কালে কল্কি রূপে যিনি
অবতরিবেন; তাঁর চরণে প্রণমি?

(৮)

শ্রীকান্ত পরমানন্দ গোবিন্দ গোপাল।
দেব দেব জগন্নাথ সর্ব্বলোক পাল॥
মহাবিষ্ণু পদ্মনাভ দৈত্য-অন্তকারী।
অনাদি পুরুষোত্তম ভবভয় হারী॥
অরবিন্দ দলায়ত নেত্র যুগ যাঁর।
ইন্দ্রাদি বন্দিত যিনি, তাঁরে নমস্কার॥

(৯)

নীলকান্ত মনি যিনি অঙ্গের বরণ।
মদন বদন নিন্দি চন্দ্র নিভানন॥
সর্ব্ব অর্থপ্রদ যাঁরে বন্দে সুরাসুর।
ভকত বৎসল চির মঙ্গল মধুর॥
সুধাসিন্ধু চির প্রিয় চির প্রাণারাম।
নিখিল জগতবন্ধু; তাঁহারে প্রণাম॥

(১০)

নিত্যানন্দ নিরাময় সত্য নিরঞ্জন।
পরিপূর্ণ আত্মারাম ব্রহ্ম সনাতন॥
অনন্ত মহিমাময় অনন্ত ঈশ্বর।
কণামাত্র স্পর্শি আজি ধন্য এ কিঙ্কর
ভয় হারী রাজ রাজ অগতির গতি।
অধম তারণ; তাঁর চরণে প্রণতি॥

(১১)

শ্রীগুরু পরমানন্দ চির কৃপাময়।
তাঁর পদ যুগ মম ভরসা আশ্রয়॥
মূঢ় অভাজন আমি দুঃখ শোকাতুর।
জানি আমি তুমি চির দয়াল ঠাকুর॥
তোমারি ২ আমি গোবিন্দ গোপাল।
রেখো পদে প্রণমামি যশোদা দুলাল॥

(১২)

অষ্টোত্তর শত নাম শ্রীকৃষ্ণ চরণে।
করিলাম সমর্পণ কায় বাক্য মনে॥
প্রণত শরণাগত অধম জনার
ধর কৃষ্ণ! অতি ক্ষুদ্র এই উপহার॥
ভক্তাধীন ভক্ত প্রিয় নীল কান্ত মণি।
বন্দিছে সুশীলা তব রাঙ্গা পাদু'খানি॥

শ্রীমতি সুশীলা সুন্দরী দেবী।

শ্রীবল্লভাচার্য্য।

(ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তত্ত্বের জন্য প্রবন্ধ লেখক দায়ী।)

———:০:———

মান্দ্রাজ প্রদেশে ওয়াল টেয়ার হইতে ১৩৮ মাইল দূরে নিদাদাভেলু ষ্টেসন। ইহার অনতি দূরে কাকুর পরাজু গ্রাম। এই গ্রামে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লক্ষণ ভট্ট নামক জনৈক তেলঙ্গ ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভূত হন। ইনি শ্রীবিষ্ণু স্বামীর শিষ্য ছিলেন। বৈষ্ণবগণ কলিকালে প্রধানতঃ শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত:—

"অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী, ব্রহ্ম রুদ্র, সনকা বৈষ্ণবা ক্ষিতিপাবনাঃ॥"

রুদ্র বিষ্ণু স্বামীকে আপন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করেন:—

"রামানুজং শ্রীঃ স্বী চক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণু স্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুসনঃ॥"

"লক্ষ্ণৌ নওল কিশোর প্রেসের" হিন্দি ভক্তমাল হইতে লক্ষণ ভট্টের গুরু প্রণালী এইরূপ অনুসরণ করাযায়:—

শিবজী, পরমানন্দ মুনি, আনন্দ মুনি, প্রকাশ মুনি, শ্রীকৃষ্ণ মুনি; নারায়ণ মুনি, জয়মুনি, শ্রীমুনি, শঙ্করভট্ট, পদ্মভট্ট, গোপালভট্ট, শ্রীধরভট্ট, শ্যামভট্ট; রামভট্ট, সেতভট্ট, কৃষ্ণভট্ট, দিবাকরভট্ট, কৃপালভট্ট, বিদ্যাধরভট্ট, দিনকরভট্ট, মধুনিধানভট্ট, জ্ঞানদেবভট্ট, সুখদেবভট্ট, শিবদেবভট্ট, শান্তভট্ট, দয়ালদেবভট্ট, কামদেবভট্ট, সন্তোষদেবভট্ট, ধীরজলদেব, ধ্যানদেব, বিজ্ঞানদেব, মহাচার্য্য, তত্ত্বাচার্য্য, নৃসিংহাচার্য্য, সুআচার্য্য, সুবুদ্ধাচার্য্য, প্রবুদ্ধাচার্য্য, প্রবোধাচার্য্য, অগ্রয়াচার্য্য, রুদ্রাচার্য্য, ভগবতাচার্য্য, রামেশ্বরাচার্য্য, ব্রহ্মাবধিচার্য্য, সুদয়াচার্য্য, লক্ষ্মীনারায়ণাচার্য্য, জ্ঞানদেব, নামদেব ত্রিলোচনদেব, শ্রীবিষ্ণু স্বামী ও লক্ষণভট্ট।

শ্রীবল্লভাচার্য্য লক্ষণ ভট্টের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার জন্ম খৃ ১৪৭৯ অব্দে হয়। ইনি বল্লভ স্বামী নামেও অভিহিত হইয়াছেন। মার্সডন সাহেব ইহাকে বল্লভ স্বামী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন:—

"Other famous preachers were, in Southern
India, Madhava Acharya in the twelveth
Century; and in the Northern India,

Ramananda in the thirteenth century,
Kabir in the fourteenth century,
Chantanya in the fifteenth century, and
Vallabha Swami in the sixteenth century."

Marsden's History of India for
Junior classes.

সুবল চন্দ্র মিত্রের সরল বাঙ্গলা অভিধান ২য় সংস্করণেও দৃষ্ট হয়—

"বল্লভ স্বামী জনৈক বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংস্কারক, ইনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া উত্তর ভারতবর্ষে বৈষ্ণব মত প্রচার করেন ***"

বল্লভাচার্য্য ও বল্লভস্বামী একই মহাপুরুষ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদবীতে পরিচিত হইতেছেন। চৈতন্য চরিতামৃতে ইনি ভট্ট নামে পরিচিত হইয়াছেন।

"ত্রিবেণী উপর প্রভুর বাসা ঘর স্থান।
দুই ভাই বাসা কৈল প্রভু সন্নিধান॥
সে কালে বল্লভ ভট্ট রহে আড়ৈলী গ্রামে।
মহাপ্রভু আইলা শুনি আইলা তাঁর স্থানে॥" (মধ্যম খণ্ড)

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আমরা আর এক বল্লভ আচার্য্যের নাম পাই। ইনি নবদ্বীপ বাসী ও শ্রীলক্ষ্মী দেবীর পিতা। তিনিও স্থানে স্থানে আচার্য্য, ভট্ট, মিশ্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ঃ—

"দৈবে সেই নবদ্বীপে এক সুব্রাহ্মণ,
বল্লভ আচার্য্য নাম জনকের সম॥
তান কন্যা আছে যেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
নিরবধি বিপ্রতার চিন্তে যোগী পতি॥"

* * *

বল্লভ মিশ্রের বাক্য শুনিএগ আচার্য্য।
সন্তোষে আইলা সিদ্ধি করি সর্ব্ব কার্য্য॥

চৈঃ ভাগবত আঃ খঃ ৭অঃ

যাহা হউক আমরা উপস্থিত শুদ্ধাদ্বৈত মতের প্রবর্ত্তক শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। ইঁহার পিতা মাতা দাক্ষিণাত্যের সুদূর তৈলঙ্গ প্রান্ত হইতে তীর্থ যাত্রা উদ্দেশে উত্তর ভারতে আগমন করিয়া বারানসী ধামে অবস্থিতি করেন কিন্তু তৎস্থান বাসীর সহিত তাঁহার পিতার ধর্ম্মাচার লইয়া ঘোর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে লক্ষণভট্ট বারানসী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পলায়ন কালে পথাতিক্রমন কষ্টে অকালে অষ্টম মাসে (সম্ভবতঃ পাটনা বিভাগের) চম্পারণ নগরে তিনি প্রসূত হইয়াছিলেন। এই জন্য পশ্চিম ভারতবাসী পণ্ডিতগণ বল্লভাচার্য্যকে উত্তর ভারতবাসী বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। এইরূপ কথিত হয় যে, সদ্যঃ প্রসূতনয়কে লক্ষণভট্ট ও তাঁহার স্ত্রী একটী বৃক্ষতলে ফেলিয়া রাখিয়া যান এবং আশঙ্কা দূরীভূত হইবার কিছু দিন পরে যখন তাঁহারা সেই পথে পুনরায় আগমনকরেন তখন নবকুমারকে তদবস্থায় অক্ষত শরীরে পাইয়াছিলেন কিন্তু আর্য্য সমাজের প্রবর্ত্তক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সত্যার্থ প্রকাশে উল্লেখ করিয়াছেনঃ—

"চরণাগড় যো কাশী কে পাস হ্যা উস্ কে সমীপ "চম্পারণ্য" নামক জংগল মে চলে জাতে থে বহা কোই এক লড়কে কো জংগল মে ছোড় চারো ঔর দূর দূর আগী জলা কর চলা গয়া থা ক্যাকিঁ ছোড়নে বলে নে যহ সমঝাথা জো আগী ন জলাউংগা তো অভী কোই জীব মার ডলে গা লক্ষ্মণ ভট্ট আউর উসকী স্ত্রীনে লড়কে কো লে কর আপনা পুত্র বনা লিয়া"।

অর্থাৎ কাশীধামের সন্নিকটস্থ চরণাগড়ের সমীপে চম্পারণ্য নামক জঙ্গলে যাইতেছিলেন তথায় কোন এক ব্যক্তি একটী শিশুকে রাখিয়া জঙ্গলের চতুর্দ্দিকে বহু দূর পর্য্যন্ত অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া দিয়াছিল। তাহার এই অভিপ্রায় ছিল যে যদি অগ্নি প্রজ্জলিত না করা হয় তাহা হইলে কোন জীব শিশুকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিবে। লক্ষ্মণ ভট্ট ও তাঁহার স্ত্রী শিশুটীকে লইয়া পালন করিয়াছিল।

ইহার পর লক্ষ্মণ ভট্ট কিছু কাল বারানসীতে অবস্থান করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের সমীপবর্ত্তী গোকুল নগরে গিয়া বাস করেন। এখানে নারায়ণ ভট্টের অধিনে বালকের অধ্যাপনা চলিতে লাগিল। বল্লভাচার্য্য অত্যন্ত প্রতিভাশালী ও বুদ্ধিমান বালক ছিলেন এবং অল্প সময় মধ্যে সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া

পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি ৩৪ বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

একাদশ বৎসরে তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয় তজ্জন্য সাংসারিক বিশৃঙ্খলা ও পাঠে বিঘ্ন ঘটে। জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সাম্প্রদায়িক আচার অনুষ্ঠানের বৈসাদৃশ্য দর্শন করিয়া তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক আচারাদি সংস্কারে সমর্থ হন। তিনি বাৎসল্য প্রেমের অনুরাগী ছিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবন ধামে ধ্যান যোগে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইয়া স্বয়ং ভগবান কর্তৃক বালক মূর্ত্তির উপাসনার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি বাল গোপাল উপাসনা রূপ স্বীয় অভিনব মত ভারতে প্রচার করেন। এই মত বিস্তারের পূর্ব্বে তিনি মাতৃভূমি দর্শন করিতে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন তথায় দামোদর দাস নামক জনৈক ব্যক্তিকে সর্ব্ব প্রথমে দীক্ষিত করেন এবং স্বীয় মাতুলালয় বিজয় নগরে রাজ সভায় পণ্ডিত মণ্ডলীকে তর্কে পরাভূত করিয়া রাজা কৃষ্ণদেবকে দীক্ষিত করেন। ইহার পর ইহাতে তাঁহার ধর্ম্ম মতের প্রতিষ্ঠা ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং তিনি উজ্জয়িনী, হরিদ্বার, বারানসী প্রয়াগ প্রভৃতি নানা স্থানে গমন করিয়া অসংখ্য ব্যক্তিকে স্বমতে দীক্ষিত করেন।

ইহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নাম "বল্লভাচারী সম্প্রদায়" ইহার গুরু প্রণালী এইরূপ :—

আদৌ শ্রীপুরুষোত্তমং পুরহরং শ্রীনারদাখ্যং মুনিং।
কৃষ্ণং ব্যাস গুরুং শুকং তদনু বিষ্ণু স্বামিনং দ্রবিড়ম্॥
তচ্ছিষ্যং কিল বিল্বমঙ্গলমহং বন্দে মহা যোগিনং।
শ্রীমদ্বল্লভনাম ধাম চ ভজেহস্মৎ সম্প্রদায়াধিপম্॥

বাৎসল্য প্রেমে তাঁহার হৃদয় পরিপ্লুতছিল, এবং তজ্জন্য, তিনি যদিও প্রথম জীবনে দার পরিগ্রহ করেন নাই কিন্তু পরে, বারানসীতে অবস্থান কালে, এক ব্রাহ্মণ কন্যার পাণী গ্রহণ করেন এবং স্বীয় ধর্ম্ম মতে আজীবন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন ন্যায় সঙ্গত বা ধর্ম্ম-প্রণোদিত নহে বলিয়া প্রচার করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের উপাসনাত উপবাসের আবশ্যকতা নাই, অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবার প্রয়োজন নাই, বনবাস স্বীকার পুরঃসর কঠোর তপস্যার ও আবশ্যক নাই। উত্তম বসন ভূষণ পরিধান ও সুখাদ্য অন্ন

ভোজনাদি সমস্ত বিষয় সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের সেবা কর। তজ্জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, বল্লভ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ঘোর বিষয়ী ও ভোগ বিলাসী হইয়া থাকে। সিদ্ধান্ত রহস্যে প্রকাশ যে বল্লভাচার্য্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম তত্ত্বের মূল মন্ত্র ব্রহ্ম সম্বন্ধ :—

শ্রাবণ স্যামলে পক্ষে একাদশ্যাং মহানিশি।
সাক্ষাৎ ভগবতা প্রোক্তং তদক্ষরশ উচ্যতে॥
ব্রহ্ম সম্বন্ধ কারণাৎ সর্ব্বেষাং দেহ জীবয়ো।
সর্ব্ব দোষ নিবৃত্তির্হি দোষঃ পঞ্চবিধ স্মৃত॥"

শ্রীবল্লভাচার্য্য বহু ধর্ম্ম গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সুবোধিনী নাম্নী সুবিস্তৃত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা অতি প্রসিদ্ধ। এই টীকা সম্বন্ধে ভক্তমালে উল্লিখিত হইয়াছে :—

"বল্লভ আচার্য্য নাম মহান্ পণ্ডিত।
গোকুলে বসতি মন কৃষ্ণে নিয়োজিত॥
শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা স্বয়ং প্রকাশিয়া।
স্থানে স্থানে স্বামীর টীকার দোষ দিয়া॥
শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ স্থানে গেলা শুনাইতে।
আপন পৌরষ মানি লাগিলা কহিতে॥
শ্রীধর স্বামীর মতে দোষ পড়ে বহু।
তাহা দূষি সদর্থ স্থাপিনু মুক্রি পহু।
ইহা শুনি প্রভু দুই কর্ণে হস্ত দিয়া॥
নারায়ণ নারায়ণ স্মরণ করিয়া॥
কহেন স্বামীর প্রতি যেই দোষ দেয়।
ভ্রষ্টা করিয়া তারে বেদেতে কহয়॥
এত শুনি আচার্য্য লজ্জিত হইয়া।
গৃহে গিয়া অধোমুখে রহিলা বসিয়া॥"

তাহার স্মৃতি-চিহ্ন ভারতের বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। উজ্জয়িনী নগরীতে শিপ্রাতটে অদ্যাপি তাহার বৈঠক বর্ত্তমান রহিয়াছে। মথুরার ঘাটেও একটী বৈঠক বিদ্যমান। চুনারের একক্রোশ পূর্ব্বে তাঁহার নামে একটী মঠ ও

মন্দির আছে ঐ মঠের প্রাঙ্গনস্থ কূপ "আচার্য্য কুঁয়া" নামে খ্যাত। ১৫২০ খৃঃ ব্রজ ধামে গোবর্দ্ধন শৈলের পার্শ্বে তিনি শ্রীনাথের সুপ্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ মন্দির স্থাপন করেন। বারানসী জেঠন বড়ের নিকট তাহার একটী মঠ আছে। এবং কাশীর লালজীর ও পুরুষোত্তম জীব মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। অধুনা আজমীরের অন্তঃপাতী শ্রীনাথদ্বারের মঠ সর্ব্বাপেক্ষা মহিমান্বিত ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এইরূপ যে এই মঠের বিগ্রহ পূর্ব্বে মথুরায় ছিলেন কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বিধ্বংসকারী ঔরাঙ্গজেবের অত্যাচার সময়ে ঐ অন্তর্যামী বিগ্রহ তথা হইতে আজমীরে প্রস্থান করেন।

বল্লভাচার্য্যের দুই পুত্র ছিল। ইহা শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়:—

"প্রেমাবেশে প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হঞা তিঁহো করেন নর্ত্তন॥
দেখি বল্লভ ভট্ট মনে চমৎকার হইল।
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল॥"

১ম পুত্র গোপীনাথের জন্ম ১৫১১ খৃঃ এবং ২য় পুত্র বিট্‌ঠল নাথের জন্ম ১৫১৬ খৃঃ হয়। বল্লভাচার্য্যের তিরোধান ১৫৩১ খৃঃ ঘটে। তাঁহার মৃত্যু সম্পূর্ণ রহস্য পূর্ণ। তিনি হনুমান ঘাটে গঙ্গা সলিলে অবগাহন করিতে করিতে অন্তর্হিত হন। তদনন্তর তাঁহার অবগাহন স্থান হইতে এক দেদীপ্যমান অগ্নি শিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং তিনি বহুতর দর্শক সমক্ষে স্বর্গারোহণ করিতে করিতে আকাশে লীন হইয়া যান।

বল্লভের পর বিট্‌ঠল নাথ মঠের গদির অধিকারী হন। ইনি ১৫৮৬ খৃঃ ৭০ বৎসর বয়ক্রমে মানব লীলা সম্বরণ করেন। ইঁহার দুই পত্নী ও গিরিধর গোবিন্দ, বালকৃষ্ণ, গোকুলনাথ, রঘুনাথ, ও যদুনাথ, ঘনশ্যাম, নামক সাত পুত্র ছিল। গোকুল নাথ বল্লভাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্ত রহস্যের টীকা প্রণয়ন করেন। বল্লভাচার্য্যের বংশধরগণ গোসাঞী উপাধিতে পরিচিত। বোম্বাই মঠের গোঁসাই তাহাদের একজন প্রধান প্রতিনিধি। গোস্বামীরা সকলেই গৃহস্থ, শিষ্যদিগের উপর গোস্বামিদিগের অত্যন্ত প্রভুত্ব দৃষ্ট হয়। শিষ্যগণ তাহাদিগকে তনু, মনও ধন এই তিনিই সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন।

গোস্বামিগণ বহু বিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায় ব্যাপৃত থাকেন, এবং তীর্থ ভ্রমণোপলক্ষে দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। গুজরাত ও মালব দেশের বহুতর সুবর্ণ বণিক ও ব্যবসায়ী লোক বল্লভাচারী সম্প্রদায় ভুক্ত এবং অপরাপর স্থানে এই সম্প্রদায়ের বহু বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়। অগ্রবাল বণিকগণও এই মতাবলম্বী। জগন্নাথ, দ্বারকা, ও শ্রীনাথ ইহাদিগের অতি পবিত্র তীর্থ। বল্লভাচারী দিগকে অন্ততঃ একবারও শ্রীনাথ দর্শন করিতে হয়। ইহারা ললাটে ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র করিয়া নাসা মূলে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি করিয়া মিলাইয়াদেন এবং ঐ দুই পুণ্ড্রের মধ্যস্থলে একটী রক্তবর্ণ বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন। অগ্রবালদের মধ্যে এই প্রকার (U) তিলক প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ শ্রী বৈষ্ণবদিগের মত বাহুও বক্ষস্থলে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম অঙ্কিত করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ শ্যামবন্দী নামক কৃষ্ণ মৃত্তিকা অথবা কৃষ্ণবর্ণ অন্যরূপ ধাতুদ্বারা উল্লিখিত বর্ত্তুলাকার তিলক অঙ্কিত করিয়া থাকেন। ইহারা কণ্ঠে তুলসীর মালা এবং হস্তে তুলসীর জপ মালা রাখেন এবং পরস্পর "শ্রীকৃষ্ণ" ও "জয় গোপাল" বলিয়া অভিবাদন করিয়া থাকেন। বল্লভাচারীগণ গৃহ প্রাঙ্গণ প্রশস্ত ও সিঁড়ির ধাপ বা পৈঠা নিম্ন প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ভাব এই যে, প্রশস্ত অঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন এবং সহজে বালক সিঁড়ির উপর উঠিতে পারেন।

শ্রীচারু চন্দ্র সরকার।

হরি অদ্ভুত তব লীলা।

(শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ মিত্র লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—::—

ইহা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। এখান হইতে সূর্য্যোদয় দেখিতে বড়ই মনোরম। প্রাতঃকালে সমুদ্রের জলরাশির ভীষণ গর্জ্জন-মধ্য হইতে সূর্য্যদেবকে উঠিতে দেখিলে কার না হৃদয়, সেই জগত পিতার অসীম কীর্ত্তির বিষয় চিন্তা করিয়া অপার আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হয়? নিলজলরাশির মধ্য হইতে রজত

আভাবিশিষ্ট মার্ত্তণ্ডদেব যখন ধীরে ধীরে উঠিয়া জলপ্রদেশ ত্যাগ পূর্ব্বক আকাশে দেখা দেন, তখন যে কিরূপ দৃশ্য হয়, তাহা আমার লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম! ধন্য হিন্দুরাজগণ! তাঁহারা ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ও লোকের হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের স্থাপন জন্য কতদূর গবেষণায় নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা এইসকল প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহ হইতে সহজেই বুঝা যায়। পুরীর মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এইখান হইতে অরুনস্তম্ভ নামক এক অত্যুচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ, লইয়া গিয়া পুরীর মন্দিরের সিংহদরজা নামক, দরজার সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। এই অরুনস্তম্ভ এখনও মন্দিরের সম্মুখে বিদ্যমান থাকিয়া অরকতীর্থের নাম সাধারণের হৃদয়ে জাগরুক করিতেছে। এখানে যথাসাধ্য পূজা ও দানাদি কার্য্য করিতে হয়। প্রাতঃকালে সমুদ্রে যথাবিহিত সংকল্প করিয়া স্নানই এখানকার প্রধান কার্য্য। মাঘমাসের শুক্লাসপ্তমীতে এখানে সমারোহে মেলা হইয়া থাকে। এই মেলার সময় অসংখ্য লোকের এখানে সমাগম হয় ও। পুরী হইতে এই মন্দিরে গরুর গাড়িতে যাইতে হয়। প্রাতঃকালে রওনা হইলে সন্ধ্যার সময় পৌঁছান যায়। ভাড়া ১৲ হইতে ১৷৷০ টাকা।

(৫) সাক্ষীগোপাল—ইহা পুরী হইতে ১১ মাইল। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৵০ আনা এবং মধ্যমশ্রেণীর ভাড়া ৶০ আনা। এখানে সাক্ষীগোপালের এক সুবৃহৎ মন্দিরই প্রধান, ইহা ব্যতীত অন্যান্য মন্দিরও অল্প সংখ্যক আছে। এই মন্দির ষ্টেসন হইতে প্রায় ২ মাইলের উপর। গরুর গাড়ি বা পদব্রজে যাওয়া যায়। গরুর গাড়ির ভাড়া ৵০ আনা বা ৷৷০ আনা লাগে। এখানে, পুরীর সকল যাত্রীকেই যাইতে হয়। এইরূপ প্রবাদ আছে, যে সাক্ষিগণের পুরুষোত্তম জগন্নাথদেবের দর্শন বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। ধন্য দয়াময় হরি, "অদ্ভুত তব লীলা।" হায়! ভ্রান্ত মন! আমরা অবিদ্যারূপ মায়ার কুহকে কিরূপ ভুলিয়াছি। প্রভু জগন্নাথদেবের দর্শনেরও সাক্ষীর প্রয়োজন। দয়াময় হরি, তোমার কৃপা ভিন্ন আমরা কিরূপে এই মায়াজাল অতিক্রম করিতে পারি? অর্জ্জুন শোকে বিহ্বল হইলে পর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শান্তনার সময়, এই মায়াজাল সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

অজ্ঞান প্রভবং সর্ব্বং জীবা মায়াবশংগতাঃ।
দেহাভিমানযোগেন নানাদুঃখাদি ভুঞ্জতে॥

মনঃকল্পিতসংসারং সত্যং মত্বা মৃষাত্মকম্।
দুঃখং সুখঞ্চ মন্যন্তে প্রাতিকুল্যানুকুল্যয়োঃ॥

শান্তিগীতা ২য় অধ্যায়।

মায়ার অবস্থা বিশেষের নাম অজ্ঞান এবং জীবগণ এই মায়ার বশীভূত হইয়া, দেহাভিমান বশতঃ নানা প্রকার দুঃখভোগ করিয়া থাকে। মনঃ কল্পিত এই সংসারেক (যাহা পুতুল খেলা মাত্র) জীবগণ সত্য মনে করিয়া, অনুকুল বিষয়ে সুখ এবং প্রতিকুল বিষয়ে দুঃখ বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭ম অধ্যায়।

আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়াকে অতিক্রম করা অতি কঠিন ব্যাপার, কিন্তু যে সতত আমাতেই প্রপন্ন হয়, সে-ই এই ঘোর মায়া জাল অতিক্রম করিতে পারে। মায়াপহৃতজ্ঞানে আত্মহারা, দম্ভ, দর্প, পরুষতা, ক্রোধ এবং অভিমান প্রভৃতি অসুর ভাবে নিরন্তর পূর্ণ, বিবেক বিহীন দুষ্কৃতি তৎপর মূঢ়গণ, মনুষ্যের অপকৃষ্ট হয়, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা আমার ভজনা কখনই করে না। হে অর্জ্জুন, দুঃখার্ত্ত অর্থার্থী, জ্ঞানী এবং তত্ত্ববিৎগণ ফলে আমার ভজনা করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা আমাতে ভক্তিমান ও একনিষ্ঠ হয়, তাহারই প্রকৃত জ্ঞানী, এবং এইরূপ জ্ঞানীদিগের আমি পরম প্রিয় এবং তাহারাও আমার পরম প্রিয় হয়, জানিবে।

এই সাক্ষিগোপালের ভোগের জন্য পাণ্ডারা বিশেষ পিড়াপিড়ি করেন, তবে নিজের শক্তি অনুসারে কার্য্য করাই ভাল। থাকিবার জন্য লজিং হাউসের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সাধারণতঃ এখানে যাত্রীরা থাকেন না।

(৬) ভুবনেশ্বর+খণ্ডগিরি—ইহা পুরী হইতে ৪০ মাইল, এবং তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ॥০ আনা ও মধ্যম শ্রেণীর ভাড়া ৸০ আনা। ভুবনেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে, ভুবনেশ্বর মন্দির পাঁচ মাইল আন্দাজ, এই রাস্তা পদব্রজে বা গরুর গাড়িতে যাইতে হয়। গরুর গাড়ির ভাড়া ॥০ আনা আন্দাজ। ভুবনেশ্বর দ্বিতীয় কাশী বলিয়া কথিত হয়, এখানে মহাদেবের নানা কীর্ত্তি বিরাজিত আছে, তন্মধ্যে ভুবনেশ্বরের, কপিলেশ্বরের ও কেদারনাথের মন্দিরই প্রধান। বিন্দু-সরোবরে সংকল্প করিয়া স্নান করিতে হয়। এখানে পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে লইয়া তত ব্যতিব্যস্ত করেন না। কপিলেশ্বর মহাদেবের নিকট, আমাদের দেশের তারকেশ্বরের ন্যায়, লোকে ধন্না দিয়া অভীষ্ট বর লাভ করিয়া থাকেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে কাঁচ ও পাকি ভোগ হইয়া থাকে। এখানে থাকিবার জন্য লজিং হাউস আছে। এখানে ২।১ দিন থাকা উচিত, কারণ এখানে দেখিবার অনেক বিষয় আছে। ভুবনেশ্বর হইতে খণ্ডগিরি প্রায় ৭৮ মাইল। গরুর গাড়িতে যাইবার আসিবার ভাড়া ১৲ টাকা আন্দাজ। এখানে পর্ব্বতগাত্রে খোদিত গুহা সকল আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির সময় এইখানে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু থাকিতেন। এক্ষণে ২।১ জন মহাত্মাকে দেখা যায়। এখানে সেরূপ কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি বা মন্দির নাই, তবে খণ্ডগিরি গুহাসকল দেখিতে অতি মনোরম। সাধারণতঃ যাত্রীরা এখানে যান না, তবে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মহোদয়েরা গিয়া থাকেন।

(৭) বৈতরণী+বিরাজাক্ষেত্র—বৈতরণীরোড নামক ষ্টেসন, পুরী হইতে ১০৯ মাইল। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৷৵১৫ এবং মধ্যমশ্রেণীর ভাড়া ২৷৵০। কলিকাতা হইতে ২০২ মাইল। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ২॥৵৫ এবং মধ্যম শ্রেণীর ভাড়া ৩॥৵০। ষ্টেসন হইতে বৈতরণী আন্দাজ ১২।১৪ মাইল। গরুর গাড়ির ভাড়া ১৲ টাকা। প্রবল স্রোতঃস্বতী বৈতরণী নামক নদী ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল আন্দাজ, ইহার জলের বেগ কমাইবার জন্য বড়ই সুন্দররূপে

জলের মধ্যে নদীগর্ভে পাকা গাঁথুনি করা হইয়াছে। অনেক সময় একজন পাণ্ডা অন্য পাণ্ডার যাত্রীদিগকে লইয়া ধরা পড়িবার ভয়ে, এই নদীতেই কার্য্যাদি করাইয়া থাকেন। কিন্তু এখানে বৈতরণীর কার্য্য করা বিধি নহে। বৈতরণী নামক তীর্থে কার্য্য করাই বিধি, কারণ স্থানমাহাত্ম্যই প্রধান বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান তীর্থস্থলে বৈতরণী একটি সামান্য স্রোতস্বতী মাত্র। বৈতরণীতে যথাবিহিত সংকল্প করিয়া স্নান পূর্ব্বক বৈতরণী-পারের কার্য্য করিতে হয়; ইহা ব্যতীত এখানে গোদান, ভূমিদান ও অন্নদানের ব্যবস্থা আছে। কেহ কেহ পিণ্ডদান ও করিয়া থাকেন। এই সকল কার্য্য করার পর বিষ্ণুর চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন ও অন্যান্য দেবদেবী দর্শন করিতে হয়। বৈতরণীতে দান পাইবার জন্য ব্রাহ্মণগণ বড়ই ব্যতিব্যস্ত করেন। শক্তি অনুসারে সকল বিষয়েই কার্য্য করা ভাল। নাভিগয়া—ইহা বৈতরণীনামক তীর্থ হইতে প্রায় ৩ মাইল। গরুর গাড়ি বা পদব্রজে যাইতে হয়। এখানে পিণ্ডদান কার্য্য করিতে হয়। বৈতরণীর কার্য্য করিয়া পরে এই স্থলে পিণ্ডদান জন্য আসিতে হয়। এখানের খরচ বৈতরণীর খরচ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন, কারণ উভয় স্থলের পাণ্ডা ভিন্ন ভিন্ন। এইজন্য অনেক সময় বৈতরণীর পাণ্ডাঠাকুরেরা বৈতরণীতেই নাভিগয়ার পিণ্ডদান কার্য্য করাইয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে, এই সমস্ত স্থল বিরাজাক্ষেত্র মধ্যে গণ্য, অতএব এখানে পিণ্ডদিলেও ক্ষতি নাই। পিণ্ডদানের পর ব্রাহ্মণ ও গরীবদিগকে দান করিতে হয়, এবং বাসায় গিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করান কর্ত্তব্য। নাভিগয়ার মন্দিরের অতি সন্নিকটে বিরাজাদেবীর মন্দির; ইহাঁর নিকট যথাশক্তি পুজা দিলেই হয়।

সৌভাগ্যক্রমে আমি যে দিন এখানে উপস্থিত ছিলাম, সেইদিন এখানকার কয়েকজন পণ্ডিত বিরাজাদেবীর নাটমন্দিরে বসিয়া, সকাম কর্ম্মবিষয়ে বাদানুবাদ করিতেছিলেন। এই বিষয় লইয়া আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের বিশেষ গোলযোগ হইয়া থাকে, বাস্তবিক আমি সেইজন্য এই বিষয় অতি আনন্দের সহিত শুনিয়াছিলাম, এবং ইহা প্রকাশে সাধারণের উপকার হইবে বোধে, নিম্নে এসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণিত হইল ঃ—

ষড়্জ-গীতা।

ভীমসেন উবাচ।

নাকামঃ কাময়ত্যর্থং নাকামো ধর্ম্মমিচ্ছতি
নাকামঃ কামমানোঽস্তি তস্মাৎ কামো বিশিষ্যতে

কামেন যুক্তা ঋষয়স্তপসোব সমাহিতাঃ।
পলাশফলমূলাদা বায়ুভক্ষ্যাঃ সুসংযতাঃ॥

ভীমসেন কহিলেন জীব কামনা যুক্ত হইয়া কার্য্য করিয়া স্বার্থলাভ করিয়া থাকে, তাহা না হইলে কেহ ধর্ম্ম বা অর্থ কিছুরই চেষ্টা করিত না, অথবা কামনা সিদ্ধির প্রয়াসও পাইত না, অতএব কামনাই সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

ফলমূলভোজী, বায়ুভোজী সংযত চিত্ত ঋষিরাও কামনা সিদ্ধির নিমিত্তই একাগ্রতার সহিত তপস্যা করিয়া থাকেন।

শান্তি গীতা-৫ম অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

অধিকারি বিশেষে তু কাম্যস্যাপ্যুপযোগিতা।
কামনাসিদ্ধিরুক্তত্বাৎ কাম্যে লোভপ্রদর্শনাৎ॥
প্রবৃত্তিজননাচ্চৈব লোভবাক্যং প্রলোভনাৎ।
বহির্ম্মুখানাং দুর্বৃত্তি নিবৃত্তিঃ কাম্যকর্ম্মভিঃ॥
সংপ্রবৃত্তিবিবৃদ্ধ্যর্থং বিধানাং কাম্যকর্ম্মণাম্।
কাম্যোহবান্তরভোগস্তু তদন্তে বুদ্ধিশোধনম্॥
ঈশ্বরারাধনা দুগ্ধং কামনাজল মিশ্রিতম্।
বৈরাগ্যানলতাপেন তজ্জলং পরিশোষ্যতে॥
ঈশ্বরারাধনা তত্র দুগ্ধবদবশিষ্যতে।
তেন শুদ্ধং ভবেচ্চিত্তং তাৎপর্য্যং কাম্যকর্ম্মণঃ॥৩৩॥

কাম্য-কর্ম্ম খারাপ হইলেও অধিকারিলোক বিশেষে ইহার আবশ্যকীয়তা আছে। ধর্ম্মপথ বিচ্যুত পামর লোকদিগকে, কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাদের কামনা সিদ্ধ হইবে, এইরূপ লোভ দেখাইয়া, তাহাদের সংপ্রবৃত্তির জন্য কাম্য-কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান হইয়া থাকে। অর্থাৎ যেরূপ রোগী বা শিশু ঔষধ খাইতে অনিচ্ছুক হইলে মধুরূপ অনুপান দ্বারা ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে; সেইরূপ ধর্ম্ম-পথ বিচ্যুত রোগীদিগকে তাহাদের অভিষ্টসিদ্ধিরূপ মধুর প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। কাম্য কর্ম্মের ফলভোগ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইবার এবং এইরূপে

সত্ত্বগুণের আবির্ভাব দ্বারায় নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে। ঈশ্বরারাধনারূপ দুগ্ধ কামনারূপজল মিশ্রিত করিয়া, বৈরাগ্যানলের তাপে সেই জলকে মারিতে হইবে; অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্যাবলম্বন করতঃ নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকারী হইয়া ঈশ্বরারাধনা করিতে হইবে। এই প্রকারে চিত্তশুদ্ধি করাই কাম্যকর্ম্মের তাৎপর্য্য। অতএব ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, সাধারণতঃ লোকের সেইরূপ অধিকার না থাকায় প্রথমতঃ সকামকর্ম্মই করা ভাল; কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ ও মুখ্য উদ্দেশ্য তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ২য় অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন :—

কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥

হে অর্জ্জুন! কর্ম্মে তোমার অধিকার হউক, কিন্তু ফলের আশা যেন কখনও না হয়। কর্ম্মফলের আশারূপ বন্ধনের হেতু হইও না; তবে ইহাও জানিও যে, ভোজনের পর যেরূপ আপনা হইতে তৃপ্তি লাভ হয়, নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিলেও তদ্রূপ হইবে। হে অর্জ্জুন! আসক্তি ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর। সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কর্ম্ম করার নামই যোগ হে ধনঞ্জয়! কাম্যকর্ম্ম অতিশয় নীচ, ইহা হইতে প্রকৃত কর্ম্ম-যোগ হয় না; অতএব তুমি তাঁহার শরণ লইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম কর। ফলাকাঙ্ক্ষীজন অতিশয় ক্ষুদ্রাশয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কাম্যকর্ম্ম কাহাকে কহে এবং কত রকমেরই বা কর্ম্ম আছে? এই সম্বন্ধে মোটামুটি কতকটা না জানিলে মনে তৃপ্তি হয় না, এজন্য নিম্নে এ সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটা যোগাইয়া উঠিল, তাহা ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইলাম।

মীমাংসকেরা কর্ম্মকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিতেছেন ; যথা— অর্থকর্ম্ম ও গুণকর্ম্ম। যে কর্ম্মদ্বারা আত্মাতে কোন প্রকারে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহাকে অর্থকর্ম্ম বলে, এবং যে কর্ম্মদ্বারা বস্তুসকল সংস্কৃত হয়, তাহার নাম গুণকর্ম্ম। বেদে কর্ম্মকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—

(১) নিত্য (২) নৈমিত্তিক (৩) কাম্য (৪) স্বাভাবিক (৫) নিষিদ্ধ। (১) নিত্যকর্ম্ম—সন্ধ্যাবন্দনাদি ইহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়, ইহা না করিলে প্রত্যবায় আছে, এজন্য ইহার অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(২) নৈমিত্তিক কর্ম্ম—পুত্র জন্মাদি উপলক্ষে জাতেষ্টি, অন্নপ্রাশনাদি ও বিবাহাদি উপলক্ষে আভ্যুদয়িক, মৃত পিতৃ, মাতৃ, বন্ধুগণের শ্রাদ্ধ এবং গ্রহণোপলক্ষে দান, শ্রাদ্ধ-তর্পণ প্রভৃতি কর্ম্ম নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। এই সকল কর্ম্মই সমাজ বন্ধনের প্রধান সহায়, এবং সমাজই ধর্ম্মরক্ষার প্রধান উপায়, অতএব এই সকল বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

(৩) কাম্য কর্ম্ম—সুখ সমৃদ্ধি, কুশল ও জয়লাভ, স্বর্গাদি সুখ সন্তোষ এবং অন্যান্য কর্ম্ম যাহা কামনা করা হয়, তাহাকে কাম্য কর্ম্ম কহে। ইহা সাধারণ শ্রেণীর জীবের চিত্ত আকর্ষণ জন্য আবশ্যক ; কিন্তু মুমুক্ষ পুরুষ ইহা এককালে বর্জ্জন করিবেন। কাম্যকর্ম্মের ফলভোগই চরম অবস্থা। ইহা কামনা করিয়া করা হয় বলিয়া, কামনা শুভাশুভ ও কর্ম্মকারির কর্ম্মকুশলতা ভেদে নানাপ্রকার কর্ম্মের সৃষ্টি করে। কামনা হইতে কর্ম্মের সৃষ্টি, আবার কর্ম্ম হইতে পুনঃ কামনার উৎপত্তি হয়। এইরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর হইতে বীজের ন্যায় কামনা ও কর্ম্মসূত্রে জীবসকল বদ্ধ হইয়া জন্ম মরণরূপ সংসারক্ষেত্রে নিয়ত যাতায়াত করিতেছে। অতএব কাম্যকর্ম্ম করিবার সময় সততই ইহা যেন লক্ষ্য থাকে যে, কর্ম্মের হাত এড়াইয়া নিষ্কাম হইতে হইবে, এবং সেইরূপ ভাবের কার্য্য লইয়া তদানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

(৪) স্বাভাবিক কর্ম্ম—মলমুত্রাদি ত্যাগ, পান ভোজন ইত্যাদি দৈহিক কার্য্য সমূহ জীবের স্বাভাবিক কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়। ইহারও একটা নিয়ম থাকা বিশেষ আবশ্যক, কারণ ইহার অনিয়মে শরীর অসুস্থ হয়। শরীর ভাল না

থাকিলে সকল প্রকার কর্ম্মেরই ব্যাঘাত হয়, এবং শরীর সুস্থ থাকিলে মনুষ্য চেষ্টা দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারি প্রকার ফলই পাইতে পারে, যথাঃ—

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষানাং প্রাণাঃ সংস্থিতি হেতবঃ
তন্নিঘ্নতা কিন্নহতং রক্ষতা কিন্ন রক্ষিতম্॥

(৫) নিষিদ্ধ কর্ম্ম—ইহার অন্য নাম বিকর্ম্ম; ইহা নয়টি, যথা :—মিথ্যা কথন, পরস্ত্রীগমন, অভক্ষভক্ষন, অগম্যাগমন, অপেয় পান, চৌর্য্য, জীবহত্যা, অকার্য্যানুষ্ঠান এবং বন্ধুজনের অকর্ত্তব্য কার্য্য। এই সকল কার্য্য এককালে ত্যজ্য।

(৮) শ্রীধাম নবদ্বীপ+কালনা+মগরা ত্রিবেণী—

এই তিন পবিত্র স্থান বঙ্গদেশে, পুণ্যতোয়া পতিত পাবনি জাহ্নবী তীরে অবস্থিত।

শ্রীধাম নবদ্বীপ—ইহা গঙ্গা ও খড়ে নামক নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। খড়ে নদী এই প্রাচীন সহরকে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তিস্থল কৃষ্ণনগর হইতে পৃথক করিতেছে।

(ক) শ্রীধাম নবদ্বীপে যাইতে কলিকাতা হইতে রেলযোগে কৃষ্ণনগর ষ্টেসনে নামিতে হয়। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৸৴০ আনা ও মধ্যম শ্রেণীর ভাড়া ১৷১৫। ষ্টেসন হইতে খড়ে নদীর ঘাট ৪ মাইল। লোক প্রতি সেয়ার গাড়ির ভাড়া।০ আনা হইতে॥০ আনা নৌকা যোগে খড়ে নদী পার হইয়া শ্রীশ্রী-নবদ্বীপ ধামে যাইতে হয়। কৃষ্ণনগর সহর একটী দেখিবার স্থল, ইহা বাঙ্গলার প্রাচীন ও শেষ রাজধানী। বর্ত্তমানে হাওড়া হইতে নবদ্বীপ ট্রেণ হওয়ায় যাত্রিগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

(খ) ষ্টিমারযোগে মগরা, ত্রিবেণী, কালনা, শান্তিপুর হইয়া নবদ্বীপ যাওয়া যায়।

(গ) ব্যাণ্ডেল হইতে মগরা-ত্রিবেণী, কালনা এবং নদীয়া ষ্টেসন হইয়া কাটোয়া পর্য্যন্ত এক লাইন হইয়াছে, এই পথেও যাহার যেরূপ সুবিধা যাইতে পারেন।

এই নবদ্বীব ধাম কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্ম স্থান। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আজ ৪২৯ বৎসর হইল বঙ্গীয় সন

৮৯৩ সালে ফাল্গুন মাসে শুক্লপুর্ণিমায় ধরাধামে প্রকাশ হন। ইহাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতার নাম শচীদেবী। মহাপ্রভুর বাল্যকালের আদরের নাম নিমাই। ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন; বড় বড় পণ্ডিতদিগকে তর্কে পরাস্ত করিয়া, তিনি বিশেষ আনন্দিত হইতেন। তাঁহার গয়ায় গমণের পর হইতে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি এই স্থল হইতে তর্ক ও বিদ্যার অহঙ্কার ছাড়িয়া এক নুতন মানুষ হইয়াছিলেন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই সময় হইতে কেবল হরিনাম করিতেন এবং সর্ব্বদা-ভাবে বিভোর থাকিতেন সংকীর্ত্তন করিতে করিতে কখন কখনও জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িতেন, লোকে সেই অসাধারণ দৃশ্য দেখিয়া দলে দলে আসিয়া নাম সংকীর্ত্তনে মিশিত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার দল বাড়িয়া সমস্ত ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পরিল। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণব ধর্ম্মের সকল-দিক বজায় রাখিয়া যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহার ভাব অতি অদ্ভুত। তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়কে "শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়" কহে। মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম এবং তাঁহার জন্ম ও লীলাস্থল নবদ্বীপধামের বর্ণনা প্রয়াস, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র শক্তি বিশিষ্ট লোকের ধৃষ্টতা মাত্র, যাহা হউক ক্রমশঃ যথাশক্তি কিছু বলবার বাসনা রহিল। বিস্তৃত বিবরণ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদিগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ক্রমশঃ—

আমার দয়াময়ী মা।

—:০:—

মা আমার আনন্দময়ী আনন্দে বসা'য়ে মেলা,
পূর্ণানন্দময়ী হ'য়ে, প্রেমানন্দে দিতেছেন খেলা॥

আনন্দেতে হ'য়ে ভোরা, হাসি কাঁদি নাচি মোরা,
মা যে মোদের দুঃখ হরা, ঘুচা'য়ে দেয় মা ভবের জ্বালা॥

কাতরেতে বিনয় করি, আপনারে ভাই ত্বরা করি
দয়াময়ী ভবের তরি চরণ তরি আছেন ভেলা॥
আনন্দেতে গিরি বলে, যা'ব মোরা অবহেলে'
জয় মা দয়াময়ী ব'লে দেখ্‌ব মায়ের "নিত্য-লীলা"॥

শ্রীমতি গিরি বালা—

মনের কথা।

—:০:—

আমার এমন চপল-চঞ্চল মনের কথা নিয়ে, কারকাছে ব'লে কি শান্তনা পাব? কি সমাদর পাব? কিন্তু না বল্‌লেও নয়। এমন অশান্ত-অজিত এমন দুর্ব্বার-বাচাল, এমন চপল-চঞ্চল মনের কথাও কি কখন বল্‌তে আছে? মনকে কত ক'রে বুঝালেম! বিবেকীর ভাষায়, জ্ঞানীর ভাষায়, ভক্তের ভাষায়, কত ক'রে সাধলেম—মন শান্ত হও। মন বুঝলো না, মন পাগল, মন দুষ্ট, মন পাপাচ্ছন্ন; মন শান্ত হ'ল না শুদ্ধ হ'ল না।

এক মুহূর্ত্তের সাধনায়—একদিনের সাধনায়—দশদিনের সাধনায় কি না হয়? খট্টাঙ্গরাজ যখন জান্‌লেন, আর মুহূর্ত্ত কালমাত্র পরমায়ু আছে, তিনি তখনই সাবধান হ'লেন। মুহূর্ত্তের সাধনায় নিঃশ্রেয়োলাভ করিয়া ধন্য হ'লেন। সকলের অদৃষ্টবল সমান নয়, তাই সমান ভাগ্যবান্ দেখা যায় না স্বীকার করি, কিন্তু সাধনার কি সিদ্ধি নাই? দু'দিন আগে হো'ক দশ দিন পরে হো'ক, সাধনা কি নিষ্ফলা? কিন্তু মন সেদিকে কাণ দিল না, মতি ফির্‌ল না; মন বিষয় বিষকলুষিত, মন অশুদ্ধ অপবিত্র। এ মনের কথাও কি বল্‌তে আছে?

সাধনহীন ভজনহীন ভক্তিহীন দীনাতিদীন আমার মন, আবার এমন কথাও কি মানুষের কাছে বল্‌তে আছে? তবু তার এমন অনেক কথা আছে যাহা এখন না বল্‌লেই নয় তাই তার কথা বল্‌তে হ'চ্ছে।

মানব সমাজে, গৌরবের সমাজে, শ্রেষ্ঠ জীব জগতে জন্মলাভ ক'রেছি। গর্ব্বের আর অবধি নাই। মনে করি—আমার কতবড় সাধনা—কতবড় সিদ্ধি;

আমি বুদ্ধিমান্; আমি কিসের কাঙ্গাল কিসের দরিদ্র? কি ভ্রম? এই দম্ভ অভিমানেই আমার সর্ব্বনাশ হ'ল, মন মজলো, মন ফির্লো না, মন মাতাল। মন যদি আপনার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি কর্তে পার্তো, তার নিজের আপনার কথা, সে যদি তা একটু বেশ বুঝ্তো, তবেই সব হোতো; সব গোল মিট্তো, আর কোন কথা বল্তে হোতো না। কিন্তু তা হ'ল না। মন কিছু দেখ্লে না কিছু শুনলে না কিছুই বুঝ্লে না। মন শান্ত হ'ল না মন নির্ম্মল হ'ল না। এই মনের উপর দম্ভাভিমানের কি ভীষণ প্রভাব! যার বশীভূত হইয়া মনের সাধনা হ'ল না, সিদ্ধি হ'ল না তার এমন শোচনীয় অধঃপাত ঘট্লো।

এই বিষমদায়ে ঠেকিয়াছি, প্রাণের দুঃখ জুড়াইবার আশায় আজ প্রেমিক মহাজনগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাই; ভরসা আছে—তাঁহাদের নিকট নিবেদন জানাইলে, ইহার একটা বিহিত হইতে পারে। তাই আজ মনের কথা জানাইবার জন্য এত ব্যাকুল—এত উন্মুখ হইয়া পরিয়াছি।

এ মনের কথা, মনের ব্যথার কথা, দুঃখের কথা, শুনাইব ত; কিন্তু বাহিরের কেহ শুনে হাঁসবেন না ত? কথা দুঃখের বটে, কাঁদবার বটে; কিন্তু এ কথা শুনেও আমরা সকলেইত হাসিয়াই থাকি। কে? কখন কাঁদিনা ত? সুতরাং আমার এ পাগলমনের কথায় অনেকে হাঁসিবেন বৈ কি? আর এ যে হাঁসি কান্নার একত্র মেসামিসি। তা হাঁসুন কিন্তু তবু তার কথা আমাকে বলিতেই হইবে। আপনাদেরও শুনিতেই হইবে।

কিন্তু আমার এ মনের কথা কি বলিব? এ কি এককথায় বলিয়া শেষ করিবার কথা? এ অনেক কথা; একটী একটী করিয়া গুণের পরিচয় দিতেগেলে আর শেষ ক'রে উঠ্তে পারবো না। তাই সংক্ষেপেই বল্বার চেষ্টা পাব, তবু আপনারা কৃপা পূর্ব্বক প্রণিধান করুন—এই ভিক্ষা। বন্ধুজনের নিকট প্রকাশ ক'রে বল্লে, তাঁদের মধ্যে সমিভক্ত হ'লে, আমার দুঃখের অনেক লাঘব হবে, তাই এত কাকুতি মিনতি।

আমার মনের কথা শুন্বেন? আমার মন চঞ্চল, বিষয়াবিষ্ট, অভিমানী, প্রমত্ত, কলুষিত। এ মনের কীর্ত্তি কাহিনী কত শুন্বেন? এই মন আমার সর্ব্বনাশ করতে ব'সেছে। এই শুনুন শ্রুতি তার স্বরে ঘোষণা করিতেছেন:—

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা
তস্যেন্দ্রিয়ান্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ।
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা
তস্যেন্দ্রিয় বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ। কঠোপনিষৎ, তৃয়বল্লী।

মনের মধ্যেই সব কথা। যার মন সমাহিত হয় নাই, বশে আসে নাই, তাহার বিবেক কোথায়? সে অবিবেকী। কাজেই তাহার ইন্দ্রিয়রাজি, সারথির দুষ্টাশ্বের ন্যায় যথেচ্ছ উন্মার্গগামী হইবে বই কি? বশীভূত হইবে কেন? যাহার মন সমাহিত হয় নাই, বশে আসে নাই, তাহার সকলেই অশুচি; তাহার বিবেক কোথায়? বৈরাগ্য কোথায়? সে অবিবেকীর ভাগ্যে ব্রহ্মানন্দ কোথায়? এই ভীষণ জনম মরণ রূপ পাপ সংসার প্রাপ্তিই তাহার অবশ্যম্ভাবী। তাই বলিতে ছিলাম এই অবশ মন লইয়াই আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

মন যদি আমার শুদ্ধ শান্ত হইত তবে আমার তীর্থাদির কোনই প্রয়োজন হইত না। কারণ, বিশুদ্ধ মনই যে তীর্থতুল্য। মন শুদ্ধ হ'লে আমিও অশুদ্ধ থাক্‌তাম না।

"তীর্থাস্পদং কিং স্বমনো বিশুদ্ধম্।"
"কঃ শুচিরিহ যস্য মানসং শুদ্ধম্।" শঙ্করাচার্য্য।

এই বিরাট বিশ্বের মধ্যে তিনিই ধন্য মহাপুরুষ, তিনিই জগজ্জয়ে একমাত্র সমর্থ, যিনি অবাধ্য মনকে বাধ্য করিতে পারিয়াছেন। মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য আরও বলিয়াছেন :—

জিতং জগৎ কেন? মনো হি যেন।

আর তাই পারিলাম না বলিয়াই, আমার এত দুর্গতি, এত লাঞ্ছনা; মন আমার বশে আসে না। মন আমার অজিত অশান্ত অশুদ্ধ। হায়! এ বিপদে আমার উপায় কি? কিন্তু দোষী হইলেও, তাই বলিয়া মন ত আমার, সামান্য আদরের ধন নয়? আমার বড় সাধের ইন্দ্রিয়গণ—সাধন সহায় ইন্দ্রিয়গণ তারাও আমার মনের মত আদরের বস্তু নয়, মনের মত আপনার ধন নয়। কারণ, ব্রহ্মানন্দ মনের দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। সংযত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা,

ইন্দ্রিয়ের বিষয় দ্বারা তাহাকে কখনই লাভ করা যায় না; কাজেই আমার মনের মত প্রিয় বস্তু আর কি আছে?

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ" "মনসৈ বেদমাপ্তব্যম্।"

কঠোপনিষৎ শ্রুতি।

কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, কর্ম্মের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা, কার্য্য সিদ্ধির— অভীপ্সিত লাভের সম্ভাবনা কোথায়? মনের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। কয়দিনের জন্য জীবন? কতক্ষণের আয়ু? শ্রুতি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন "যদি মঙ্গল চাও যতক্ষণ বাঁচ, কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মের বন্দনা কর, আত্মার বন্দনা কর, ভগবানের বন্দনা কর, গুরুর বন্দনা কর। কিন্তু সকলেতেই মন চাই। মন না হইলে কিছুই হইবে না। কিন্তু হায়! আমার এমন সাধনার ধন, মন আমার অনুকূল হইল না, বশে আসিল না ইহাই দুঃখ।

যাবদায়ুস্ত্রয়ো বন্দ্যঃ বেদান্তো গুরুরীশ্বরঃ

মনসা কর্ম্মণা বাচা শ্রুতিরেবৈষ নিশ্চয়ঃ। শঙ্করাচার্য্য।

এই জড় দেহ ও তদাশ্রিত ইন্দ্রিয় দ্বারা, যতই কিছু করিনা কেন? সৎ হো'ক অসৎ হো'ক যে কোন কর্ম্মই করিনা কেন, মনের দ্বারা না করিলে আর তাহার কোন মূল্য নাই। কিন্তু যদি আবার মনের দ্বারা কোন কিছু করিলাম তবেই হইল। মনের এত শক্তি।

ন দেহেন কৃতং কর্ম্ম মনসোঽপি কৃতং কৃতং।

যেনৈবালিঙ্গ্যতে কান্তা তেনৈবালিঙ্গ্যতে সুতা।

রূপযৌবনসম্পন্না প্রাণবল্লভা পত্নীকে আলিঙ্গন ক'রে দেখ, মনের কি ভাব! আবার স্নেহের পুতুলী নন্দিনীকে বক্ষে ধারণ কর, দেখ মনের কি ভাব! এই ভাব বিপর্য্যের কর্ত্তা ইন্দ্রিয় নয়, মন। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের মহিমা মনের নিকট পরাভূত।

মন যদি সংযত না হইয়া বিষয় রসে লম্পট হইয়া পড়ে, তবে আর বাহ্ ইন্দ্রিয় সংযমনের মূল্য কি? সামর্থ্যাভাবে, লোকলজ্জায়, বিপদের ভয়ে, দণ্ডের ভয়ে, কে না যথেচ্ছ বিষয়োপভোগে বিরত হয়? দায়ে পড়িয়া, কে না ইন্দ্রিয় সংযম করে? তাই বলিয়া তাহাকে জিতেন্দ্রিয় বলিতে পারি? মন

যাহার ইন্দ্রিয়ার্থে চঞ্চল, বিষয় ভোগে লালসময়, অজিত, অশুদ্ধ তাহার মত কপটাচারী ভণ্ড আর কে ?

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমশক্তঃ স বিশিষ্যতে। গীতা।

চিত্ত শুদ্ধ না হইলে কিসে কি করিব ? এই যে বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ, ইহাদিগকেও না হয় বলপূর্ব্বক সংযত করিলাম ; কিন্তু এই যে ভগবৎ আরাধনায় নিযুক্ত হইলাম, ধ্যানে বসিলাম আর পাগল মন অমনি উধাও হইয়া ছুটিয়া ওই ইন্দ্রিয়ার্থ—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দে মজিয়া গেল' ইহাতে আমার কি হইল আমি কি হইলাম ; পরমাত্মায় মনের স্থৈর্য্যাভাবে কপটাচারী দাম্ভিক হইলাম না কি ? সুতরাং কর্ম্মজ্ঞান উভয় ইন্দ্রিয় হইতেও মনই বলবান্। কাজেই পরম শান্তি পরমানন্দ লাভ করিতে গেলে প্রধান আশ্রয় শান্ত মন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ? আমার মন শান্ত হইল না। তাই আবার মহাদুঃখ!—মহা অশান্তি।

মন যদি আমার শান্ত হইত, সংযত হইত, তবে আমি কতই না শান্তি লাভ করিতাম। সে পরমশান্তির নিকট আর তীর্থের প্রয়োজন হইত না। মোক্ষদায়িনী মণিকর্ণিকাও এই মনের শান্তিরই পরিপক্ক ফল। মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যের মহাবাক্যই এ কথা প্রমাণ করিয়াছেন।

মনো নিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তি ;
সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা চ।

কিন্তু তাতো হ'ল না, মন অশান্ত। এই মনের কামাচারেই, মনের স্বেচ্ছা-চারেই আমার সর্ব্বনাশ হ'ল। এত যে দুঃখ দৈন্য হাহাকার এত যে শোচনীয় অধঃপতন, আমার এ কা'র জন্য ? অজিত অশান্ত মনের জন্যই আজ এ দশা।

আমার ত কোন শত্রু ছিল না, আমার ত কোন দ্বেষ্য ছিল না, কেন আমি তবে শত্রু কারাগারে চিরবন্দী হইলাম ? কেন আমি তবে বিদ্বেষবিষজর্জ্জরিত হইলাম ? ইহকাল হারাইলাম পরকাল হারাইলাম ?—মনের দোষ অজিত মনই আমার মহাশত্রু হইয়া মহাবিদ্বেষী হইয়া জগতকে আমার ঘোর বিদ্রোহী

করিয়া উঠাইয়াছে। আর এখন ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হইব কি সম্ভার লইয়া? অনন্তের পূজায় মহানের পূজায় চাই একমাত্র উপচার—মনের—ধারনা—মনের সমাধি। এই মনই যখন আমার হইয়াও আমার হইল না শান্ত হইল না তখন আর আমার অর্চ্চনা বন্দনা কি আছে, ধ্যান ধারণা কি আছে? সকলই আমার পণ্ডশ্রম। মানব জনমই আমার বৃথা গেল।

ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদকে, যখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু, স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন করিতে একান্ত অক্ষম হইয়া পরিলেন, তখন ক্রোধান্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন "রে কুলভেদকর অধম দুর্বিনীত সন্তান,! রে মন্দাত্মন! তুই কার বলে, কোন বলে বলী হইয়া আমার শাসন অতিক্রম করিতে সাহসী হইলি?" তদুত্তরে ভক্ত অম্লান বদনে পিতাকে উত্তর করিয়াছিলেন "পিতঃ! সে বলের কথা আপনাকে কি বলিব? সে বল ধর্ম্মবল; আমি সেই ধর্ম্মের বলে প্রভুর বলে বলী। আপনি আমার প্রেমময় প্রভুকে কেন মহাশত্রু মনে করিয়াছেন? আপনি আপনার আসুরিক ভাব পরিত্যাগ করুন, তখন দেখিতে পাইবেন তিনি আপনার শত্রু নন পরম মিত্র। আপনি ত্রিলোক বিজয়ী মহাবীর বলিয়া কত গর্ব্বিত, আর উৎপথগামী নিজের মনের নিকট পরাজিত হইয়া লজ্জিত হইতেছেন না? আর এই নিজের মন জয় করিতে পারিলেন না বলিয়াই আজ সে বলের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিলেন না।"

জহ্যাসুরং ভাবমিমং ত্বমাত্মনঃ
সমং মনো ধৎস্ব ন সন্তি বিদ্বিষঃ
ঋতেঽজিতাদাত্মন উৎপথে স্থিতাৎ
তদ্ধি হ্যনন্তস্য মহৎ সমর্হনম্। শ্রীমদ্ভাগবতম্

আপনার দুষ্ট মনই আপনার এতাদৃশ আসুরিক ভাব আনায়ন করিয়াছে। আপনি নিজ মনকে শান্ত করুন, আসুরিক ভাব পরিত্যাগ করুন; আপনার মঙ্গল হউক। আপনি বিশ্বনাথ শ্রীহরিকে বিদ্বেষ করিয়াছেন, পিতঃ! আপনি মহাভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। আপনার নিজের মনই আপনার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। আপনি অজিত মনকে জয় না করিয়া কিসের অভিমান করেন? দশদিক জয় করিয়াছি বলিয়া কিসের গর্ব্ব করেন? সাধুর বিদ্বেষী নাই, শত্রু নাই! সুতরাং মন যাহার শান্ত, তাহার আর অশান্তি কোথায়?"

প্রিয় পাঠকবৃন্দ ! শুনিলেন ত, বুঝিলেন ত, এমন অশান্ত মন লইয়া আমি কত বিপদে পরিয়াছি ? কত উপদেশ পাইলাম, কত শাস্ত্র দেখিলাম, মহাজ্ঞানীর উপদেশ শুনিলাম; ওই সকলেরই একই কথা—"পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাম্"। (শঙ্করাচার্য্যঃ।) মন বশ কর, শান্তমনা হও, ভগবানকে পাইবে। কিন্তু বলিয়াছিত আমার মন শান্ত হইল না শুদ্ধ হইল না। মন যদি আমার অনুকূল হইত বশে আসিত তবে কি আর এত কথা বলিতে হইত, এত দুঃখ জানাইতে হইত ?

হায় ! যে মনের এত মহিমা এত প্রভাব ; "ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি।" বলিয়া স্বয়ং ভগবান সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন; "ময্যেব মন আধৎস্ব।" বলিয়া প্রভু যাহার অভিনন্দন করিয়াছেন এমন বস্তু পাইয়াও ধন্য হইতে পারিলাম না, একি কম দুঃখের কথা ?

এই মনকে সংযত করিতে পারিলাম না বলিয়া যে কতদূর পতনের পথে অগ্রসর হইলাম তাহা আর কি বলিব ? কামের মত ক্রোধের মত লোভের মত মহাবৈরী ভীষণ পাপ জগতে আর নাই ইহারাই সাক্ষাৎ নরকের দ্বারস্বরূপ; সাক্ষাৎ জীবের মৃত্যু সদৃশ্য। এই কাম ক্রোধেই না জ্ঞান সূর্য্য আবৃত হইয়া যায় ? ধূমে যেরূপ বহ্নি আবৃত হয়, মলে যেরূপ দর্পণ আবৃত হয়, জরায়ুর দ্বারা যেরূপ গর্ভ আবৃত হয় দুষ্পূরণীয় এই কাম ক্রোধে সেইরূপ জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেন মিহবৈরিনম্ ॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভ স্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিনা।
কামরূপেন কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥

এই মহাশত্রু কাম ক্রোধের অধিষ্ঠান ভূমি ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি। জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিয়া এই ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধিদ্বারা কাম ক্রোধ আত্মাকে নিত্যই মুগ্ধ করিয়া রাখিতেছে।

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠান মুচ্যতে
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনাম্

তাই বলিতেছিলাম মনকে সংযত করিতে না পারিয়াই আজ কামান্ধ হইলাম ক্রোধান্ধ হইলাম তাই আমার পদে পদে পতনের ভয় মরণের ভয় উপস্থিত হইতেছে।

মন আমার কথা ভাবে না। আমার পরকালের বিষয় চিন্তা করে না, আমার দুঃখে কাঁদে না; কিন্তু পরের কথায় মন সব করিতে প্রস্তুত। এই না আমার মনের কথা? এমন অশান্ত দুষ্ট নির্ম্মম পাষাণ মনের কথা আর কত কি বলিব? এই যে পরনিন্দা পরচর্চ্চা নিয়ে দিবা রাত্রি মত্ত আছি, এই যে হিংসা বিদ্বেষ বিষে জর্জ্জরিত কলেবর হ'য়ে আছি, এই যে হৃদয়-কানন কাম ক্রোধ-দাবানলে দগ্ধপ্রায়; এ দশা আমার কার জন্য হইল; আমার দুষ্ট মনই এ সকলের একমাত্র কর্ত্তা। তার যেন কঠোর প্রতিজ্ঞা আছে; সে ও পথে আসিবেনা, আমাকেও ধ্রুবপথ দেখাইবে না; সে নিজেও মজিবে, আমাকেও মজাইবে; এত অত্যাচার কেমন করিয়া সহ্য করি, আর কতই বা সহ্য করিতে পারি?

আমার কোন অজ্ঞাত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই, মন তা খুলে বল্‌বে না আমার কি করা একান্ত কর্ত্তব্যছিল যাহা আমি করি নাই, মন তা আমায় বলবে না কিন্তু মনের আমার উপর বড় দ্বেষ। বললেই ত সব চুকে যায়, সাবধান হ'তে পারি, ভাবনা ভুলতে পারি, কিন্তু তা বল্‌বে না; কিন্তু আমার উপর মনের বড় রাগ।

এই মন রাখবার জন্য আমি কতই কিনা করিতেছি, কত নব নব ভাবে নব নব বেশে শরীরের বাহির ভিতরটা সমান সমান ওলট্ পালট্ করে ফেলিতেছি, কত বেশ পরিবর্ত্তন ক'রে কত নববেশ ধারণ করেছি কিন্তু তবু তার মন পাই না, মন কিছুতেই বসে আসে না কত কত মত্ত, সিংহ ব্যাঘ্র বারণাদি হেলায় বশ মান্‌লো কিন্তু মন বশে এলো না, একি সাধারণ দুঃখের কথা? সাধারণ লজ্জার কথা? কিন্তু কি করা যায়?

উপায় নাই। প্রতিকারের উপায় নাই, ওর স্বভাবই ওইরূপ। দুঃখের কথা বটে লজ্জারও কথা বটে, মন বশে এল না। কিন্তু ইহার প্রতিকার নাই

তা থাকুলে মহাবীর ধনঞ্জয়কে ও আমারই মত দুর্ব্বার মন লইয়া বিব্রত হইতে হইত না। ওই শুনুন, তিনি কি বলিয়াছেন।

যোহয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

শ্রীমদ্ভগবৎগীতা ৬ষ্ঠ,

হে মধুসূদন! তুমি আত্মার সমতারূপ যে মহাযোগের মহিমার কথা উল্লেখ করিলে, মনের চঞ্চলতা নিবন্ধন আমি ইহার দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব দেখিতে পারিতেছিনা। হে কৃষ্ণ মন স্বভাবই অত্যন্ত চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভজনক অজেয় ও দুর্ভেদ্য। যেমন প্রচণ্ড বায়ুর গতি নিরুদ্ধ করা অতি কঠিন, দুর্ব্বার মনকে নিগৃহীত করাও সেইরূপ দুষ্কর বোধ হইতেছে।

সহৃদয় শ্রোতৃবৃন্দ! এখন শুনিলেন ত কেন বলিলাম ইহার প্রতিকার নাই এখন বুঝিলেন ত কেন মনকে বশ করিতে পারিলাম না? এইক্ষণ আবার শুনুন আবার ভগবান কি বলিতেছেন।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।

হে অর্জ্জুন! চপল স্বভাব মনকে বশ করা কঠিন তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু অভ্যাস ও তীব্র বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে নিগৃহীত করিতে হয়।

সুতরাং দেখুন, মাদৃশজীবাধমের মনের কথায় আপনাদের উপহাস করিবার কিছু নাই আর এ দুষ্টমনের কথায় আমারও লজ্জা পাইবার কিছুই নাই। আর তাদৃশ মহাজনগণের যখন মনের অবস্থা এইরূপ, তখন মাদৃশ ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জীবাধমের মন যে বিষয় লম্পট ইন্দ্রিয়গণের অণুবর্ত্তন করিয়া বায়ু যেমন নৌকাকে জলে মগ্ন করে তদ্রূপ প্রজ্ঞা নষ্ট করিয়া বসিবে তাহার আর বিচিত্র কি?

ক্রমশঃ—

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী।

ভক্তি।

(চতুর্দ্দশ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফাল্গুন মাস, ১৩২২।)

—ঃ০ঃ—

"প্রাণের কথা।"

(বন্দনা।)

—ঃ০ঃ—

ওহে দয়াময়! [illegible] আলয়!
অখিল ভুবন পতি।
জুড়াতে জীবন হে জীব-জীবন!
তোমাবিনে নাহি গতি॥
তোমার কৃপায় ভক্তি যদি পায়
তবেই জুড়ায় প্রাণ।
বিনাভক্তি ধনে যোগ যাগ ধ্যানে
না মিলয় ভগবান॥
যেমনে ভকতি হয় ভব-পতি!
সে ভাবে ভাবায়ে দাও।
ভকতি বিরোধি ওহে গুণনিধি!
যা আছে কাড়িয়া লও॥
ভকতি বিহীন অসার জীবন
রাখিয়া কি হবে আর।
পরাণ ভরিয়া হরি না বলিয়া
বাঁচিয়া কি ফল তার॥

বিষয়ে আসক্ত হইয়া বিষয়ের ভোগে যে আনন্দ লাভ হয়, তদপেক্ষা অধিক আনন্দ, ভোগ হইতে বিরত হইলে পাওয়া যায়। তাই মহাপুরুষেরা বলিয়াছেন—"ভোগে সুখ নাই, সুখ সংযমে।"

*   *   *

একবার যদি প্রেম-ভক্তি-ডোরে ভগবানকে বাঁধিতে পার, একবার যদি তাঁহার শ্রীচরণে অকপটে আত্ম সমর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে আর কোন বিষয়েরই ভাবনা থাকিবে না, ভাবময় শ্রীহরি তোমার সকল অভাবই পূর্ণ করিবেন। তোমার মনে তখন যে ভাবের যে কোন সন্দেহই উপস্থিত হইবে, সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞানময় শ্রীভগবান অন্তর্য্যামি রূপে তোমার মনোভাব অবগত হইয়া সমুদয় নিরসন করিয়া দিবেন।

*   *   *

ভগবদুপাসনার কালাকাল নাই, তবে নিয়মিত ভাবে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে আপনাপন গুরুদেবের উপদেশানুসারে যথাবিধি উপাসনা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

*   *   *

সর্ব্বদা ভগবৎভাবে থাকিতে পারিলেই সুখ। কখন মৃত্যু তোমার কেশাকর্ষণ করিবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এই জীবিত আছ, মুহূর্ত্ত মধ্যেই যে তোমার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবেনা তাহা কে বলিতে পারে? তাই বৈষ্ণব কবি-কুল-চূড়ামণি গোবিন্দ দাস গাহিয়াছেন ;—"কমল-দল-জল, জীবন টলমল, সেবহ হরিপদ নিতিরে।"

*   *   *

"গৃহিতা ইবকেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ" অর্থাৎ মৃত্যু তোমার কেশাকর্ষণ করিয়া আছে জানিয়া ধর্ম্ম করিবে। "আমি সুস্থদেহী আমার মৃত্যুর বিলম্ব আছে সুতরাং অদ্য না হউক দুই দিন পরে ধর্ম্ম কার্য্য করিব" এরূপ ভাবনা করিলে তাহার আর কার্য্য করা হয় না, কেবল মাত্র দিনের পর দিন বৃথাই যাইতে থাকে।

*   *   *

মৃত্যুকালে যে, যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিবে পরজীবনে সে, সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন ভরত ঋষি মৃত্যুকালে মৃগ চিন্তা করিয়া পরজন্মে মৃগত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। গীতায় শ্রীভগবান নিজে বলিয়াছেন :—

যং যংবাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

সুতরাং—

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ
মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামে বৈষ্যস্য সংশয়ঃ ॥

অর্থাৎ ভগবান বলিতেছেন যে,—সর্ব্বদাই আমাকে স্মরণ কর এবং নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হও এইভাবে আমাতে মন, বুদ্ধি সম্পূর্ণ অর্পিত হইলে নিঃসন্দেহে আমাকে লাভ করিতে পারিবে।

*   *   *

"আমার প্রাণে ভাব নাই সুতরাং প্রাণে ভাব হইলে উপাসনা করিব" এরূপ বলা সম্পূর্ণ মুর্খতা, হাতের লেখা ভাল হউক পরে লিখিব অথবা আগে সন্তরণ শিক্ষা হউক পরে জলে নামিব, এও কি কখন হয়? উপাসনায় প্রবৃত্ত হও, প্রাণের যাবতীয় অভাব, যাবতীয় দুশ্চিন্তা দূর হইয়া ভাব প্রকাশ পাইবে। উপাসনা ব্যতিত প্রাণে ভাব আসিবে কি প্রকারে। অন্ধকার গৃহে আগে আলো আনয়ন কর নতুবা অন্ধকার যাইবে কিরূপে। একবার একটী ক্ষুদ্র আলোক প্রকাশ পাইলেই শত শত বৎসরের অন্ধকার নিমিষে চলিয়া যাইবে।

*   *   *

গুরুদেবের আদেশানুসারে স্থিরভাবে কার্য্য করিয়া যাও, দু'চার দিন আনন্দ না পাইতে পার, দু'চার দিন প্রাণে ভাব না আসিতে পারে, তাহার জন্য নিরুৎসাহ হইবার কারণ নাই। দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিতে থাক দেখিবে দিন দিনই আত্মার উন্নতি হইতেছে।

*   *   *

যে সংসার স্রোতে পড়িয়াছ যদি অলস হইয়া তাহাতে গা ঢালিয়া দাও তাহা হইলে যে কোন পাপ সাগরে ভাসিয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। যে অবস্থায় বর্ত্তমানে আমরা উপনীত তাহাতে যদি উন্নত না হইয়া কেবলমাত্র স্বীয় পদবীটী (মনুষ্যত্বটী) কেও অব্যাহত রাখিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের পরম লাভ মনে করিতে হইবে।

*   *   *

এই স্বীয়পদবীটী রক্ষার প্রধান সহায় ভগবদুপাসনা। যদি দৃঢ়ভাবে এই উপাসনারূপ রজ্জু ধরিয়া থাকিতে পার তবে আর সংসার সাগরের ভীষণ

স্রোতের টানে অনির্দ্দিষ্টস্থানে ভাসিয়া যাইতে হইবে না। বন্ধুগণ! যদি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে চাও, যদি আত্ম রক্ষা করিতে চাও, যদি যথার্থ স্বীয় পদবী বজায় রাখিয়া আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে চাও তবে নিজ নিজ গুরুদেবের উপদেশানুযায়ী উপাসনা করিতে ভুলিও না।

* * *

সাধারণতঃ যেকর্ম্ম করিতে হৃদয়ে কুণ্ঠা বোধ হয়, হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয় যাহা প্রকাশ্যে করিতে পারা যায় না গুরুজনদিগকে লুকাইয়া গোপনে যে কার্য্য করিতে হয়, যাহা করিলে হৃদয়ে অনুতাপ আসে তাহাই পাপ কর্ম্ম বলিয়া সাধু মহান্তগণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

* * *

স্বর্ণ যেমন অগ্নি সংস্কারিত হইলে শ্যামিকা দোষ (মলিনতা) পরিশূন্য হইয়া সুনির্ম্মল হয়, ভক্তিরূপ অগ্নিস্পর্শে চিত্তরূপ স্বর্ণের ও নানাপ্রকার মলিনতা, নানাপ্রকার বিরুদ্ধভাব সকল দূরীভূত হইয়া সেইরূপ হৃদয়ে পরমানন্দ-প্রদ ভগবদ্‌ভাবের উদয় করে।

ক্রমশঃ,

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বল হরিবোল।

—:০:—

নদীয়ার পথে নাচি কতমতে
কে ওই ধাইয়া আসে।
হরিনাম গানে ব্যাকুল পরাণে
নয়ন সলিলে ভাসে॥
মাতায়ে নদীয়া নদীয়ার চাঁদ
নগরে নগরে ফিরে।
"বল হরিবোল বল হরিবোল
আমার মাথার কিরে"॥

রাজা মহারাজা পথের ভিখারী
সবে বলে হরিবোল।
নাম সুধাপানে মাতি নরনারী
বাজায় মৃদঙ্গ খোল॥
পাতকী তরাতে পাতকী-তারণ
নদীয়ায় অবতার।
হরিনাম স্রোতে ভাসিল মেদিনী
হরিনাম হ'ল সার॥
গৌরাঙ্গ সুন্দর রূপ মনোহর
কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলে।
মাতালে' নদীয়া মাতালে' ভারত
অবিরাম হরিবোলে॥
"পায়ে ধরি তোর বল হরিবোল"
কহিছে গৌরাঙ্গরায়।
"বল হরিবোল বল হরিবোল
রবে নারে ভবদায়"॥

শ্রীহরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র।

পুত্রহারা শচীর প্রতি,

—:০:—

(১)

কেনগো খুঁজিস আর প্রতি ঘরে ঘরে,
পুত্র-হারা পাগলিনী জননী আমার!
গিয়াছেগো পুত্র তোর জগতের তরে,
হরিনাম মহামন্ত্র করিতে প্রচার।

(২)

"বাপরে নিমাই" বলি ফুকারি ফুকারি,
না কাঁদিস্ আর মাগো, সামান্য মানব

নহে ত মা পুত্র তব, আপনি শ্রীহরি
অবতীর্ণ নদীয়ায় উদ্ধারিতে জীব।

(৩)

আজি বিশ্বপ্রেমে ভোরপুর প্রাণ তার;
সংসারের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মাঝারে
থাকিবে কেমনে, জগতের দুঃখে যার
বিগলিত হয় প্রাণ, সদা অশ্রু ঝরে।

(৪)

সে যে গো ভেসেছে হরি নামের সাগরে
অগণিত পাপী তাপী পতিত কাঙ্গালে,
করিতে উদ্ধার তার সদা অশ্রু ঝরে;
প্রেম অবতার তার প্রেমই সম্বল।

(৫)

যেহ যেই গ্রামে তার পড়ে পদধূলি,
বাল বৃদ্ধ যুবা কণ্ঠে উঠে হরিধ্বনি।
তার্কিক পাষণ্ডী হৃদি প্রেমামৃতে গলি,
কেমন মধুর ভক্তি জন্মিছে আপনি।

(৬)

বঙ্গ হ'তে উড়িষ্যার প্রতি ঘরে ঘরে,
হরিনাম মহামন্ত্র হ'য়েছে স্থাপিত।
না কাঁদিস্ আর মাগো হেন পুত্র তরে,
প্রাণের ঠাকুর তিনি সর্ব্বত্র পূজিত।

শ্রীভোলানাথ ঘোষ দাস।

মনের কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ লিখিত।)

হায়! যদি দু'দণ্ডের জন্যও মন শান্ত হইত, শুদ্ধ হইত, তাহা হইলেও কত শান্তি লাভ করিতাম। যাঁহাদের মন সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থান করে, তাঁহারা তাঁহাদের জীবিতাবস্থাতেই সংসার জয় করিয়া বসিয়াছেন।

ইহৈববৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। (গীতোপনিষৎ)। মনের সাম্যাবস্থা, মনের প্রশান্তি সহজ সাধনায় লভ্য নহে। যাঁহারা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহারা পরমযোগী। অপাপবিদ্ধ নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দ সুখ প্রশান্তমনাঃ যোগিগণেরই একমাত্র উপলভ্য। মন শান্ত না হইলে শুদ্ধ না হইলে কি কখনও সে সুখের আশা করা যায়? কখনই নয়। তাই গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন;—

প্রশান্ত মনসং হ্যেনং যোগীনাং সুখমুত্তমং
উৎপত্তি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্।

কিন্তু এ জীবনে আমার ভাগ্যে আর সে দিন ফিরিয়া আস্‌বে কি? যে দিন মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইবে ও বিশৃঙ্খলতা বিদূরিত হইবে, আমার মন প্রসন্ন হইবে; আর বিশ্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর অভয়পদের আশ্রয় পাইয়া ভব যন্ত্রনার চির অবসান হইবে। সে দিন সে শুভদিন কখনও হইবে কি? অসম্ভব কথা। এ মন থাকুতে ত কখনই নয়। আবার যদি কখনও মনকে সংযত করিতে পারি, বাক্ সংযম করিতে পারি, ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারি তবে না হইবে? অবসান নাই। ওই যে প্রেমময় হরি ভক্ত প্রবব উদ্ধবকে মহাবিভূতি উপদেশ প্রসঙ্গে পতীত জীবকে আত্মসাৎ করিবার ইচ্ছায় বলিতেছেন।

বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ
আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে।
শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১শ স্কন্ধ।

কিন্তু তা পারিলাম কৈ? বাক্য মন প্রাণ ইন্দ্রিয় বুদ্ধি ইহার একটীকেও আমার সারা জীবনের সাধনায় বশে আনিবার শক্তি হইল না। এক মনকে বশ করিতে পারিলেও সব হইত, তা মন বশে এল না। মন না পেলে কি দিয়ে সম্বন্ধ করিব? "প্রভো কৃপা কর" বলিয়া মুখে চিৎকার করিলে বিশেষ কত কি লাভ হইবে? মনের সহিত যদি না হয় তাতে কি ফলোদয় হইবে? মনের সংগ্রহ মনের ধারণাই পরমযোগ।

এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ। (শ্রীমদ্ভাগবতম্।) আর যেখানে এই মনের প্রশান্তি, মনের বিশুদ্ধি, সেই খানেই প্রেমময় ভগবানের অভয় পদ নিকটস্থিত।

পদং তৎ পরমং বিষ্ণোর্মনো যত্র প্রশাম্যতি। (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ২য় স্কন্ধ) কিন্তু হায়, মন বশে আসিল না, মন শুদ্ধ হইল না, শান্ত হইল না।

সহৃদয় মহাজনগণ; সাধুসজ্জন বৈষ্ণবগণ, আমার দুঃখের কথা শুনিলেন ত? দুর্জ্জয় মন লইয়া আমি যে অকুলে ভাসিলাম, একথা শুনে কি আপনাদের দুঃখ হইতেছে না? এইবার আমায় একটু কৃপা করুন। আমার মন দ্বারা আর আমার মঙ্গলের সম্ভাবনাত দেখিনা। আপনাদের ন্যায় নিষ্কিঞ্চন মহাজনের পাদরজোভিষেক ব্যতীত, কৃপা ব্যতীত, আমার মনঃ-শুদ্ধির আর অন্য উপায় নাই। মন যে স্বভাবতই দুর্জ্জয়, স্বয়ং ভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন "দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ।" "হে উদ্ধব! যাবতীয় দুর্জ্জয় বস্তুর মধ্যে আমিই মন। অর্থাৎ মনকে সহজে কেহই কোন কালে জয় করিতে পারে না!" সুতরাং আমার মন যে নিজের বলে বশীভূত করিব সে আশাও আমার নাই।

সহৃদয় বন্ধুগণ জীবমাত্রেরই মনের কথা এইরূপ। এই মন লইয়া জীবের কত, স্পর্দ্ধা কত গর্ব্ব কত দম্ভ কত অভিমান আবার এই পাগল মন লইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে চাই; এই চপল মন লইয়া প্রেমানন্দের

অধিকারী হইতে চাই; এই অজিত মন লইয়া জগৎজয় করিতে উদ্যত হইয়াছি, কি ভ্রম! কি ভ্রম!!

এ মনের কথা শুনিবার বুঝিবার ও ভাবিবার বটে, কিন্তু এ মনের কথার চরম বিশ্রান্তি কোথায়—কতদূরে? ওই শুনুন, ভক্তিসিদ্ধান্ত-মহার্ণব শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ভগবদুদ্ধব সংবাদে ভিক্ষুগীতিকার প্রাণারাম শান্তনাষ্টক:—

নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ
মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্‌যৎ।১।

মনো গুণান্ বৈ সৃজতে বলীয় স্ততশ্চ কর্ম্মাণি বিলক্ষণানি
শুক্লানি কৃষ্ণান্যথ লোহিতানি তেভ্যঃ সবর্ণাঃ সৃতয়ো ভবন্তি।২।

অনীহ আত্মা মনসা সমীহতা হিরণ্ময়ো মৎসখ উদ্বিচষ্টে।
মনঃ স্বলিঙ্গং পরিগৃহ্য কামান্ জুষন্নিবদ্ধো গুণ সঙ্গতোহসৌ।৩।

দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্‌ব্রতানি
সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরোহি যোগো মনসঃ সমাধিঃ।৪।
সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং দানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যম্।
অসংযতং যস্য মনো বিনশ্যদ্দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ।৫।
মনোবশেহন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।
ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্ যুঞ্জ্যাদ্বশং তং স হি দেবদেবঃ।৬।
তং দুর্জ্জয়ং শত্রুমসহ্যবেগং অরুন্তুদং তন্ন বিজিত্য কেচিৎ
কুর্ব্বন্ত্যসদ্বিগ্রহমেব মর্ত্ত্যৈর্মিত্রাণ্যুদাসীনরিপূন্ বিমূঢ়াঃ।৭।
দেহং মনো মাত্রমিমং গৃহীত্বা মমাহমিত্যন্ধধিয়ো মনুষ্যাঃ
এষোহহমন্যোঽয়মিতি ভ্রমেণ দুরন্তপারে তমসি ভ্রমন্তি।৮।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ একাদশ স্কন্ধে ২৩শ অধ্যায়ঃ।

সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, আসে যায় রবি শশী প্রায়—
মানবের ভাগ্যাকাশে সদা; ইচ্ছা কার? বুঝা নাহি যায়।
কি কারণ, হেতু কোন জন? নহে কভু জন সাধারণ
দেব আত্মা গ্রহ কর্ম্ম ফল নহে হেতু; কারণ সে মন। (১)

মনের ইঙ্গিতে মায়াময় এ সংসার চক্র আবর্ত্তন
মনের প্রভাবে সৃষ্ট এই সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণগণ।
যা হ'তে নিখিল বিশ্বময় দেব নর পশু আদি গতি;
মনের মহিমাস্পর্দ্ধা কত, যার সহ প্রাণের সঙ্গতি। (২)
জীব-সখা আত্মা, হিরণ্ময়; উদাসীন দেখেন চাহিয়া;
মূর্খ জীব, সংসার কারণ মন পেয়ে আপনা ভাবিয়া
আত্মজ্ঞানে, গুণসঙ্গেতার, কর্ম্মসঙ্গে কামের সেবায়
মুগ্ধ বদ্ধ এ হেন দুর্গত; কাঁদে, আর কি যাতনা হায়! (৩)
দান-ধর্ম্ম-যম-নিয়মন-জপ-যজ্ঞ-শ্রুত-কর্ম্ম যত,
এই সব জ্ঞানাঙ্গ সম্ভার কার তরে বিধি শত শত?
প্রয়োজন—মনের নিগ্রহ যার লাগি দুঃখ দৈন্য আধি;
সে সকল অপর সাধন; পর-যোগ মনের সমাধি। (৪)
যার মন শুদ্ধ সমাহিত, প্রশান্ত করুণা পারাবার;
দান-ধর্ম্ম-উপবাস ব্রতে নাহি কোন প্রয়োজন তার;
মন যার বিক্ষিপ্ত চৌদিকে, বিষয় লালস অচেতন,
কে রোধিবে পতন তাহার? অনিবার্য্য নিশ্চিত মরণ।(৫)
দেবগণ মনের অধীন, মন অন্য বশ নাহি হয়;
দুর্জ্জয় বিজয়ী ভীষ্ম দেব মন বলী সর্ব্বভূত ময়।
হেন মন বিজয়ী যেজন, দেব দেব সেই মহাজন;
নিখিল ইন্দ্রিয় জয়ী সেই; ধন্য সেই পুরুষ রতন।(৬)
অরুন্তুদ ভীষণ অরাতি দুর্জ্জয় অসহ্যবেগ মন
তাকে না করিয়া পরাজয় গর্ব্ব করে যেই অভাজন,
অসৎ বিগ্রহে ব্যস্ত সদা, অন্যজনে দন্তে নাহি গণে
তার তুল্য বিমূঢ় অধম অভাজন না দেখি ভুবনে। (৭)
মনো-মাত্র-বিপরিকল্পিত এই নিজদেহ পুত্রকায়;
আমি ও আমার ক'রে ল'য়ে, অন্ধবুদ্ধি জীবগণ হায়!
নিজ পর ভেদ ভ্রান্তি বশে জন্ম জন্ম ভাসিয়া বেড়ায়
অকূল সংসার পারাবারে; কি সাধ্য মনের তত্ত্ব পায়? (স্বকৃতানুবাদ।)

সহৃদয় বন্ধুগণ! আরও মনের অনেক পরিচয়ই দিবার ছিল কিন্তু আর বাচালতার প্রয়োজন নাই। অল্পকথায় মনের সকল পরিচয়ই যথাসাধ্য বলা গেল, বিস্তার করিয়া বলিবার আর শক্তি নাই এখনও তার অনেক কথাই বলবার অবশেষ থাকিয়া গেল কিন্তু তা থাকুক; দুষ্টমনের কথা আর কত বলিব?

গুরুদেব, ভীষণ সংসার সাগরে একমাত্র পারের কাণ্ডারী যিনি, যাঁহার পাদাশ্রয় ব্যতিরেকে ভবপারাবার উত্তীর্ণ হইবার জীবের অন্য ভরসা নাই, শক্তি নাই, গতি নাই, কি আমার দুর্দ্দৈব, মন তাঁহার অভয় চরণ মূলে এক-দিনের জন্যও সংলগ্ন হইল না, কিন্তু মন নরকের দ্বারে দুর্ব্বার মদমত্ত ইন্দ্রিয়-গণের প্রত্যেকের পাদমূলে বিষয়কূপে চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত হইল! হায়! হায়! আমার কি দুর্দ্দৈব, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল! এমন মনের কথাও কি বলিতে আছে? এমন সর্ব্বমঙ্গল ধাম শ্রীগুরুর পাদ পদ্মে যদি মন লগ্ন না হইল, আমাদের এ শরীর সৌন্দর্য্যের তবে কি প্রয়োজন, এ লৌকিক পুত্র কলত্র বান্ধবাদির, মান যশ, প্রতিপত্তির, অগাধ বিষয় সম্পদের তবে কি প্রয়োজন? কি সার্থকতা, কি মহিমা? ষড়ঙ্গ ও বেদাধ্যায়ন বল, অগাধ শাস্ত্র বিদ্যাই বল, বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তিই বল, কি প্রয়োজন? আমাদের তাহাতে কি ফলোদয় হইবে? সকলই বিফল, সকলই বৃথা, সকলই অশুচি!

শরীরং সুরূপং তথা বা কলত্রং
যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥
ষড়ঙ্গাদি যোগো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা
কবিত্বাদি গদ্যং সুপদ্যং করোতি।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

আর্ত্তের বন্ধু প্রেমময় প্রভো! আমাদের মত অভাজনগণের মনের কথা লইয়া তোমার ভক্ত চূড়ামণি তোমাকে কি বলিয়াছেন স্মরণ হয় কি?

নৈতন্মনস্তব কথাসু বৈকুণ্ঠনাথ
সংপ্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষ শোকভয়ৈষণার্ত্তং
তস্মিন্ কথং তবগতিং বিমৃষামিদীনঃ। শ্রীমদ্ভাগবতম্। ৭।৯।৩৯

প্রভো! আমার মন অসাধু বলিয়া, দুষ্ট বলিয়া, পাপাচ্ছন্ন বলিয়াই নিত্য-কত হর্ষ-শোক-ভয়াকুল; তোমার ভুবনমঙ্গল কথায় তাই তাহার রতি প্রীতি নাই। এ কামাতুর চপল মনের গতি কি হইবে প্রভো! এই মনের দ্বারা আমার গতি নির্ণীত হইবে ইহাও কি কখনও সম্ভব হয়? প্রভো! এ ভাগ্যহীনের তুমিই একমাত্র ভরসা।

দয়াময়! দাও শান্তি দাও, মন ভাল ক'রে দাও। তোমার শ্রীপাদপদ্মে এই নিবেদন :—

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো! দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্।
ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসার সাগরতঃ। (শঙ্করষট্পদীস্তোত্রম্।)

হে বিষ্ণো! আমার অবিনয় অপনয়ন কর, মার্জ্জনা কর, আমার মনকে দমন কর, মৃগতৃষ্ণার শান্তি বিধান কর; সর্ব্বজীবে দয়া বিস্তার কর;

মনের সহিত না হইলে কিছুতেই কিছু হইতেছে না, হইবে না। মন ছাড়া কি হয়? হরিছাড়া কি কখনও কীর্ত্তন হইতে পারে? যাগ যজ্ঞ, তপ জপ, সাধন ভজন, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, যাহা কিছু ধরিতে চাও— মন চাই। মন সংকল্প বিকল্প স্বভাব। প্রত্যেক কাজের মূলই সংকল্প, ইচ্ছা, বাসনা প্রবৃত্তিতে এই সংকল্পের ভাবাভিব্যক্তি।

সঙ্কল্প প্রভবান্ কামান্।

তাই সেখানে সঙ্কল্পাত্মক মন কামের জন্মদাতা। আমার মন আছে কিন্তু মন মাতাল, মন বশে নাই। এত চপল চঞ্চল, এত দুর্ব্বার বাচাল, এত অশান্ত অজিত যে, আমার তার জন্য আর দুর্গতির অবধি নাই। সুতরাং এ মনের কথা কত বলিব?

মনের সমাধান নাই। মন আছে কিন্তু পরমবৈরী; মন মদন বেপিত, ক্রোধ বিকম্পিত, লোভ দুষ্ট, মোহগ্রস্ত, মদাতুর; মনের সমাধি নাই।

মন আমাকে বিষয়গর্ত্তে কামান্ধকূপে ডুবাইল; আমার ইহকাল গেল পরকাল গেল কিন্তু মন তবু শান্ত হইল না শুদ্ধ হইল না।

হায়! হায়!! যদি একবার মাত্র একমুহূর্ত্তের জন্যও বিষয় ভুলিয়া সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবৎগুণে অনুরাগী হইত, শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে ক্ষণকালের জন্যও আশ্রয় পাইত, তাহা হইলেই তাহার সব হইত। তাহা হইলে কি আর আমার শমনভীতি থাকিত?

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্নিবেশিতং তদ্‌গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তিহি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ। (শ্রীমদ্ভাগবতম্।৬।১।১৭)

তাই সসাগরা ধরণীর একাধিরাজ সম্রাট অম্বরীষ নরপতি প্রথমে এই মনকেই বশে আনিয়া ফিরাইয়া শ্রীকৃষ্ণপদার বিন্দে স্থাপন করিয়া ছিলেন। তাই তিনি আদর্শ মহাজন।

স বৈ মনঃ কৃষ্ণ পদারবিন্দয়োঃ। (শ্রীমদ্ভগবতম্।)

মন যদি শান্ত না হইল; শুদ্ধ না হইল; করাল কাল চক্রের কঠোর নিষ্পেষণে তীব্র যম যাতনায় উপায় কৈ, ভরসা কৈ? জগচ্চক্ষুতে দুই মুষ্টি ধূলি প্রক্ষেপ করিলাম তাহাতে বিশেষ কি উপকার হইবে? সেই লোক সংযমন যমরাজ দিব্যচক্ষুষ্মান্ সর্ব্বদর্শী। ওই সূর্য্যচন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র পুঞ্জ, এই দিবারাত্রি সন্ধ্যা ওই সর্ব্বত্রচারী পবন, সেই ধর্ম্মরাজের সিংহাসন তলে। সেখানে তাহারা সকলে একবাক্যে সাক্ষ্যদিবে আমার মনের অত্যাচার মনের ব্যভিচার। কয়জনের মুখ বন্ধ করিতে যাইয়া উপহাস্যাস্পদ হইব? উপায় নাই। সকলে একবাক্যে পরিচয় দিবে মনের মত্ততায় তখন প্রকাশ পাইবে নিষ্ঠুর কার্য্যে নিত্য ব্যাপৃত এই ত আমার মনের কথা! সেই সত্য ধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মের সিংহাসন তলে বিচার আরম্ভ হইলেই মহা বিপদ। তাই বলিতেছিলাম মন বশ না হইলে মন "তদ্‌গুণরাগি" না হইলে আর আমার উপায় নাই, উদ্ধার নাই।

শ্রদ্ধাস্পদ বৈষ্ণব পাঠকবৃন্দ! একটু বিচার করুন; আমার এ মনের কথা বলিবার আছে কি না, শুনিবার আছে কি না।

কায়মনোবাক্যে দিবানিশি কত পাপাচরণ করিতেছি, তাহার ত ইয়ত্তা নাই। ব্রহ্মাজ্ঞ মন্বাদিশাস্ত্র বিহিত ব্রতাদি অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাত নিয়ত প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি কিন্তু প্রকৃত শুদ্ধ হইতে পারিতেছি কি? বাক্যের দ্বারা পাপের সঙ্কোচ করিতেছি, কায়কৃত পাপকেও কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করা যায়? কিন্তু মনের পাপের সঙ্কোচ হয় কি? মন স্বভাব, আমার এ দুষ্ট মনের স্থির সঙ্কল্প সে অসৎ পথেই ধাবিত হইবে? কিছুতেই বশে আসিবে না।

তবে যদি ভাগ্যগুণে আপনাদের মহৎ সঙ্গগুণে এই দুর্বার বাচাল মন লইয়া সময় সময় একটু ভগবৎগুণানুবাদ করিতে পারি, পলকের জন্য ভগবৎ-পদারবিন্দে মন রাখিতে পারি, তবেই এ মহাপাপের চরম প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়। তাহা হইলে অবশ্যই মন শুদ্ধ হইত, শান্ত হইত।

নৈকান্তিকং শুদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতে
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎ পথে।
তৎকর্ম্ম নির্হরিমভীপ্সতাং হরে
গুণানুরাগঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ॥

শ্রীহরি নাম গুণানুবাদ মাত্রই যে চিত্ত শুদ্ধির কারণ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা আর এ জীবনে পারিলাম কৈ? সে ভাগ্য আর এ জীবনে আসিল কৈ? তাই বলিতেছিলাম, আমার এ মন লইয়া আমার কি দুর্গতি।

মন আমার এ দেহরাজ্যের একাধীশ্বর। এখানে তাহার প্রভাব কত, প্রতাপ কত? আর এ মনের পরিবার পরিজনই বা কত, মন কতবড় সংসারী। এ মনকে সংযত করা কি সহজ কথা? এ মনের বিভুত্বের নিকটে অবনত হইয়া তাই একদিন সরস্বতীও বলিয়াছিলেন :—

ত্বচ্ছঙ্গাৎ শাশ্বতোঽপি প্রভবলয়জরোপপ্লবো বুদ্ধিবৃত্তি
ষ্বেকো নানেব দেবো রবিরিব জলধেবীচিষু ব্যস্তমূর্ত্তিঃ।
তুষ্ণীমালম্বসে চেৎ কথমপি বিততা বৎস!, সংহৃত্য বৃত্তী-
র্ভাত্যাদর্শেপ্রশমে মুখমিব সহজানন্দসান্দ্রস্তদাত্মা॥

কৃষ্ণমিশ্রযতীকৃত প্রবোধচন্দ্রোদয়ে।

বৎস মন! তোমারই সঙ্গবশে শাশ্বত পুরুষ আত্মা নির্ব্বিকার হইয়াও ঘটে অবিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। শান্ত হইয়াও অধীর হইয়াছেন। তোমারই সঙ্গ ক্ষোভ-চাঞ্চল্যে একমূর্ত্তি হইয়াও আত্মা ক্ষুব্ধ হইয়া বুদ্ধি বৃত্তিতে বহু মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে বিরাটের ব্যক্তরূপ সূর্য্যদেব যেমন কোটী কোটী মূর্ত্তি ধারণ করেন, একমহান্ চৈতন্য আত্ম পুরুষও সেইরূপ প্রত্যেক প্রপঞ্চ জগতে জন্ম নিধন জরাগ্রস্ত হইয়া বহুভাবে পরিণত হইয়াছেন। বৎস মন! তুমি যদি মুদ্রিত হও শান্ত হও, তুমি যদি আবার তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর তবেই তাঁহার চাঞ্চল্যের চিরঅবসান হয়। তখন আবার নির্ম্মলস্বচ্ছ মুকুরাদি আদর্শে পুনরায় যেমন দিনমণি সূর্য্যদেব স্বীয়মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, আবার আত্মাও সর্ব্ববিষয় প্রপঞ্চ হইতে বিসৃতা বৃত্তি সমূহকে আপনাতে সংহৃত করিয়া আবার শান্ত হয়। নির্ম্মল অন্তঃকরণে তখন আবার সহজানন্দসান্দ্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন।

এইবার শুনিলেন ত মনের ব্যাপার কি ভয়ানক! এই মনের ক্ষোভেই এই জগৎ বিপরিবর্ত্তন; এই মনঃ ক্ষোভেই জীবের এত চাঞ্চল্য, এত ভ্রষ্টবুদ্ধি, এত দুর্গতি। মন প্রশান্ত হইলে, মন স্থির হইলে কি আর জীবের দুঃখ থাকিত?

এই যে এখনও কত পল্লীতে পল্লীতে মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত হরি সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে কোটী কোটী কণ্ঠধ্বনিত হইতেছে, উদ্দাম নৃত্য কীর্ত্তনে লক্ষ লক্ষ নরনারী দিক প্রান্ত মুখরিত করিয়া দিতেছে কিন্তু তাহাতে কি ফলোদয় হইতেছে? বিশেষ কিছুই নয়। একবার দৃষ্টিপাত করুন, দেখুন; ওই যে দেশময় পাপতাপ, হাহাকার, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি অকাল মৃত্যু স্রোত তরতর বেগে প্রবাহিত; ওই যে বৃক্ষ ফল শূন্য, ক্ষেত্র শস্য শূণ্য, জলাশয় জলশূন্য শ্মশানতুল্য পড়িয়া আছে এই কি শ্রীভগবৎ নাম মঙ্গলের সদৃশ পরিণতি?

"নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্।"

যে নাম সংকীর্ত্তনে দিগন্তের অমঙ্গল অন্ধকার ভস্মীভূত হইয়া যায়, যে নামে পাপহরে তাপহরে, রোগ হরে শোক হরে, সেই শ্রীভগবন্নাম সঙ্কীর্ত্তনের তরঙ্গে তরঙ্গে দেশ হাবু ডুবু খাইতেছে, আর দেশময় এই শোচনীয়

অধঃপাত! এখানে কি বলিয়া এ বিরোধের সমাধান করিব? শ্রীহরিনামের ফল মাহাত্ম্য অস্বীকার করিব, না শ্রীনাম মহিমার সন্দীহান হইব? ধিক আমাদিগকে।

ইহার একমাত্র কারণ, নাম হয় না; নাম হয—নাম হয় না। অবিদ্য কামকর্ম্মে জীব চির আচ্ছন্ন, মন বিষয় মুগ্ধ; মুখে নাম হয়, মনের সহিত হয় না; মনে মুখে এক হইয়া হয় না, কাজেই নাম হইয়াও নাম হয় না বলিতে হইতেছে। বহু বহু অপরাধযুক্ত জীব নাম করে তাই না দেশ পবিত্র হয় না, দিক প্রসন্ন হয় না? কিছুই হয় না। অমঙ্গল যদি নষ্ট না হয়, তবে আর প্রকৃত নাম হয় কৈ? মনের সঙ্গে চাই। "একেন মনসা" একমন চাই। কিন্তু সেই মন হইল না, মন বশে আসিল না!

আর কত কথা বলিব? ভাগবত রসিক ভক্তবৃন্দকে আর কতদিন এই বৃথা কথায় জ্বালাতন করিব! সুতরাং প্রবন্ধ সংক্ষেপ করিতে চাই। তবে বন্ধুজনের নিকট মনের দুঃখ কীর্ত্তন করিয়া মনের কতকটা শান্তি পাইলাম এই আমার আনন্দ। আর ভবাদৃশ ভাগবত প্রসঙ্গে একটী মহা উপদেশ পাইলাম এই আমার শান্তনা। উপদেশ কি? চলিয়াছত—"গুণানুরাগঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ।" এ দুষ্ট মনঃ শুদ্ধির অন্য উপায় নাই! একমাত্র উপায় প্রভুর গুণে অনুরাগ। মহৎ কৃপা ব্যতীত তাহা লাভ হয় না। সুতরাং ভাগ্যই বড় কথা। সুকৃতি ব্যতীত মনঃ শুদ্ধির আশা বড় দেখা যায় না। অপরাধ নির্ম্মুক্ত হইয়া একবার একমনে হরিনাম করিতে পারিলেই সব হইতে পারে। কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম কৈ? অপরাধ মুক্ত হওয়া সহজ কথা নয়। তবেই দিবারাত্রি অবিচ্ছেদে বহুকাল হরিনাম কীর্ত্তন প্রসঙ্গের প্রয়োজন। ফল চাই "গুণানুরাগ।" যতক্ষণ তাহা না হইবে ততক্ষণ মনঃ শুদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

এ অন্ধকার ময় জীবন আকাশে আমার সে শুভ চন্দ্রোদয় হইবে কি? সে অনুরাগের শশিকলার স্নিগ্ধালোকে হৃদয়ের পাপান্ধকার কখনও অপসারিত হইবে কি? এ মনঃ প্রাণ আমার এ জীবনে কখনও কৃতকার্য্য হইবে কি? ভক্ত পাঠকগণ! কৃপা করুন, আপনাদিগের কৃপা হইলেই সকল হইতে পারে।

ভক্তি।

(চতুর্দ্দশ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, চৈত্র মাস, ১৩২২)

—:০:—

প্রাণের কথা।

(২)

——:০:——

ভগবদুপাসনা করা যে আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়া বৃথা তর্ক বা বিচারের প্রয়োজন নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেবতুল্য ঋষিগণ—মহাজনগণ উপাসনা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল করিয়া কিরূপ বিমল আনন্দ—বিমল শান্তি-সুখ লাভ করিয়াছেন, কেবল তাহা ভাবিয়া তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসরণ করাই আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বল জীবের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন,—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" সুতরাং নিজ নিজ স্বভাবের বশে মনঃকল্পিত পথে না চলিয়া মহাজনগণের অনুসরণ করাই বিধেয় ও শাস্ত্র সঙ্গত।

*　　　*　　　*

আমরা যখন সর্ব্বথা প্রকারে সুখৈষী, (সুখপ্রার্থী) তখন সর্ব্ব সুখাধার আনন্দ-নিলয় শ্রীভগবানের সেবা, তাঁহাতে আত্মসমর্পনই আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ যাঁহার নিকট যে দ্রব্য থাকে তাহার নিকট সেই দ্রব্যের জন্য প্রার্থনা করিলে যেমন প্রার্থনা পূর্ণ হইবার আশা করা যায়, সেইরূপ সর্ব্ব-সুখ-ময় পূর্ণানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবানের স্মরণ ভিন্ন আর সুখ পাইবার—আনন্দ পাইবার, শান্তি পাইবার আশা কোথায়?

*　　　*　　　*

শ্রীভগবান সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। যাবতীয় রূপ, গুণ, ভাব ও কার্য্যাদি সকলই যে তাঁহার আনন্দময় সত্ত্বার বিকাশ মাত্র অন্য কিছুই নহে, এই ভাবটী দুই প্রকারে জীব-হৃদয়ে প্রতীতি হইয়া থাকে। এক জ্ঞান দ্বারা, অপর বিশ্বাস দ্বারা। যেভাবেই হউক না কেন অকপট ভাবই বাঞ্ছনীয়।

*   *   *

শ্রীভগবান সর্ব্বময় হইলেও আমরা যে সর্ব্বত্র তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিনা তাহার একমাত্র কারণ আমাদের হৃদয়ে অবিশ্বাস। কারণ আমরা যে মঙ্গলময় বলিয়া শ্রীভগবানকে বলিয়া থাকি ইহা কেবল মুখের কথা, যথার্থ প্রাণের সহিত বলি না। তাই ভক্ত সাধক বলিয়াছেন;—"হরি, তোমায় ভাল বাসি কই, আমার প্রেম কই। কেবল লোক দেখান ভাল বাসি মুখে শুধু কাজে নই॥" যথার্থ কথাই বটে।

*   *   *

দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে কিছুই হইবে না। শ্রীভগবান যে বায়ুরূপে বীজন করিতেছেন, সূর্য্যরূপে আলো ও উত্তাপ প্রদান করিতেছেন, জলরূপে জগতকে রক্ষা করিতেছেন, আশে পাশে সর্ব্বদাই যে নানাভাবে নানা মূর্ত্তিতে তিনি বিদ্যমান কেবল মায়ামোহের ঘোরে আমরা তাহা বুঝিতে পারিনা। সাধুসঙ্গ রূপ সুবৈদ্যের সংসর্গে যখন এই বিঘোরতা কাটিয়া যায় তখনই জীব তাঁহার সত্তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। এই জন্যই সাধুসঙ্গ একান্ত প্রয়োজন বলিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন।

*   *   *

সংস্বরূপ শ্রীভগবানের সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের আলোচনাকেই সৎসঙ্গ বলা হয়। সৎ বিষয়ের চিন্তা, সদালাপ সৎগ্রন্থ পাঠ অথবা সৎ ব্যক্তির সঙ্গ এই গুলি সকলই সৎসঙ্গ। এই গুলির মধ্যে যখন যে ভাবের সঙ্গ করিবার সুবিধা হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। কারণ শাস্ত্র নানাভাবে এইটাই ঘোষণা করিয়াছেন যে "একমাত্র সৎসঙ্গই ভগবদ্ভক্তির জনক, পোষক, বিবর্দ্ধক ও রক্ষক।" সুতরাং যতদিন চিত্ত সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভাবে বিভোর না হয় ততদিন যত্নের সহিত সাধুসঙ্গ করা প্রয়োজন। অবশ্য ভাবলাভের পরেও সৎসঙ্গ থাকা বাঞ্ছনীয়।

*   *   *

সৎসঙ্গের এমনই মহিমা যে অতি অল্পকাল সৎসঙ্গের ফলেও মহাপাপী অনায়াসে সুদুস্তর ভবনদী পার হইতে পারে, শাস্ত্র বলেন;—"ক্ষণমিহ সুজ্জন সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।" আবার "সাধুসঙ্গে স্বর্গবাস; অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ।" এ প্রবাদ বচনও অতিসত্য।

*   *   *

যে শক্তি দ্বারা অত্যন্ত বিপরিত ভাব, বিপরিত বিষয় সমূহকেও যথাযথ ভাবে সংলগ্ন করা যায় সেই শক্তির নামই "যোগশক্তি" শাস্ত্র বলেন ;— "যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্।"

*   *   *

গাভীর সর্ব্বশরীরে দুগ্ধ থাকা সত্ত্বেও যেমন দোহন প্রণালী দ্বারা কেবল স্তনদেশ হইতেই দুগ্ধ ক্ষরিত হয় সেইরূপ ভগবান সর্ব্বময় হইলেও সাধারণতঃ উপাসনাদি দ্বারা ভক্তের ভাবানুযায়ী প্রতিমূর্ত্তিতেই তাঁহার অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। অবশ্য অনেকে মূর্ত্তিপূজার বিরোধী থাকিতে পারেন, তাঁহাদের সঙ্গে ভক্তেরভাব কতদূর মিশ খাইতে পারে তাহা আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে অক্ষম। আর বুঝিবার প্রয়োজনও বোধ করি না।

*   *   *

ভগবানকে দূরে মনে করিওনা, তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া জান। শ্রুতি বলেন ;—তিনি প্রাণের প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ মনের মন ইত্যাদি। সকলেরই মূলে তিনি, অবশ্য প্রাণে ভগবদ্ভাবের উন্মেষ আরম্ভ হইলে তাঁহাকে যথার্থই নিকট অপেক্ষাও নিকট বলিয়া বোধ হয়। ভাব বিরহিত ব্যক্তির নিকটই তিনি দূরে।

*   *   *

কখন কাহারও দোষ গুণ বা তাহার কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের বিচারে তোমার প্রয়োজন নাই, কারণ তুমি নিজেই ভ্রম-পরিপূর্ণ তুমি যেটীকে ভাল মনে কর সেটী হয়তো প্রকৃত ভাল নয় আবার তুমি যেটী মন্দ মনে কর হয়তো সেটী প্রকৃত পক্ষেই মঙ্গলকর, সুতরাং পরের দোষ গুণের বিচার না করিয়া তুমি তোমার নিজ লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সাবধানে অগ্রসর হইতে থাক। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া যাহাতে কুপথে মন না চলে তাহার জন্য সতত যত্নবান হও, নিশ্চয় জানিবে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে পতন অনিবার্য্য। কোনও ভাবুক কবি বলিয়াছেন ;—

"ভিন্ন ভিন্ন পথ ভিন্ন ভিন্ন মত
কিন্তু এক গম্য স্থান।

যে যেমনে পারে টে্‌পেষ্টীমারে
হউক সেথা আগুয়ান ॥"

প্রকৃত কথাই বটে। পথ ভিন্ন ভিন্ন থাকিতে পারে কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য যে সেই পরম পুরুষ শ্রীভগবান তাহাতে আর সন্দেহ কি?

* * *

যথার্থ বিরাগ সম্পন্ন সাধু সকল সমাজেই সর্ব্বতোভাবে সমাদৃত। কিন্তু সমাজের অথবা আমাদের দুরাদৃষ্টবশতঃ সেরূপ ধর্ম্মপরায়ণ নির্ম্মল ব্যক্তির সংসারে দিন দিন অভাব হইতেছে। এখন বাহ্যিক চাক্‌চিক্য লইয়াই অনেকে জনসমাজে প্রতিপত্তি লাভ কামনায় বৈরাগ্যের ভান করিয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি বাহিরে আশক্ত এই ভাব দেখাইয়াও অন্তরে যথার্থ বিরাগ সম্পদের অধিকারী তিনিই প্রকৃত বৈরাগী, তিনিই ভগবৎ কৃপালাভে সমর্থ, আর তিনিই জন সমাজের যথার্থ শ্রদ্ধার পাত্র।

ক্রমশঃ :—

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

"ফিরে এস।"

—•:•—

ফিরে এস গোরাচাঁদ নদীয়ার প্রাণ হে।
(যেন) দীন ভকতের ডাক নিষ্ফল না হয় হে॥
ফিরে এস একবার বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণ হে।
তব প্রেমে শান্তিপুর আবার ডুবুক হে॥
ফিরে এস এ মরতে ভকত জীবন হে।
ফিরে এস ওগো গোরা ন'দে টলমলিয়ে॥
ফিরে এস প্রেমময় প্রেমের কাণ্ডারী হে।
তব প্রেমে শান্ত হোক্‌ অশান্ত মানব হে॥
ধন মান যশঃ প্রাণ কিছুই চাহিনা হে।
তব প্রেমলাভ আশে জীবন ধারণ হে॥

শ্রীধীরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র।

জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

(শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন বি, এ, লিখিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

——::——

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের প্রভাব ভক্ত-কুল-তিলক মহাত্মা শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর জীবনে আমরা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। মহাপ্রভুর কৃপা হওয়ার পর পাঠকগণ, একবার তাঁহার অবস্থা স্মরণ করুন? প্রকাশানন্দের পাণ্ডিত্যাভিমান একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে! ভক্তি-মন্দাকিনীর অমৃতধারায় অবগাহন করিয়া তাঁহার জন্মজীবন সার্থক হইয়াছে? পূর্ব্বের মত সেই আত্ম প্রতিষ্ঠার বা জগন্মান্য হওয়ার ভাব আর নাই! এখন তিনি তৃণ হইতেও সুনীচ ও বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হইয়া নাম সাধনায় গভীর ভাবে মাতিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে তিনি এখন একরূপ আত্মহারা বলিলেও অত্যুক্তি হয়না! ঐ দেখ, তাঁহার সম্বন্ধে মহাত্মা নাভাজী ভক্তমালে কি বলিতেছেন,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনা নাহি জনে আন।
চৈতন্য পরম ধৈর্য্য চৈতন্য জ্ঞেয়ান্॥
চৈতন্য ভজন সদা চৈতন্য ধেয়ান।
চৈতন্য পরমতত্ত্ব করয়ে ব্যাখ্যান॥
চৈতন্য শয়নে দেখে, চৈতন্য স্বপনে।
যে দিকে ফিরায় আঁখি শ্রীচৈতন্য মানে॥

ঠিক এইরূপ ভাবে ইষ্টদেবে তন্ময় হইতে না পারিলে ভজন সাধন শুধু মুখের কথা বৈ আর কি? তাইত সাধক প্রেমজড়িত কণ্ঠে জগৎবাসীর শিক্ষাচ্ছলে, আমাদিগকে উদ্দেশ করিয়া গাহিয়াছেন;—"উঠিতে বসিতে শুইতে খাইতে, উপাসনা মানা নাই। ওঠা, বসা, খাওয়া, শোওয়া এ সবা'তে উপাসনা আনা চাই।

উপ—সমীপে আসন—স্থিতিই—উপাস্যদেবের সম্মুখে ভক্তের বা উপাসকের নিত্য অবস্থিতিই উপাসনার একমাত্র লক্ষ্য। এই অবস্থায় যাঁহারা সদ্‌গুরু কৃপায় পৌঁছিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত! কে আছ ধর্ম্মপ্রাণ, কে আছ প্রকৃত অনুরাগী কে আছ বিশ্বাসী সকলের কাছেই আমার এই নিবেদন, যদি চৈতন্যদেবের ভক্ত হইতে চাও, তবে শ্রীমৎ প্রকাশানন্দের পদানুসরণ করতঃ "ভক্ত" নামের যথার্থ সার্থকতা কর। মহাপ্রভুর যদি সত্য সত্যই সেবক বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতে চাও, তবে এই ভাবেই আত্মহারা হইয়া যাও। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচেতন্যনামে তোমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠুক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামে তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রেমানন্দে মাতিয়া উঠুক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামে তোমার হৃদয়ে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস উঠিয়া তোমাকে গভীর মোহ নিদ্রা হইতে জাগাইয়া দিউক, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামে তোমার প্রাণ মন আত্মা কি এক মহা সঞ্জীবনী শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া যাউক্!! যখন দেখিব, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, আবেশ বা সমাধি সর্ব্ব অবস্থাতেই তোমার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সর্ব্বইন্দ্রিয়ের দ্বারাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে তুমি স্বরূপতঃ উপলব্ধি করিতেছ, শুধু তখনই বুঝিব তুমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রকৃত সেবক—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের ভক্ত বলিয়া আত্মপরিচয় দেওয়ার যথার্থ অধিকারী।

গৌরচরণে আমাদের যথার্থ ভক্তি কোথায়? তাঁহার জগৎপাবন, পাতকী তারণ নাম-মাহাত্ম্যে আমাদের অচল, অটল নিষ্ঠা কোথায়? যিনি একাধারে আদর্শ গুরু ও আদর্শ ভক্ত, তাঁহার পদানুসরণ করতঃ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য আমাদের ঐকান্তিক অধ্যবসায় কোথায়? তাঁহার প্রচারিত সর্ব্বোত্তম প্রেম-ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় থাকিয়া হৃদয়ে অনুপম শান্তিলাভের জন্য আমাদের সেইরূপ ব্যাকুলতা কোথায়? শ্রীগৌরাঙ্গের নামগুণলীলাদি স্মরণে আমাদের পূর্ব্বতন গোস্বামী ও ভক্তগণের মত অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিকভাবের স্ফুরণ কোথায়? আমরা যে 'মহাপ্রভু' 'মহাপ্রভু' করিয়া মধ্যে মধ্যে উন্মত্ত হই, যথার্থই কি আমরা তাঁহার পবিত্র ভাব আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে কখনও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি? তাঁহার শরণাগত হইয়া একান্তভাবে কখনও কি আমরা তাঁহার কৃপার ভিখারী হইয়াছি? তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ

আমাদের সম্পূর্ণ ধারণাতীত—হইবারই কথা? বহির্ম্মুখ, ঘোর বিষয়াসক্ত, স্থূলবুদ্ধি আমাদের তাঁহার পবিত্র, ভুবনমঙ্গলময়, পতিতপাবন নামে বিশ্বাসের মত বিশ্বাস কৈ? যদি তাঁহাতে আমাদের সত্য সত্যই বিশ্বাস থাকিত, তাঁহার প্রতি আমাদের অচল, অটল ভক্তি থাকিত, তাঁহার পবিত্র ভক্ত ভাব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা থাকিত, তবে ভাই! জিজ্ঞাসা করি আমাদের আজ এই দৈন্য কেন? এ সম্প্রদায়ে এ হুতাশ কেন? বঙ্গের গৃহে গৃহে এ দারুণ অশান্তি কেন? সমাজের বক্ষের উপরে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা-দ্বেষের এই ভীষণ বিভীষিকা কেন? কে আছ সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী, ভাই! পায়ে ধরিয়া বলি লোকের কাছে দেখাইতে চাহিওনা—'মহাপ্রভু তোমাকে কৃপা করিয়াছেন কিম্বা কাহারও সামান্য ভক্তির ভাব বা অনুরাগের লক্ষণ দর্শনে তাহার মনে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া তাহাকে অধঃপতিত করিতে যাইওনা! অহঙ্কার সর্ব্ববিধ উন্নতির অন্তরায়! যাহার মনে এই ধারণা আছে যে 'সে একজন ভক্ত', তাহার দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে জানিবে! বৈষ্ণবীয় সাধনায় এই অহঙ্কার বা আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব কিছুতেই সমর্থন করা যায় না!! ওহে ভক্তাভিমানী পাঠক! ভাই একবার জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি শ্রীমন্মহা-প্রভুকে কিবর্ণে চিত্রিত করিতে চাহ? প্রাকৃত বুদ্ধিতে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতাদি ভক্তিশাস্ত্রসমূহের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত সমূহ বুঝিতে যাইয়া এবং অন্যকে বুঝাইয়া ভক্তহৃদয়ে আঘাত করিও না। কাহাকে তিনি কৃপা করিবেন এবং কাহাকেই বা তিনি কৃপা হইতে বঞ্চিত করিবেন আমাকে বুঝাইয়া দিবে কি? প্রেমে চল, চল অহৈতুককৃপাসিন্ধু, অধমকাঙ্গালেরবন্ধু আমার সোণার গৌরাঙ্গ দেব কাহাকে কৃপাবিতরণে কুণ্ঠিত হইবেন আমাকে বলিবে কি? ভাই, মনে পড়ে কি শ্রীকৃষ্ণাবতারে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত জীবন্ত আশ্বাস বাণী—

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্য সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ গীতা

ভক্তকুলতিলক কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সত্যই বলিয়াছেন:—

পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
চৈতন্য করিবে সর্ব্ব জগৎ উদ্ধার॥

বৈষ্ণবের বাক্য মিথ্যা হইবে না—মিথ্যা হইতে পারে না। বৈষ্ণব সমাজের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী কে কোথায় আছ, ভাই অবিশ্বাস হৃদয় হইতে তাড়াইয়া দিয়া সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা দ্বেষ ভুলিয়া গিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণতলে আসিয়া সকলে এক হই এস!! মহাপ্রভু যদি যথার্থই পরাৎপর পরমেশ্বর হয়েন, তবে তাঁহার ধর্ম্মে, জানিয়া রাখিও মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে!! আমরা ইচ্ছা করি বা না করি তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারে চেষ্টা করি বা না করি, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না? আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে কি বা বিশেষ করিতে পারিব? প্রভুর নাম লইয়া তাঁহার শিক্ষা জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি কিনা চেষ্টা করিয়া দেখি এস? কে আছ প্রকৃত অনুরাগী কিছুতেই তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিতে বিশ্বাস হারাইওনা? বিশ্বাস কর ভাই, বিশ্বাস কর! মৌখিক বিশ্বাসে হইবেনা—হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে, আত্মার নিভৃততম প্রকোষ্টে স্থিরপ্রাণে তাঁহার ভাব সাধনায় মাতিয়া যাও! দলাদলি—বৃথা বাদানুবাদ ও সাম্প্রদায়িক কলহাদি বন্ধ হইবে—স্থির সৌদামিনীর বিমলচ্ছটায়, অপ্রাকৃত প্রেমালোকে হৃদয়পুরী আলোকিত হইবে—সত্যং শিবং সুন্দরং তাঁহার মধুর ভাব জীবনে আয়ত্ত করিয়া মানব জন্ম সার্থক করিতে পারিবে!

আমাদের সকলেরই একটী কথা বিশেষরূপে মনে রাখা উচিত। তাহা এই:—ভগবানের নির্দ্দিষ্ট কোনও নাম নাই এবং সকলেরই যে এক নির্দ্দিষ্ট নামাবলম্বনে তাঁহাকে ডাকিতে হইবে এমন কোনও নিয়ম নাই। ভাবের উচ্ছ্বাসে ভক্তেরা তাঁহাকে পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আমরা যে নামই আশ্রয় করতঃ তাঁহার কাছে অগ্রসর হইনা কেন, যদি তাঁহার প্রতি আমাদের যথার্থ ব্যাকুলতা থাকে তবে নিশ্চয়ই উত্তরোত্তর আমরা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিব। তবে আমরা শাস্ত্র বাক্য অবহেলা করি কেন? আমাদের স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে তাঁহাকে ডাকা উচিত শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পর ধর্ম্মোভয়াবহঃ।" স্বধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে, নতুবা পণ্ডশ্রমই সার হইবে। আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুকেই সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে, পূজ্যপাদ গোস্বামিগণের পদতলে বসিয়া মহাপ্রভুর মহনীয় চরিত হইতে মানব

জীবনের চিরবাঞ্ছিত প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া আমাদিগের নিজকে পবিত্র করিতে চাহি? পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ মহাপ্রভুর অবতারত্বে বা ঈশ্বরত্বে সন্দিগ্ধ হয়েন্ তবে তাঁহার সমীপে আমার বিনীত নিবেদন, এই বিষয়ে বৃথা আমাদের সঙ্গে তর্ক না করিয়া, তাঁহার যেরূপ অভিরুচি সেইভাবেই মহাপ্রভুর জীবন হইতে শিক্ষা লাভ করুন! মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদিগ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মম নাম॥

আমরা গোস্বামিদিগের ও পূর্ব্বতন বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের দ্বারা বিশেষভাবে সমর্থিত কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের শ্রীমুখের বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি এবং বাঙ্গালীর হৃদয়দেবতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সভ্য জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া—তাঁহার অনুপম, উদার প্রেম ধর্ম্ম বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে যথাশক্তি প্রচার করিয়া বাঙ্গালী নামের সার্থকতা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করা সকলেরই উচিত মনে করি।

বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের কাছে আমার একটী নিবেদন আছে। তাহা এই:—বিশ্বসাহিত্যে—জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারে বা ভাবরাজ্যে আমাদের কি কিছুই দেয় নাই? আমার দৃঢ় বিশ্বাস—কেবল আমার কেন, পুরাতন ও নবীন অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই এই মত, আমাদের লুপ্ত মাতৃভাণ্ডার আবিষ্কৃত ও উন্মুক্ত হইলে ভাবসম্পদে আমরা সমস্ত সভ্যজগৎকে অতিক্রম করিতে পারিব। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমরা ইহার একটু একটু আভাস পাইয়া বড়ই আশান্বিত হইয়াছি। ইতিমধ্যে পৃথিবীর মনীষিগণ আমাদের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনাদির অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে কয়েকটী অমূল্য বিষয় আবিষ্কার করিয়া চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন! না জানি, পূর্ণভাবে আমাদের শাস্ত্রের ভাব—স্বতঃপ্রমাণ বেদের অফুরন্ত তত্ত্বরাশি জগতে প্রচারিত হইলে বিশ্বে কি শুভদিনই উপস্থিত হইবে? প্রচার করিবে কে? আমাদেরই এই প্রচার ক্রিয়া করিতে হইবে। আমাদের জ্ঞাতসারেই হউক্ বা অজ্ঞাতসারেই হউক্ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এই প্রচার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই—তাই, আমরা হতাশভাবে সময় কাটাইতেছি। ওহে ভারতবাসি! ওহে বাঙ্গালি! তোমার উপর গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার

ন্যস্ত রহিয়াছে আর অলসের মত চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবেনা। বিশ্বাসে বুক বাঁধিয়া—তোমাদের ঘরের মহাপুরুষদের পদরজঃ মস্তকে লইয়া এখনই কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও; অদম্য জ্ঞান পিপাসা, অজেয় কর্ম্ম শক্তি, অসীম প্রেম ভক্তি তোমাকে আশ্রয় করুক? ঋষিবাক্য ব্যর্থ করিওনা—ব্যর্থ হইতে দিওনা!

ক্রমশঃ।

কি আনন্দ শ্রীচন্দ্রশেখরে।

(দ্বিতীয় তরঙ্গ)

(শ্রীযুক্ত কালীহর বসু ভক্তিসাগর লিখিত।)

—:০:—

বাড়্‌বাঢালা ষ্টেশনে নামিয়া লবণাখ্য ও সহস্রধারা যাওয়া যায়। বাড়্‌বাঢালার ৩ মাইল দক্ষিণ সীতাকুণ্ড ষ্টেশন তথা হইতে চন্দ্রনাথ যাইতে হয়। সীতাকুণ্ডের ৩ মাইল পরে বাড়বকুণ্ড বা কাঠগড় ষ্টেশন। তথা হইতে বাড়বকুণ্ড তীর্থে যাইবার সুবিধা। চন্দ্রশেখর পর্ব্বত পার হইয়া তৎপূর্ব্বস্থ বিস্তীর্ণ সমতল প্রদেশে যাওয়া যায়। এই পর্ব্বত পার হইবার দুটি পথ। এক পথ (Cart-road) বাড়্‌বাঢালা হইতে; অপর পথ বাড়বকুণ্ড দিয়া। উঠ্‌তি পড়্‌তি ধরিয়া মোটে এই পর্ব্বতের পরিসর ৫ মাইল। এই পর্ব্বতের পূর্ব্বক্ষেত্রকে এদেশের লোকে পূর্ব্বকূল বলে এবং পূর্ব্বকূলের লোকে পশ্চিম ক্ষেত্রকে পশ্চিমকূল বলে। পূর্ব্বকূল মধ্যে কাটির হাটের নিকট ধলই নামে এক বিখ্যাত গ্রাম আছে। ভক্ত শ্রীমান বংশী এখানে তাহার কন্যা বিবাহ দিয়াছেন। ২৭শে কার্ত্তিক (১৩২১ বাং) তাহার জামতার প্রতিবেশী গৃহে অহোরাত্র শ্রীসঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন হইতেছে চিঠি আসিল। বংশী আমাকে সংবাদ দিলেন। শ্রীচন্দ্রশেখরের পূর্ব্বকূল-দর্শন-কৌতূহল আমার চিত্তে পূর্ব্বাবধি জাগরুক ছিল তাহা চরিতার্থ করিবার এই সুযোগ পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। বৃষ্টিবাদলায় বিঘ্ন জন্মাইল। ২।৩ দিন অতিকষ্টে অপেক্ষা করিয়া ২২শে কি ২৩শে আমরা ৫ জন ধলই যাত্রা করিলাম শ্রীমান

বিপিন বিহারী সরকার ভক্তিরত্ন (বৈষ্ণব সাহিত্যিক), শ্রীমান বংশী, তাহার ভ্রাতা শ্রীমান জগদ্বন্ধু এবং দীনভক্ত শ্রীমান দীনবন্ধু এই চারি জনের সঙ্গে অধম আমিও চলিলাম।

অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার পূর্ব্বে বাড়বাগ্নি ষ্টেশনে নামিলাম। তথা হইতে বারবকুণ্ড তীর্থে যাওয়ার পথ। পথ পুর্ব্বদিকে, বেশ প্রশস্ত। এই তীর্থ পথে এক মাইল হাটিয়া এক গভীর ছড়ায় নামিলাম এবং ছড়া পার হইয়া এক পর্ব্বত ধরিলাম। পর্ব্বত বাহিতে থাকিলাম। উঠিতে উঠিতে উরু অবশ, বুকে ঘনশ্বাস, কপালে ঘর্ম্ম। তবু কেবল উঠ্‌তি। এখন পথ পরিসর ১॥ হস্ত, এক খোদিত নর্দ্দমার মত কঙ্করপুর্ণ। তাহাও দুইপার্শ্বের জঙ্গলে প্রায় আবরিত। হংস যেমন বুক দিয়া জল কাটিয়া যায়, আমাদেরও তেমন বুক দিয়া জঙ্গল দ্বিধা করিয়া হাটিতে হইল। অতি বৃষ্টি পাতে ও বর্ষ্যান্তে বলিয়া পথের ঈদৃশ দুর্গমতা ও ভীষণতা। পা অবশ দেখিয়া প্রথমতঃ নৈরাশ্য আসিল, কিন্তু ঘর্ম্মান্তে শরীর পুনঃ সবল হইল, আশার সঞ্চার হইল। পাথর কঙ্কর পায়ে বিঁধে বটে, কিন্তু উহা আমাদের অনুকূল দাঁড়াইল; কারণ, পথ পিচ্ছিল, কঙ্করে পা টেঁকায়। সাপ বাঘের ভয় দূরে গেল। এক ভয়ে সকল ভয় দূর করিয়া দিল। তাহা তৃণজলোকার (জোঁকের)। পা ফেলিতেই জোঁক জোঁক, কেবল জোঁকে পা জড়াইয়া ধরে, থামিলে রক্ষা নাই। সুতরাং অতিদ্রুত চলিতে হয়। এক একবার জোঁকগুলি হাতে টানিয়া বা পায়ে দলিয়া ছাড়াইতে লাগিলাম। পদদ্বয় রক্তময় হইল। ভাগ্য জঙ্গলে জোঁক নাই, শুধু মাটিতে; নহিলে চোক মুখ খাইয়া ফেলিত। হাটুর উপর জোঁকে পায় নাই। সুবৃহৎ বৃক্ষ সব পথের উপর, সুতরাং নিম্নস্থলগুলি দৃষ্ট হয় না। কোন কোন স্থল হইতে বৃক্ষের অবকাশ দিয়া পশ্চিমদক্ষিণে সমুদ্র দৃষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে পরিষ্কৃত স্থল বা প্রস্তর আছে। তাহাতে বিশ্রাম করা যায়। অবশেষে আমরা নামিতে থাকিলাম।

এখানে খুব আনন্দ! পথে জঙ্গল নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর মিলিয়া সোপানের কার্য্য করিতেছে কিন্তু পথ বড় খাড়া। পাথরে তত জোঁক নাই। অনুমান ৪ মাইল হাটিলাম। তৎপর নিবিড় গিরিগহ্বরে নামিয়া এক মনোজ্ঞ ছড়া (নদী) পাইলাম। এমন এক সুন্দর নিভৃত শীতল স্থান দুর্ল্লভ।

এখানে নামিয়া দেহে প্রাণ পাইলাম। আনন্দের ওর নাই! স্থলটি পর্ব্বত প্রাচীর ঘেরা। চন্দ্রসূর্য্যের আলো ঢুকিতে পায়না। উত্তর দিকের এক আধারের বুক চিঁড়িয়া এই প্রবাহ বাহির হইয়াছে। ছড়ার অগণ্য প্রস্তর অনুদিন এই জলে ডুব দিয়া আছে। কত বড় বড় প্রস্তর অর্দ্ধমগ্ন প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া আমরা "গৌর নিত্যানন্দ" নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলাম এবং এক একবার জলে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিলাম। জল অতি শীতল, নির্ম্মল। এখানে পর্ব্বতবাসী ও গহ্বরবাসী প্রাণিগণ কভু গৌরনিতাইর নামরসাস্বাদ করে নাই এই ভাবিয়া এখানে অনেক্ষণ এবং পথে পথে আমরা উচ্চৈঃস্বরে নাম গাহিলাম। তখন শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উপদেশ মনে জাগিয়াছিল। বংশী-বদনের বংশীমধুর সঙ্গীতে প্রস্তর সকল যেন কোমল হইতে থাকিল। কৃষ্ণ-প্রস্তরগুলির বর্ণে বর্ণে কৃষ্ণাভা ছড়াইল। কৃষ্ণময় দিঙ্মণ্ডল! বড় সুখ! বড় সুখ! স্থানটি এমন যে সংসার চিন্তা ঢুকিতে পারেনা। তাই কেবল লীলা-ময়ের ভাবস্ফূর্ত্তি। দক্ষিণমুখী নদী এখানে পূর্ব্বমুখী হইয়াছে। এখন আমরা পাথর মাড়াইয়া চলিলাম। অনেকস্থলে জল গভীর, সতর্ক হইয়া হাটিতে হয়। দুধারে নিবিড় উচ্চ পর্ব্বত মালা। জনপ্রাণিশূন্য পথ গোধূলির ছায়া পথময়। পর্ব্বতখানা বা মাথায় পড়িবে এমনও আশাঙ্কা। যাহা হউক্, আনন্দের পক্ষই বেশী প্রবল। ছায়া শীতল, জল শীতল শিলা শীতল ত্রিশীতল! সকলের উপর প্রাণ শীতল! জীবনে এক নবদৃশ্য! বাহিরে শিলা-ঢেউ, ভিতরে সুখের ঢেউ!—কেবল ঢেউর মধ্যে পড়িয়া আছি। ভক্তজন সঙ্গে চলিয়াছি কি এক্ অপার্থিব পবিত্র দেশের ভাব! এক প্রবাহের উপর দিয়া আমি যাইতেছি, আর এক প্রবাহ আমার উপর দিয়া বহিতেছে। প্রতিমা প্রবাহ ও স্বরূপ প্রবাহ যেন এক হইয়া গেল!

লুণ্ঠিত শিলাসমষ্টি দ্বারাই নদীতল নির্ম্মিত হইয়াছে। শিলা সকলের আরম্ভস্থল দৃষ্ট হইল অতিক্ষুদ্র হইতে অতিবৃহৎ সর্ব্বাকারের শিলাই আছে। পৃথিবীর মানুষগুলি যেমন চেহারায় মিলেনা, ইহারাও তেমন নানা মূর্ত্তি। শিলার নমুনা দেখিতে কত আনন্দ! শিলাছড়া এক মাইল হাটিয়া পাইলাম বালুছড়া। এখন ছড়ার তল বালুকাময়। বালুছড়া একমাইল হাটিয়া পর্ব্বতের অধিকার এড়াইলাম। প্রান্তরে পৌছিয়া লোকালয় পাইলাম। আলোকে

আইলাম, কিন্তু আনন্দালোক মন্দীভূত হইল। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, দেখিলাম আমাদের সেই সূর্য্যদেব চন্দ্রশেখরের শিখর দিয়া অস্ত যাইতেছেন। পূর্ব্ব-কূলের উপর দিয়া পূর্ব্বদিক্ অপর এক পর্ব্বতমালা দৃষ্টিপথে পড়িল। উহা চন্দ্র শেখরের আর এক জল্য-রঘুনন্দন। নামটী সুন্দর। এক সুন্দর দেশেই আইলাম। মন্দাকিনীতটে উপনীত হইলাম।

৺চন্দ্রনাথ ও সীতাকুণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ বর্ষত্রয়াধিক গত হইল আনন্দ বাজার ও ভক্তি পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। তাহাতে মন্মথ নদের উল্লেখ আছে। চন্দ্রনাথ ও শম্ভুনাথের পাদধৌত করিয়া এই মন্মথ সীতাকুণ্ডে নামিয়াছেন। চন্দ্র শেখর শিখরবাহিণী গঙ্গা ত্রিধারা। একধারা দক্ষিণ বাহিনী মন্মথ, একধারা পশ্চিম বাহিনী সহস্রঝরা; এবং একধারা পূর্ব্ববাহিনী মন্দাকিনী। মন্দাকিনী এই সমতল পূর্ব্বকূল পবিত্র করিয়া হলুদা জলদা নদীতে পতিত হইয়াছেন। ইহার কূলে পর্ব্বস্নানদানোপলক্ষে মেলা বসিয়া থাকে। 'মন্দাকিনী" নাম বড়ই মধুর, স্বর্গের ছবি পাড়ে। তাই দাঁড়াইয়া দর্শন করিলাম। সন্ধ্যার পর ধলই শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ চৌধুরী ভক্তের বাড়ী উপনীত হইলাম।

উৎসবের ৫ দিন পূর্ব্বে আমরা পৌঁছিলাম। যাইয়া শুনিলাম এদেশে কেহ কভু মহোৎসব করেন নাই, দেখেন নাই। এবারে শ্রীযুক্ত প্যারী-মোহন চৌধুরী মহাশয় এমন এক উৎসবের আয়োজন করিতেছেন যেমনটি এই পূর্ব্বকূলে পূর্ব্বে হয় নাই। বহুভক্ত সাধু বৈষ্ণবের আগমন হইবে। চট্টলবাসী বহুগণ্যমান্য লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। লুচিমণ্ডা প্রভৃতি উপাদেয় সামগ্রী দিয়া মহোৎসবের ভোগরাগ হইবে। এসব শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল।

আমরা পাঁচমূর্ত্তি একখানি সুন্দর বাসাঘর পাইলাম। বাড়ীর কর্ত্তা সপরিবারে কায়মনোবাক্যে আমাদের যত্ন ও সেবায় নিযুক্ত হইলেন। যত্ন কি, যেন পূজা! আমাদের পাইয়া গ্রামশুদ্ধ লোক যেন হাতে আকাশ পাইল। ইহা তাঁহাদের স্নেহগুণ। আমরা যেন তাহাদের কোন্ জন্মের বান্ধব! আমাদের বংশীবদন ও জগবন্ধু দুই ভাইয়ার যেমন ভক্তি তেমন গীতবাদ্য-নৈপুণ্য। ইহাদের গুণে আমাদের কীর্ত্তন প্রায় দিনরাত চলিতে থাকিল। সুতরাং ৪ দিন পূর্ব্ব হইতে উৎসবানন্দ। কর্ত্তা ষষ্ঠীর বাড়ীতে আনন্দপ্রবাহ

রহিল। গ্রামের লোক সব মাতিয়া গেল, বাড়ীর লোকগুলি আত্মহারা হইয়া পড়িল। তাহারা যেন আমাদের ছাড়া আর কিছু জানেনা। এই গ্রামের এক ভদ্রলোক বৈষ্ণব হইয়া ব্রজে বাস করেন। নাম শ্রীগৌরাঙ্গদাস। অকস্মাৎ তাঁহার আগমন হইল। আহূত ভক্ত বৈষ্ণবগণ সব ক্রমে আসিতে লাগিলেন। এই বাড়ীতেই তাঁহাদের বাসা সুতরাং আনন্দের তরঙ্গে যেন চাঁদের কিরণ পাড়িল। সঙ্কীর্ত্তন রাগের বিরাম নাই। ভক্ত প্যারী বাবুর বাড়ী এ বাড়ীর সংলগ্ন। আমাদের বাসা। আনন্দের আবর্ত্তে অনেকে ঝাঁপ দিলেন। লোকসংঘট্ট বাড়িয়া গেল। মেয়েরা ও ঝাঁপ দিতে উঁকি ঝুঁকি মারিল। ২৬শে কার্ত্তিক রাত্রিতে অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তনের অধিবাস হইবে। ২৭শে দিবরাত্রি কীর্ত্তন চলিবে। এই বৃহৎ আনন্দোৎসব সম্পাদন ভার ন্যস্ত হইল শ্রীবংশীবদনের হস্তে। কারণ ইনি এবিষয়ে যোগ্য, অভিজ্ঞ।

আমাদের কঠোর সমস্যা মীমাংসা বা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। আমরা প্যারীবাবুকে বলিলাম "আপনি ২৮শে মহোৎসবের দিন ধার্য্য করিয়াছেন। উহা একাদশী বাসর; সুতরাং আপনার এ সংকল্প অবৈধ। আপনি পারণামহোৎসব করুন।"—প্যারীবাবু উত্তর করিলেন, "অবৈধ হউক্, আমার ঘোর অপরাধ হউক্ আমার বহুবহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। আর পরিবর্ত্তনের সুবিধা নাই।" কোন কোন বৈষ্ণব বলিলেন, "আমরা এই অবৈধ উৎসবে থাকিবনা।" অনেকে ক্রোধ প্রকাশও করিলেন। কিন্তু প্যারীবাবু বুঝ মানিলেন না। আমরা দেখিলাম প্যারীমোহন এ ব্যাপারে মুক্তহস্ত, প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। তাহার ভক্তি ও আবেগ অতি প্রবল। এতে বিধির শৃঙ্খল পরান ঠিক্ নয়। "নাই মামা চেয়ে কাণা মামা ভাল।" এই সুদূর অঞ্চলে আমার গৌরনিত্যানন্দের কীর্ত্তন নাই, অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন কেহ দেখেন নাই, মহোৎসব এদেশের এই প্রথম ব্যাপার। এসব দেশের সংস্কার মহোৎসবে জাতি যায়। এমন স্থলে থাকুক্ একটু অবিধির খুঁত, এ ব্যাপারে প্রতিবাদ বরং দেশের অকল্যাণকর। এ ক্ষেত্রে উৎসাহ দিয়া প্যারীমোহনের প্রাণের উদ্দীপনা করাই শ্রেয়ঃ। তাহা না হইলে প্যারীমোহন যেন মরিয়া যাইবে। অতঃপর নিকটবর্ত্তী মৃজাপুর মঠের মোহান্তজীও অনুকূল ঢেউ তুলিলেন, প্যারীবাবুর সংকল্প নাচ্‌না ধরিল। বস্তুতঃ ভাব-

মন্ত্রীর ভাবকৃপার উপর বিধি খাটে না। নদীর প্রবাহের উপর ব্যবস্থা চলে না "তুমি এমনে না যেয়ে এমনে যাও।"

২৬শের প্রথম রাত্রিতে অধিবাস করিতে ভক্তসভার অধিষ্ঠান হইল। বংশী অধিবাস গাহিবেন। ইনি প্রথমতঃ সভাকে প্রশ্ন করিলেন বিবিধ সঙ্গীত গাহিয়া, কি কোন ছন্দোবদ্ধ নাম গাহিয়া সংকল্পের উদ্‌যাপন করা হইবে। সবেই একবাক্যে বলিলেম "নাম"। বংশীর প্রশ্ন "কি নাম?" একজন বলিলেন "প্রাণগৌরনিত্যানন্দ"। ইতিপূর্ব্বে আমাদের মুখে "গৌর-নিত্যানন্দ" নাম শুনিয়া দেশের কয়েকটি যুবক আমাদের প্রতি কুঞ্চিত নাসিক ও বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, তাই ভক্তিরত্ন কহিলেন, "কেবল তাহা নয়।" কোন কোন ভক্ত প্রস্তাব করিলেন "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" ভক্তিরত্ন কহিলেন, "দীর্ঘ সময় এই দীর্ঘ পদ চালান কঠিন।" তা শুনিয়া সভাস্থ সবে কর্ত্তার অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন। কর্ত্তা বংশীর উপর ভার দিলেন এবং সভাও তাহা অনুমোদন করিলেন। বংশীবদন অধিবাস গাহিয়া নাম ধরিলেন "নিতাইগৌর রাধেশ্যাম হরেকৃষ্ণ হরেরাম।" "নিতাইগৌর" শুনিয়া অনেকের মুখ মলিন হইল। এক বৈষ্ণব বলিলেন, "এই নাম গাহিলে আমরা এখানে থাকিবনা।"

ব্যাপার খানা কেমন! একদল "গৌরনিতাই" নামই শুনিবেননা। who are গৌরনিতাই? আবার একদল ভেকধারী বৈষ্ণবের মতে "নিতাই-গৌর রাধেশ্যাম, হরেকৃষ্ণ হরেরাম" নাম নাকি মেঁকি। কাণে হাত, বিকায়না। আমরা অজ্ঞানান্ধ তা বুঝিলাম না। প্রাণ ভরিয়া গাহিলাম "নিতাইগৌর রাধেশ্যাম, হরেকৃষ্ণ হরেরাম।" আপত্তি শুনে কে? ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। তোমরা এইমাত্র সায় দিয়েছ। আর এ রোগের ঔষধ নাই। যাহা হইবার হ'য়েছে, নরকে যাই যাব। এনাম গাহিতেই হইবে। আজিকার মত গাওয়া হ'লো।

স্থানে স্থানে বহু আমির গুপ্ত সভা বসিল। এই পাঁচ আমির বিরুদ্ধে নানা কুকথার আলোচনা চলিল। এই পাঁচ আমির জিহ্বানাড়া আর বৈষ্ণবা-পরাধ একই সাব্যস্ত হইল। প্রত্যূষে জানিলাম কতিপয় শিক্ষিত ভক্ত পঞ্চ

আমির মুখদর্শন ভয়ে নিশাযোগেই প্রস্থান করিয়াছেন। তাহাদের ভাগ্য প্রসন্ন কি অপ্রসন্ন পরে পাঠকগণ স্থির করিবেন।

নিশান্তকালে বংশী "নিতাইগৌর রাধেশ্যাম হরেকৃষ্ণ হরেরাম" গান তুলিলেন। মোটেই পাঁচ আমির চেষ্টা। অন্যের সহানুভূতি নাই। তাহাদের ভাবটা—কেন, তোমরাই কর—তোমাদের নাম তোমরাই গাও। পাঁচ জনেই আটপ্রহর কর।—আমাদের পানতামাক।

বেলা এক ঘণ্টা, দেখি আমাদের মধুময় প্রভু, মুখে মুচ্‌কি হাসিয়া ধীরে ধীরে আসিতেছেন। আমাদের প্রাণ নাচিয়া উঠিল। অমৃতসমুদ্রে, নৃত্য—তরঙ্গ, গীত কল্লোল। অহো, প্রাণ মধুর করিয়া অশ্রু কম্প ও পুলকের প্রবাহ বহিল। বেলা দেড়প্রহর, এই ৭ঘণ্টার নৃত্যকীর্ত্তনে আমাদিগকে অক্লান্ত দেখিয়া লোকসমাজে কাণাকাণি,—কি, ইহারা তামাক খায়না একটু বসেনা, বিশ্রাম করেনা,—কেবল নাচে আর গায়।—লোকের ধন্দ লাগিয়া গেল। গৌর গলিয়া অন্তর্ব্বাহিঃ মাখা। আমরা কেমন হইয়াছি! এখন আমাদের অঙ্গে যাদের অঙ্গ লাগে তারাই পড়িয়া যায়। কীর্ত্তন, নর্ত্তন, রোদন, পরশন, পতন—আত্মসমর্পণ! মধুময় এক প্রেমের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। দেশশুদ্ধ লোকগুলি অহঙ্কার বিকারাদি যাহার যত সম্পত্তি সব এ আগুনে ঢালিয়া দিয়া পুড়িয়া ছাই করিতে লাগিল। এখন গাহক বাদক নর্ত্তকের ঠাই মানেনা। ধলহ আজ যেন নদীয়া। দিনের পর রাত্রিও যায়। বংশী মঙ্গলারতি ধরিয়া দিলেন। আঃ! নরনারী পাগলপারা! কুঞ্জভঙ্গ গাহিয়া আমরা ধলহ পরিত্যাগের আয়োজন করিলাম। দেশের লোক দেশের প্রাচীন ধরণের কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। লোক গুলি অনুতপ্ত চিত্তে আমাদের ধরিয়া পড়িল। আর একদিন অবস্থানের অনুরোধ। সবেই আমাদের জন্য কাঁদে। স্পর্শমণির পরশ পাইয়া আমরা সবারই স্নেহভাজন, হইয়াছি। বিদায় লওয়া দায় হইল। যাহা হউক্, নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে অগত্যা জলযোগ করিয়া রওনার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বহু নরনারী কাঁদিতেছে আর বলিতেছে, "আর একটা দিন।" সেই কান্নার ফটো, অশ্রুস্নাত চাঁদ মুখের ফটো এখনও স্মৃতিপটে উজ্জ্বল আছে। প্রতিমুখেই যেন গৌরপ্রেমের এক একটী ঢেউ। তখন আমরা পরস্পরের প্রাণ। ইহাই প্রেমের চমৎকার খেলা। আমাদের নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া অগত্যা ভক্তবৃন্দ "নিতাইগৌর রাধেশ্যাম" নামের সম্বন্ধ বুঝিয়া লইতে চাহিলেন। শ্রীমান্ জগবন্ধু ভক্ত সম্মত হইলেন সহস্রাধিক লোক নিয়া এক সভা হইল। সবে প্রবোধ পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহাদের প্রাণ নিয়া এবং আমাদের প্রাণ যেন রাখিয়া রওনা হইলাম। কিবা বিরহের ঢলাঢলি!

ক্রমশঃ।

ভক্তি।

(চতুর্দ্দশ বর্ষ, নবম সংখ্যা, বৈশাখ মাস, ১৩২৩।)

—:০:—

"প্রাণের কথা।"

(৩)

——:০:——

রিপুর পীড়নে জীব প্রপীড়িত হইয়া রিপুর দোষ দিয়া থাকে; কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে, রিপুর দোষ নাই; প্রযুজ্য দ্রব্যেরই দোষ। দেখ, যে লোভ বিষয় সুখে প্রয়োগ করিলে বিষম অনর্থের কারণ হয়, সেই লোভকেই যদি শ্রীভগবানের প্রতি প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে পরম পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। সকল রিপুর সম্বন্ধেই এইরূপ জানিবে, মুখটি কেবল একটু ফিরাইয়া দিলেই হইল। তাই বৈষ্ণব-কবি নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকায়" রিপুগণের নিয়োগ-প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা;—

কৃষ্ণ-সেবা—কামার্পণে, ক্রোধ—ভক্ত-দ্বেষীজনে,
লোভ—সাধু-সঙ্গে হরিকথা।
মোহ—ইষ্টলাভ বিনে, মদ—কৃষ্ণ-গুণগানে
নিযুক্ত করিবে যথা তথা॥

* * *

সকল সময়েই আমাদিগের শিক্ষা প্রয়োজন। মহদ্‌ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য্য এবং প্রত্যেক শিক্ষাই সতত আমাদিগকে পুরুষোচিত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। কারণ, সম্মুখে যদি উচ্চ আদর্শ স্থাপন করা যায়, তবে পতনোন্মুখ ব্যক্তিরও চিত্তে উঠিবার আশা বলবতী হয়। সুতরাং সর্ব্বদাই সকল কার্য্যে মহাপুরুষদিগের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

* * *

মনুষ্য মাত্রেরই প্রত্যেক কার্য্যে কেহ-না-কেহ শিক্ষাদাতা আছেন। কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে শিক্ষা করা ব্যতিরেকে জাগতীক স্বভাবজ এমন অনেক পদার্থ আছে, যাহা হইতে প্রতিমুহূর্ত্তে অসংখ্য শিক্ষা লাভ করা যায়; কিন্তু, আমরা সেরূপ উন্নতমনা নহি, তাই সকল সময় সে ভাব গ্রহণ করিতে পারি না। শ্রীভাগবতে দেখিতে পাই,—অবধুত চব্বিশটি গুরু করিয়াছিলেন।

* * *

এই বিশ্বসংসার শ্রীভগবানের রাজ্য তিনি অণু-পরমাণুরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান, আমরা মুগ্ধ জীব, সে ভাব লক্ষ্য করিতে পারিনা বলিয়াই, পাপ কর্ম্ম করিয়া মনে করি,—কেহ দেখিতেছে না। হায়! হায়! জীব! যাইবে কোথা? তিনি যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান। তোমার অন্তরেও যে তিনি অন্তর্য্যামী পরমাত্মা-রূপে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছেন! সৎ অসৎ যে কোন কর্ম্মই কর-না-কেন, তিনিই যে তোমার কৃতকর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান সাক্ষী! তাই বলি ভাই! ফাকি দিবে কি প্রকারে?

* * *

সূর্য্য যেমন অনন্ত স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনন্তরূপে প্রকাশ পান, মূলে যেমন তিনি এক; পরম পুরুষ শ্রীভগবানও সেইরূপ অনন্ত জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা-রূপে বিরাজ করিয়া নানাভাবে লীলা করেন, কিন্তু মূলে তিনি এক। সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন "ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা।" অর্থাৎ আমিই অব্যক্তরূপে সমস্ত চরাচর বিশ্বে নানাভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছি।

* * *

সুতরাং ভক্ত সেই বিশ্বপতির প্রেমে বিভোর থাকিয়া যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব ভাব দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। পরম কারুণিক কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নিজমুখে বলিয়াছেন;—

"মহাভগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ॥"

কাহাকেও নিন্দা করিতে নাই,—অবজ্ঞা করিতে নাই, তুমি পাপী বলিয়া একজনকে অবজ্ঞা কর কেন? তাঁহার ভিতরে কি ভগবৎ-শক্তি নাই? যখন কাল বিষধরের মস্তকেও মণি, পঙ্কিল সরোবরেও পদ্ম এবং ভয়ানক কণ্টকপরিপূর্ণ পল্লবেও মনোরম পুষ্পের উদ্ভব হইতে পারে, তখন যে পাপীর হৃদয়ে ভগবৎ-শক্তির অভাব আছে, তাহা কেমন করিয়া বলিতে পারি?

*　　*　　*

অনেকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায় যে, "সংসারের জ্বালা লইয়াই অস্থির; স্ত্রী-পুত্র, পরিজনবর্গের-ভরণ পোষণে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত, কখন সাধন-ভজন করিব? সংসার হইতে বাহির হইতে পারিলেই বাঁচি।" সংসারজ্বালায় জ্বালাতন হইয়া এরূপ মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু, একেবার ভাবিয়া দেখ তো ভাই! সংসার হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইবে। কোথায় যাইয়া এ জ্বালার হাত হইতে রক্ষা পাইবে? ভাই! স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-বৈভব তো তোমার সংসার নয়, সংসার তো তোমার "মন"। মনকে ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইবে বল দেখি? যেখানেই যাও,—যেখানেই থাক, মন তোমার স্থির না হইলে, সে ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়াও লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখাইতে কিছুতেই ছাড়িবে না। তাই বলিয়াছেন "মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ।"

*　　*　　*

তাই বলি, ভাই! যথার্থই যদি জ্বালা-যন্ত্রনার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে আর বৃথা ছুটাছুটী করিয়া জ্বালা বাড়াইও না। স্থির হইয়া শ্রীভগবানের উপাসনা কর। সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুরন্ত মনকে যদি পুরীষ-পূর্ণ বিষয় হইতে তুলিয়া ভগবৎ-পদারবিন্দে নিয়োগ করিতে পার, তবে দেখিবে যে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সকলই তোমার নিকট শ্রীভগবানের পার্ষদ্ বলিয়া প্রতীত হইবে; তখন সত্য সত্যই প্রাণ জুড়াইবে;—হৃদয়ে শান্তি পাইবে;—তুমি সর্ব্বদা সেই সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের পূর্ণানন্দময় ভাব-সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া প্রাণ মন শীতল করিতে পারিবে।

*　　*　　*

সংসারবন্ধন-জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা থাকিলে শ্রীভগবানকে ভক্তি-রজ্জু দ্বারা অতিশয় দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ কর। এমন ভাবে বাঁধিবে, যেন তিনি

বন্ধনের যাতনা বেশ বুঝিতে পারেন; তাহা হইলে, হইবে কি না, তিনি আর তোমাকে বন্ধন-অবস্থায় রাখিয়া দুঃখ দিতে চাহিবেন না;—বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তোমাকে তাঁহার অভয়-পদারবিন্দে স্থান দিবেন।

* * *

যিনি আত্মচিন্তারত, তিনি কথনও পরনিন্দা-পরচর্চ্চা—করিতে পারেন না, উহা তাঁহার নিকট নীচ-প্রবৃত্তিসম্ভূত কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিশেষতঃ আত্মতত্ত্ব-চিন্তনশীল ব্যক্তি আপনাকে সর্ব্বদাই অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অপরাধী বলিয়া মনে করেন।

* * *

যতদিন শিশু গমনাদি কার্য্যে অসমর্থ থাকে,—মা ভিন্ন কিছুই জানে না, ততদিন যেমন মাও তাহাকে ছাড়িয়া থাকেন না, বালকের যথন যাহা প্রয়োজন তাহা যেমন না চাহিলেও মা আপনা হইতে বুঝিয়া দিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীভগবানে যদি আমরা একেবারে মাতৃনির্ভরপরায়ণ শিশুর মত অকপটে সমস্ত নির্ভর করিতে পারি, তবে আর আমাদিগের ভাবনা কি? তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগের প্রয়োজনানুযায়ী সকল বিষয় প্রদান করিয়া অভাব পূর্ণ করিবেন।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কি আনন্দ শ্রীচন্দ্রশেখরে!

(শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—::—

"নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম।"

সিদ্ধ রাধারমণ চরণদাস বাবার পদ,—সিদ্ধপদ!—যাহার নাম স্মরণে প্রাণ ভিজে, নেত্রে জল ঝরে, সেই সিদ্ধ বাবার মুখচন্দ্রনিস্যন্দিত সুধানামাবলী! ভক্ত বলুন, বৈষ্ণব বলুন, সুধায় নিসিন্দার তিক্তলেশ আছে। কৈ, প্রাণে তা লাগে না। বরং এই নামে জীব জাগিল, দেশ মাতিল। বাবা চরণদাস, চরণ-

দাস কর, তোমার মহিমা চন্দ্রশেখর ছাইয়াছে। এই নাম গাহিতে আমার গৌর নিতাই যে স্থানে যে যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে সব অতঃপর বিবৃত করিবার বাসনা রহিল।

আগামী কল্য দুর্গোৎসব আরম্ভ হইবে। পরশ্ব মহাষ্টমীবাসরে ধর্ম্মপুরে ভক্ত-সম্মিলনের আহ্বান। ১৩২২—২৮শে আশ্বিন সকালে যাত্রা করিলাম। মাথার উপর ঘোর ঘনঘটা। গগন নিজাঙ্গে নানা বিঘ্ন লক্ষণ আঁকিয়া দেখাইতেছে। আশঙ্কার তরঙ্গ চিত্তের উপর দিয়া উপর্য্যুপরি বহিতে থাকিল। সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধ সত্যগোপালের শিষ্য দাদা প্রসন্ন ঘোষকে ঢাকাতে পাইলাম। তিনি সত্যগোপালাশ্রমের পূজার মহোৎসব-সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিবেন। ঝপ্ ঝপ বৃষ্টি, শন্ শন্ শীতবাত্যা। দিঙ্মণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন। প্রকৃতি মহাদেবীর রণ ঘটার পরিণাম ভয়াবহ বোধ হইল। উভয়েরই চিত্তে সিদ্ধান্ত জাগিল— "পরীক্ষা, পরীক্ষা।" তাই সঙ্কল্প, "চলেছি চলুন।" রাত্রি ৩॥ ঘটিকা, ফেনী ষ্টেশনে নামিয়া ভাবি, এখন কোথা যাই। মুষলধারে বৃষ্টি, যেন সৃষ্টি রসাতলে যায় যায়! আমার নিতাইর ইচ্ছা! ভাবিলাম বৃষ্টি থামিলেই ১২ মাইল হাটিয়া ধর্ম্মপুর যাইব। বৃষ্টির বিরাম নাই। আফিসের ভিতর-প্রকোষ্ঠে আশ্রয় লইলাম। অত্রত্য হাই ইংরাজি স্কুলের হেড্‌মাষ্টার আছেন—আমার বিধু দাদা, (শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার বি, এ।) তিনি ফেনী আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায়, একজন ক্লার্ক বলিলেন, "জলধর বাবুকে দেখিয়াছি, বিধুবাবুর কথা বলিতে পারি না।" জলধর আছেন শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। প্রভাত না হইতেই সহরের দিকে ছুটিলাম। জলধরের ধারা মাথার উপর,—'জলধর নাম শুনিয়া আমার প্রাণ ময়ূয়ের নৃত্য কত! তাঁহার বাসার সম্মুখে এক সেতু।

সেতুর উপর পা দিতেই বারেন্দায় উপবিষ্টা এক মহিলাকে চিনিলাম। বাসার পরিচয় পাইতে বাকী থাকিল না। মহিলাটি ধাইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "জলধর, রাত্রির স্বপ্ন ফ'লেছে। তোমার কালীহর দাদা যে!

আমার প্রাণাধিক জলধর!—শ্রীমান জলধর ঘোষ রায় চৌধুরী বি, এ, সবডিপুটী কলেক্টর। ইদিলপুরের চৌধুরী বংশসম্ভূত উচ্চ কুলীন সন্তান। বর্ত্তমান বাসভূমি—বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী। তখন তিনি ফেনীতে cercle officer, ইনি সস্ত্রীক গৌরভক্ত, যুগলমন্ত্রে দীক্ষিত।

জলধর আমার, বাহু তুলিয়া, মুখে "দাদা, দাদা," উচ্চরোলে ধাইয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। এ অপূর্ব্বানন্দের বর্ণনা নাই। জলধর আমাকে ভিতর বাটীর গৃহাভ্যন্তরে নিয়া গেলেন। তথায় তাঁহার নিত্য-সেবিত পট-মুর্ত্তির আসন আছেন। তদ্দর্শনে অপার আনন্দ! জলধর "নিতাই নিতাই নিতাই হে, নিতাই নিতাই নিতাই হে" করতালি দিয়া নাচিয়া গাহিতে থাকিলেন। আমার স্থায় অধমকে পাইয়া তাঁহার যে অপরিসীম আনন্দ, তদ্দর্শনে আমি একান্ত আনন্দবিহ্বল হইলাম। তাঁহার আনন্দে, নিজ আনন্দ সামলাইতে পারিতেছি না। আমি কেমন হইলাম। উভয়ে গৃহমধ্যে শুধু নাচি গাই। ইতি মধ্যে মাসী মাতা (সেই মহিলাটি) আমাকে প্রসাদ দিবার উদ্দেশ্যে বেশী পরিমাণে মোহনভোগ লুচি দিয়া বাল্যভোগ লাগাইলেন। ভক্ত গোপালঠাকুর (গোপাল মুখুর্য্যে—অতি প্রিয়দর্শন, আমাদের অতি প্রিয়) আগমন করিলেন। ক্রমে ফেনীর প্রায় সকল ভক্তই চরণ ধূলি দিলেন। জলধরের বাসায় ভক্তের হাট বসিল। বুঝিলাম মুঞি অতি ভাগ্যবান্, তিনবেলা মহাপ্রসাদ সেবন, ভক্তসঙ্গ, ভক্তি-রসালাপ আর সঙ্কীর্ত্তন।

সংবাদ পাইলাম বৃষ্টিবন্যায় খণ্ডল ডুবিয়াছে, পথ জলমগ্ন হইয়াছে। খণ্ডলের ভক্ত-সম্মিলনের আশা থাকিল না। আনন্দের উপর নিরানন্দের ছায়াপাত হইল।

পরদিন প্রাতে বিধুদাদার সঙ্গ পাইলাম। আমার এভাগ্য কোন্ পুণ্যফলে জানি না। বিধুদাদার চরিত্র পবিত্র ও মধুর। তাঁহার হৃদয় খনিতে প্রেমমণি আছে। সে মণির প্রভার ধারা অশ্রু মুক্তায় পড়ায় ভাল।

আমার জলধর যেন নিতাইটি। হাসিভরা মুখ, আনন্দভরা বুক। সতত নাচে, গায়, হরি বলে। ভাবে পাগল পারা। তাঁহার ছোটবড় ভেদ নাই, মান গুমান নাই, পরসেবা তাঁহার প্রধান ব্রত। দানে সতত মুক্তহস্ত। কাঙ্গালের প্রতি অপার দয়া। জলধর যেমনি কর্ম্মবীর, তেমনি দয়াবীর। একদিবস পথে এক পথিকের এক সের চাউল ভূমিসাৎ হইল। জলধর দেখিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি চাউল তুলিও না, আমার সঙ্গে আইস।" লোকটি সঙ্গে সঙ্গে আসিল। জলধর নিজঘর হইতে প্রায় দুইসের চাউল দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। জলধরের মহত্ত্ব ও সদ্গুণের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত উপ-

স্থাপিত করিতে পারি। জলধর একপ্রকার আদর্শ মনুষ্য। আমি তাঁহার দিব্যগুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়াছি।

ভক্তসঙ্গ ত্যাগ করিয়া জলধর, মাসী-মা ও অধম আমি, বিজয়া-দিবসে শ্রীশ্রীচন্দ্রনাথ দর্শনে যাত্রা করিলাম। সীতাকুণ্ড পৌঁছিলাম। পাণ্ডাবাটী হইতে বাহির হইতেই খণ্ডলের কতিপয় ভক্ত জুটিলেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীমোহান্ত-জীর মন্দির হইতে খোল করতাল নিয়া আমাদের সঙ্গে চন্দ্রনাথ দর্শনে চলিলেন। ব্যাসকুণ্ডে স্নান করিয়া আমরা সীতাকুণ্ড, শম্ভুনাথ দর্শন করিয়া প্রেতকুণ্ডে নামিলাম। তথায় মাসীমা নিজমাতার পিণ্ডকৃত্য সম্পাদন করিলেন। তথা হইতে আমরা চন্দ্রনাথ চলিলাম। সঙ্গে এবারও, শ্রীভগবানের অচিন্ত্য লীলা, বিধুভক্ত মিলিলেন। ইনি এখন সীতাকুণ্ড উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। ৺ চন্দ্রনাথ গিরির পাদমূলে ভক্তগণ আবার সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গিরিগুহাভ্যন্তরে মৃদঙ্গ করতাল মুখরিত হরিনাম এমনি গুরু গম্ভীর হইয়া উঠিল যে, পর্ব্বত-সোপানের দু' এক ধাপ উঠিতেই সবার প্রাণ ভাবাকুল হইল,—সকলে উন্মত্তের ন্যায় হইল।

এইমাত্র মাসীমা মায়ের পিণ্ড দিয়া আসিয়াছেন। এক অদ্ভুত ব্যাপার! হরিনাম শুনিলেই মাসীমার মায়ের অঙ্গমোটনান্তর মূর্চ্ছা হইত। অবিকল সেই ভাববিকার মাসীমাকে আশ্রয় করিল। মাসীমার মূর্চ্ছা হইল। বহুক্ষণ তাঁহাকে ঘিরিয়া কীর্ত্তন করা হইল। মাসীমার দেহে প্রাণ আছে কিনা সন্দেহ। জলধরও যা ভাবিল, আমিও তা,—আজ মাসীমার লীলা এখানেই শেষ হইবে, সেও ভাল; না হয় ব্যাসকুণ্ডে দেহসংকার করিব! আজ চন্দ্রনাথ সাক্ষাতে কি আনন্দই না হইবে! আংশিক চৈতন্য সম্পাদনের পর ভক্তবৃন্দ মাসীমাকে স্কন্ধে চড়াইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে, ক্রমে উঠিয়া একবারে প্রভু চন্দ্রনাথের মন্দিরাভ্যন্তরে তাঁহার পাদমূলে মাসীমাকে ফেলিয়া দিলেন।

আজ আমার গৌরনিত্যানন্দের শ্রীসঙ্কীর্ত্তন—আকাশে,—শিবলোকে; শ্রীসঙ্কীর্ত্তন মর্ত্ত্যলোক ছাড়িয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছেন। মুক্ত-পবন প্রাণ ভরিয়া নামামৃত আস্বাদন করিয়া শীতল হইতেছেন। সাগর তরঙ্গ স্থির করিয়া মনো-নিবেশ পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞ দর্শন করিতেছেন। নিবিড়ারণ্যের মহাবৃক্ষ সকল আনন্দপুলকিত, বল্লরীগণ রসহিল্লোলে দুলিতা। বনে বনে মধুর আরতির

প্রতিধ্বনি! সে ভাবতরঙ্গ বলিহারি, সাগরতরঙ্গ নিস্পন্দ! ধন্যা মাসীমা! আর মাসীমাকে কাঁধে করিয়া আমরাও ধন্য!

নামিয়া আসিয়া পাণ্ডাবাটীতে স্নানানন্তর প্রসাদ পাইলাম। তখন মাসীমা কতকটা স্থৈর্য্যলাভ করিয়াছেন। সন্ধ্যাকালে গাড়ীতে চড়িলাম। রাত্রি ৮ ঘটিকা কালে জলধরের সঙ্গে তাঁহার ফেনীর বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

শ্রীমান্ জলধরের গৃহিণীর নাম রেখেছি শ্রীমতী গৌরদাসী। বাসায় আসিয়া মাসীমার ভাবদশার কথা গৌরদাসীকে শুনাইতেই গৌরদাসীর দশা, গৌরদাসী ঢলিয়া পড়িল। তৎসঙ্গেই আবার মাসীমার ও অমনি পূর্ব্বভাব উপস্থিত! মাসীমা ও গৌরদাসী অচৈতন্যাবস্থায় পতিতা থাকিলেন। কেবল তা নয়!—

আমার মত অধমকে পাইয়া জলধর, গৌরদাসী ও মাসীমার যে এত আন্দোচ্ছ্বাস হইয়াছিল, তাহার বিশেষ হেতু খুলিয়া বলিতে হইল। মহাষ্টমীরদিন প্রত্যুষে আমি শ্রীমান্ জলধরের বাসায় আসিয়াছি। তখন জলধর আমাকে বলিলেন, "দাদা, এই মাত্র আমরা শেষ নিশিতে এক সুখস্বপ্ন দেখিয়া তাহার আলাপ করিতেছিলাম; এমন সময় তোমার আগমন।" "ভাই কি স্বপ্ন?" "স্বপ্নে দেখেছি—নিতাইচাঁদ আমাদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে আলাপ হইতেই আপনি আসিলেন।"—আমি কহিলাম, "অহো ভাগ্য, নিতাইচাঁদ যেখানে এসেছেন, সেই ঘরে প্রভু ছল করিয়া আজ আমার ন্যায় কীটাধম পাতকীকে আনিলেন! আর এমন ভাগ্য কবে হবে! জলধর, তোমার এই প্রতিষ্ঠিত আসনে প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ব'সেছেন, তাই সব দিক্ যেন চিদানন্দালোকে প্রতিভাত, অমৃত-মাখা বোধ হইতেছে! এস আনন্দভরে সবে এখানে লোটাই, কীর্ত্তন করি!"

রাত্রিকালে যখন মাসীমা ও গৌরদাসীর দশা হইয়াছে, তখন তাঁহারা যে কেবল অচেতন হইয়া আছেন এমন নয়, ততোধিক এক অপূর্ব্ব খেলা! ঘর বাহির, দেহপ্রাণ, আমাদের কেবল আনন্দময়, আমরা যেন, কি এক সুধাসমুদ্রে নিমজ্জিত! তখন বেশ মানিলাম, সত্যসত্যই আমার শ্রীনিত্যানন্দ জলধর-গৃহে অধিষ্ঠান করিয়াছেন। জলধরের দুটি বালক পুত্র তদবধি শুধু "বম্ বম্ ভোলানাথ! বম্ বম্ ভোলানাথ!" বৈ আর কোন কথাই কহিত না। বালক

দুটির উন্মত্ততা, করতালি ও নৃত্য কত! জলধর এক শিশু, তাহার তনয়দ্বয় দুই শিশু, তিন শিশুর ভাবদর্শনে এবং সেবাপরায়ণা মাসীমা ও গৌরদাসীর প্রেমদর্শনে আমি আমার মধ্যে ছিলাম না!

প্রাতে ভক্তসমাগম, আনন্দের কথা,—আনন্দের গাথা—আনন্দের লহর কেবল আনন্দ আনন্দ আনন্দ! এমন সময় শ্রীগৌরদাসী ভিতর হইতে ডাকিলেন, "দাদা, দাদা, আসুন্!"—আমরা ধাইয়া গেলাম্। গিয়া দেখি, স্নানের ঘাটে মাসীমার দশা মূর্চ্ছা। ধরাধরি করিয়া আনা হইল। অমনি আবার একি! গৌরদাসীরও যে তাই! গৌরদাসী পড়িয়া গেলেন। আমরা তখন উভয়ের সেবা পরিচর্য্যা আরম্ভ করিলাম। গৌরদাসীর মধ্যে এক চমৎকার ভাব দেখিলাম, তিনি এই অচৈতন্যাবস্থায়ও বক্ষে কর ধরিয়া হিক্কায় হিক্কায় কি এক দিব্যতাল-সঙ্গীত সহযোগে শ্রীনাম জপিতেছেন! তাঁহাদের স্পর্শ করি, যেন পরশমণি! আনন্দের বৈদ্যুতিক প্রবাহ আমাদের অঙ্গে লাগে। আমরা যেন অমৃতই! সাক্ষাৎ নিতাইর লীলা!—যে জন গৃহে প্রবেশ করে, তাকেই যেন ভূতে ধরে, সেই চিদানন্দে মজে! কি অলৌকিক কাণ্ড!

যে সব ভক্তবৃন্দ যাতায়াত করেন, তন্মধ্যে বৃন্দাবন ভক্তও আছেন। ইনি সুন্দর তৈয়েরী বৈষ্ণব। বৈষ্ণবলক্ষণ সব বেশ বৃন্দাবনে ফুটেছে! কথায় কথায় বদন কপোলে ভগবদ্ভাবটী ফুটিয়া সুন্দর কথা কয়। তিনি এমনি পাকারসের মাজ্জিত বৈষ্ণব। না হইবে কেন, তিনি বহু সাধু বৈষ্ণব-সঙ্গ করিয়াছেন; বিশেষতঃ ভক্ত-চিত্ত-প্রাণচোর শ্রীশ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামি-প্রভু মহারাজের বহুদিন সঙ্গ করিয়া আসিয়াছেন।

লক্ষ্মীপূর্ণিমা রাত্রিতে শ্রীনাম মহাযজ্ঞের এক বিরাট আয়োজন হইতে চলিল। জলধর ভোগরাগের নানা উপাদেয় প্রচুর সামগ্রীর আয়োজন করিতে থাকিলেন, ভক্তবৃন্দকে নিমন্ত্রণ দেওয়া হইল। খণ্ডলের ভক্তবৃন্দকেও পত্র দেওয়া হইল। পার্ব্বত্যনদীর গতি অতি কুটীলা। বিশেষতঃ বন্যার সময় নদীর অবস্থা বড়ই ভীষণ হয়। খণ্ডলের ভক্তবৃন্দ চিঠি পাইয়াই প্রকাণ্ড এক নৌকায় লোকাভাবে নিজহস্তে দাঁড় লগী বাহিয়া ২০।২৫ মাইল নদীপথে আসিয়া লক্ষ্মী পূর্ণিমার প্রাতে মৃদঙ্গ করতাল সহ কীর্ত্তন করিতে করিতে ফেণীতে উপস্থিত। জলধর ধাইয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, "দাদা, কি আনন্দ, কি আনন্দ!

খণ্ডলের ভক্তবৃন্দ এসেছেন।" ধাইয়া গেলাম, কি আনন্দ, কি আনন্দ! প্রাণগৌর নিত্যানন্দ! আনন্দের একটা তুমুল তুঙ্গ-তরঙ্গ। এসেছেন আমার ভ্রাতৃজীবন বিপিন ভক্তিরত্ন ও কতিপয় ব্রাহ্মণ ভক্ত সঙ্গে করিয়া গয়ানাথ ভক্ত! খোল করতাল লইয়া নিজহস্তে নৌকা বাহিয়া সমাগত! ভক্ত-প্রাণের আবেগ কত! একেই বলে ভালবাসা। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত আনন্দ উতরোল, হরিবোল, হরিবোল!! ভক্তরূপী গৌরনিত্যানন্দের নর্ত্তন কীর্ত্তন। অতঃপর মহাপ্রসাদ প্রাপ্তি; তার পর মহাবিচ্ছেদ! রাত্রি ১ঘটিকার পর বিপিন ভায়াদের সঙ্গে নৌকায় উঠিয়া খণ্ডল যাত্রা করিলাম। চন্দ্রশেখর-গৃহে গৌরনিত্যানন্দ-মহোৎসব, তাতে যে ডুবিল সেই ধন্য!

দীনের আবেদন।

(রাজসাহী বৈষ্ণব-সভায় পঠিত।)

দিন যায়—দিন যায়—দিন যায়! আমাদের প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসে—প্রত্যেক পাদক্ষেপে দিন শনৈঃ শনৈঃ অতিবাহিত হইতেছে। মানবের সাধ্য নাই যে তাহার গতিরোধ করে; তোমার আমার শক্তির বহির্ভূত তাহার অপ্রতিহত গতির রোধ করা। এই যে অবিরত দিন যাইতেছে, সেই সঙ্গে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় মানবের আয়ুও ধীরে ধীরে তোমার আমার জ্ঞান-গোচরের অন্তরালে অনন্তের দিকে প্রধাবিত হইতেছে। আমরা তাহা বুঝিনা, আর বুঝিবার শক্তি ও নাই। কিন্তু দিন তাহার কার্য্য করিয়া আমাদিগকে ক্রমশঃই মরণের দিকে লইয়া যাইতেছে। এই যে নিশিদিন মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা নিবারণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য কতটুকু চিন্তা করিতেছি? মরিব, ইহা ধ্রুব নিশ্চয়, কিন্তু মরিবার চিন্তা কি এক দিনের জন্যও আমাদের মনোমধ্যে উদিত হয়? সে চিন্তা আমাদের এই পাষাণ হৃদয়ে ক্ষণেকের জন্যও আসে না। নিয়ত ভোগ-বিলাসের মত্ততা—দিবানিশি বিষয়-আশয়ের আহ্বান, সর্ব্বদাই পুত্র-কলত্রাদির জন্য ব্যাকুলতা আমাদিগকে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ

করিয়া রাখিয়াছে; জ্ঞান থাকিতেও অজ্ঞান করিয়া রহিয়াছে। আমরা বুদ্ধি থাকিতেও উদ্‌ভ্রান্তভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রাম্যমান। জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটা দিন দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেলে, যখন অন্তিমশয্যায় শায়িত হইতে হইবে, তখন আমাদের উপায় কি হইবে, ভবপারের উপায় কি হইবে? পরিণাম-রক্ষার নিদান কোথায়, তাহা ত মুগ্ধচিত্তে একবারের জন্যও আসে না। সে ভাবনা ত ভাবিতে পারি না। সুতরাং আমাদের পরিণাম যে ভীষণ ভীতিসংক্ষুব্ধ, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আমাদের এই সংকীর্ণ জীবন আজ আছে, কাল হয়ত না থাকিতে পারে, আজ যে সুখের আশায় বিমুগ্ধ, কাল হয়ত তাহার চিহ্ন মাত্রও বিলুপ্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে; সুতরাং জীবনের অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস নাই। সেই জন্যই বলিতে হয়, আমরা যে কয় দিন এই নশ্বর জগতে বিচরণ করিব, যেন ভগবান্‌কে বিস্মৃত না হই; শত শত কর্ত্তব্যের মধ্যেও যেন ভগবানের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করাকে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়া সর্ব্বদা স্মরণ করি ঃ—

ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতং।
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলং॥

অর্থাৎ জ্ঞান, ব্রত, ধ্যান ধারণাদি অথবা অন্যান্য সৎকার্য্যের ফল অপেক্ষা ভগবন্নাম কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বেশী; কারণ এই অনিত্য সংসারের সহিত আমাদের দুই দিনের জন্য সম্বন্ধ। সংসারের মায়া মোহে আবদ্ধ না হইয়া যাহাতে জীবনকে উহা হইতে নির্লিপ্ত রাখিয়া ভগবানের নামকেই জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য করিতে পারি, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। আর শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে বলিতে হইবে ঃ—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এই নাম বলিতে বলিতে—এই নাম মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে—ক্রমশঃই মরমে প্রবেশ করিয়া অন্তরাত্মা সুশীতল করিবে, উহা হৃদয়ের জ্বালা যন্ত্রনাকে প্রেম-মন্দাকিনীর অতল জলে ভাসাইয়া দিবে। তখন আর আমার আঁমার বোধ থাকিবে না,—ক্ষুদ্রত্ব থাকিবে না, আত্মপর-বোধ তিরোহিত হইবে; তখন

শ্রীহরির প্রেমানলে পুড়িয়া মনের ময়লা বিদূরিত হইবে, তখন মন বিশুদ্ধত্ব লাভ করিবার জন্য আপনা হইতেই বুঝিতে চেষ্টা করিবে। শাস্ত্র বলেন ;—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সঃ শান্তি মধিগচ্ছতি॥"

অর্থাৎ—কামের দাসত্ব, কামনার দাসত্ব, অহঙ্কারের দাসত্ব, মানুষের দাসত্ব করিবার জন্য তখন প্রেমোন্মুখী অন্তর আর বিধাবিত হইতে চাহিবে না। তখন মনে হইবে—ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে যখন বিশ্বাস নাই, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া, পরিণামের জন্যই প্রস্তুত হই। এই চিন্তা উদিত হইলেই বুঝিতে হইবে যে, পরিণামের ভাবনার সূত্রপাত হইল, পরিণামের পথ ধরিতে পারিলেই পরিণামের পথের পাথেয় কিছু সংগ্রহের জন্য চিত্ত ব্যাকুলিত হইবে; এই ব্যাকুলতাকেই বলে—প্রেম। প্রেম জন্মিলে আমার আমিত্ব থাকে না,—সংসারের দাসত্ব বিদূরিত হয়—পাপ প্রপঞ্চের আধিপত্য উপেক্ষিত হয়। তখন—সেই শুভ মুহূর্ত্ত হইতেই মানব ধীরে ধীরে দেবত্ব লাভ করিতে আরম্ভ করে। এই সময় মানবের বিষয়ের চিন্তা, পুত্র কলত্র চিন্তা প্রভৃতি যাবতীয় চিন্তা বিদূরিত হয় এবং সে কেবল তখন ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করিবার জন্যই ব্যাকুল ও অনন্যচিত্ত হইয়া পড়ে। তখন মনে হয় :—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবং।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥

জীবন ক্ষণভঙ্গুর, কখন কি হয় বলা যায় না; ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত চিন্তাকে দূর করতঃ বহির্মুখী অন্তরকে যখন আন্তর্জগতে বিচরণশীল এবং ভগবন্নামকীর্ত্তন রূপ মহাব্রতকে একাগ্র ভাবে ধারণার বিষয়ীভূত করিতে পারা যায়, তখন আর পরিণামের জন্য ভাবিতে হয় না; কেন না নাম যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে পারিলে, অভীষ্ট লাভের জন্য আর চিন্তা করিতে হয় না। ভগবান্ বলিতেছেন :—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে আমাকে দেখেন এবং আমাতেই সর্ব্বভূত দর্শন করেন, তিনি কখনই নষ্ট হন না।

অতএব ভক্তগণ! যিনি যে ভাবেই শ্রীভগবান্‌কে ডাকু-না-কেন মনকে যদি প্রশস্ত করিতে না পারেন, নাম-মন্দাকিনীর বিমল সলিলে যদি মনের ময়লা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে না পারেন, তবে সেই প্রেমময়ের অনন্ত প্রেমের কণিকা মাত্রও শত চেষ্টাতে লাভ করিতে পারা যাইবে না। স্বার্থপরতার ক্রীতদাস-কূপমণ্ডুক আমরা যতদিন না সেই প্রেমকল্পতরুর সুশীতল পাদমূল বক্ষে ধারণ করিতে শিক্ষা করিব ততদিন আমাদের নিস্তার নাই ভব পারের উপায় নাই এই পার্থিব জঞ্জালজালকে নির্ম্মুক্ত করিবার উপায় নাই ; সেইজন্যই বন্ধুগণ! আসুন আমরা কলিকল্মষনাশকারী শ্রীভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করি আর অবিরাম সেই কলি যুগোচিত নাম মন্ত্র সাধনায় একাগ্রচিত্ত হইয়া বলি ;—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

আমাদের শক্তি অতীব ক্ষুদ্র এমন কি আমরা শক্তিহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা ভজন জানি না, পূজন জানি না, কেমন করিয়া হৃদয়ের আরাধ্য দেবকে একাগ্রচিত্তে ডাকিতে হয় তাহাও জানিনা! কিরূপে প্রেম-পথের পথিক হইতে হয় তাহাওত শিক্ষা করি নাই! কেমন করিয়া ভব যন্ত্রনার মহৌষধি সংগ্রহ করিতে হয় তাহাওত আমাদের অজ্ঞাত! তবে কি দীন আমাদের—পাপী তাপী আমাদের নিস্তারের উপায় নাই—উদ্ধারের পন্থা নাই? আছে-আছে-আছে! সেই দয়ার সাগর, পাপীর উদ্ধার কর্ত্তা, দীনের পালন কর্ত্তা, প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাদের জন্য অযাচিত ভাবে সে পথ সুগম করিয়া রাখিয়াছেন; ভাইরে! সে পথ বড় সোজা—বড়ই সরল—বড়ই আনন্দদায়ক :—

আর ভয় নাই ভাই! ভবপারের জন্য আর ভয় নাই! ভব-ভয়হারী শ্রীভগবান ভাগবতে শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

কলের্দোষ নিধেরাজন্ অস্তিহ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণু স্ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনে নৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥

অর্থাৎ,—নাম গাও ভাই! নাম গাও! অবিরাম বল হরি বোল! হরি বোল!! হরি বোল!!! নাম ভিন্ন আর উদ্ধার করিবার কেহ নাই—নাম ভিন্ন আর আসা যাওয়া নিবারণ করিবে কে ভাই! নাম ভিন্ন আর পতিত, দুর্গত, হতভাগ্য কলিহত আমাদের আশ্রয় কোথায় আছে ভাই! শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন :—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

ভব-ভয়ভীত মানব যদি একবার হৃদয় ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া, মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া ভক্তি—গদ্ গদ্ কণ্ঠে বলিতে পারে হরিবোল—হরিবোল—হরি বোল, তবে কি আর তাহাকে ভাবিতে হয়? আমরা হৃদয়হীন ভক্তিহীন পাষণ্ডের দল দিনে শতবার হরি হরি বলি বটে কিন্তু সেই সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীহরির কৃপা আমাদের উপর নিপতিত হয় কি? আমারাও কোনরূপেই সেই ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের শ্রীচরণ লাভ করিতে পারি না! কেন পারি না তাহা কি চিন্তা করি! আমাদের মনে মুখে মিল হয় না—হরিনামের উপর ভক্তি হয় না—ডাকার মত ডাক হয় না—পতিত পাবন বলিয়া বিশ্বাস হয় না—শরীরে রোমাঞ্চ হয় না—শুষ্ক চক্ষে এক বিন্দু আনন্দাশ্রুও বিগলিত হয় না সুতরাং যে ডাকে বৈকুণ্ঠপতীর আসন টলে—যে ডাকে ভগবানের হৃদয় গলে সে ডাক ডাকিতে না শিক্ষা করিলে তিনি মুখ তুলিয়া চাহিবেন কেন ভাই! হৃদয়ে প্রেম প্রেরণা না আসিলে, ভগবন্নাম-কীর্ত্তন করতঃ মনকে বিশুদ্ধ না করিলে কেবল বাহ্যিক ডাকায় কিছু হইবে না—বাহ্যিক পূজায় ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করা সুদূর পরাহত। মিরাবাই ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া বলিয়াছেন :—

তুলসী পূজনে হরি মিলেতো মেই পূজে কুঁদা আউর ঝাড়।
পাত্থর পূজনে হরি মিলেতো মেই পূজে পাহার॥
তৃণ ভখনমে হরি মিলেতো বহুত মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়্কে হরি মিলেতো বহুত হ্যায় খোজা॥

নিত্ নাহেনেছে হরি মিলেতো জলজন্তু হোই।
ফলমূল খাকে হরি মিলেতো বাদুর বাদরাই॥
দুধ পিকে হরি মিলেতো বহুত বৎসবালা।
মিরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা॥

প্রেম ভিন্ন সেই প্রেমের গুরুত কৃপা করিবে না—যে ব্যাধিতে ঘিরিয়াছে তাহার মত ঔষধ না পড়িলে রোগতো সারিবে না—ভবের হাটে বিকিকিনি করিতে আসিয়া লাভের পরিবর্ত্তে মূলে নষ্ট না হইবার জন্য দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া চলিতে হইবে নচেৎ পাপ জোয়ারের জলে সব ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। সেই জন্যই বলি প্রেমময় শ্রীভগবান! আশারছলনে আর ভুলাইওনা, আলেয়ার আঁধারে আর ঘুরাইওনা, আর আশা যাওয়ার ধাক্কায় ফেলিও না; জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন যেন প্রাণ ভরিয়া ভক্তি ভরে হরিবোল হরিবোল বলিতে পারি, যেন পাপ মনে পাপ মুখে এক হইয়া দিবানিশি হরিবোল বলিয়া পাপ-দগ্ধ জীবনকে মরণের পথে নির্ভয়ে বিচরণ করাইতে পারি; ভগবন্নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনই যেন এই জীবনের সারসম্বল—পরিনামের সারসম্বল ভবনদী পারের খেয়ার কড়ি হয়। বিষয় বৈতরণীর পর পারে যেন হাঁসিতে হাঁসিতে নাচিতে নাচিতে মুখে হরি হরিবোল বলিতে বলিতে যাইতে পারি! আর সর্ব্বদা যেন স্মরণ রাখিতে পারি :—

মা কুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বম্।
হরতি নিমেষাৎ কাল সর্ব্বম্॥

অর্থাৎ ;—ধন জন যৌবন ইহার কিছুরইতো স্থিরতা নাই তবে আর কেন? মুখে যেন অবিরত বলিতে পারি হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।

"আমায় পার কর হে হরি ॥"

হে ভবকর্ণধার! দীনবন্ধো! হরে! এই সংসার-সাগর-তটে পাপ-সম্ভার লইয়া মায়াচক্রের ভীষণ আবর্ত্ত দর্শনে পরপারে যাইবার কোন উপায় দেখিতেছি না। কেবল মোহঘোরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দর্শন করিতেছি। তাই বলি "আমায় পার করহে হরি।" আমি সুখরত্ন উদ্ধার করিব বলিয়া আশা বৈতরণীর মনোরথ জলে অবতীর্ণ হইয়াছি। তৃষ্ণা তরঙ্গে সমাকুল হইয়া সুদুস্তর মোহাবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে অত্যুন্নত চিন্তাতটে উপনীত হইতেছি তথায় বিষয়ানুরাগরূপ স্রোতেরবেগে আমার ধৈর্য্যরূপ বৃক্ষ উৎপাটিত হইতেছে। তাই বলি "আমায় পার করহে হরি।" দিবস ও যামিনী রূপ তট ভূমির নিরন্তর নিপাতনে জীবের সম্মুখে এই যে ভয়াবহ কাল-স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্রোতবেগে পতিত হইয়া কোন আলম্বনও পাই না; উহা হইতে নিবর্ত্তনের কোন উপায় দেখি না। তাই বলি "আমায় পার কর হে হরি।" আমি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ ও পুন্য ধনে সর্ব্বদা অপবিত্র ক্ষণ ভঙ্গুর এই দেহতরী ক্রয় করিয়াছি। বৃথা মায়া প্রপঞ্চে মুগ্ধ হইয়া দেহ-তরীর রক্ষণাবেক্ষণে ব্যাকুলতা বশতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইয়াছি। কখন দুনিবার ব্যাধি-বাত্যায় কোন সাগরে বিঘূর্ণিত হইয়া পাঞ্চভৌতিক দেহতরী পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে। আরোহী তখন উত্থানের জন্য শত চেষ্টা করিলেও ঐহিক কর্ম্মভার ভবপারে যাইবার প্রতিযোগী হইয়া তাহাকে অনন্ত মহানরকে নিক্ষেপ করিবে। তাই বলি এই দেহতরী ভগ্ন না হইতে হইতেই "আমায় পার কর হে হরি।" অতি ভয়ঙ্কর সংসার কাননে মোহ রজনীতে সমাচ্ছন্ন নানা ছিদ্র পরিপূর্ণ দেহগৃহে কালচৌরের ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া বাস করিতেছি। কখন সেই কালচৌর অলক্ষিত ভাবে সাধের দেহগৃহে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বস্বা-পহরণ করিবে। তখন আমি নিঃসম্বল হইয়া সেই গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্ত অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে মনোবেদনা জানাইতে পারিব না। তাই সময় থাকিতে বলি "আমায় পার কর হে হরি।" নানাবিধ সংশয়ের উৎপত্তি কারণ,

অবিনয়ের আধার, দোষ রাশির নিদান স্বরূপ, অবিশ্বাসের ক্ষেত্র, অসংখ্য কপটতা পূর্ণ হৃদয়, মহাজনদিগেরও দুষ্পরিত্যাজ্য, যাহা কপট মায়ার নাট্যশালা এমন পয়োমুখ বিষকুম্ভরূপ কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ হইয়া জগতে ধর্ম্মনাশ করিতে বসিয়াছি এবং তাহার জন্য নিয়ত কুকর্ম্মরাশিতে লিপ্ত হইয়া অনন্ত নরকাভিমুখে অগ্রসর হইতেছি। তাই বলি "আমায় পার কর হে হরি।" এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পূর্ব্বেও ছিলনা পরেও থাকিবে না। কেবল মাতৃগর্ভ হইতে ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়া যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে ততই আমার আর গোল বাঁধিয়া যাইতেছে। কিন্তু একবারও ভাবিনা যে পঞ্চাত্মক শরীরের সংযোগ ও বিয়োগ স্বাভাবিক। মোহান্ধকারে পড়িয়া কোনদিন করাল কালকবলে সমগ্র আশা ভরসা ফুরাইয়া যাইবে। তাই সময় থাকিতে বলি "আমায় পার কর হে হরি।" কতিপয় নিমেষমাত্র যাহার অবস্থান কাল সেই পরিবর্ত্তন শীল দেহ কখন কৌমার কখন যৌবন কখন বার্দ্ধক্য অবস্থায় পরিণত হইতেছে এইক্ষণে উৎপত্তি পরক্ষণে লয়। এইরূপে পৃথিবীস্থ সমস্তই একবার উৎপন্ন ও একবার লয় হইতেছে। তাই দেখিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে বলি "আমায় পার কর হে হরি।" নিজের এবং পোষ্যবর্গের উদর পূরণের জন্য লালায়িত হইয়া হয় পরপদলেহন না হয় দাতৃবর্গের মুখাপেক্ষী হইয়া জীবন্মৃত হইতেছি। সে সময়ে মনে হয়। যখন তুচ্ছ বনজফল পত্রাদি দ্বারা উদরাগ্নির নিবৃত্তি হয় তখন আমি ঐহিক সুখাভিলাষী হইয়া ঘৃণিত যাচক বেশ ধারণ করিয়াছি। হায়! প্রাণ কেন যাচ্ঞা বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে বহির্গত হইল না। এইরূপে নিজেই শত বিধ হইতেছি। তাই বলি "আমায় পার কর হে হরি।" আজ আমি যাহাদের জন্য অতি দুর্ল্লভ প্রাণকে বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত নহি! যাহাদের পোষণ ভার ভ্রমক্রমেও পারলৌকিক কার্য্য করিতে দেয় নাই। সেই প্রাণতুল্য প্রিয় আত্মীয় স্বজন যে দেহের কিয়ৎক্ষণ অদর্শনে উৎকণ্ঠিত হইত সেই দেহ যখন চিরকালের জন্য প্রাণ বিমুক্ত হইবে তখন অস্পৃশ্য বলিয়া স্পর্শ পর্য্যন্তও করিবে না। তখন তাহাদের নিকট স্থূল দেহের ভস্মসাৎ করণ ব্যতিরেকে ভবপারে যাইবার কোনও সাহায্য প্রাপ্ত হইব না। তাই বলি "আমায় পার কর হে হরি।" সমগ্রজীবন অনন্যকর্ম্মা হইয়া যে দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ করিতেছি। অন্তিমকালে সংগৃহীত সেই সমস্ত দ্রব্য সম্ভার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। পারের

সম্বল কিছুই লইতে পারিব না। তাই বলি "আমায় পার কর হে হরি।" অপায় নিশ্চিত স্থূলদেহ ধারণ করিয়া প্রণয়াদি ক্ষণিক সুখের জন্য লোলুপ হইয়াছি। প্রবল শত্রু স্বেচ্ছাচারী কৃতান্ত কবল হইতে উদ্ধার পাইবার কোন যুক্তি বা বল সংগ্রহ করিতেছি না। শেষে অনাথের ন্যায় কালের বশতাপন্ন হইব! তাই বলি "আমায় পার কর হে হরি।" বিষয়ামিষে লোলুপ হইয়া আমার মন অনবরত আশার চক্রে ঘুরিয়া এতই ব্যাকুল হইয়াছে যে, বিবেকোন্মেষের চিন্তা পর্য্যন্ত করে না। কেবল কল্পনা চক্রে অনিশ্চিত দ্রব্যাভিলাষে ভবিষ্যদ্‌গর্ভে গাঢ়ান্ধকারে নিমগ্ন হইতেছে। কায়িক বাচিক এবং মানসিক পাপত্রয়ের ধ্বংশের উপায় কিছুই চিন্তা করিতেছে না, তাই বলি "আমায় পার কর হে হরি।" উপসংহারে বলি, হে হৃষীকেশ একবার মানসরঙ্গে অধিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয় সমূহকে [illegible] বিশ্ব-প্রপঞ্চ হইতে আকৃষ্ট করিয়া সেই সারাৎসার পরাৎপর তোমার পাদপদ্মের গুণানু কীর্ত্তনে নিয়োগ কর ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীঅবনী কান্ত উপাধ্যায়, কাব্যতীর্থ।

বৈষ্ণব ব্রত তালিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩২৩, চৈতন্যাব্দ ৪৩১-৪৩২।

বৈশাখ।

একাদশী	১লা শুক্রবার
দমনকারোপণোৎসব	২রা শনিবার
একাদশী	১৫ই শুক্রবার
অক্ষয়তৃতীয়া ও শ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা।	২২শে শুক্রবার
জহ্নু সপ্তমী	২৬শে মঙ্গলবার
একাদশী	৩০শে শনিবার

জ্যৈষ্ঠ।

নৃসিংহচতুর্দ্দশী ব্রতোপবাস	৩রা মঙ্গলবার
শ্রীশ্রীকৃষ্ণেরপুষ্পদোলযাত্রা	৪ঠা বুধবার
একাদশী	১৫ই শনিবার
একাদশী	৩০শে সোমবার

আষাঢ়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা	১লা বৃহস্পতিবার
একাদশী	১২ই সোমবার
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ যাত্রা	১৮ই রবিবার
পুনর্যাত্রা	২৬শে সোমবার
শয়নৈকাদশী (১), এবং চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ, রাত্রের প্রথম যামে (২) শ্রীশ্রীহরিরশয়ন	২৭শে মঙ্গলবার

শ্রাবণ।

একাদশী এবং পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী ব্রত।	১০ই বুধবার
হিন্দোললীলা (ঝুলনারম্ভ)	২৪শে বুধবার
একাদশী (পবিত্রারোপণ)	২৫শে বৃহস্পতিবার
রাখীপূর্ণিমা (ঝুলনযাত্রা শেষ)	২৮শে রবিবার

ভাদ্র।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত	৫ই সোমবার
একাদশী	৮ই বৃহস্পতিবার
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত	২০শে মঙ্গলবার
পার্শ্বৈকাদশী বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ, সায়ংকালে (৩) শ্রীশ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্তন।	২৩শে শুক্রবার
শ্রীশ্রীবামনদ্বাদশী (বামনদেবের পূজান্তে পারণ)	২৪শে শনিবার

আশ্বিন।

একাদশী	৭ই শনিবার
শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব	২০শে শুক্রবার

একাদশী	২১শে শনিবার
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শরৎরাস	২৪শে মঙ্গলবার

কার্ত্তিক।

একাদশী	৫ই রবিবার
গোবর্দ্ধন যাত্রা (অন্নকুট)	১৩ই শুক্রবার
গোপাষ্টমী (গোপূজাদি)	১৭ই শুক্রবার
উত্থানৈকাদশী (ভীষ্ম পঞ্চক) চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাপ্ত, স্বায়ং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীহরির উত্থানও রথযাত্রা	২০শে সোমবার
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা (ভীষ্ম পঞ্চক ব্রত সমাপ্ত)	২৩শে বৃহস্পতিবার

অগ্রহায়ণ।

একাদশী	৬ই মঙ্গলবার
একাদশী	২০শে মঙ্গলবার

পৌষ।

একাদশী	৬ই বৃহস্পতিবার
পুষ্যাভিষেক (৪)	২৪শে সোমবার

মাঘ।

একাদশী	৬ই শুক্রবার
বসন্তপঞ্চমী শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চ্চন	১৪ই শনিবার
মাকরী সপ্তমী (শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাবোৎসব।	১৬ই সোমবার
ভৈমী একাদশী এবং পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী	২১শে রবিবার
ত্রয়োদশী (শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোৎসব।	২২শে রবিবার

ফাল্গুন।

একাদশী	৬ই রবিবার
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত	৮ই মঙ্গলবার
একাদশী	২০শে রবিবার
আমর্দ্দকী ব্রত (গোবিন্দ দ্বাদশী (৫) অর্চ্চনান্তে পারণ)	২১শে সোমবার

শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, মহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব	২৪শে বৃহস্পতিবার

(এই দিবসে ৪৩২ চৈতন্যাব্দ আরম্ভ।)

চৈত্র।

একাদশী	৬ই সোমবার
শ্রীশ্রীরাম নবমী	১৯শে রবিবার
একাদশী	২১শে মঙ্গলবার
দমনকারোপণোৎসব	২২শে বুধবার

দ্রষ্টব্য ;—(১) শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস ১৫শে বিলাস ৬৯শ্লোক, (২।৩) শ্রীশ্রীহরি ভক্তি বিলাস ১৬১—১৬৭ শ্লোকেও ঐ টীকা (৪) শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস। ১৫শ বিলাস ১০ শ্লোক (৫) শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস ১৪শ বিলাস ৮৫ শ্লোক *ঐ টীকা ১৫শ বিলাস ২৫৩—২৫৯ শ্লোকও ঐ টীকা।*

(বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা বিধবা দ্বিজপত্নীগণের এই বিধানে উপবাসাদি করা কর্ত্তব্য।

সম্পাদক—ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল।

নবীন বর্ষ।

—:০:—

নবীন বর্ষ　আজি কি স্পর্শ　আনিলি ওরে বহিয়া ?
আজি কি ছন্দে　বিপুলানন্দে　কি কথা গেলি কহিয়া ?॥
দেখিলি নাথে　শুভ প্রভাতে　কোথা সে রাজে কেমনে ?
গহনে বনে　ভবনে মনে　আসীন কোন আসনে ?॥
সেথা কি ওরে　নবীন সুরে　নিতুই গাহে নবীনা ?
পূত দরশা　প্রেম সরসা　হরি চরণ বিলীনা ?॥
নাথের প্রীতে　প্রেমের গীতে　দিবস কিবা যামিনী,
চির নবীনা　রাগে কি বীণা　আলাপে সেথা রাগিনী ?॥

কুসুম ফুটে মলয় লুটে নব পরিমল গন্ধে ?
মধুপ যুথ ঝঙ্কার রত চির নবীন ছন্দে ? ॥
কোমল শষ্পে বিকচপুষ্পে রাজে কি চিরনবতা ?
পুরিত বাস নহে কি হ্রাস ? রহে কি চির সমতা ?॥
কুসুম দল চির অমল না ঝরিতেই কি ফুটে ?
ঝরেনা রেণু অণুর অণু কোনও কালে না টুটে ?॥
জনমি যথা চিরনবতা যথায় পরিপূর্ণ,
যে দেশ হ'তে আজি প্রভাতে হ'লিরে অবতীর্ণ,
যে দেশ হ'তে মরজগতে বহিয়া আনি' গন্ধ
জীবন মাঝে আশা ও কাজে জাগাও নবীনানন্দ !!
হে নববর্ষ জাগায়ে হর্ষ নবীন শক্তি দাও !
নাথের প্রীতে আজি প্রভাতে মঙ্গল-গীতি গাও ॥

শ্রীভূপাল চন্দ্র দেব সরকার।

নদীয়া নাগরী।

ঐ যে গোরা চিত চোরা প্রেম বিভোরা দাঁড়িয়ে ঐ।
দেখা হ'লো প্রাণ জুড়া'ল নয়ন সফল ক'রে লই ॥
রূপের খণি গুণমণি শির মণি সে আমার।
সদাই মনে এমন ধনে করি মেনে কণ্ঠহার ॥
নয়ন আরে ভঙ্গি ক'রে আমার পানে যখন চায়।
তখন সখি দুটী আঁখি মুদে থাকি সরম দায় ॥
গৌর শশী ভালবাসি সুখে ভাসি দেখ্‌লো তায়।
কুলে শীলে যাইসে ভুলে পরাণ গলে প্রেমের দায় ॥
গোরা যেমন হৃদয় রতন হেন রতন একটী নাই।
ইচ্ছা করে হৃদয় পরে রেখে তারে প্রাণ জুড়াই ॥

কুল নারী কইতে নারী গুমরে মরি সরম দায়।
কোথা এমন সুহৃৎ সুজন এনে সেধন দেয় আমায়॥
প্রেমে গড়া প্রেমপসরা নয়ন তারা প্রাণের প্রাণ।
সেরূপ দেখি বল সখি কিসে রাখি কুল মান॥
ধন্য গণি সে রমণি হৃদয় মণি যে ইহার।
ইচ্ছা করে চরণ ধ'রে হইগো দ্বারে দাসী তার॥
থাকি সুখে কিম্বা দুঃখে যেমন রাখে সে প্রকার।
সুখে রব প্রাণ জুড়াব দেখ্‌তে পাব বদন তাঁর॥
সযতনে হৃদয় কোণে সঙ্গোপনে পূজ্‌ব তাঁয়।
প্রাণের ব্যাথা রবে গাঁথা শুনব কথা সর্ব্বদায়॥
রইলে ঘরে নয়ন ঝরে নাহি হেরে বদন তার।
দেখ্‌লে সুখী হইগো সখি সদাই দুখী প্রাণ আমার॥

শ্রী—

জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র সেন বি এ, লিখিত।)

—:০:—

ধর্ম্ম-গুরুগণের অনন্য সাধারণ, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ধারণা করিতে না পারিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত পোষণ করতঃ, সরল বিশ্বাসী শিষ্যগণকে বিপথে চালাইবার চেষ্টা করিও না! ভাই! মানুষী বুদ্ধিতে তাঁহাদের দেব-চরিত বোঝা যায় না। সাধন সম্পদে গরীয়ান্ হও! ধ্যানবলে জিতকাম ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অভীষ্ট দেবকে তোমার মধ্যে জাগাইয়া তোল! তখন বুঝিতে পারিবে কবীর, নানক, শঙ্কর, রামানুজ, রামপ্রসাদ, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ সকলেই আমাদের নমস্য ও শ্রদ্ধেয়। সকলের ভিতর দিয়াই এক চরম সত্য বিভিন্নভাবে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে মাত্র। ইহাতে বিরোধের কোনও কারণ নাই। যথার্থ ভাবে

আচার্য্যগণের প্রদর্শিত পন্থাবলম্বন করিতে পারিলে শ্রেয়োলাভ অবশ্যম্ভাবী। সকলেই একটী কথা মনে রাখিবেন আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের নিজের ভাবে সাধন পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। আমি যে পথ আশ্রয় করিয়াছি, সেই পথ যে সকলেরই অবলম্বন করিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। বিদ্বেষ বুদ্ধি না থাকিলেই হইল। মহাপ্রভুর শিক্ষাই এই :—"অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিবে।" তাইত তাঁহার পরম ভক্ত হরিদাসের মুখে আমরা এক অমূল্য তত্ত্ব শিক্ষা পাই—'পরমার্থ এক কহে কোরাণে পুরাণে।' কি উদার ভাব! জানিনা কবে আমরাও হরিদাসের পদানুসরণ করতঃ মহাপ্রভুর শিক্ষা জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধন্য হইব !!

ইষ্টনিষ্ঠা খুব ভাল, ইষ্টনিষ্ঠা ব্যতীত সাধন পথ আশ্রয় করা একরূপ সুদূর পরাহত বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। তবে ইষ্টনিষ্ঠার দোহাই দিয়া অপরের ইষ্টদেবকে অশ্রদ্ধা বা নিন্দা না করতঃ সর্ব্বত্রই ভগবৎ বুদ্ধিতে নিজের ইষ্ট-দেবকে দেখিতে অভ্যাস করাই আমার মতে সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, অবগত আছেন সাধকবর রামপ্রসাদ শক্তি উপাসক হইয়াও মায়ের উদ্দেশে গাহিতেন;—

"নটবর বেশে বৃন্দাবনে কালী হ'লি মা রাসবিহারী।"

শক্তিসাধক কমলাকান্তও ঠিক এইভাবে উন্মত্ত হইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রাণের আবেগে মাকে বলিতেন—

"হৃদয় রাস মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে !!
একবার হ'য়ে বাঁকা দেও মা দেখা শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে ॥"

ধর্ম্মাচার্য্যগণের পদানুসরণ করতঃ সর্ব্বত্রই ভাই! নিজের ইষ্টদেবকে ভাবিতে থাক, তাহা হইলে প্রাণে আনন্দ ও হৃদয়ে শান্তি পাইবে!

ক্রমশঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—ভক্তির বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল এখনও আমারা কয়েকজনের নিকট ভক্তির বাৎসরিক চাঁদা বাকী আছে দেখিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া স্ব স্ব দেয় চাঁদা পাঠাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব। ("ভক্তি"ম্যানেজার।)

ভক্তি।

(চতুর্দ্দশ বর্ষ, দশম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩২৩।)

—:০:—

"প্রাণের কথা।"

(৪)

—:০:—

"বিশ্বাসে মিলয়ে হরি, তর্কে বহু দূর।
সাধুর চরিত্রে ইহা প্রমাণ প্রচুর॥"

স্থিরচিত্ত হইতে পারিলে সহজেই সকল প্রকারে বিশ্বাস আসে। উপরোক্ত প্রমাণটী যে অভ্রান্ত সত্য তাহা আমরা সাধু-মহান্ত ও শাস্ত্র-বাক্যে যথেষ্ট রূপে বুঝিতে পাই, তবে কেবল মুখে বিশ্বাস বিশ্বাস বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইলে কি হইবে? প্রাণে প্রাণে দৃঢ় ভাবে এই ভাবটী ধরিতে হইবে। অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই এই দৃঢ় বিশ্বাস আসে, আর ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিও বলিতে হইবে। কোন ভাবুক কবি আবেগ ভরে গাহিয়াছেন;—

বিশ্বাস পরম ধন, পায় অতি অল্পজন।
যার ভাগ্যে ইহা মিলে, সেই সুখী মহীতলে॥

*　　*　　*

কোন মহাত্মা "জীবনও মৃত্যু" এতদুভয়ের মধ্যে বেশ একটু রসাল অথচ সংশিক্ষাপূর্ণ ভাব দেখাইয়া পরস্পরের পরিচয় প্রদান চ্ছলে বলিয়াছেন;—

জীবন দিবা, আর মৃত্যু রাত্রি—চন্দ্র ও তারকা শূন্য ঘোর অমানিশি। জীবন সুখজনক আর মৃত্যু ভীতি-বিধায়ক। জীবন সম্মুখে কিন্তু মৃত্যু দূরে। জীবন উজ্জ্বল দীপশোভিত আবাসস্থান আর মৃত্যু ঘোর অন্ধকারময় অতল পর্ব্বত-কন্দর। জীবনের আমি প্রভু আবার মৃত্যু আমার প্রভু। জীবন আমার দাস আমি মৃত্যুর দাস। জীবন তরু-পল্লব-সলিল সুশোভিত সুন্দর লোকালয় আর

মৃত্যু বিভীষিকাময়ী মরীচিকা। জীবন আমার সেবা করে আর মৃত্যু আমায় গ্রাস করে। জীবন অতি সুন্দর কিন্তু মৃত্যু অতিশয় ভয়াবহ।

* * *

সঙ্কীর্ণ পাত্রের দ্রব্য অল্পেই কলুষিত হয়, যেমন এক ঘটী জলে একটী মাছ রাখিলে সে জল আঁস ও অপবিত্র হয় কিন্তু পুষ্করিণীতে কত শত মাছ রহিয়াছে তথাপি তাহার জল অপবিত্র হয় না, কেননা সেটী বিস্তৃত পাত্র, বিস্তৃত পাত্রের দ্রব্য শীঘ্র দোষ-দুষ্ট হয় না। তাই মহাত্মাগণ এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সর্ব্বদা উপদেশ দিয়া থাকেন যে, হৃদয় পবিত্র রাখিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে হৃদয়ের প্রসার কর হৃদয় সঙ্কুচিত না করিয়া একেবারে জগৎময় ছড়াইয়া দাও। আনন্দ পাইবে—শান্তি-সুখ লাভে জীবন কৃতার্থ হইবে।

* * *

আনন্দ আত্মার স্বরূপ, সেই আনন্দ-ধাম শ্রীভগবানে যতটুকু ভাব আসিবে অনিত্য সংসারের অনিত্য ভোগ বিলাসে ততই অশ্রদ্ধা—ততই অনিচ্ছা হইবে। যেমন দুর্গন্ধময় চিটাগুড় ভোজন পরায়ণ বালকের হাতে উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন পড়িলে সে চিটাগুড় পরিত্যাগ করিয়া সেই মিষ্টান্ন ভোজনেই রত থাকে সেইরূপ সংসার ভোগ-বিলাসরূপ চিটাগুড় সেবনকারী জীব যদি সদ্‌গুরুর কৃপায় একবার ভগবদ্ভাবরূপ উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নের আস্বাদ পায় তাহা হইলে সে আর তাহা ছাড়িয়া অনিত্য সংসার-সুখ-ভোগ-বিলাসে প্রমত্ত হয় না।

* * *

সর্ব্বদা সকলকেই যথালাভে সন্তুষ্ট থাকা একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ সেই আনন্দময়—সেই মঙ্গলময় শ্রীভগবান কোন্ মঙ্গল ইচ্ছা সম্পাদনের জন্য কখন জীবকে কি ভাবে চালাইতেছেন ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা আমরা তাহা কিরূপে বুঝিব? যাহার হৃদয়ে অপরিতৃপ্ততা বিদ্যমান সে কখনই সুখী হইতে পারেনা। অবোধ জীব আমরা এই অপরিতৃপ্ততার কুহকে পড়িয়াই এমন দেবদুর্ল্লভ মানব জীবনকে দুঃখময় করিয়া তুলিতেছি।

* * *

শ্রীভগবানকে ডাকিবার প্রণালী অতি বিশুদ্ধ ভাবেই আর্য্য ঋষিগণ প্রণয়ন করিয়া দিয়াছেন কিন্তু আমরা আপন আপন মনঃকল্পিত নানা উপায় উদ্ভাবন

দ্বারা এমন সুনির্ম্মল প্রণালীও কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছি। আর্য্যঋষিগণ ভগবানের প্রত্যক্ষ স্বরূপ বোধে পিতা মাতা গুরুজনদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহারা সেইভাবে কার্য্য করিয়াই সেই অবাঙ্মনস গোচর শ্রীভগবানের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন কিন্তু আমরা এখন উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও অনেককে সাক্ষাৎ দেবদেবী পিতা মাতার উপরে শ্রদ্ধা ভক্তি হীন দেখিতে পাই। ইহা শিক্ষার দোষ অথবা কাল মাহাত্ম্য কিছুই বুঝিতে পারিনা। হায়রে শিক্ষা! হায়রে কাল!! তোমরাই ধন্য।

* * *

মানুষের বাসনা অনন্তও অস্থির। দুঃখের সময় আমরা ভগবানকে ডাকি কিন্তু সুখ পাইলে একেবারেই ভুলিয়া যাই। যাহাতে সুখে দুঃখে, লাভে অলাভে, বিপদে সম্পদে সকল সময়েই সেই পরাৎপর শ্রীভগবানকে সমভাবে ডাকিতে পারি তাহার জন্য চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য আর ঐ যে চেষ্টা উহার নামই হইল সাধনা।

* * *

ভগবৎ সেবা ভিন্ন অসার সংসারে আর কিছুই সার নাই যিনি বেশ বিচার পূর্ব্বক এই অনিত্য বিষয় সেবা পরিত্যাগ করিয়া সেই নিত্যধন শ্রীভগবানের সেবা করেন তিনিই ধন্য আর শাস্ত্রকারগণ তাঁহাকেই প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

* * *

যাহা আজ আছে হয়তো তাহা কাল থাকিবেনা, আবার যাহা আজ নাই হয়তো কাল তাহা হইবে সুতরাং যাহা দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হয় না, যাহা শুনিয়া কর্ণ যথার্থ শান্তি-সুখ অনুভব করেনা শান্তিময় প্রেম-নিকেতনে যাইতে হইলে সেই সকল সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

* * *

শ্রীভগবান কল্পতরু, কল্পতরু মূলে দাঁড়াইয়া যেমন যে যাহা প্রার্থনা করে সে তাহাই লাভ করিতে পারে, সেইরূপ ভগবানের নিকটও ভক্ত যে ভাবে যাহা প্রার্থনা করেন তাহাই পাইয়া থাকেন। এই ভগবৎ-কল্পতরুর শাখায় ধার্ম্মিকের জন্য ধর্ম্ম ফল এবং অধার্ম্মিকের জন্য অধর্ম্ম ফল ঝুলিতেছে যেজন

যে ভাবে যাহা প্রার্থনা করে শ্রীভগবান সেইভাবে তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া তাহার প্রার্থনা পূরণ করিয়া দিয়া থাকেন।

* * *

মৃগ যেমন কস্তুরির গন্ধে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়ায় কিন্তু সে যেমন বুঝিতে পারেনা যে, যে সুগন্ধে সে পাগল হইয়া বেড়াইতেছে তাহা তাহারই নাভিতল গত। সেইরূপ মানুষও মোহবসে বুঝিতে পারেনা যে, যে, সুখ-শান্তি লাভের আশায় ছুটাছুটি করিতেছে তাহা তাহারই নিজ কৃত কর্ম্মের গণ্ডির মধ্যে রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলেই সে সুখ শান্তি লাভের অধিকারী হইতে পারে! কেবল একটু ইচ্ছা চাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আহ্বান।

—:০:—

হোক্ জয়—জয় হোক্ তব
হে নাম! হে পতিতপাবন!
দাও আজি মার্জ্জিত করিয়া
ম্লান মোর এ চিত্ত-দর্পণ!
কি ভীষণ ভব-দাবানল,
দেখে যাও জ্বলিছে সংসার!
এস জ্বালা কর নির্ব্বাপণ—
কোটী প্রাণী লভুক উদ্ধার।
নিয়ে এস সেখানের সুধা,—
হরি পদে হোক্ রতি-মতি;
খুলে যাক্ অবিদ্যা বন্ধন;
এস নাম—বিদ্যাবধূপতি!
হে শুভদ! দাও ছড়াইয়া
দিশি দিশি কল্যাণ-কৌমুদী!

তুমি এলে উচ্ছ্বসিত হবে,
মরুপ্রাণে চারু প্রেমাম্বুধি।
এস তুমি, প্রতি পদে তব
পূর্ণামৃত করি আস্বাদন!
স্থাবর জঙ্গম সব প্রাণী
তুমি এলে পাবে সঞ্জীবন।
এস তুমি জয় হোক্ তব,
হৃদিপদ্ম হোক্ বিকসিত;
এ জগতে সর্ব্বোপরি আছ—
থাক তুমি চির বিরাজিত।
আসুক্ তোমার সনে ওগো!
সেখানের সে শুভ আহ্বান,
এস নাম! এস তুমি নেমে'
রসনায় কর অধিষ্ঠান!

শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব।

—:০:—

(১)

জয় জয় গোরাশশী নদীয়ার চাঁদ।
জীবগণে উদ্ধারিতে পেতেছিলে ফাঁদ।
জীবে উদ্ধারিতে, এ ভব মহিতে,
নররূপে এসেছিলে তুমি নারায়ণ।
দীননাথ, দয়াময় পতিত পাবন।

(২)

তুমি প্রভু নারায়ণ পূর্ণ অবতার।
তুমি প্রভু জগতের সর্ব্ব সারাৎসার॥

তুমি পূর্ণজ্যোতি, সুনির্ম্মল ভাতি,
তুমি অগতির গতি অধম তারণ।
ভব-মাঝে করে ছিলে প্রেম বিতরণ॥

(৩)

ব্যাকুল তোমার চিত্ত পতিতের তরে।
তব নাম নিলে প্রভু পাপ যায় দূরে।
কৃষ্ণ প্রেম দানে, মজাইয়া প্রাণে।
জীবগণে দেখাইলে সনাতন পথ।
অতি মনোরম প্রভু তব সৃষ্ট মত॥

(৪)

জগতের যত ছিল নারকী পাতকী।
তব পদ পেয়ে তারা পাপে দিল ফাঁকি।
তব পদ পেয়ে, হরষিত হয়ে,
সর্ব্বদা রহিত তারা হরিগুণ- গেয়ে।
বিরহ ভূগিত তারা গোপী প্রেম পেয়ে।

(৫)

বিরহটী বোঝা অতি কঠিন ব্যাপার।
যে বুজেছে সে পেয়েছে প্রেমপারাবার।
তোমার নামেতে, এ মর মহিতে,
উজান বহিয়া চলে প্রেম-সিন্ধু-জল।
গোপীপ্রেম বিরহাদি অতীব নির্ম্মল॥

(৬)

সুনির্ম্মল ভাব ল'য়ে এসেছিলে ভবে,
তাই তব আরাধনা করিতেছে সবে।
ওহে গৌর মূর্ত্তি, তোমার শ্রীমূর্ত্তি,
স্থাপিয়াছে ঘরে ঘরে বঙ্গবাসিগণ।
প্রেম পারাবার তুমি কাঙ্গালশরণ।

(৭)

কাঙ্গাল পতিত জনে নিজ সঙ্গে পেলে।
আনন্দেতে নৃত্য কর হরি হরি ব'লে।
তাদেরে লইয়ে, পথ দেখাইয়ে,
ল'য়ে যাও প্রেমময় প্রেম পারাবারে।
অদ্ভুত তোমার কার্য্য বিশ্ববাসি হারে।

(৮)

মাতাইলে জীবগণে মর্ত্ত ভূমে আসি।
তব কার্য্য দেখি প্রভু স্তব্ধ বিশ্ববাসী।
তব কীর্ত্তি কলা, সমুদ্র মেখলা,
অদ্ভুত ক্ষমতা তব অত্যাশ্চার্য্য কার্য্য।
দয়াময় ছিলে তুমি বিশ্বের আচার্য্য।

(৯)

কাঙ্গাল ঠাকুর তুমি যা করিলে ভবে।
তাহার তুলনা প্রভু কার সঙ্গে হবে?
পতিতে তারিলে, জীবে প্রেম দিলে,
নাম সংকীর্ত্তন করি জগত মজালে।
আর্য্য ধর্ম্মলোপ হ'ত তুমি না আসিলে।

(১০)

কাঙ্গাল পতিত জনে দেহ পদ ছায়া।
কে বুঝিবে তব লীলা ওহে বিশ্বমায়া,
জগাই মাধাই, যবন গোঁসাই,
অযাচিত ভাবে তব পদ ছায়া পেল।
রূপ সনাতন তব চরণ লভিল।

(১১)

সংযমীর চূড়ামণী রামানন্দ রায়।
নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি কত কব হায়।

লভি পদ ছায়া, ত্যজি বিশ্ব মায়া।
হয়েছিল বিশ্ব মাঝে অমূল্য রতন।
কৃষ্ণ পদে করেছিল আত্ম সমর্পণ।

(১২)

গোরাচাঁদ! তব পদে চাহি অনিবার।
এদীনে করুণা কি হে হবেনা তোমার।
এ অধম দীন, অতিশয় হীন।
তাই তব পদ প্রার্থী ওহে দয়াময়।
যুগল চরণ প্রান্তে দাও হে আশ্রয়।

দীনহীন—সতীশ।

শ্রীখুন্তীর আত্মকথা।

(১৪শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা অগ্রহায়ণ মাস ৭৬ পৃষ্ঠার পর।)

অতি মর্ম্ম স্পর্শী, প্রাণ ফাটা হাহাকারে, করুণ হইতেও করুণ ভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া—

"কৃষ্ণরে! বাপরে! প্রাণ জীবন শ্রীহরি!
কোন্ দিকে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি।"

বলিয়া কে কাঁদিয়া উঠিল।

সকলে আতালি পাতালি ভাবে ছুটিয়া স্বর লক্ষ্যে গিয়া দেখিল, শ্রীনিমাই চাঁদ উন্মত্তের মত, উদাস বিভ্রান্ত নয়নে শূন্যে চাহিয়া, ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছেন ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছেন অথচ তাহা পারিতেছেন না, দু'টী কমল নয়নে ধারার বিরাম নাই।

কে যে কি করবে কিছু ঠিক্ নাই। ক্ষণিক সকলেই স্তম্ভিত। সে দৃশ্য কেহ কখনও দেখে নাই। সে ভাব কেহ কখনও অনুভব করে নাই। কি

করিলে, এরূপ অবস্থায় ঠিক কার্য্য করা হয়, বোধ হয় তাহাও সকলে ধারনায় আনিতে পারে নাই। বৃদ্ধ মেশোমহাশয় কাঁপিতে কাঁপিতে মুক্ত কচ্ছ ধুলায় লুটাইতে লুটাইতে ছুটিলেন। প্রথমতঃ এই দৃশ্য দেখে তিনি দন্ত-বিহীন-বদন সম্ভব মত বিস্তার ক'রে অর্থাৎ গ্রাম্য ভাষায় যাহাকে "হাঁ ক'রে থাকা" বলে সেই ভাবে রহিলেন। পরে সুদীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ ক'রে হতাশ ভাবে "জয় রাম জয় রাম" শব্দ উচ্চারণ ক'রে ধীরে ধীরে বলিলেন "এবার নিমায়ের আর রক্ষা নাই, উপদেবতা আশ্রয় ক'রেছে।"

এদিকে ত' ব্যাপার এইরূপ; কিন্তু কথা হচ্ছে, এই যে প্রভুর উন্মাদভাব, এই যে "কৃষ্ণরে! বাপ্‌রে!! প্রাণ জীবন শ্রীহরি!"—তিন্‌টী সম্বোধন এ'র কি বিশেষ কিছু মানে নাই?

কি জানি বাপু! আমি ও'সব হয়ত ঠিক বুঝিনা, তবে এই বৃদ্ধ বয়সে বহু স্থানে বহু ভদ্র পণ্ডিত, মহাত্মার নিকট আমাকে মধ্যে মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছে। তাঁহারা কি বলেন জান? তাঁ'রা বলেন—

সাধকের ভাব ও রসের ক্রম বিকাশে তিন্‌টী রস প্রধান। ১ম সখ্য; ২য়—বাৎসল্য এবং ৩য়—মধুর (কান্তা ভাব)। সখ্যরসের নায়ক (শ্রীকৃষ্ণ) কিরূপ হবেন জান?

তিনি বিদগ্ধ—কি বলছ বিদগ্ধ কা'কে বলে? অত ব্যাখার বক্‌বকানি আমি পার্‌বো না বাপু! প'ড়ে নিও, কাকেও জিজ্ঞাসা ক'রে নিও—হ্যাঁ; তিনি বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান, সুবেশ, সুখা, এই রকম গুণের গুণী হবেন। আর তাঁ'র সখাদের, মমতাযুক্ত, সখ্যসেবা পরায়ণ হইতে হইবে। তাঁরা আবার চারিটা রকমে বিকাশিত। সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও নর্ম্ম সখা।

শ্রীবৃন্দাবনের সেই যে সুভদ্র, মণ্ডলী ভদ্র, বলভদ্র প্রভৃতি রাখাল বালক গুলি তাঁরাই সুহৃৎ। বিশাল, বৃষভ, দেবপ্রস্থ ইত্যাদি সখা। শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম প্রিয় সুহৃৎ। আর সব্‌সে সেরা সখ্যরসের "সেঙ্গাৎ" প্রিয় নর্ম্ম সখা সুবল, মধুমঙ্গল! এঁ'রাই শ্রীভগবানকে "কৃষ্ণরে"! বলিয়া ডাকিবার অধিকারী। আমার প্রভু ভাবাবেশ প্রথমতঃ সেই জন্যই বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণরে!"

তার উপরের রস "বাৎসল্য।" তাহার প্রাণ-ব্যাকুলভাবের সম্বোধন "বাপ্‌রে।" এ রসের নজীর, শ্রীমতী যশোদা এবং গোপরাজ নন্দ।

"নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপবিমুক্তিদাং॥"

(ভাঃ।১০।৯।২০)

আরও উপরকার রস "মধুর," (কান্তাভাব) একেলে জ্ঞানীরাও একথায় "সায়" দেয়। তারা বলে প্রেমের বৃদ্ধির পরিণতি অনুসারে (Dilatalion) সন্নিধির (Vicinity) স্থিরীকৃত হয়। যাক্‌ গে এসব কথা। মোট কথা—এই রসে—

"বঁধু হে! নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব;
শিশুকাল হ'তে আন্‌ নাহি চিতে
ও পদ ক'রেছি সার।
ধন জন মন জীবন, যৌবন
তুমি সে গলার হার।—

এই ভাব হয়। আর হয়—

"তিলে আঁখি-আড় করিতে না পারি
আড়াল হইলে মরি।"

কান্তা শ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকার মন শ্রীকৃষ্ণেই হৃত হইয়া থাকে আর সেই শ্রীহরির বাঞ্ছা শ্রীরাধিকাই পূরণ করিতে পারেন।

"কা কৃষ্ণস্য প্রণয় জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপম গুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।
* * *
বাঞ্ছা পূর্ত্তৌ প্রভবতি হরেঃ রাধিকৈকা নচান্যা।

এই জন্যই প্রভু শেষে বলিয়াছিলেন :—

"প্রাণ জীবন শ্রীহরি!
কোন্‌ দিকে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি।"

যা'ক, তার পর ক্রমশঃ সঙ্গীগণের সেবায় বহুবিধ সান্তনায় প্রভু কিছু স্থির হইলেন। বলিলেন—"বন্ধুগণ! তোমরা দেশে যাও। আমি দেশে ফিরিবনা। যেখানে আমার প্রাণনাথ আছেন, সেই স্থানেই আমি যাইব।"

দু'চার দিন এই ভাবে চলিল। সকলেই বিশেষ সাবধানে প্রভুকে সর্ব্বদা 'নজরে নজরে' রাখিলেন। চন্দ্রশেখর মেশো' রাত্রে তাঁ'র স্নেহের নিমাইকে আগ্‌লাইয়া প্রায় একরূপ জাগিয়াই রাত কাটান্, একদিন দৈবযোগে বেচারা নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইতি মধ্যে প্রভু ভাবাবশে মথুরায় যাইতেছেন এই মনে করিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। একেই বলে—

"শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
কভু' না পাশরি তোমা।"

একেই বলে—

"In this she lives, or she has no life."

ঘুম ভাঙ্গিয়া বৃদ্ধ একেবারে, অস্থির। দ্যাখেন নিমাই নাই। সকলকে ডাকাডাকির ধুম পড়ে গেল।

দ্যাখ্, দ্যাখ্, গে'ল কোথা!!! বহুক্ষণ ধরিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত খোঁজা হ'ল। কিন্তু না দেখা দিলে কি দেখা পাওয়া যায়?

সকলেই ক্লান্ত দেহে ক্লান্ত প্রাণে বাসায় ফিরিতেছেন। ঊষাকাল, অল্প অল্প আলোক হইয়াছে। ঊষার সে আলো, অতি কোমল, অতি নির্ম্মল, অতি স্নিগ্ধ। দূরে 'হেথা হোথা' দু' একটা পাখী, ভাঙ্গা গলায় এক আধ্‌বার ডাকিতেছে; এমন সময় সকলে দেখিল বাসার নিকটেই এক স্থানে প্রভু শূন্যে চাহিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।

আমরি মরি সে কি রূপ! সে কি ভাব!! সেই তরল জোছনা মাখা দেহের, সেই উদাস-বিলোল নয়নের, সেই নবনীত কোমল গঠনের কথা, কি আর বলিব। যা' শুনিয়াছি; যা' বুঝিয়াছি তা' কেমন ক'রে বলিব?

মোট কথা—যাঁ'রা পরে আমাকে বলিয়াছিলেন, তাঁরা বলেন সে সময়ে প্রভুর যেন—

"শ্যাম নয়নে শ্যাম বদনে
শ্যাম হৃদয় ফাঁদে।
* *
পাঁজরে পাঁজরে মরম ভিতরে
শ্যামের মুরতি আঁকা।"

প্রভু যেন এ'কেবারে কান্তাভাবে তন্ময়।

ক্রমশঃ।

শ্রী—

"কাঙ্গালের ধন।"

—:০:—

(১)

হে বিশ্বপালক দীননাথ! কোথায় তুমি বিরাজ করিতেছ? হে সর্ব্বশক্তি-মান্ আনাথ-বান্ধব দয়াময়, মরণ-বারণ প্রভু! একবার তোমার পথ অন্বেষণ কারী, তব পদাশ্রয় অভিলাষী এ দীন হীন কাঙ্গাল অজ্ঞান সন্তানকে দেখা দাও। কাঙ্গালের ঠাকুর তুমি, দেখা দাও আর নাই দাও, একবার আমায় ভক্তি মার্গটী দেখাইয়া দাও! লোকে বলে তুমি অনন্ত মূর্ত্তি বিশিষ্ট পুরুষ রতন এবং সর্ব্বত্র তোমার বিরাজ। কিন্তু ঠাকুর! আমি যে জন্মান্ধ, আমার কি জ্ঞান চক্ষু আছে যে তোমার সেই শ্যাম সুন্দর রাধা হৃদয় বল্লভ গোপী মোহন বেশ ভাবিব, দয়াময় ব্যথাহারী প্রভু, কৃপা করিয়া যদি আমার এই পাষাণ হৃদয়ে পদরজঃ দিয়া কোমল করিয়া দাও, তবেত দয়াময় আমি সেই অন্তঃস্থলে কোমল কুসুমাসন পাতিতে পারি? শুনি তুমি সদানন্দ; তোমার সুখ নাই, দুঃখ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই; তুমি অনাদি অনন্ত; তুমি বিশ্বব্যাপি, জীবের জন্ম, পালন ও সংহার কর্ত্তা। তোমার চক্ষে উত্তম,

অধম, সুখী, দুঃখী, উচ্চনীচ কিছুই ভেদ নাই তুমিই নির্বিকার, কল্পতরু। তুমি ধনীকে যেরূপ ভাবে তত্ত্বাবধান কর, দুঃখীকেও সেইরূপ চক্ষে দেখ; যে তোমায় ডাকে, যে তোমায় চায়, যে তোমার জ্ঞানালোক দেখিতে পাইয়াছে, তাহারই অন্তরে তুমি স্পষ্টরূপে বিরাজিত, এবং যেখানে তোমার নাম ভুলিয়া অধমগণ নিজ নিজ স্বার্থপথে বিচরণ তৎপর, সে সমস্ত আত্মাতেও তুমি বিরাজিত কিন্তু তাহারা ভাবে তুমি প্রচ্ছন্নভাবে ফির্‌ছ। অতএব হে সর্ব্বান্তর্যামী বিভু আমি ও যে সেই সমস্ত অন্ধদিগের মধ্যে একজন। আমার মন যে ময়লা পূর্ণ ও চঞ্চল, সুতরাং তুমি আমার নিকট অতিশয় প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছ। আমার পাপবাসনা, পাপ কল্পনা, পাপ অভিসন্ধি, পাপ শঙ্কা তোমাকে আমার নিকট যেন অতল জলধিতলে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অতএব প্রভু একবার দয়া কর, একটীবার আমায় কৃপা করিয়া উজ্জ্বল আলোকের পথটী দেখাইয়া দাও, আর যেন আমি অন্ধকারে না যাই। তুমি কমলাপতি কৃপাসিন্ধু, একবার যদি একটু কৃপা কণা তোমার এই অধম সন্তানকে ভিক্ষা দাও, তাহা হইলে আমার উচ্চ আশাফলবতী হইবার ভরসা থাকে। নারায়ণ! যখন আমি এই বিচিত্র সংসারের জটিল রহস্যময় অভিনয়ের কথা ভাবি, আমার হৃদয় তখন উদ্বেলিত হইতে থাকে; মন হতাশের তাড়নায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। প্রাণ পথান্বেষণে আকুল হয়। হে ভগবান! সেইটী আমার জীবনের শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত।

এমন কি পুণ্য করেছি প্রভু, যে আমি তোমায় দেখিবার বাসনা করিব? যদি কখন সেই শুভদিন আসে, যদি কখন আমি তোমার সন্ধান লইতে পারি, যদি কাযফলে কোন শুভ মুহূর্ত্তে উপস্থিত হইতে পারি, তবেত হরি তোমার আসন আপনি কাঁপিবে; তুমিই ব্যাকুল হইয়া তোমার বিবেক হীন স্বার্থপর সন্তানকে নিজে আসিয়া দেখা দিবে। আর তোমায় তখন চাইতে হইবেনা, চিনিতে ও হইবেনা। এক্ষণে বাঞ্ছা স্পূর্ণকারী এই আমার হৃদয়ের ঐকান্তিক বাসনা যে একবার তোমার ওই করুণা চাই, একবার তোমার পুণ্যময় পবিত্র পরিচয় চাই! এই জগতের আবর্ত্তনে, সংসারের দারুণ দুর্ব্বিপাকে যদি কখনও, তোমার বলে বলীয়ান্ হইয়া উত্তীর্ণ হইতে পারি তবে তখন স্পর্দ্ধা করিয়া বলিব, প্রভু! আমি তোমায় চাই, আর জগতে কিছুই চাইনা।

তুমি আমার আপন, তুমি আমার সর্ব্বস্বধন, তুমি আমার হৃদয়ের দেবতা; তুমি আমার প্রাণের প্রাণ বাঞ্ছিত রতন পরশমণি। কত আশার কথা তোমায় জানাইব বলিয়া অগ্রসর হইতেছি কিন্তু দয়াময় তাহা প্রকাশ হইতে না হইতেই তালপত্রের অগ্নির ন্যায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া অমনি ভস্ম হইতেছে। একটীর পর আর একটীর এইরূপে উত্থান ও লয় হইতেছে।

তুমিত প্রভু ব্যথার ব্যথি; তুমিত প্রভু অন্তর্যামী; তুমিইত সব বুঝিতেছ ও দেখিতেছ যে, আমার হৃদয় কি চায় এবং কি পায়। কাঙ্গালের ধন তুমি, হৃদয়ের দেবতা তুমি, একবার দয়া করিয়া আমায় সেই জ্ঞানালোকটী দেখাইয়া দাও আমি সেই পথের পথিক হই, আর যেন সে পথ ভুলেও না হারাই। তুমি ইচ্ছাময়, তুমি সমস্তই দিতে পার, আবার নিতে'ও পার। অতএব হে জগৎস্বামী নন্দলাল, একটীবার আমায় ভাবসাগরে তরাও। অন্তরের ধন তুমি, ভাবুকের ভাব তুমি, অন্ধের যষ্ঠী তুমি, পথের আলোক তুমি, আঁধারের বাতি তুমি, তুমি দয়াময় এই অধমকে একবার জাগাইয়া দাও! এই আমার জীবনের মধ্যাহ্ন সময়, এ সময় যদি প্রভু তুমি আমায় অজ্ঞান সমুদ্রে ডুবাইয়া রাখ তাহা হইলে কে আমার চমক ভাঙ্গিবে প্রভু? কে আমায় পুণ্যতোয়া ভাগিরথীপারে লইয়া যাইবে প্রভু? আমি পৃথিবীর যে ক্ষুদ্র কীট হইয়া জন্মিয়াছিলাম, জগতের আবর্ত্তনে কালের কুটীল গতিতে, সময়ের ভ্রূকুটী দৃষ্টিতে সেই প্রবল কীটময় মোহ গহ্বরে জর্জ্জরিত হইতে রহিলাম। এই তমসাপূর্ণ জটিল রহস্যময় কারাগারেই প্রভু আমার গণাদিন ফুরাইয়া আসিল। এখানেই আমার জীবন যবনিকা পত। এখন তুমি এই অন্ধজনকে দয়া না করিলে আমার গতি কি হইবে প্রভু? যে দিন শমন আসিয়া আমায় মৃত্যু দোলায় দোলাইবে, যে দিন খেয়াঘাটের পারের কড়ির অভাব হইবে, যে দিন সমস্তই ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, সেই দিন প্রভু আর আমি তোমার কথা ভাবিবার, তোমার আলো চিনিবার তোমার পদাঙ্ক অনুসরণেও সক্ষম হইব না। সে দিন আমার সেই ধর্ম্মরাজের আহ্বানে চলিয়া যাইতে হইবে। হাতের কাজ হাতেই থাকিবে। কষ্টভোগ করিতে জন্মিয়াছিলাম, কর্ম্মফল ভোগ করিয়াই মরণ পথে চলিলাম।

অনাথের নাথ, কাঙ্গাল-হৃদয় দেবতা, দয়ারপয়োধি, জ্ঞানের আধার তাই বলিতেছিলাম, তুমি আমায় না নাচাইলে, ইহা কি রূপে নাচিবে প্রভু? তুমি যেরূপে চালাও আমরা ত সেই রূপেই চলি। তুমি কল, আমরা কলের পুতুল, তুমি দয়া, আমরা দয়া প্রার্থী; তুমি ভক্তি, আমরা ভক্তি ভিখারী, তুমি মহৎ আমরা নীচ; তুমি গুরু, আমরা শিষ্য; তুমি রথী আমরা রথ; অতএব প্রভু এই ক্ষুদ্র দীন হীনের প্রার্থনা কি তোমার নিকট অসম্ভব আশা। হৃদয়ের ধ্রুবতারা তুমি, আমার কি আছে যে তাহা দিয়া তোমার ওই ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পাদ যুগলে সমর্পণ করিব? আমি সংসার ধর্ম্ম, জগতের মায়ার বস্তু কিছুই চাহিনা, কেবল তোমায় চাই তোমার ওই অখণ্ডমণ্ডলাকার জগৎ চরাচরে ব্যাপ্ত সেই অভয়দায়ি পদযুগল চাই এবং শুধুই ইহা আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও প্রাণের কাতর প্রার্থনা। তুমি আমার ধন প্রাণ, মায়া, মমতা, মান, লজ্জা, ভয়, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সমস্তই লও; কেবল ওই চরণের দাস করিয়া একটু ধুলি কণা ভিক্ষা দাও। আমি কেবল ওই পদের কাঙ্গাল।

তোমা বিহনে আমার ধন সম্পদ, মান মর্য্যাদা কি হইবে প্রভু? তুমি হ'লে আমার সর্ব্বস্বধন অমূল্যরতন্। হে গোপীমোহন, রাধিকানয়নমণি! আমার এই শেষ প্রার্থনাটী লও; আমার পাপপথ হইতে বিচ্যুত কর, ধর্ম্মপথের পথিক কর, আর ওই পাদরজঃ অনুসন্ধানের জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া দেও যেন আমি শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কিম্বা ধ্যানে সদাসর্ব্বদা তোমার ওই মানস মোহন বেশ ভাবনা করি। তোমার বসাইবার জন্য আমার এ হৃদয় পাতা রহিল এবং চিনিবার জন্য বাসনাদ্বার উন্মুক্ত রহিল। আমি যেন প্রভু জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার ওই চরণামৃত পানে রসনার সুখ অনুভব করি ও শান্তি বারিতে স্নাত হই। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথাকরোমি।"

দীন—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।—

সমালোচনা।

শ্রীনীলাচলে ব্রজ মাধুরী।

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রণীত গ্রন্থগুলি বৈষ্ণব পাঠক-গণের নিকট সুপরিচিত। তৎপ্রণীত শ্রীরায় রামানন্দ সিদ্ধান্তের খনি, আনন্দ মীমাংসা বৈষ্ণব বেদান্তের সার তত্ত্ব, গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ রস শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ, শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলাকাহিনীর সরস সরল ও সুন্দর বর্ণনাময় গ্রন্থ। স্বরূপ দামোদর ও শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী গ্রন্থদ্বয় সিদ্ধান্তময় ভক্ত জীবনী এবার তিনি "শ্রীনীলাচলে ব্রজমাধুরী নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই ব্রজরসের অফুরন্ত উৎস। নাটক উপন্যাসের ভাব ও রসমাধুর্য্যে এই গ্রন্থ সকল শ্রেণীর পাঠক গণেরই যে সুখপাঠ্য ও প্রীতিপ্রদ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একেতো ব্রজ-রস স্বভাবতঃই চির মধুর। তাহাতে আবার আনন্দ-লীলারস বিগ্রহ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু লীলাচলে রসময় পার্ষদ গণের সহিত সেই রস যে ভাবে আস্বাদন করিতেন তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং উজ্জ্বলে মধুরে মিশ্রিত হওয়ার এই খানি যে প্রেমিক ভক্ত-গণের নিরতীশয় সুখপ্রদ হইবে তাহা বলাই বাহুল্য ইহাতে বিচার বিশ্লেষণ নাই কেবলই ব্রজরস-সুধা আস্বাদনের ভাব। নাটক ও উপন্যাসের ভাবায় লিখিত হইয়াছে। পদকর্ত্তাদের সুমধুর সুললিত ও সুনির্ব্বাচিত পদগুলিতে গ্রন্থ খানিকে আরও মধুময় করিয়া তুলিয়াছে পাঠক মাত্রেই ইহাতে শ্রীভগবানের রসময় উপাসনার সন্ধান পাইবেম ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। আবরণী পৃষ্ঠায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচল অবস্থান সময়ের এক খানি সুরঞ্জিত চিত্র দেওয়া হইয়াছে। ২৫০ গ্রন্থ পৃষ্ঠায় এই সম্পূর্ণ। ইহার মুল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্য।

ভক্তি।

(চতুর্দ্দশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, আষাঢ় মাস, ১৩২৩।)

—:০:—

প্রাণের কথা।

(৫)

—:০:—

আমাদিগের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা কি করিয়া সেই অসীম, অবাঙ্মনস গোচর শ্রীভগবানের লীলাতত্ত্বাদির মীমাংসা করা যাইবে? আমার বোধ হয় কেবল মাত্র তাঁহার পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কাতরতার সহিত প্রার্থনা করাই শ্রেষ্ঠ। আর যদি কিছু লীলা-তত্ত্বাদির নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝা যায় বোধ হয় তাহাতেই পারা যায়।

*　　　*　　　*

ভগবল্লীলা অতি গুহ্য। দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখিবার বাসনা থাকিলে যেমন দর্পণের মলিনতা অগ্রে দূর করিতে হয় সেইরূপ ভগবল্লীলা-তত্ত্ব অবগত হইতে হইলেও সৎসঙ্গ ও ভগবদ্গুণ-কীর্ত্তনাদি রূপ মসলা দ্বারা চিত্তের কুটীল কপটতা রূপ কঠিন দাগগুলিকে সর্ব্বাগ্রে তুলিয়া চিত্ত-দর্পণ বেশ মাৰ্জ্জিত করিলে আপনা হইতেই হৃদয় দর্পণে সাধকের ভাবানুযায়ী প্রতিবিম্ব পতিত হয়।

*　　　*　　　*

পূজা দুই প্রকার—যথা;—মানস পূজা ও বাহ্য পূজা। মানস পূজার অধিকার সকলের প্রথমেই হয় না, এই জন্যই প্রথমে সাধককে নিজ নিজ প্রিয় দ্রব্য সম্ভার দ্বারা ভক্তির সহিত বাহ্যোপচারে নিজ ইষ্টদেবের পূজা করিতে আচার্য্যগণ উপদেশ দিয়া থাকেন। মানস পূজার অধিকার জন্মিলেও বাহ্য পূজায় অধিক আনন্দ হয় বলিয়া—মুক্তপুরুষগণ যেমন বিনোদ ও লোকশিক্ষার জন্য নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকেন সেইরূপ উচ্চাধিকারী মহাপুরুষগণও আনন্দ লাভ এবং লোক-শিক্ষার জন্য বিধিমার্গ অবলম্বনে অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন।

* * *

অনেকে মানস পূজাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া বাহ্য পূজা একেবারে ত্যাগ করিয়া থাকেন। এ বিষয় সকল সাধককে একরূপ ব্যবস্থা দেওয়া যায় না। আপনাপন অধিকারানুযায়ী সেবা পূজা নিজ নিজ গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য।

* * *

শ্রীভগবানের লীলাসম্বন্ধে গৌণ ও মুখ্যের বিচার করা বড়ই কঠিন, কারণ যাঁহারা শ্রীভগবানের লীলাকে আদর্শ করিয়া নিজে উন্নত হইতে চান তাঁহারা ধর্ম্ম-সংস্থাপন, দুষ্ট-দমন ও অধর্ম্মভাব সকল দূরকরাকেই ভগবদাবির্ভাবের প্রধান কারণ বলিয়া মনে করেন। আর যাঁহারা কেবল লীলার মধুরতা অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা শ্রীভগবানের ভক্তগণ-সঙ্গে বিনোদ করাকেই মুখ্য কারণ বলিয়া জানেন। এইরূপ ভাবে লীলার বিষয় আলোচনা করিয়া গৌণ ও মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির করা বড়ই কঠিন।

* * *

সাধারণতঃ আমাদিগের মন সর্ব্বদাই বিষয়াসক্ত ও চঞ্চল। চঞ্চল মনে কোন কার্য্যই হয় না। তাই চঞ্চল মনকে ধর্ম্মভাবে উন্নত করিবার জন্যই নানারূপ লীলায় নানারূপ শিক্ষা। কেননা সকলের রুচি একরূপ নহে, সুতরাং যাঁহার যেমন অধিকার তিনি সেইভাবে লীলার নিগূঢ়তত্ত্ব আস্বাদন করুন।

* * *

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একস্থানে হাটের দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের ভগবদুপাসনার একটা বেশ উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, হাটের যতদূরে থাকা যায় যেমন কেবলই কোলাহল শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু নিকটে গেলে হাটের মধ্যে প্রবেশ করিলে যেমন ক্রয় বিক্রয়ের সুস্পষ্ট স্বর বেশ সহজেই বুঝা যায়, সেইরূপ আমরাও যখন সেই আনন্দ-নিকেতন শ্রীভগবান হইতে দূরে যাই তাঁহাকে পর করিয়া বসি তখনই কেবল সংসারের নানাপ্রকার কোলাহল আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে কিন্তু তাঁহার আপনার জন হইয়া যতই তাঁহার নিকটে যাওয়া যায় ততই সেই আনন্দময়ের, আনন্দধামের পূর্ণানন্দময় স্বর শুনিতে পাওয়া যায়। আহা! সে যে আনন্দের পরিপূর্ণ উৎস, সুখের পরিপূর্ণ স্বর প্রেমের আকুল আহ্বান।

* * *

সে যে আনন্দ-বাজার, বাজারের ভিতরে প্রবেশ না করিলে কি দ্রব্য পাওয়া যায়? সাধু-গুরু-মহান্তগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বাজারের নিকটে যাও—ভিতরে প্রবেশ কর দেখিতে পাইবে অনন্ত আনন্দের সামগ্রী, অনন্ত প্রেমপরিপুরিত সুখের পশরা থরে থরে সাজান রহিয়াছে।

* * *

ক্রন্দনে সুখ নাই কে বলে? আমার তো মনে হয় ক্রন্দনের মত সুখ অন্য কিছুতেই নাই। যখন অত্যাচারীর অত্যাচারের দারুণ কষাঘাতে তোমার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হয়, তখন "হা ভগবান" বলিয়া একবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দেখ দেখি ভাই কত সুখ, শোকের তীব্র তুষানলে তোমার হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছে কিন্তু তুমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া দু' এক বিন্দু চোকের জল ফেলিতে পারিলে তোমার হৃদয়ের শোকানল প্রশমিত হইবে। তবে এই কান্না আর শ্রীভগবদুদ্দেশে কান্না দু'য়ের মধ্যে তফাৎ ঢের। ঐ যে দর-দরিত নয়ন ধারায় সাধুর প্রসস্ত বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতেছে উহাতে যে কি আনন্দ, উহাতে যে কি সুখ তাহা ভুক্তভোগী সাধক ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারে না।

* * *

ঐহিক কিম্বা পারত্রিক, ভাল কিম্বা মন্দ যে কোন বিষয়ই হউক না কেন দৃঢ়তাই সিদ্ধি লাভের একমাত্র মুল মন্ত্র। ভাল কার্য্যই বল আর মন্দ কার্য্যই বল হৃদয়ে দৃঢ়তা না থাকিলে অব্যবস্থিত চিত্ত লইয়া কোন বিষয়েই কেহ কখন সফল কাম হইতে পারে নাই বা পারিবে না।

* * *

যাঁহার প্রেমে, যাঁহার দয়ায় এই বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বশীভূত সেই পরম প্রেমময় শ্রীভগবানকেও ভক্ত একমাত্র ঐকান্তিক নিষ্ঠা বা দৃঢ়তার সহিত ভজন করিয়া বশীভূত করিয়া থাকেন, ভক্তের ঐকান্তিক ভজনে ভগবান এমন ভাবে বশীভূত হয়েন যে, তখন আর ক্ষণকালও ভক্তের নিকট হইতে দূরে থাকিতে পারেন না; তখন ভক্ত তাঁহাকে যেমন ভাবে রাখেন তিনি সেইভাবে থাকিয়াই সুখী হ'ন, তখন ভগবানকে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়;—

"ভক্তের হাতে প্রেমের ডুরি।
যেদিক্ ফিরায় সেদিক্ ফিরি॥"

বন্ধুগণ! এই যে ভক্ত ভগবানকে প্রেমের ডুরি দিয়া বান্ধিয়াছে ইহার মূলেও কি একাগ্রতা—দৃঢ়তা বিদ্যমান নাই?

* * *

এক কথায় ভক্তিরাজ্যের প্রধান—সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তিই দৃঢ়তা। যদি যথার্থ নিষ্ঠা—যথার্থ দৃঢ়তা আসে, লোক দেখান না হয় তবে ভক্তির বহু অঙ্গ সাধন না হইলেও এক অঙ্গ সাধন দ্বারাই সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে তাই না মহাজনগণ বলিয়াছেন ?—

এক অঙ্গ সাধে কিম্বা সাধে বহু অঙ্গ।
দৃঢ়তা হইলে উঠে প্রেমের তরঙ্গ॥

তাই বলি দৃঢ়তা চাই, বিশ্বাস চাই আর এ গুলি যথার্থ প্রাণের সহিত হওয়া প্রয়োজন, কেবল লোক দেখান হইলে হইবে না। কোন ভক্ত সাধক গাহিয়াছেন ;—

"মুখের কথায় জগৎ ভুলে,
(কিন্তু) তিনি করুণা করেন না কপট বেশে॥"

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীরাধা-ভাব।

রাধা-ভাব তেয়াগের মহিমা উজ্জল।
রাধা-ভাব পীরিতির কনক কমল॥
রাধা-ভাব জগতে সুষমার সার।
রাধা-ভাব লাবণ্যের পূর্ণ সুপাধার॥
রাধা-ভাব সোহাগের চন্দন শীতল।
রাধা-ভাব ধীরতায় যেন হিমাচল॥
রাধা-ভাব ঔদার্য্যের বিশাল গগন।
শুদ্ধতায়, শারদীয়া শশীর মতন॥
রাধা-ভাব শুদ্ধ হৃদে স্বতঃ-সুপ্রকাশ।
রাধা-ভাব কি মধুর কৌমুদীর রাশ॥

রাধা-ভাব হৃদয়ের অতি গোপ্য ধন।
গুরু বিনা যার মর্ম্ম না হয় গ্রহণ॥
কমলার আকাঙ্খিত মধুর এ ভাব।
নিষ্কাম হৃদয়, যার প্রকাশে প্রভাব॥
রাধা-ভাব পেতে, চাই রাগ ভক্ত-সঙ্গ।
ঘোর প্রতিকুল যার বিষয়-প্রসঙ্গ॥
রাধা-ভাব চাই? ছাড় ধন-জন-আশ।
রাধা-ভাব চাই? কর মনে ব্রজবাস॥
রাধা-ভাব, ব্রজ-ভাব, অতুল, অতুল,।
বাক্য যারে ফুটাবারে নাহি পায় কুল॥
রাধা-ভাব সাগরের কণিকা পাইলে।
জীবন কৃতার্থ হয়, সর্ব্বাভীষ্ট মিলে॥
রাধা-ভাব, ভাব শ্রেষ্ঠ! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।
কান্তি ল'য়ে গোরা হ'ল মহাভাবাবিষ্ট॥
রাধা-ভাব দ্যুতি-ময় রূপ কি মধুর।
প্রাণারাম ভাবে হিয়া হ'ল ভর পুর॥
রাধা-ভাব সুধাকণা লভেছে যে জন।
আশ্রয় হউক্ মোর তাঁহার চরণ॥

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার।

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য লিখিত।)

শূদ্র-কথিত কোটি কোটি প্রেমময়ের সন্তানগণ যখন সংহিতাদি শাস্ত্রের নামে দারুণ অবিচার অত্যাচার ভোগ করিতে লাগিল, শাস্ত্রের নামে যখন তাহারা বেদ বেদান্ত বিদ্যা হইতে, শিক্ষা দীক্ষা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে, স্বাধীনতা ও ধন সঞ্চয় হইতে, যাগ যজ্ঞ পূজা অর্চ্চনা হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিল, যখন শূদ্র সন্তানগণের প্রাণ অত্যাচারী রাজার আইনে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া

প্রতিপন্ন হইল, কুকুর বিড়াল ভেক নকুল বধের প্রায়শ্চিত্ত যখন শূদ্রবধের সমতুল্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল, যখন লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানব সন্তান আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সর্ব্বপ্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া কৃতদাস রূপে পরিচালিত হইতে লাগিল তখনই প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব। জপ, তপ, তীর্থ-যাত্রা, সন্ন্যাস, দেব-পূজা, মন্ত্র-সাধন যখন মুক্তির সেতু না হইয়া শূদ্রের পক্ষে উহা মহাপাপের কারণ বলিয়া শাস্ত্র কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইল, যখন উহার অন্যথায় শূদ্র গণের শিরশ্চেদের ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইল, যখন কোটি কোটি নিপীড়িত, পদদলিত, বুভুক্ষিত, অত্যাচার নিষ্পেষিত প্রাণ হইতে "কোথায় করুণাময় রক্ষা কর" বলিয়া উচ্চ আর্ত্তনাদধ্বনি উত্থিত হইল,—তখনই শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র শচী-গর্ভ-দুগ্ধ-সিন্ধু হইতে ভারতের পূর্ব্ব শৈলে শ্রীনবদ্বীপ-ধামে উদয় হইলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ভীষণ বৈষম্যানলে বেদান্তের মহা সাম্যবাদ যখন দগ্ধ হইতে লাগিল, যখন শূদ্র কথিত নীচ জাতি সকল শৃগাল কুকুরের ন্যায় আত্যাভিমান-দৃপ্ত অভিজাতবর্গের নিকট হইতে "দূর দূর" শব্দে বিতাড়িত ও ঘৃণিত হইতে লাগিল, যখন ধন-বিদ্যা-কুল মদান্ধ অভিমানী উচ্চ জাতীয়গণের নিকট মুচি মেথর ডোম চণ্ডাল প্রভৃতি ভগবানের দীন সন্তান গণ পশু পক্ষী অপেক্ষাও হেয়ভাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, যখন স্মার্ত্ত ধর্ম্মের কঠোর বিধানে, সমাজের কঠিন ও নির্ম্মম শাসনে সমাজ বন্ধন কেবল যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিল—তখনই শ্রীশ্রীচৈতন্যের আগমন। যখন ন্যায় শাস্ত্রের শুষ্ক তার্কিকতায়,—ঘটত্ব পটত্বের বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় ভাব ভক্তি প্রেম প্রভৃতি হৃদয়ের সুকোমল শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল,—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মানন্দ পরিপূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞানামৃত যখন জ্ঞান বিবেক বৈরাগ্য বিহীন জটা-ভস্ম-কৌপীন-সর্ব্বস্ব কপট পরমহংস যতি ভারতী প্রভৃতির হস্তে পড়িয়া "আমিই সেই ব্রহ্ম" এইরূপ বিকৃত দশা প্রাপ্ত হইল এবং পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ হইতে ভগবদুপাসনা—পূজা অর্চ্চনা বিলুপ্ত করিবার উপক্রম করিয়া তুলিল, যখন ধ্বংশাবশিষ্টে বৌদ্ধগণের নিরীশ্বর বাদ দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বনাশ সাধনে নিরত ছিল—তখনই শ্রীবিশ্বম্ভরের আবির্ভাব। মানব প্রেম, ভ্রাতৃস্নেহ, স্বার্থত্যাগ ও ভগবদ্ভক্তি বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যখন এ দেশকে মহা-শ্মশানে পরিণত করিবার উপক্রম করিয়াছিল, যখন তুই নীচ আমি উচ্চ, তুই

ক্ষুদ্র আমি মহান্, তুই অধম আমি উত্তম, তুই মূর্খ্য আমি পণ্ডিত, তুই অস্পৃশ্য আমি পবিত্র—তুই চণ্ডাল আমি ব্রাহ্মণ" এই বিদ্বেষ-বিষে সমাজ শরীর জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, ঘৃণা অবমাননা দ্বেষ হিংসার কাল বিভাবরী যখন আপনার তিমিরাঞ্চল দ্বারা সমুদয় সমাজ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল তখনই ঘৃণা বিদ্বেষের আঁধার আবরণ অপসারিত করিয়া—"হরিনাম" "প্রেমের'' বিজয় পতাকা শ্রীকরযুগলে ধারণ করিয়া পরম প্রেমাবতার চৈতন্যচন্দ্র গোলক হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। শুধু ইহাই নহে ইহার উপর যখন অত্যাচারী বিধর্ম্মী মুসলমান নরপতিগণ—

"নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লয়, আর জাতি নাশ করে॥

*　　　*　　　*

যাহার মস্তকে দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বাঁধি লয় কাজির সাক্ষাৎ॥
কক্ষতলে মাথা থুয়া বজ্রসারে কিল।
পাথর সমান যেন ঝড়ে পড়ে শীল॥
পরেরে মারিতে কিবা পরের লাগে ব্যথা!
চড় চাপড় মারে আর দেয় ঘাড় গুতা॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বৈসে অতিশয়।
ঘরেতে গোচর না দেয় দুর্জ্জনের ভয়॥
বাছিয়া ব্রাহ্মণ পায় পৈতা যার কান্ধে।
পেয়াদাগণ লাগ পাইলে হাতে গলে বান্ধে॥

*　　　*　　　*

পিরুল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার লোটে আর লোহ পাশে বান্ধে॥

(জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল)

ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ে ফেলে থুথু দেয় মুখে॥
(বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ)

তখন ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকগণের রক্ষার নিমিত্ত মহাপ্রভুর আগমন। আর ভগবদুপাসনা ও ভক্তির অবস্থা ?—

কৃষ্ণনাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥

"ধর্ম্ম-কর্ম্ম" লোকসব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে রাত্রি জাগরণে॥

দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥

ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥

গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥

এই মত বিষ্ণু মায়া মোহিত সংসার।
দেখি, ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥

বিষয় সুখেতে সব মজিল সংসার॥
বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণ নাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান॥

* * *

না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বহি কার গুণ না কহে কথন॥
যেবা সব বিরক্তি তপস্বী অভিমানী।
তা সভার মুখেও নাহিক হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণ-পূজা কৃষ্ণ-ভক্তি নাহি কারো বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহলে।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

এইখানেই অধঃপতনের শেষ নয়, ইহার পর আবার—

ব্রাহ্মণ হইয়া করে গোমাংস ভক্ষণ। (ঐ)
ডাকা চুরি পর-গৃহ দাহ অনুক্ষণ॥

তখন কোটি কোটি লোকের প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু—

তুলসী মঞ্জরী সহিত গঙ্গা জলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা কুতুহলে॥
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥
প্রেমের হুঙ্কার তথা শুনি কৃষ্ণ নাথ।
ভক্তি-বশে আপনে যে হইলা সাক্ষাৎ॥

এইরূপে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে পর—সাধুগণের পরিত্রাণ এবং অসাধুবৃন্দের বিনাশ ও ধর্ম্মের সংস্থাপন নিমিত্ত—

তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে॥
কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম পালি বারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্ব-পরিকরে॥
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব্ব-পরিকর।
জন্ম লভিলেন সভে মানুষ ভিতর॥

এই সব গুরুতর কারণেই কি মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন?—না—ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কারণ ছিল। তাহা এই—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা,
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ সিন্ধোহরীন্দুঃ॥

"(১) আমার প্রতি শ্রীরাধিকার প্রণয় পরিমাণ কতঃ? (২) আমার অদ্ভুত মাধুর্য্যরস যাহা তিনিই কেবল আস্বাদন করিতে সমর্থ, তাহাই বা কিরূপ? (৩) আর ঐ মধুর রস আস্বাদন করিয়া তাঁহার যে সুখোৎপত্তি হয়, তাহাই বা কীদৃশ? এই তিনটী তত্ত্ব জানিতে লোভ জন্মিলে রাধার ভাব অঙ্গীকার করতঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভ সিন্ধুতে উদয় হইলেন।"

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সেই সুখ-মাধুর্য্য-ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি কর যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধা ভাব অঙ্গীকরি ধরি তাঁর বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥

এই কারণে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ স্বর্ণ-কান্তি শ্রীগৌরাঙ্গ। মহাপ্রভু শ্রীরাধার প্রেমাস্বাদ আপনি ভুঞ্জিয়া কৃপা পূর্ব্বক কলির জীবকেও ভুঞ্জাইয়া গিয়াছেন। শিব বিরিঞ্চি ইন্দ্রাদি দেবতাগণ যে প্রেমের কণামাত্রও প্রার্থনা করিয়া—ভিক্ষা

করিয়া লাভ করিতে পারেন নাই—সেই অমূল্য নিধি রাধা-প্রেম "বৃন্দাবন-ধন-রস" আচণ্ডালে দান করিলেন।

ব্রহ্মা শিব সনক আদি যত দেবগণ।
উদর সম্মুখে সভে করয়ে স্তবন॥
আপনি আপন দাতা হৈলা কলিকালে।
পাত্রাপাত্র না বিচারি দিলা ত সকলে॥
যে প্রেম যাচিঞা করোঁ মোরা সব দেবে।
না পাইল লব লেশ গন্ধ অনুভাবে॥
সে প্রেম মধুর রস আপনি খাইয়া।
ভুঞ্জাইবে আচণ্ডালে—দোষ না দেখিয়া॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনে—

ধন্য ধন্য কলিযুগ যুগের উপরি।
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে সভে হৈলা অধিকারী॥
আরে আরে দয়ার ঠাকুর গোরাচাঁদ।
সঙ্কীর্ত্তনে পার কৈল পঙ্গু জড় আঁধ॥
যুগে যুগে কত কত অবতার আছে।
ভজিলে সে ভজে তার অনুরূপ পাছে॥
না ভজিলে হেন জন কোন্ যুগে।
ঘরে ঘরে বুলে কেবা প্রেমভক্তি মাগে॥
বিচার না করে পাত্রাপাত্র কোন দেশে।
বৃন্দাবন ধন দিয়া সভারে সন্তোষে॥
না ভজিলে ভজে সেই বড়ই ঠাকুর।
এইত কারণে গোরাগুণে মন ঝুর॥
প্রেমভক্তি দাতা আর নাহি কোন জন।
জানিঞা ভজহ গৌরচন্দ্রের চরণ॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল),

"অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ, সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্ব ভক্তিশ্রিয়ম্।" পূর্ব্বে আর কখন যে উজ্জ্বল মধুর রস জগতে প্রদত্ত হয় নাই, সেই নিজ ভক্তি সম্পদ্ প্রদান করিবার জন্য দয়ার সাগর শ্রীকৃষ্ণ সুবর্ণ-কান্তি হইতেও সুন্দর কান্তি লইয়া—কৃপাপূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের মত এমন দয়াল অবতার আর হয় নাই।

সব অবতার সার গোরা অবতার।
এমন করুণা কভু না দেখিয়ে আর॥
দীন হীন অধম পতিত জনে জনে।
যাচিয়া যাচিয়া প্রভু দিল প্রেমধনে॥
সর্ব্বলোকে ছাড়ে যারে অপরশ বলি।
দেবগণ মাগে এবে তার পদধূলি॥
যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম।
হেন অবতারে সে বঞ্চিত বলরাম॥

ইহ কলি যুগ ধন্য, নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য
পতিত লাগিয়া অবতার।
দেখি জীব বড় দুঃখি হৈয়া সকরুণ আঁখি
হরিনাম গাঁথি দিল হার॥
কমল জিনিয়া আঁখি, শোভাকরে মুখ শশী,
করুণায় সবা পানে চায়।
বাহু পসারিয়া বোলে, আইস আইস করি কোলে
প্রেমধন সবারে বিলায়॥
নিজগুণ প্রেমধন, দিলা গোরা জনে জন,
পতিতেরে আগে দান করে।
নিজ ভক্ত সঙ্গে করি, ফিরে পহুঁ গৌরহরি
যাচিয়া যাচিয়া ঘরে ঘরে॥
জড় পঙ্গ অন্ধ যত, পশু পাখী আদি কত,
কান্দায়ল নিজ প্রেম দিয়া।

প্রেমে সব মত্ত হৈয়া, অন্নজল তেয়াগিয়া,
ফিরে তারা নাচিয়া গাইয়া॥

এই জীব নিস্তারিতে প্রভু আমার পুত্র-পতি-বিরহ শোক-সন্তপ্তা শচীমাতা, সতী-সাধ্বী সহধর্ম্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়া, জন্মভূমি প্রিয় নবদ্বীপ, প্রাণ সম প্রিয়তম ভক্তবৃন্দকে অকুল শোক সাগরে ভাসাইয়া শিখা সূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী সাজিলেন। জীবের ঘরে ঘরে যাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া হরিনাম দান করিলেন। তবু হায় ভ্রান্ত পামর জীব আমরা সে হরিনাম গ্রহণ করিলাম না!

"কিদুর্দ্দৈব আমাদের কহন না যায়।"

জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

(শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র সেন, বি, এ, লিখিত।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পাঠকগণ! একবার স্থির ভাবে বৈষ্ণব শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত ও ভাব সমূহ আয়ত্ত করিতে অভ্যাস করুন্ তবে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাচীন ও বর্ত্তমান বৈষ্ণবসমাজে কত আকাশ পাতাল প্রভেদ? চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণবের লক্ষণালোচনায় পড়িয়াছিলাম ;—

"প্রভু কহে বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দ ময়॥"
"কোটি বেদনিষ্ঠ মধ্যে এক কর্ম্মী শ্রেষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মী মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় এক জন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে হয় এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিবাদী সকলি অশান্ত॥"

আমাদের মধ্যে অধিকাংশই শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আস্থাবান এবং বৈদিক যাগ যোগ ব্রত সন্ধ্যোপাসনায় ফলাকাঙ্খী হইয়া দেবতাদের কাছে পুত্রকলত্রাদি অথবা স্বর্গ বা মোক্ষবাঞ্ছা করিয়া থাকি। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, কামকামনা-জর্জ্জরিত, জাতি-বিদ্যা-জ্ঞানাভিমানী, ঘোর বিষয়াসক্ত আমরা কিছুতই কৃষ্ণভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে পারি না, সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইতে না পারিলে প্রকৃত "কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণব হওয়া যায় না। মহাপ্রভুর আদেশ—

উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিবে।
প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥
গ্রাম্যকথা না কহিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
'অমানিনা মানদেন' কৃষ্ণনাম লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভৎর্সন তাড়ণে কাকে কিছু না বোলবে॥
কাটিলেও তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয়॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাকফল খাবে॥

(চৈতন্যচরিতামৃত)

পাঠকগণ, একবার ভাবিয়া দেখুন, বর্ত্তমান সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ কয়জন বৈষ্ণব আমাদের সমাজে বিদ্যমান আছেন। নৈষ্ঠিক সাধকের মত তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষা জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে বৈষ্ণব হওয়া অসম্ভব। বৈষ্ণব হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে—তাই কোনও অনুরাগী ভক্ত বলিয়াছেন;—

বৈষ্ণব হইতে মনে বড় ছিল সাধ।
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ॥

অতি সত্য কথা! ভক্তি শাস্ত্রের মহাবাণী—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সর্ব্ব শিক্ষার সার "তৃণাদপি সুনীচেন" এই মহামন্ত্রাবলম্বনে জীবন ধন্য করিতে না পারিলে কেবল সাম্প্রদায়িক সংস্কারের বশীভূত হইয়া আপনাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দেওয়ার আবশ্যকতা কি? বৈষ্ণব মাহাত্ম্যে পড়িয়াছিলাম,—

"হরিভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।"
"কৃষ্ণের সেবক সব কৃষ্ণশক্তি ধরে।"
"ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে এক এক জন।"
"সত্য কৃষ্ণভাব হয় যাহার শরীরে।
অগ্নি, সর্প, ব্যাঘ্রও লঙ্ঘিতে নাহি পারে॥"
"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥"

ভাই! বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও বর্ণিত মহাপ্রভু ও পূর্ব্বতন শুদ্ধসত্ত্ব গোস্বামিগণের এ সমস্ত শিক্ষা কি তাঁহাদের মনোকল্পিত মাত্র? ইহার মূলে কি কোনও সত্য নাই? যদি তাহা না হয়, তবে বর্ত্তমান বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজের সুধিগণকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি তবে কেন আপনারা বৃথা 'কৃষ্ণভক্ত' বা 'বৈষ্ণব' অভিমানে সাম্প্রদায়িক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া দেশে অশান্তি বৃদ্ধি করিতেছেন? বৈষ্ণব সমাজের এই কথাটী খুব ভাল করিয়া বোঝা উচিত শ্রীমন্মহাপ্রভু শুধু আমাদের নয়—তিনি জগতের শিক্ষাগুরু ও ধর্ম্মাচার্য্য। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক ভাবে শুধু বঙ্গদেশে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবেনা—যেরূপেই হউক্ ইহাকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিতে হইবে!! পাঠকগণ! আমায় ক্ষমা করিবেন, আমি যখন বর্ত্তমান বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজের শোচনীয় দুর্গতি দেখিয়া মনোকষ্টে প্রাণারাম প্রভুর শরণাগত হই, তখন কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হইতে থাকে—তখন জানিনা, কেন সন্দিগ্ধান্তঃকরণে বলিতে ইচ্ছা হয় আমার প্রাণগৌরনিত্যানন্দ কখনই এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেন নাই!!

দয়াময় গৌর! তোমারই প্রতিষ্ঠিত সমাজের কি শোচনীয় জঞ্জাল, তুমি নিজে আসিয়া দূরীভূত না করিলে, আমাদের নিজের এমন কি শক্তি আছে যে আমরা তাহা অপনোদন করি!! দীনবন্ধো! দয়া করিয়া আমাদের সহস্র

অপরাধ ক্ষমা করতঃ আমাদিগকে তোমার ওই কোটীচন্দ্র সুশীতল শ্রীচরণে স্থান দিবে কি? প্রভো? তুমি নিজেই ত অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন,

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মম নাম॥

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন! তোমার বাক্য কখনও মিথ্যা হইতে পারে না, কিন্তু নিবেদন করি ওহে কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ! সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া প্রাণে যে হতাশভাব আসে—সময় সময়, জানিনা, কেন তোমার শ্রীমুখনিঃসৃত মহাবাক্যেও আমাদের কলুষচিত্তে সন্দেহ আসে? পতিতপাবন জগৎগুরো! সর্ব্বসংশয়ের ছেদন কর্ত্তা তুমি একবার আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তোমার—প্রাণসঞ্জীবনী মহাশক্তিতে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত কর এবং এই দারুণ সন্দেহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর!! প্রভো! তোমার শ্রীচরণাশ্রিত, তোমাগতপ্রাণ আদর্শ বৈষ্ণব কোথায় আছে, আমাকে দেখাইয়া দাও? বৈষ্ণবচিনিবার শক্তি আমার নাই? তাই বলিতেছি নাথ? বৈষ্ণবের কাছে আমাকে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা করিয়া জন্মজীবন সার্থক করি? ওহে অহৈতুক-কৃপাসিন্ধো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব; তুমি কৃপা করিয়া আমাদের মধ্যে শীঘ্রই আবার আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে উপলক্ষ করতঃ তোমার তত্ত্ব-শক্তি তোমার মহিমা প্রচার কর। তোমার তত্ত্ব-শক্তি ব্যতীত আমাদের একবিন্দুও যে কিছু করিবার ক্ষমতা নাই! দয়াসিন্ধো! তোমার শ্রীচরণাশ্রিত সাধু বৈষ্ণবগণের মত আমাদিগকেও বলিতে শিক্ষা দাও—

'প্রভু তুমি যে কহাও সেই কহি বাণী।'
'পুতুল বাজির পুতুল মোরা,
যেমন নাচাও তেমন নাচি।'
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

ক্রমশঃ—

ভক্তি।

(চতুর্দ্দশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, শ্রাবণ মাস, ১৩২৩।)

—:०:—

প্রাণের কথা।

(৬)

*

কর্ম্মযোগের দ্বারা যখন চিত্তের পরিশুদ্ধতা লাভ হয়, তখন জ্ঞানযোগের দ্বারা যানা যায় যে, শ্রীভগবানই একমাত্র সকলের মূল। তিনি সকলের অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান এবং যাবতীয় বস্তু সমস্তই ভগবানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যখনই সাধক-হৃদয়ে এই ভাব উদয় হয় তখনই ভক্তিদেবী জ্ঞান ও কর্ম্মের কঠোরতা দূর করিয়া দিয়া ভক্ত-হৃদয়ে প্রকাশ পান। যে কোন প্রকারেই-হউক শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব ভাব হৃদয়ে উদয় হইলেই শান্তিময়ী ভক্তি-দেবী তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসেন। নিরস জ্ঞান-চর্চ্চা বা কর্ম্মের কঠোর অনুষ্ঠান দ্বারা কেহ কেহ হৃদয়কে এতদূর কঠিন করিয়া ফেলেন যে, ভক্তির কমনীয় ভাব তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না।

* * *

যে সকল সৌভাগ্যবান বা সৌভাগ্যবতী সাধক সাধিকা কর্ম্মকে চিত্ত-শুদ্ধির উপায় বলিয়া জ্ঞানযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক একটু অগ্রসর হইয়া ভক্তিযোগের পথে অধিরূঢ় হইতে পারিয়াছেন ভক্তিলাভ তাঁহাদের অতি সহজেই হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন কেবল সাময়িক প্রসঙ্গাদি দ্বারা উত্তেজনা বশতঃ যে ভক্তির ভাব সাধারণতঃ উদয় হইতে দেখা যায় তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং বহু বিপদ-সঙ্কুল, অর্থাৎ তাহার দ্বারা কোনরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বিশ্বাস লাভ হয় না। এইমাত্র অনুকূল পক্ষের কথা শুনিয়া একটা ভাব হৃদয়ে আসিল, পরক্ষণেই আবার প্রতিকূল পক্ষের নিকট তাহার বিরুদ্ধ প্রতিবাদ

শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বভাব কোথায় চলিয়া গেল; তখন পূর্ব্বের সে ভাবালোক একেবারে দূর হইয়া নৈরাশ্যের ভীষণতর ছায়া নয়ন পথে উপস্থিত হয়।

* * *

গৃহ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে যেমন ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া লইয়া তদুপরি গৃহ নির্ম্মাণ করিলে নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করা যায়, তদ্রূপ বেশ বিবেচনা পূর্ব্বক নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞান-দ্বারা বিষয়টী যদি সুদৃঢ় করিয়া লওয়া যায় তবে আর বিরুদ্ধবাদির প্রতিবাদে কোনরূপেই সেভাব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞানের সাহায্যে বিষয়টী আগে ঠিক করিয়া হৃদয়ে দৃঢ়তার সহিত ধারণ করা কর্ত্তব্য।

* * *

এই যে বিশ্বাস—এই যে বিশুদ্ধ ভক্তি, ইহাও সহজে লাভ হয় না। মহতের কৃপাভিন্ন ইহা লাভ হওয়া কঠিন। আবার এই যে মহতের কৃপা, যে কৃপাদ্বারা সুদৃঢ় বিশ্বাস বা ভক্তি লাভ হয় সেই কৃপাও আবার ভগবৎ-কৃপা সাপেক্ষ।—শাস্ত্র বলেন, "মহৎকৃপায়ৈব ভগবৎ কৃপা লেশাদ্বা।"

সুতরাং বেশ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ভগবৎ কৃপাভিন্ন ভক্তি লাভ হয় না, আর এই সুদুর্লভা ভক্তি লাভের প্রধান কারণ যে ভগবৎকৃপা তাহাও আবার মহতের কৃপা ভিন্ন লাভ হয় না। ভগবান কপিলদেব স্বীয় জননী দেবহুতিকে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ বর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৪)

অর্থাৎ সাধুদিগের সংসর্গে আমার (ভগবানের) শক্তি সম্বন্ধে হৃদ্-কর্ণ-রসায়ন নানা প্রকার আলোচনা হইয়া থাকে এবং সেই আলোচনা দ্বারাই ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হয়।

* * *

যে পর্য্যন্ত বিষয় বাসনা পরিশূন্য সাধু পুরুষদিগের পদধূলির দ্বারা অভিষিক্ত না হওয়া যায় সে পর্য্যন্ত সর্ব্বানর্থ-নাশকারী শ্রীভগবানের পাদ-

পদ্ম স্পর্শ করিতে পারা যায় না। সুতরাং এমন যে সুদুর্লভা ভক্তি তাহাও ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গগুণেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। নারদপুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে"

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গগুণেই ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। যদি ভক্তি লাভ করিবার বাসনা থাকে তবে একান্ত প্রাণে মহতের সেবা, মহতের সঙ্গ করা একান্ত প্রয়োজন।

* * *

জীবন ধারণোপযোগী নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পাদনান্তে যখনই যতটুকু অবকাশ পাওয়া যায় ততটুকু সময়ই সংপ্রসঙ্গে মহতের সঙ্গে অতিবাহিত করা উচিত। কেননা মন স্বভাবতই অতিশয় চঞ্চল, একটা না একটা বিষয় লইয়া মন সর্ব্বদাই ব্যস্ত রহিয়াছে। কাজেই এই মনকে যদি এমন একটা জিনিষ দেওয়া যায় যে জিনিষ হইতে শান্তির, আনন্দের জিনিস আর নাই তাহা হইলে মন আর ওটা সেটা করিয়া ছুটিবে না। তাই সর্ব্বদা ভগবৎ চিন্তায় মনকে নিয়োজিত রাখিতে পারিলে মন আর অন্য কোন ভাবনাই ভাবিতে সময় পাইবে না। নতুবা অবসর প্রাপ্ত হইলেই রজঃও তমোগুণের আবেশে মুগ্ধ হইয়া নানা বিষয়ের চিন্তা দ্বারা চিত্তের চাঞ্চল্য উপস্থিত করাইয়া দেয়। গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়ে।" হে অর্জ্জুন মনুষ্যের বন্ধন ও মোক্ষের একমাত্র কারণই মন। "মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষ" দশ ইন্দ্রিয়ের রাজাই মন। মস্তিস্ক বিকৃত হইলে যেমন হস্ত পদাদি আপনা হইতেই বিকৃত হইয়া পড়ে সেইরূপ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা মন যদি চঞ্চল হইল তবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই নানা প্রকার বিক্ষেপ উৎপাদন করে, কোন প্রকারেই ভগবৎ চিন্তা করিতে দেয় না।

* * *

কোন্ অবস্থা দ্বারা কখন কি ভাবে ভগবৎ কৃপালাভে জীব ধন্য হয় তাহা বুঝা কঠিন, সেইজন্যই পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ ভক্তি-তত্ত্ব-পিপাসুর জন্য নানারূপ সাধনার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। একটু নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যায় যে, সাধনা আর কিছুই নয় কেবল "ভক্তির বাধক প্রতিকূল বিষয় সমূহকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ।" ভক্তি

জীবের স্বাভাবিক ধন, রজঃ ও তমোগুণেদ্বারা অভিভূত হইয়াই আমরা চৈতন্যকে উপলব্ধি করিতে পারি না এবং তজ্জন্যই ভক্তির অভাব অনুভব করি। যে মুহূর্ত্তে সাধনার দ্বারা প্রতিকূল বিষয় সকল দূর করিয়া দেওয়া যায় সেই মুহূর্ত্তেই ভক্তির বিকাশ আরম্ভ হয়, এবং ভক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সকল আপদ বিপদ দূরে পলায়ন করে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভক্তি।

—:০:—

ভক্তপ্রাণে ভক্তিরূপা ভক্তি ক'রে দান।
গ্রন্থরূপা "ভক্তি"দেবী সর্ব্বসিদ্ধি কাম॥
গৃহে গৃহে প্রতি মাসে,
নব নব রূপে আসে,
ভক্তির কুসুম-গুচ্ছ করিতে প্রদান।
দীনা ক্ষীণা কলেবর নাই অভিমান॥

* * *

ভক্তের পরাণ ধন কে পারে চিনিতে।
কিবা হেন বস্তু আছে প্রাণে সুখ দিতে?
ভক্তির সম্ভার ল'য়ে,
এসেছেন নিজে যেয়ে,
দরিদ্র সন্তান-গৃহে হরষিত চিতে।
আবাহন নাই তবু আসেন তারিতে॥

* * *

ভক্তিনাম, ভক্তিকাম, ভক্তি প্রতিদান।
ভক্ত-হৃদে ভক্তিদেবী সদা অধিষ্ঠান॥

ভক্তি ভিন্ন যাঁহ গতি,
থাকে যেন রতিমতি,
ভক্তিপদে নিরবধি,—নাহি চাই আন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম-কর্ম্মাপেক্ষা ভকতি প্রধান॥
*　　*　　*
শ্রীগৌরাঙ্গ অঙ্কলক্ষ্মী ভক্তিদেবী যিনি।
বিষ্ণুপ্রিয়া নাম তাঁর শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনি॥*
সৎসঙ্গ বাহনা ভক্তি,
গৌরাঙ্গের নিজ শক্তি,
সাধনার ধন তিনি ভক্তি-স্বরূপিণী।
আচরিয়া নিজ-ধর্ম্ম শিখালেন তিনি॥
*　　*　　*
শ্রীগৌরাঙ্গ-পদ ভিন্ন নাহি অন্তগতি।
নদীয়ারচাঁদ হ'ন জগতের পতি॥
ভক্তিভরে কর যদি,
গৌরনাম নিরবধি,
গোলোকের ধন হৃদে করিবে বসতি।
কলি কলুষিত-চিতে সুখ পাবে অতি॥

---

* এই দুই পংক্তির অর্থ অপরিস্ফুট, ইহাতে সাধারণ পাঠকগণ ইহাই বুঝিবেন যে, ভক্তিদেবী নামে কোন দেবী শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্কলক্ষ্মী এবং তিনিই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নামে প্রসিদ্ধা ইহাই এস্থলের বাক্যার্থ, লেখক মহাশয়ের অন্য কোন অভিপ্রায় থাকিলে তাহা এভাষায় পরিস্ফুট হয় নাই। আর যদি তিনি এরূপ ভাবিয়া থাকেন যে ভক্তিদেবী নামে কোন একদেবী ভগবল্লীলার সহচরী তবে তাহার প্রমাণ উল্লেখ করা উচিত ছিল, আমরা ভক্তিদেবী নাম্নী কোন দেবীর ধ্যান বা মূর্ত্তির পরিচয় এখনও জানিতে পারি নাই। তবে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ভক্তি রূপকভাবে নাটকীয় পাত্রীরূপে অভিহিত হইয়াছেন কিন্তু উপাসনা গ্রন্থে তাঁহার ধ্যান মূর্ত্তির কোন অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। অপরন্তু শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীতে ভজন প্রাধান্য দেখিয়া তাঁহাকে উপচারিক ভাবে ভক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন উহা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর একটী বিশেষণ ভিন্ন আর কিছুই নাই। (ভক্তিঃ সঃ)

* * *

সেই ভক্তি গ্রন্থরূপে আসে তব দ্বারে।
তাপ দগ্ধ সন্তানের তত্ত্ব লইবারে॥
করিওনা অনাদর,
সে তোমার নহে পর,
বেদেও পুরাণ তন্ত্রে নাহি জানে যাঁরে।
গৌরাঙ্গ-ঘরণী সেই ফিরে ঘরে ঘরে॥

* * *

ভিখারিণী বেশে মাতা দেখা দিয়ে যায়।
দুঃখী তাপী সন্তানের পরাণ জুড়ায়॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-পদসেবী,
মূর্ত্তিমতী ভক্তিদেবী,
গ্রন্থরূপে ভক্তিমাতা এস পুনরায়।
যুগলে হরিবে হরি শচীআঙ্গিনায়॥

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

"বর্ষশেষে সম্পাদকীয় বক্তব্য।"

সহৃদয়-ভক্ত-পাঠকগণ! পরমমঙ্গলময় দীনদয়াল শ্রীভগবানের মঙ্গল-ইচ্ছায় দেখিতে দেখিতে নানারূপ বাধাবিপত্তি, নানাপ্রকার সুখ দুঃখ, নানা প্রকার নিন্দাস্তুতির স্রোতের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে "ভক্তি" আজ আপনার চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ করিয়া লইলেন। যে মঙ্গলময় শ্রীভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় এই চতুর্দ্দশ বর্ষকাল "ভক্তি" নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন মানসে কলিহত জীবের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহারই মঙ্গল-ইচ্ছায় আবার আগামী ভাদ্র মাস হইতে "ভক্তি" নবভাবে, নবসাজে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিবেন। এতদিন ক্ষীণ কলেবর বিশিষ্টা ভক্তিকে যাঁহারা স্নেহের চক্ষে

দেখিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের নিকট ভক্তি এবং ভক্তির পরিচালকবৃন্দ চিরকৃতজ্ঞ, আর কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে ইহাও আশা করেন যে, যাঁহারা এতদিন "ভক্তি"কে আশ্রয় দিয়াছেন আগামীবারেও তাঁহারা আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

"ভক্তি" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহোদয় শাস্ত্রালোচনা, জীব-শিক্ষা ও নানারূপ সংগ্রন্থপ্রচারে জীবনোৎসর্গ করিয়া যে উদ্দেশ্যে ভক্তিপ্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহার জীবিতাবস্থায় অনেকেই তাঁহাকে সে উদ্দেশ্য সাধনে কিছু কিছু কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়াছেন, এক্ষণে যদিও তিনি আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহজগতে নাই তথাপি অল্প-দিনের মধ্যে এমন অনেক মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন যে সকল কার্য্যের ফের এখন পর্য্যন্তও অনেক বঙ্গবাসী খুব আনন্দের সহিতই উপভোগ করিয়া জীবন ধন্য মনে করিতেছেন। সেই আনন্দ, সেই শান্তি সেই আত্মোন্নতীর পথ অধিকতর সুগম করিয়া দিবার জন্যই তাঁহার সাধের "ভক্তি" তাঁহার প্রিয় ভক্তগণ দ্বারা জনসমাজে প্রকাশ হইয়া আসিতেছে। অবশ্য তিনি স্বর্গীয় হওয়ার পরে প্রথমে এই ভক্তির দুরূহ কার্য্যভার আমার ন্যায় অযোগ্যকে লইতে অনেকেই নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু যখন তাঁহার কৃপায় ২।১ বৎসর ভক্তি বেশ চলিতে লাগিল তখন সকলেই একে একে আবার ভক্তির সাহাযার্থে অগ্রসর হইলেন। তখন যথার্থই আমার এ দুর্ব্বল প্রাণেও এক মহীয়সী শক্তি আসিয়া বলিতেছিলেন "সদিচ্ছার পূর্ণকারী শ্রীভগবান"। এইভাবে প্রাণের প্রাণ শ্রীভগবানের উপর যথাসাধ্য নির্ভর করিয়া স্বর্গীয় বেদান্তরত্ন মহাশয়ের প্রদর্শ পথে আজ ৫।৬ বৎসর চলিতে চেষ্টা করিতেছি মাত্র, তবে কৃতকার্য্য কতদূর হইতে পারিয়াছি এবং ভক্তি পত্রিকা প্রচারে ধর্ম্মজগতের কিছু কিছু উপকার হইতেছে কি না তাহা ভক্তগণই বলিতে পারেন।

এখানে বাধ্য হইয়া কয়েকটী কথা বলিতে হইল। কারণ কেহ কেহ ভক্তি প্রচারকে অর্থোপার্জ্জনের একটী পন্থা বলিয়া মনে করেন, কিন্তু কেবল যে অর্থোপার্জ্জন করাই ভক্তি প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য নয় তাহা আমরা স্পর্দ্ধা সহকারে বলিতে পারি তবে কার্য্য ব্যপদেশে অর্থও চাই, কিন্তু ভক্তি প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য "নানা প্রকারেরসচ্চরিত্র ভক্তের জীবনী, তীর্থাদির কাহিনী এবং জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক ও বৈরাগ্যের উদ্দীপক প্রবন্ধাদি প্রকাশ দ্বারা দেব-দুর্ল্লভ

মনুষ্য জীবনেরউন্নতী বিধান করা। আর যাহাতে এমন মানব জীবনের অমূল্য সময় বৃথাহাস্য পরিহাস বা অসদালোচনায় ব্যয়িত না হয় তাহার জন্যই এই ভক্তি পত্রিকা জনসমাজে প্রচারিত হইতেছেন।"

বেদান্তরত্ন মহাশয় স্বর্গীয় হওয়ায় পর আমি অযোগ্য বলিয়া প্রথমে দু' একজন পণ্ডিতের সাহায্য লইয়াছিলাম কিন্তু বলিতে পারিনা কেন সামান্য দিন মধ্যেই তাঁহারা আমাকে (প্রকারান্তরে ভক্তিকে) উপেক্ষা করিলেন। কিন্তু যদিও তখন "সদিচ্ছার পূর্ণকারী শ্রীভগবান" এইটী প্রাণে প্রাণে ধরিয়া কার্য্য করিতেছিলাম বটে, তথাপি মধ্যে মধ্যে কর্ণধার-বিহীন তরঙ্গ-ব্যাকুলিত তরণীর ন্যায় কাতর হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিলাম, ঠিক সেই সময় একজন সুযোগ্য কর্ণধারের সন্ধান পাইয়া তাঁহার স্মরণাপন্ন হইলাম, তিনিও তাঁহার মহত্বগুণে স্নেহ-পাশে আমাকে আবদ্ধ করিলেন। যদি কেহ আমার ন্যায় পথ-ভ্রান্ত হইয়া প্রকৃত পথ প্রদর্শকের সন্ধান করেন তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য এমন কর্ণধারের সন্ধান না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এটি আর কেহ নয় "১৬১ নং হ্যারিসন রোডস্থিত ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডলের পণ্ডিতগণ"। ইহাঁরা বিশেষ ভাবে ভক্তিকে সাহায্য করিতে লাগিলেন তাঁহাদের সাহায্য লইয়া ভক্তি নির্ব্বিঘ্নে একণে ভক্তগণকে শান্তিদান করিতেছেন, আশাকরি ধর্ম্মমণ্ডলের অধ্যক্ষগণ মাদৃশ জীবাধমের প্রতি একরুণামৃত বরিষণে এবং ভক্তি প্রচার করিতে সাহায্য করিয়া ধর্ম্ম জগতের উন্নতি বিধানে কখনই কুন্ঠিত হইবেন না।

ভক্তিকে ভালবাসিয়া যাঁহারা এতদিন ইঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য নানারূপ প্রবন্ধ-রত্ন-রাজি দান করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা যেন আগামী বর্ষেও সেইরূপ রত্নদানে ভক্তিকে সজ্জিত করিতে কুণ্ঠিত না হন। আর একটী কথা বলিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব, সে কথাটী এই ;—

অনেকে সময় সময় আমাকে "ভক্তি"কে আরও সুন্দর সুন্দর আভরণে সুসজ্জিত করিয়া দিতে অনুরোধ করেন কিন্তু তাহার উত্তরে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমি দীন হীন ভিক্ষুক, ভক্তির শ্রীঅঙ্গ বিভূষিত করিবার জন্য যে সকল আভরণের প্রয়োজন তন্মধ্যে একটীও আমার নাই ভক্তি যে নিজগুণে দয়া করিয়াই এই অধমের কুটীরে এতদিন বিরাজ করিতেছেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, আর তজ্জন্য আমি আপনাকে বিশেষ

ভাগ্যবান বলিয়া মনে করি, ভক্তগণ কৃপা করুন যেন এ ক্ষুদ্র জীবন ভক্তিদেবীর সেবায় অতিবাহিত করিতে পারি, আর ভক্তগণ সকলে মিলিয়া যদি একটু কৃপা-দৃষ্টি করেন তবে এই দীনা ভক্তিই এক সময় তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে, এক্ষণে ভক্তগণের কৃপাই একান্ত প্রার্থনীয়।

বৈষ্ণবচরণ-রেণু-প্রার্থী,

সম্পাদক।

জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

(শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র সেন, বি, এ, লিখিত।)

(অবশিষ্টাংশ)

সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া যেন আমরা বলিতে পারি—

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

প্রভো ? জানিনা আমরা কবে এই ভাব লইয়া তোমার নাম প্রচারে—তোমার গুণ প্রচারে—তোমার লীলা প্রচারে—তোমার প্রেমভক্তি প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইব !! জানিনা, সেই শুভ মুহূর্ত্ত কবে আসিবে !!!

পাঠকগণ ! সকলেই স্মরণ রাখিবেন উপাস্যদেবে স্থির বিশ্বাস ও তাঁহাতে ঐকান্তিকী ভক্তি ব্যতীত কিছুতেই আমরা গুণ-কর্ম্ম-লীলা-রহস্য নিজে বুঝিতে কিম্বা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। এই সুগভীর তত্ত্ব অবগত হইয়া পরম-ভাগবত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি মহাশয় বলিয়াছেন,—

নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শক্তি।
সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে হয় যার ভক্তি ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড, ৭ম পরিঃ)

ভক্তিবিহীন আমাদের কি তবে কোনও আশা নাই ? থাকিবেনা কেন ? তিনি যে অহেতুক কৃপাসিন্ধু—অধম পতিতের বন্ধু। আমাদের এমন কি

শক্তি আছে যে আমরা সম্যকরূপে তাঁহাকে ভক্তি করিয়া ভববিরিঞ্চির অগোচর তাঁহার নিগূঢ় লীলা বুঝিতে পারি? তবে কি আমাদের কোনও উপায় নাই? নিশ্চয়ই আছে। আমরা তাঁহার উদ্দেশে আমাদের প্রাণের কথা—হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের লুক্কায়িত ভাবরাশি একে একে নিবেদন করতঃ তাঁহার শ্রীচরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে পারি কিনা চেষ্টা করিয়া দেখিব? তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন কোথায়? আমরা যদি প্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া জীবনপথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হই, তবে আমাদের ভয় করিবার কোনও হেতু নাই। যদি মোহবশে কুবুদ্ধির তাড়নায়, কোনও অশুভ মুহূর্ত্তে উৎপথগামীও হই, তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট পথে ফিরাইয়া আনিবেন। তিনি যে আমাদের পরমাত্মীয়, আপনার হইতেও আপনার—সকলের হৃদয় দেবতা। তাঁহাকে ভুলিয়া গেলে আমাদের দেবদুর্লভ মানবজন্ম যে বিফলে যায়—বিশ্ববাসীর কাছে বাঙ্গালীর জাতীয় বিশেষত্ব যে লোপ পায়!! দুঃখের বিষয় এখনও আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে চিনিতে পারিলাম না—সমস্ত জগৎবাসীর জন্য তিনি যে অপূর্ব্ব অমৃত-ভাণ্ডার খুলিয়া রাখিয়াছেন, তাহা এখনও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না? জানিনা কবে পরমভাগবত গোস্বামীপাদগণের বাক্য—তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইবে! তাঁহারা বলিয়াছেন—

সর্ব্বদেশে হবে হরিনাম সংকীর্ত্তন।
ঘরে ঘরে, নগরে নগরে অনুক্ষণ॥
ব্রহ্মার দুর্লভ ভক্তি যতেক যতেক।
চৈতন্য প্রসাদে সর্ব্ব লোক দেখিবেক॥
চৈতন্য করিবে সর্ব্ব জগৎ উদ্ধার।
তাঁহা হইতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার॥
অন্যের কি কথা, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও চৈতন্যের ভজিবে চরণ॥ (চৈতন্যভাগবত।)

বর্ত্তমান সময়ে ইহার একটু পূর্ব্বাভাস আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইয়া বড়ই আশান্বিত হইয়াছি। ইতিমধ্যেই সুদূর আমেরিকা ও ইউরোপ খণ্ডে শ্রীচৈতন্যের আদর্শ প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া ধর্ম্ম জগতে এক যুগান্তর

উপস্থিত করিয়া দিয়াছে !! ভক্তপ্রবর প্রেমানন্দ ভারতীর সভ্যজগতে বৈষ্ণবীয়-ভাব-প্রচারের খবর কে না অবগত আছেন? আরও অনেক মহাত্মা এই প্রচার ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে আমরা এই বিষয়ে একটু আভাস দিয়াছি? স্থিরভাবে বিবেচনা করিলে সুধী ব্যক্তি মাত্রই এই প্রচার ক্রিয়াটী লক্ষ্য করিতে পারিবেন। বড়ই আনন্দের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই মহাপ্রভুর ধর্ম্ম-প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছেন—স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া প্রাণের টানে তাঁহারা নিজ হইতেই এই গুরুতর দায়িত্ব পূর্ণ কর্ত্তব্যের ভার মাথায় লইয়া, মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের মূলসূত্র উক্তি অবলম্বনে ভাব জগতে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্করণে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দেখিলে প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে !! কে আছ মহাপ্রভুর ভক্ত, কে আছ শ্রীচৈতন্যের সেবক, কে আছ প্রকৃত প্রেমিক, এস! ভাই সকলে তাঁহাদের সুমহৎ ব্রতোদ্‌যাপনের যথাশক্তি সহায় হই ??

মহাত্মা কৃষ্ণদাস গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজ জন॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুল ধরি আনে॥

প্রভুর চরণই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাঁহার শ্রীচরণছায়া হইতে দৈবাৎ দূরে পড়িয়া গেলেও তিনি নিজগুণে দয়া করতঃ তাঁহার শ্রীচরণতলে আমাদিগকে টানিয়া লইবেন। তাঁহার মত দয়াল আর কে আছে ভাই? তিনি যে অধমতারণ ঠাকুর—কাঙ্গালশরণ ঠাকুর—পতিতপাবন ঠাকুর !! তাঁহার মত বদান্য ত্রিজগতে আর কাহাকেও কি দেখিয়াছ? তিনি যে আমাদের প্রেমময় দেবতা।

ওহে জগতবাসি? তোমাদের সেই প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ ছায়া হইতে কোনরূপেই দূরে সরিয়া যাইও না? অমৃতের অধিকারী হইয়া কাঙ্গালের ন্যায় কেন শুধু বাহিরে ঘুরিতেছ? পরমধনে ধনী হইয়া কেন শুধু পার্থিব ঐশ্বর্য্যের জন্য ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছ? মহাপ্রভুর নাম লইয়া এখন হইতেই প্রস্তুত হও! তোমাদের উপর গুরুতর কর্ত্তব্যের

ভার ন্যস্ত হইয়াছে। কলিযুগপাবনাবতার আমার মহাপ্রভু তোমাদিগকে যে অক্ষয় অমৃতের অধিকার দিয়া গিয়াছেন, সমস্ত বিশ্ববাসীকে তোমাদের সেই অপূর্ব্ব নামামৃতের অধিকার দিতে হইবে! সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া তাঁহার উদার প্রেম-ধর্ম্ম জগতে তোমাদেরই প্রচার করিতে হইবে। ওহে বাঙ্গালি! ভ্রান্ত বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আমার সোণার গৌরাঙ্গদেবকে সামান্য ভক্ত বা সাধক জ্ঞানে উপেক্ষা করিওনা? বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, প্রেমদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবকবিগণ তোমাদের ভাবরাজ্যে যে সম্বন্ধ ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহার মূল প্রস্রবণ, কোথায় একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলি গাহিতে গাহিতে সংকীর্ত্তনে দেশ মাতাইয়া যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন কে, একবার স্থির ভাবে চিন্তা করিয়াছ কি? বৈষ্ণব পাঠকের সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত মনে পড়ে কি?

"প্রেমধন বিলায় গৌররায়।
দয়াল নিতাই ডাকে আয় আয়॥
শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়॥"

শুধু নদীয়া শান্তিপুর কেন একসময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়াই এই প্রেমের বন্যা বহিয়াছিল। তখনকার অবস্থা স্মরণ করিলে এখনও আমাদের প্রাণে আনন্দামৃত ধারা ছুটিতে থাকে—হৃদয়ের উৎসাহাগ্নি সহস্রগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সেই সুদূর অতীতকালের চিত্র মনে করতঃ বৈষ্ণব সাধকের ভাবাবলম্বনে বলিতে ইচ্ছা হয়,—

তোমরা দু'ভাই পরম দয়াল হে প্রভু গৌর নিতাই!
(অধমতারণ প্রভু হে গৌর নিতাই)
তোমাদের পতিতপাবন নাম শুনে, বড় ভরসা করেছি মনে;
(ওহে পতিত পাবন)
বড় আশা ক'রে এলাম ধেয়ে, মোদের রাখ চরণ ছায়া দিয়ে
(ওহে দয়াল গৌর)
জগাই মাধাই তরে গেছে, প্রভু সেই ভরসা মোদের আছে।
তোমরা আচণ্ডালে দাও কোল কোল দিয়ে বল হরিবোল॥
(ওহে কাঙ্গালের ঠাকুর)

মহাপ্রভু নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ প্রেমের যে অপূর্ব্ব মাধুরী নিজে পূর্ণরূপে আস্বাদন করিয়া জগতের শিক্ষাগুরুরূপে আমাদিগকেও তাঁহার পথানুবর্ত্তী হইতে বা প্রেমভক্তির অপূর্ব্ব রসে জীবনকে মধুময় করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমরা পালন করিতে যত্নপর হইয়াছি কৈ? পাঠক-গণ, একবার মানসচক্ষে সেই রসরাজ মহাভাব আমার সোণার গৌরাঙ্গ-দেবের নদীয়া, নীলচল ও গম্ভীরা লীলার কোটি সুধাংশু বিনিন্দিত প্রেমে ঢল ঢল অপূর্ব্ব সৌম্য মুর্ত্তিখানা ভাবিয়া দেখিবে কি! ভক্ত কুলতিলক মহাত্মা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সত্যই বলিয়াছেন,—

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমে মাধুর্য্য মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা॥
অদ্ভুত দয়াল চৈতন্য অদ্ভূত বদান্য।
ঐছে দয়াল দাতা নাহি দেখি অন্য॥

মহাপ্রভু জগতের শিক্ষাগুরুরূপে প্রেমের যে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ আমাদের সন্মুখে ধারণ করিয়াছেন, তাহা একটু গম্ভীরভাবে প্রণিধান করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। বর্ত্তমানযুগে সকল সম্প্রা-দায়ের মধ্যেই বিশ্বজনীন্ কি একটী উদার ভাবের ক্রমবিকাশ সন্দর্শনে আমরা বড়ই আশান্বিত হইয়াছি। ভগবৎকৃপায় প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই এখন বুঝিতে পারেন—প্রকৃত আন্তরিকতা থাকিলে সকল ধর্ম্মের মধ্যে দিয়াই সেই চরম সত্যে পৌঁছিতে পারা যায়। মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মাচার্য্যগণ তাহাতে যে প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন—তাহাই আরও বিশদভাবে—আরও উদার ভাবে—আরও গম্ভীরভাবে প্রেমাবতার আমার গৌরাঙ্গদেব নিজে আচরণ করিয়া জগতে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার এই অভিনব ধর্ম্মে সকলেরই স্থান আছে—এখানে অধিকার অনধিকারের কোন প্রসঙ্গই নাই। তাঁহার চরিতা-লোচনায় আমারা দেখিতে পাই আচণ্ডাল যবন জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার কৃপার পাত্র হইতে পারিয়াছেন। এইস্থলেই মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের বিশেষত্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাই এই;—

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

ভক্তমালে পড়িয়াছিলাম ;—

শূদ্র আদি অন্ত্যজ বৈষ্ণব যদি হয়।
শূদ্র নীচ নহে সেই পূজ্যের আলয়॥
হরিভক্তি হীন যদি যতি কেনে হয়।
শ্বপচ অধিক সেই নীচ দুরাশয়॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য চণ্ডাল যবন।
হরিভক্ত যেই, সেই সর্ব্বোত্তমোত্তম॥

কি উদার ভাব ? মহাপ্রভুর ধর্ম্মে মানব মাত্রেরই অধিকার আছে। "জীব যে ভগবানের নিত্য দাস"—এই তত্ত্ব মহাপ্রভু হইতে আমারা শিক্ষা করিয়াছি। আমার প্রভু বলিয়াছেন,—

আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিনু সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেও যারে তারে॥
একেলা যে মালী আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এতফল কি আর করিব॥"

এই প্রেম ধর্ম্ম অতি চমৎকার ? একবার যাঁহারা ইহার বিন্দুমাত্রও আস্বাদ করিবার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হইবেন তাঁহারা কিছুতেই ইহাকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না। মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য! এস ভারতবাসি ? এস বাঙ্গালি ? সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা, দ্বেষ ভুলিয়া তাঁহার আদেশ মাথায় করতঃ চল সকলে পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে তাঁহার উদার প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারে যত্নপর হই !! মহাপ্রভু যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্ম, সমস্ত বিশ্ববাসীকে প্রেমের বিজয় বৈজয়ন্তীর সুশীতল ছায়ায় আনাই ভারতবাসীর একমাত্র কর্ত্তব্য! ভারত জগতের ধর্ম্মগুরু। কে আছ জ্ঞানবীর, কে আছ ধর্ম্মবীর, কে আছ ভক্তিবীর এস! সকলেই একযোগে একপ্রাণে সমস্ত জগৎবাসীর কাছে এই পরম সুসমাচার বহন করিয়া জাতীয় দৈন্য ঘুচাইতে বদ্ধ পরিকর হই !! আর আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া বৃথা সময় ক্ষেপণের অবসর নাই। বিলাস ভোগ বাসনাদি হইতে দূরে থাকিয়া ওহে

ভারতবাসি! এখনই কর্ত্তব্যের বোঝা মাথায় করতঃ বিশ্বের চারিদিকে ছুটিয়া যাও!! বৃথা আমোদে সময় যথেষ্ট কাটাইয়াছ। আর কেন? তোমাদের প্রেমগুরু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমাহ্বানে সাড়া দাও!! যদি জাতীয় উন্নতি করিতে চাও, যদি বিশ্বে আদর্শ জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে চাও, তবে এই মুহূর্ত্তেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদানুসরণ করতঃ, গোস্বামিদের পদরজ মাথায় লইয়া বিশ্বদৌত্যে—প্রভুর নাম প্রচারে বাহির হও!!!

কে আছ বৈষ্ণব, কে আছ ভক্ত, কে আছ মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত সেবক এস! সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের নির্ণীত মহাপন্থানুসরণ করিয়া বিশ্বে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বহুল প্রচার করতঃ জন্মজীবন সার্থক কর!! ভাই! কপটতা ত্যাগ কর ধর্ম্মকঞ্চুষ সাজিয়া মহাপ্রভুর পবিত্র ধর্ম্মে কলঙ্কারোপ করিওনা!! —মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত অনন্য-সাধারণ লীলা-চরিত্র ধারণা করিতে না পারিয়া 'মহাপ্রভুর' নামের দোহাই দিয়া পরনিন্দা, পরচর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করতঃ নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিওনা। ভাই? মহাপ্রভুর আদেশ মনে পড়ে কি?

জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিবে।
প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥

আর কতবার বলিব? আমার অরণ্যে রোদনই কি সার হইবে? ভাই! পায়ে ধরিয়া একান্ত বিনীতভাবে নিবেদন করি আত্মাভিমানে অন্ধ হইয়া বাহিক আচার ব্যবহারের সামান্য খুটি নাটি লইয়া সমাজ-বিপ্লবকারী শুষ্ক বিচারের স্রোত প্রবর্ত্তন করতঃ সাধক ও ভক্তদের প্রাণে আঘাত দিয়া গুরুতর অপরাধের ভাগী হইওনা!! বৈষ্ণব সমাজের কে কোথায় আছ এই মুহূর্ত্তেই এস? সকলে মিলিয়া পরস্পরের সহস্র অপরাধ ও ত্রুটী মার্জ্জনা করতঃ মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ছায়ায় আশ্রয় লই? এবং তাঁহার নাম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করি। ভাই! আমাদের উপর মহাপ্রভু গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন,—আত্মাভিমানের মূলে কুঠারাঘা করতঃ 'তৃণাদপি সুনীচ' এবং 'বৃক্ষাদপি সহিষ্ণু' হইয়া তাঁহার ভুবন-মঙ্গল নাম দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রচার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে!

চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবেনা !! ওহে জ্ঞানবিদ্যাভিমানী পাঠক ! কিছুদিনের জন্য নিজের ক্ষুদ্র 'অহং'টাকে তাঁহার শ্রীচরণে বলি দাও ?? 'অহং' এর প্রতিষ্ঠার বলেই ত আজ বঙ্গদেশে এত অসংখ্য ধর্ম্ম সম্প্রদায় দেখিতেছি। সম্প্রদায় যথেষ্ট বাড়িয়াছে। ভাই ! পায়ে ধরিয়া বলি, আর আত্ম-মত প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্প্রদায় বাড়াইওনা। একবার ভক্তি শাস্ত্রের মহা-বাক্য আমাদের গৌরাঙ্গদেবের 'তৃণাদপি সুনীচেন' এই মহামন্ত্র গ্রহণ করতঃ প্রভুর নাম লইয়া বিশ্ব দৌত্যে বাহির হও !! প্রভুর অবিচিন্ত্য শক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসবান্ হও !! শত বাধাবিঘ্ন আসুক্ বীরের মত সম্মুখীন হও !!! তাঁহার নামমাহাত্ম্যে সবই একে একে কাটিয়া যাইবে !! ভাই ! কিছুতেই নিরাশ হইওনা !!! নৈরাশ্য, অবিশ্বাস সর্ব্ববিধ শুভ কর্ম্মের প্রধান অন্তরায়। মহা-প্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মে শাখা, উপশাখা ক্রমে সম্প্রদায় যথেষ্ঠ বাড়িয়া অনেক আবিলতা প্রবেশ করিয়াছে। আমি কোনও সম্প্রদায়ের নিন্দা করিতে সাহস করিনা—করিতে পারিনা—করিবার অধিকার আমার নাই। তবে, খুব বিনীতভাবে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ভক্ত, প্রেমিক ও বৈষ্ণবগণকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। প্রশ্নটী এই :—সর্ব্ব অবতারের অবতারী, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উপাসক হইয়া আমাদের কেন এই শোচনীয় অধঃ-পতন ? যাঁহার সম্বন্ধে পরম ভাগবত শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন—

চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য ; সিংহের হুঙ্কার ॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয় কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাহার হুঙ্কারে ॥

চৈতন্যচরিতামৃত, আদিখণ্ড, ৩য় পঃ

তাঁহার পদানুসরণ করিয়া—হৃদয়-কন্দরে চৈতন্য সিংহকে বসাইয়া আজ আমাদের এই সমাজবিপ্লবকারী ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা কেন ? আমার মনে হয়, নানা কারণ বশতঃ আমরা অপরাধী হইয়া পড়িয়াছি। এই অপরাধ ক্রমে ক্রমে বাড়িতেই আরম্ভ হইয়াছে !! তাই আমাদের এই দুর্গতিও কমিতেছেনা ! ভাই ? মিনতি করিয়া বলি, কপটতা ত্যাগ কর। কপটীর কোথাও ঠাঁই নাই !!

'বৈষ্ণব' 'ভক্ত' 'বৈষ্ণবের দাসানুদাস' বা 'মহাপ্রভুর সেবক' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া লোকের কাছে মৌখিক দীনতা প্রকাশ করিতে যাইওনা—মনে রাখিও, উহাতে প্রকৃত দীনতা উপস্থিত না হইলে, অহঙ্কারের মাত্রাই বাড়িয়া থাকে! আর এক কথা! শাস্ত্রোক্ত দীক্ষালাভের পূর্ব্বে কেহই বৈষ্ণব হইতে পারেন না। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পড়িয়াছিলাম—

প্রভু কহে বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
অপ্রাকৃত দেহ করে চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

একি তাই সহজ অবস্থা? এ ভাবের দীক্ষা যদি কেহ পাইয়া থাকেন, তিনি আমাদের নমস্য আদর্শ পুরুষ। পাঠকগণ, আমায় ক্ষমা করিবেন, আমি সাহস করিয়া স্থিরভাবে বলিতে পারি বর্ত্তমান বৈষ্ণবসমাজে এরূপ আদর্শ বৈষ্ণব-হাজারে একজন আছেন কিনা সন্দেহ? এই অপ্রাকৃত দীক্ষালাভের পূর্ব্বে কেহই শ্রীকৃষ্ণের বা আমার প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাচরিত ধারণা করিতে পারিবেন না। সকলেই স্মরণ রাখিবেন—'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।' পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামি মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ দেহ, কৃষ্ণের বিলাস।
প্রকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণবিগ্রহ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ।
তিন ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥

চিদানন্দময় হইয়া চিদানন্দের ভজন আমাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য! এই অপূর্ব্ব অবস্থা সংগুরু চরণাশ্রিত সাধকের একমাত্র অনুভূতি যোগ্য! প্রাকৃত বুদ্ধিতে মহাপ্রভুর বা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলাচরিত আলোচনা করিতে যাইয়াই ত আমরা ধীরে ধীরে সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতেছি।

অধঃপতনের চরমসীমায় উপস্থিত হইবার আরও কি কিছু অবশিষ্ট আছে? কে আছ সমাজ-হিতাকাঙ্ক্ষী এস ভাই! আর বৃথা বাক্যব্যয়ে বা বাদানুবাদে সময় না কাটাইয়া মহাপ্রভুতে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হও।

মহাপ্রভু নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ মালীরূপে শ্রবণ কীর্ত্তন জলে যেই ভক্তি কল্পতরুর পরিপোষণ করিয়াছেন এবং যাহা হইতে "অক্ষয়" ও অনন্ত প্রেম ফল লাভ করিয়া সমস্ত জগৎবাসীকে প্রদান করিয়াছেন তাহা আমরা কখনও কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছি? কে আছ আর্ত্ত, কে আছ পীড়িত, কে আছ পতিত, কে আছ অনাথ, কে আছ দীনদুঃখী এস ভাই সকলে তাঁহার প্রদত্ত অমৃত ফলাস্বাদ করিয়া চিরদিনের তরে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিতাপের হাত হইতে মুক্ত হইয়া শাশ্বত আনন্দ ও শান্তির অধিকারী হই? পাঠকগণ, আমাদের এই কথাটি খুব ভাল করিয়া বুঝা উচিত যে, মহাপ্রভুর ধর্ম্ম কোনও এক বিশিষ্ট দেশের—বিশিষ্ট সমাজের—বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য উপদিষ্ট হয় নাই। মহাপ্রভু যদি স্বয়ং ভগবান্ বা বর্ত্তমান যুগাবতার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন্ এবং সমস্ত বৈষ্ণব সমাজ যদি এই বিষয় একবাক্যে নির্ব্বিরোধে স্বীকার করেন, তবে তৎপ্রচারিত ধর্ম্মকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিতেই হইবে। ইহাতে সাম্প্রদায়িক সংস্কার বা ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া দ্বিরুক্তি করিলে চলিবেনা। কারণ ভগবান কখনও মানব সমাজের গতি-বদ্ধ কয়েকটী জীবের জন্য পূর্ণভাবে স্বরূপে অবতীর্ণ হয়েন নাই—হওয়ার আবশ্যকতা ও ছিলনা। বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠে আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইয়াছে। সমস্ত মানব জাতির উদ্ধারার্থই কলিকল্মষ জীব-সমূহকে তাঁহার অভিনব প্রেম-ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দেওয়ার জন্যই ভগবান কষ্ট সঙ্কুল জীবদেহ আশ্রয় করতঃ একাধারে আদর্শ ভক্ত ও জগতের শিক্ষাগুরুরূপে নদীয়াতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার এই উদ্দেশ্য তিনি অন্তরঙ্গ ভক্ত মহাত্মাদের কাছে শ্রীমুখে প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়ের গূঢ় তাৎপর্য্য বৈষ্ণবশাস্ত্র সম্যক-রূপে অধ্যয়ন না করিলে বুঝা যাইবেনা। পাঠকদিগকে আমরা একান্তভাবে অনুরোধ করি, অন্য কোনও গ্রন্থ পাঠ করুন বা না করুন অন্ততঃ শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থখানা তাঁহারা যেন পাঠ করেন। যাঁহারা তাঁহার অবতারত্বে

বিশ্বাস না করেন, তাঁহাদিগকেও আমরা সাদরে আলিঙ্গন করিতেছি। তাঁহাদের কাছে আমরা এই বলিতে চাহি আমার মহাপ্রভু 'আপনি আচরি ধর্ম্ম' আদর্শ ভক্তরূপে জগতের শিক্ষা গুরু স্থানীয় হইয়া হিন্দুম্লেচ্ছ নির্ব্বিশেষে সকলকেই দাম্পত্য প্রেম, স্বদেশ প্রেম, স্বজাতি প্রেম ও বিশ্বপ্রেম ক্রম বিকাশ সূত্রে অবলম্বন করতঃ ভগবৎ প্রেমে উপস্থিত হইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। 'প্রেমের পথই যে আমাদের একমাত্র মিলনভূমি'—এই তত্ত্ব মহাপ্রভুই সমস্ত বিশ্ববাসির সন্মুখে ধরিয়াছেন। মহাপ্রভুর সর্ব্ব উপদেশের সার তত্ত্বটী এই একটী কথার মধ্যে কিরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠকগণ! একবার ভাবিয়া দেখুন্! মহাপ্রভুর আদেশ—

"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান" প্রকৃত বৈষ্ণবের কাছে হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান্, জৈন্, পারসিক সকল সম্প্রদায়ের লোকই প্রিয়পাত্র—যেহেতু তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে তিনি দেখিতে পান তাঁহার প্রিয়তম সকলের হৃদয়েই আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন। এই অপ্রাকৃত চিন্ময় পুরুষের সাক্ষাৎকার হইলে জীবের—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয় এবং সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয়। জাতিবুদ্ধি থাকিলে বৈষ্ণব কাছে হিন্দু হওয়া যায়না—একটু মনে ভেদবুদ্ধি থাকিলে অচিন্ত্য ভেদাভেদ মহাপ্রভুর দুর্গমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায়না—বৈষ্ণব হওয়া ত দূরের কথা ??

প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম-সংকীর্ত্তন।
চারিভাবে ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥
আপনে করিমু ভক্ত ভাব অঙ্গীকারে।
আপনে আচরি ধর্ম্ম শিখামু সবারে॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ।

যুগাবতার মহাপ্রভুর প্রচার-ক্রিয়ার এখনও শেষ হয় নাই। আমাদের স্থূল দৃষ্টি দ্বারা অন্তর্জগতের তাঁহার এই অপ্রাকৃত লীলা অভিনব প্রচার রহস্য ধারণা করিবার শক্তি নাই! বৈষ্ণবগ্রন্থে পড়িয়াছিলাম—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জীবের লাগিয়া।
দেশে দেশে ফিরিতেছে প্রেম প্রচারিয়া॥

বৈষ্ণবের বাক্য মিথ্যা নহে। আমাদেরই বুঝিবার ভুল। পাঠকগণ স্বীকার করুন্ বা না করুণ আমার স্থির বিশ্বাস দক্ষিণেশ্বরের সিদ্ধপুরুষ যুগাচার্য্য রামকৃষ্ণদেবের দেহাশ্রয় করিয়াও আমার মহাপ্রভু তাঁহার প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেও ভক্তাবতার নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের মধ্য দিয়াও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁহার প্রচার ক্রিয়ার কথঞ্চিৎ সহায়তা করিয়াছেন। ইচ্ছাময় তিনি, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত এই বিশ্বে কিছুই সংঘটিত হইতে পারে না! প্রেমগুরু শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তির বিজয় বৈজয়ন্তি হাতে লইয়া, কে আছ প্রেমিক, কে আছ ভক্ত এস! সকলে মিলিয়া বিশ্ব-জয়ের পৌর্ব্বাহ্ণিক আয়োজনে অগ্রসর হই? অই দেখ? মহাপ্রভু তাঁহার প্রেমবাহু প্রসারিত করতঃ আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা, দ্বেষ ভুলিয়া তাঁহার শ্রীচরণতলে উপস্থিত হইতে বারংবার ডাকিতেছেন? ভাবুক ও সাধক কে কোথায় আছ, তাঁহার মঙ্গল আহ্বানে সাড়া দাও? আর বৃথা কার্য্যে সময় কাটাইও না? এই মুহূর্ত্তেই এস ভাই? সকলে মিলিয়া মহাপ্রভুকে অগ্রবর্ত্তী করতঃ তাঁহার নির্দ্দেশ মত জগতের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে তাঁহার প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারে ছুটিয়া যাই। অলমিতি।

"অনন্যচেতা হরিমূর্ত্তিসেবাং
করোতি নিত্যং যদি ধর্ম্মনিষ্ঠঃ।
তথাপিধন্যোনহিতত্ত্ব বেত্তা
গৌরাঙ্গচন্দ্রে বিমুখো যদিস্যাৎ॥"

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং ॥১০॥
অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগ মবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥১১॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

নন্বেবমুভয়োঃ সৈন্যয়োস্তৌল্যাৎ তবৈব বিজয়ঃ কথমিত্যাশঙ্ক্য স্বসৈন্যস্যাধিক্যমাহ অপর্য্যাপ্তমিতি। অপর্য্যাপ্তমপরিমিতমস্মাকং বলম্। তত্রাপি ভীষ্মেণ মহাবুদ্ধিমতাতিরথেনাভিরক্ষিতং। এতেষাং পাণ্ডবানাং বলং তু পর্য্যাপ্তং পরিমিতম্। তত্রাপি ভীমেন তুচ্ছবুদ্ধিনার্দ্ধরথেনাভিরক্ষিতমতঃ সিদ্ধবিজয়োঽহং ॥১০॥

অথৈবং মদুক্তিভাবং বিজ্ঞায়াচার্য্যশ্চেদুদাসীত তদা মৎকার্য্যক্ষতিরিতি বিভাব্য তস্মিন্ স্বকার্য্য ভারমর্পয়ন্নাহ অয়নেষ্বিতি। অয়নেষু সৈন্য প্রবেশবর্ত্মসু যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং যুদ্ধভূমিমপরিত্যজ্যাবস্থিতা ভবন্তো ভবদাদয়ো ভীষ্মমেবাভিতো রক্ষন্তু যুদ্ধাভিনিবেশাৎ পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চাপশ্যন্তং তং

তাৎপর্য্যানুবাদ।

এক্ষণে উভয় পক্ষের সৈন্যের যদি তুলনা করা যায় তাহা হইলে তোমার বিজয় যে নিশ্চয় ইহা তুমি কিরূপে স্থির করিলে, এই আশঙ্কার অপনোদন মানসে পুনর্ব্বার নিজ অপরিমিত সৈন্যের উল্লেখ করিতেছেন। হে আচার্য্য! দেখুন আমাদিগের সৈন্যবল একে অপরিমিত, তদুপরি উহা মহাবুদ্ধিশালী অতিরথ ভীষ্ম দ্বারা পরিরক্ষিত। পাণ্ডবগণের সৈন্যবল পরিমিত আবার উহা অল্প বুদ্ধি ভীমের দ্বারা রক্ষিত সুতরাং এঅবস্থায় আমি যে সিদ্ধ-বিজয় হইব এবিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই।১০।

তথাপি আচার্য্যের উপর কোন গুরুতর কার্য্যভার অর্পিত না হইলে, পাছেতিনি আমার উক্তির ভাবে অনাবশ্যক বোধে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, তাহাহইলে কি জানি যদি আমাদিগের পক্ষে কোন ক্ষতি হয়, এই জন্য উহাঁর প্রতি বিশেষ কার্য্য ভার অর্পণ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া পুনরায় আচার্য্যকে বলিলেন; আপনারা

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ
সিংহনাদং বিনোদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

যথান্যো ন বিহন্যাত্তথা কুর্ব্বন্ত্বিত্যর্থঃ। সেনাপতৌ ভীষ্মেনির্ব্বাধে মদ্‌বিজয়-সিদ্ধিরিতি ভাবঃ। অয়মাশয়ঃ। ভীষ্মোঽস্মাকং পিতামহঃ ভবাংস্তু গুরুঃ তৌ যুবামস্মদেকান্তহিতৈষিণৌ বিদিতৌ যাবক্ষসদসি মদন্যায়ং বিদন্তাবপি দ্রৌপদ্যা-ন্যায়ং পৃষ্টৌ নাবোচতাং ময়াতু পাণ্ডবেষু প্রতীতং স্নেহাভাসং ত্যজয়িতুং তথা নিবেদিতমিতি ॥১১॥

এবং দুর্য্যোধন কৃতাং স্বস্তুতিমবধার্য্য সহর্ষো ভীষ্ম স্তদন্তর্জাতাং ভীতিমুৎসাদয়িতুম্ শঙ্খং দধ্মাবিত্যাহ তস্যেতি। সিংহনাদমিত্যুপমানে কর্ম্মণি চেতি পানিনিসূত্রান ণমুল্। "চাং কর্ত্তর্য্যুপ মানে" ইত্যর্থঃ। সিংহ ইব বিনদ্যে-ত্যর্থঃ। মুখতঃ কিঞ্চিদনুক্তা শঙ্খনাদ মাত্র করণেন জয় পরাজয়ৌ খল্বীশ্বরাধিনৌ ত্বদর্থে ক্ষত্রধর্ম্মেণ দেহং ত্যক্ষ্যামীতি ব্যজ্যতে ॥১২॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

এক্ষণে নিজনিজ বিভাগানুসারে ব্যূহমধ্যে সৈন্য প্রবেশের দ্বার সকলে অবস্থান পূর্ব্বক, সেনাপতি ভীষ্ম, যাহাতে বিপক্ষ কর্ত্তৃক পৃষ্ঠ বা পার্শ্বদেশ হইতে আক্রান্ত না হন, তাঁহাকে সেইরূপে রক্ষা করুন। কারণ সেনাপতি যদি নির্বাধে যুদ্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে বিজয় লাভে বড় বিলম্ব হইবেনা।

ভীষ্ম পিতামহ এবং আপনি গুরু, আপনারা উভয়েই আমাদিগের একান্ত হিতৈষী ইহা পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ বিদিত আছি। অক্ষসভায় আমার অন্যায জানিয়াও আপনারা দ্রৌপদী কর্ত্তৃক নীতি জিজ্ঞাসিত হইয়াও উত্তর প্রদান করেন নাই। তথাপি পাণ্ডবদিগের প্রতি আপনার যে স্নেহাভাসটুকু আছে উহাও ত্যাগ করাইবার নিমিত্ত আমি উক্তরূপ বলিয়াছিলাম মাত্র ।১১।

এই সময় প্রবল প্রতাপ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ মহামতি ভীষ্ম দুর্য্যোধনের স্তুতি বাক্য শ্রবণে প্রহৃষ্ট-চিত্ত হইয়া, যুদ্ধে জয় পরাজয় ঈশ্বরাধীন সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন বাচনীক উত্তর প্রদান না করিয়া, দুর্য্যোধনের ভীতি অপনোদন ও হর্ষ

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥১৩॥

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ॥
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪॥

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

তত ইতি। সেনাপতৌ ভীষ্মে প্রবৃত্তে তৎসৈন্যে সহসা তৎক্ষণমেব শঙ্খাদয়োঽভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ। কর্ম্ম কর্ত্তরি প্রয়োগঃ। পনবাদয়স্ত্রয়ো বাদিত্রভেদাঃ। সশব্দস্তুমুল একাকারতয়া মহানাসীৎ ॥১৩॥

অথ পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ তত ইতি। অন্যেষামপি রথস্থিতত্বে সত্যপি কৃষ্ণার্জ্জুনয়ো রথস্থিতত্বোক্তিস্তদ্রথস্যাগ্নিদত্তত্বং ত্রৈলোক্যবিজেতৃত্বং মহাপ্রভাবত্বঞ্চ ব্যজ্যতে ॥১৪॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

উৎপাদনের নিমিত্ত উচ্চ সিংহনাদ পুরঃসর শঙ্খধ্বনি করিলেন। ইহাতে তিনি যেন বলিলেন আমি তোমার রক্ষার জন্য ক্ষাত্র ধর্ম্মে যুদ্ধ করিয়া দেহত্যাগ পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করিলাম।১২।

সেনাপতির সেই রণোন্মাদী শঙ্খধ্বনি হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সৈন্য মধ্যেও শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ প্রভৃতি রণবাদ্য সকল বাদিত হইল, তখন রণক্ষেত্রে ঐ শব্দ সকল একত্রে তুমুল শব্দে পরিণত হইয়াছিল।১৩।

পাণ্ডবদিগের পক্ষেও যুদ্ধের উৎসব কিরূপ হইতে ছিল, তাহাও বলা কর্ত্তব্য; যৎকালে কৌরব পক্ষে সিংহনাদাদির তুমুল শব্দে দিগন্ত কম্পিত সেই সময় শ্বেত অশ্ব-চতুষ্টয় যোজিত অগ্নিদত্ত ত্রৈলোক বিজয়ী মহারথে আরূঢ় অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ ও তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন দিব্য-শঙ্খ ধ্বনি করিলেন।১৪।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥১৬॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চপরাজিতঃ ॥১৭॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

পাঞ্চজন্যমিত্যাদি। পাঞ্চজন্যাদয়ঃ কৃষ্ণাদিশঙ্খানামাহ্বয়াঃ। অত্র হৃষীকেশ শব্দেন পরমেশ্বরসহায়িত্বং। পাঞ্চজন্যাদিশব্দৈঃ প্রসিদ্ধাহ্বয়ানেকদিব্যশঙ্খবত্বং। রাজা ভীমকর্ম্মা ধনঞ্জয় ইত্যেভির্যুধিষ্ঠিরাদীনাং রাজসূয়যাজীত্বহিড়িম্বাদি নিহন্তৃত্বদিগ্বিজয়াহৃতানন্তধনত্বানি চ ব্যঞ্জ্য পাণ্ডবসেনাসূৎকর্ষঃ সূচ্যতে। পরসেনাসু তদভাবাদপকর্ষশ্চ ॥১৫।১৬॥

কাশ্যইতি। কাশ্য কাশিরাজঃ। কপরমেষ্বাসঃ মহাধনুর্দ্ধরঃ। চাপরাজিতে ধনুষা দীপ্তঃ ॥১৭॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

পাণ্ডবপক্ষে যেসকল মহাত্মা যে সকল প্রসিদ্ধ দিব্য শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ হইতেছে, পাণ্ডব সহায় হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য নিজ শঙ্খ, সার্থকনামা ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ ও ভীম কর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ ধ্বনিত করিলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় শঙ্খ এবং নকুল ও সহদেব সুঘোষ ও মনি-পুষ্পক নামক শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন। এখানে যুধিষ্ঠিরকে রাজ শব্দে, ভীমকে ভীমকর্ম্মা শব্দে এবং অর্জ্জুনকে ধনঞ্জয় শব্দে অভিহিত করায়, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কৃতিত্ব, ভীমের হিড়িম্বাদি রাক্ষস বধের কৃতিত্ব, অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়ে অসংখ্য রাজন্য বর্গের পরাজয়ের সহিত বিপুল ধন রত্নাদির আহরণ কৃতিত্বের বিষয় প্রকাশ পাওয়ায়, কুরুপক্ষীয় সৈন্যগণ অপেক্ষা পাণ্ডব সেনার নেতৃবর্গের উৎকর্ষতা প্রতিপাদন করাই বক্তার অভিপ্রায় ॥১৫।১৬॥

হে পৃথিবীপতে! অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, চাপশোভিত সাত্যকি, দ্রুপদ দ্রৌপদী পুত্রগণ ও মহাবাহু সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ইহারা সকলেই পৃথক পৃথক শঙ্খধ্বনি করিলেন।

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥১৯

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

দ্রুপদ ইতি। পৃথিবীপতে হে ধৃতরাষ্ট্রেতি তব দুর্ম্মন্ত্রণোদয়ঃ কুলক্ষয়-লক্ষণোঽনর্থঃ সমাগত ইতি সূচ্যতে ॥১৮॥

স ইতি পাণ্ডবৈঃ কৃতঃ শঙ্খনাদো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ভীষ্মাদীনাং সর্ব্বেষাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ তদ্বিদারণতুল্যাং পীড়ামজনয়দিত্যর্থঃ। তুমুলোঽতিতীব্রঃ। অভ্যনুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিঃ পূরয়ন্নিত্যর্থঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ কৃতস্তু শঙ্খাদিনাদস্তু-মুলোঽপি তেষাং কিঞ্চিদপি ক্ষোভং নাজনয়ৎ তথানুক্তেরিতি বোধ্যং ॥১৯॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

এখানে সঞ্জয় মহাশয়ের ধৃতরাষ্ট্রকে পৃথিবীপতি বলিয়া পৃথক ভাবে সম্বোধনের তাৎপর্য্য মনে হয়, রাজাকে বলা হইল আর কি শুনিবে তোমার দুর্ম্মন্ত্রনার ফলে তোমাদের কুলক্ষয় সমাগত প্রায়, কারণ তোমরা যে সকল বীরাগ্রণীর উপর যুদ্ধের জয় নির্ভর করিতেছিলে, তন্মধ্যে ভীষ্মের হন্তারূপে তপস্যা দ্বারা অপূর্ব্ব-জন্মা শিখণ্ডি, দ্রোণাচার্য্যের বধের জন্য অগ্নিকুণ্ড হইতে উৎপন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুনের সমযোদ্ধা সাত্যকি, এই সমস্ত বীরগণ যখন অস্ত্র ধারণ করিয়া তোমাদের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তখন ভীষ্মাদি বীরগণের বধ অবশ্যম্ভাবী এবং ভাবী পরাজয় ও নিশ্চিত। তজ্জন্যই আজ ঐ সকল বীরগণ ধ্বনিত শঙ্খের অতিতীব্র-তুমুল-শব্দে ধরাতল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল, সেইশব্দে আপনার পুত্রগণের ও ভীষ্মাদি সমস্ত সৈন্যগণের হৃদয় বিদারণ তুল্য পীড়া জন্মাইয়াছিল, কিন্তু কুরুপক্ষীয় শঙ্খাদি বাদ্যধ্বনি তুমুল হইলেও পাণ্ডবপক্ষে কোন ক্ষোভ উৎপাদনে সক্ষম হয় নাই। ১।১৮।১৯।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবাঃ ॥২০॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥২১॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং যুদ্ধে ভীতিং প্রদর্শ্য পাণ্ডবানাং তু তদ্রোৎসাহমাহ অথেতি সার্দ্ধকেন। অথ রিপুশঙ্খনাদ কৃতোৎসাহভাঙ্গানন্তরং ব্যবস্থিতান্ তদ্ভঙ্গবিরোধিযুযুৎসয়াবস্থিতান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ভীষ্মাদীন্ কপিধ্বজোঽর্জ্জুনঃ। যেন শ্রীদাশরথেরপি মহান্তি কার্য্যাণি পুরা সাধিতানি তেন মহাবীরেণ ধ্বজ মধিতিষ্ঠতা হনুমতানুগৃহীতো ভয়গন্ধ শূন্য ইত্যর্থঃ। প্রবৃত্তে প্রবর্ত্তমানে ॥২০॥

হৃষীকেশমিতি। হৃষীকেশং সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তকং কৃষ্ণং তদিদং বাক্য-মুবাচেতি। সর্ব্বেশ্বরো হরির্যেষাং নিযোজ্যস্তেষাং তদেকান্ত ভক্তানাং

তাৎপর্য্যানুবাদ।

আপনার পুত্র পক্ষীয় ভীষ্মাদি বীরগণ রিপুনিনাদিত শঙ্খনাদে উৎসাহ ভঙ্গ হইলেও তাহারা যুদ্ধে উদ্যত হইয়া পরস্পর শস্ত্র সম্পাতে প্রবৃত্ত হইলে কপিধ্বজ অর্জ্জুন শরাসন উত্তোলন পূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এইকথা বলিলেন। হে অচ্যুত! আপনি উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন করুন। এখানে "কপিধ্বজ" শব্দের উল্লেখে পূর্ব্বে মহাবীর হনুমানের সাহায্যে দাশরথী শ্রীরামচন্দ্রের মহৎকার্য্য সাধিত হইয়াছিল, আজ সেই মহাবীর হনুমান কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হওয়ায় অর্জ্জুন যে কার্য্যসাধক এবং নির্ভিক তাহা প্রকাশ পাইতেছে। তদুপরি আবার যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক সেই শ্রীহরি যাঁহাদিগের প্রেরক, সেই একান্ত ভক্ত পাণ্ডবগণের বিজয়ে সন্দেহ কোথায়! বিশেষতঃ অর্জ্জুনের "অচ্যুত" শব্দে সম্বোধন করায়, যিনি স্বভাব সিদ্ধ ভক্তবাৎসল্য-স্বভাব হইতে ও স্বকীয় পারমৈশ্বর্য্য হইতে কখন বিচ্যুত হন না,

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২॥

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

পাণ্ডবানাং বিজয়ে সন্দেহ গন্ধোঽপি নেতি ভাবঃ। হে মহীপতে! অর্জ্জুন বাক্যমাহ সেনয়োরিতি। হে অচ্যুতেতি স্বভাবসিদ্ধাদ্ভক্তবাৎসল্যাৎ পারমৈশ্বর্য্যাচ্চ ন চ্যবসে। মে ইতি তেন তেন চ নিয়ন্ত্রিতো ভক্তিস্য মে বাক্যাত্তত্র রথং স্থিতং কুরু নির্ভয়ঃ ॥২১॥

তত্র রথ স্থাপনে ফলমাহ যাবদিতি। যোদ্ধুকামান্ নতু সহাস্মাভিঃ সন্ধিৎ চিকির্ষূন্। অবস্থিতান্ নতু ভীত্যা প্রচলিতান্। ননু ত্বং যোদ্ধা নতু যুদ্ধপ্রেক্ষক স্ততস্তদ্দর্শনেন কিমিতি চেত্তত্রাহ কৈরিতি। অস্মিন্ বন্ধুনামেব মিথো রণোদ্যোগে কৈর্বন্ধুভিঃ সহ মম যুদ্ধং ভাবীত্যেতজ্‌ জ্ঞানায়ৈব মধ্যে রথস্থাপনমিতি ॥২২॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

এবম্প্রকার ভক্তবৎসলকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত এই একান্ত ভক্তের কামনা পূর্ণ কর, ইহাই এখানের তাৎপর্য্য। এবং সঞ্জয় মহাশয়ের দ্বিতীয় বার মহীপতি সম্বোধন হইতে এই ভক্তাগ্রণী অর্জ্জুনের সম্বন্ধে নীতি বিগর্হিত যুদ্ধাবতারণার কালে তোমার মহীপতিত্ব যে নষ্টপ্রায় এইরূপ উপহাস ও ধ্বনিত হইয়াছে ॥২০।২১।

যদি বলেন রথ স্থাপন করিবার প্রয়োজন কি? তুমি স্বয়ং যোদ্ধা তুমি কেবল দ্রষ্টা নও, তবে তাহাদিগকে দেখিয়া কি হইবে; যাঁহারা সন্ধিচিকীর্ষু না হইয়া যুদ্ধচিকীর্ষায় নির্ভয়ে অবস্থান করিতেছেন, অথচ যাহারা চিরদিন বন্ধুরূপে ছিলেন আজ সেই বন্ধুগণের মধ্যে কোন বন্ধুবর্গের সহিত আমার যুদ্ধ হইবে, তৎ পরিজ্ঞানের নিমিত্তই আপনাকে মধ্য স্থানে রথ স্থাপনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছি ॥২২॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

নন্বু বন্ধুত্বাদেতে সন্ধিমেব বিধাস্যন্তীতি চেৎ তত্রাহ যোৎস্যমানানিতি। নতু সন্ধিং বিধাস্যতঃ। অবেক্ষে প্রত্যেমি। দুর্ব্বুদ্ধেঃ কুধিয়ঃ স্বজীবনোপায়ানভিজ্ঞস্য। যুদ্ধে নতু দুর্ব্বুদ্ধ্যপনয়নে। অতো মদ্‌যুদ্ধ প্রতিযোগী নিরিক্ষণং যুক্তমিতি ॥২৩॥

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয়ঃ প্রাহ এবমিতি। গুড়াকা নিদ্রাতস্যাঈশঃ স্বসখশ্রীভগবদ্‌ গুণলাবণ্য স্মৃতিনিবেশেন বিজিতনিদ্রস্তং পরমভক্তস্তেনার্জ্জুনে-নৈবমুক্তঃ প্রবর্ত্তিতো হৃষীকেশস্তচ্চিত্তবৃত্ত্যাভিজ্ঞো ভগবান্ সেনায়োর্ম্মধ্যে ভীষ্মদ্রোণয়োঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং ভূভুজাঞ্চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথোত্তমম্ অগ্নিদত্তং রথং স্থাপয়িত্বোবাচ। হে পার্থ! সমবেতানেতান্ কুরূন্ পশ্যেতি।

তাৎপর্য্যানুবাদ।

কারণ এই যুদ্ধে নিজ জীবনোপায় অনভিজ্ঞ দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষু যে সকল ব্যক্তি সন্ধির পরিবর্ত্তে যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছেন, আমি একবার তাঁহাদিগকে অবলোকন করি। আমার পক্ষে এই প্রতিযোদ্ধৃগণের অবলোকন অযৌক্তিক নহে ॥২৩॥

অনন্তর সঞ্জয় বলিলেন, নিজ সখা শ্রীভগবানের গুণলাবণ্যাদির স্মৃতি নিবেশে যিনি বিজিতনিদ্র হইয়াছেন, সেই পরম ভক্ত অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাহার চিত্তবৃত্তির অভিপ্রায়জ্ঞাতা শ্রীভগবান, উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ সকল রাজাগণের সম্মুখে সেই অগ্নিদত্ত দিব্য রথ স্থাপন

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

পার্থহৃষীকেশশব্দাভ্যামিদং সূচ্যতে। মৎপিতৃষস্থপুত্রত্বাৎ ত্বৎসারথ্যমহং করিষ্যাম্যেব ত্বং ত্বধুনৈব যুযুৎসাং ত্যক্ষ্যসীতি কিং শত্রুসৈন্যবীক্ষণেনেতি সোপহাসোভাবঃ ॥২৪॥২৫॥

এবং ভগবতোক্তোহর্জ্জুনঃ পরসেনামপশ্যদিত্যাহ তত্রেতি সার্দ্ধকেন। তত্র পরসেনায়াং পিতৄন্ পিতৃব্যান্ ভূরিশ্রবঃ প্রভৃতীন্। পিতামহান্ ভীষ্মসোমদত্তাদীন্। আচার্য্যান্ দ্রোণকৃপাদীন্। মাতুলান্ শল্যশকুন্যাদীন্। ভ্রাতৄন্ দুর্য্যোধনাদীন্। পুত্রান্ লক্ষণাদীন্। পৌত্রান্ নপ্তৄন্ লক্ষণাদিপুত্রান্। সখীন্ বয়স্যান্। দ্রৌণিসৈন্ধবাদীন্। সুহৃদঃ কৃতবর্ম্মভগদত্তাদীন্। এবং

তাৎপর্য্যানুবাদ।

পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় পাণ্ডবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে পার্থ, এই আমি রথ স্থাপন করিয়াছি তুমি সমবেত কুরুসৈন্যগণকে অবলোকন কর। এখানে হৃষীকেশ ও পার্থ উভয় শব্দ হইতে এইরূপ অর্থ সূচীত হইতেছে—হে অর্জ্জুন! তুমি আমারি পিতৃস্বসার পুত্র আজ আমি সেই স্নেহের বশীভূত হইয়া তোমার রথের সারথ্য করিতেছি, আর তুমি যুদ্ধ না করিয়াই কি যুদ্ধাভিলাস পরিত্যাগ করিতেছ, শত্রু সৈন্যাবলোকনে কি হইবে, এই সহাস্য তীরস্কারই যেন এখানকার অভিপ্রায় ॥২৪।২৫॥

শ্রীভগবান কর্ত্তৃক উক্ত প্রকার অভিহিত হইয়া অর্জ্জুন সেই সমবেত অপর পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে অবস্থিত ভূরিশ্রবাদি পিতৃব্যগণ, ভীষ্ম সোমদত্তাদি পিতামহগণ, দ্রোণ কৃপাদি আচার্য্যগণ, শল্য শকুনি প্রভৃতি মাতুলবর্গ, দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃকুল লক্ষণাদি পুত্রসমূহ ও তাহাদের পুত্র প্রভৃতি পৌত্র সকল, অশ্বথামাদি বয়স্য সকল এবং কৃতবর্ম্মা ভগদত্তাদি সুহৃদ সকলকে অবলোকন করিয়া

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

স্বসৈন্যেঽপ্যুপলক্ষণীয়ম্। উভয়োরপি সেনয়োরবস্থিতান্ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্যেত্যন্বয়াৎ ॥২৬॥

অথসর্ব্বেশ্বরো দয়ালুঃ কৃষ্ণঃ সপরিকরাত্মোপদেশেন বিশ্বমুদ্দিধীর্ষুরর্জ্জুনং শিষ্যং কর্ত্তুং তৎস্বধর্ম্মেঽপি যুদ্ধে ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি শ্রুত্যর্থাভা-সেনাধর্ম্মতামাভাস্য তং সমোহং কৃত বানিত্যাহ তান্ সমীক্ষ্যেতি। কৌন্তেয় ইতি স্বীয়পিতৃস্বসৃপুত্রত্বোক্ত্যা তদ্ধর্ম্মৌ মোহশোকৌ তদা তস্য ব্যজ্যেতে। কৃপয়া কর্ত্র্যা ইত্যুক্তেঃ স্বভাবসিদ্ধাস্য কৃপেতি দ্যোত্যতে। অতঃপরয়েতি তদ্বিশেষণং। অপরয়েতি বা চ্ছেদঃ। স্বসৈন্যে পূর্ব্বমপি কৃপাস্তি। পরসৈন্যে

তাৎপর্য্যানুবাদ।

তৎসহ নিজ পক্ষে উপস্থিত এই শ্রেণীর আত্মীয়বৃন্দকেও অবলোকন করিলেন ॥২৬॥

তখন সর্ব্বেশ্বর পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ নিজপূর্ব্ব সঙ্কল্পিত সপরিকর-আত্মতত্ত্ব উপদেশে বিশ্ব সংসার উদ্ধারের বাসনা, কার্য্যে পরিণত করিবার এই উপযুক্ত অবসর পরিজ্ঞাত হইয়া, অর্জ্জুনকে শিষ্যত্বে পরিগ্রহণাভিলাষে তাহার মোহ উৎপাদন করিলেন, মহামতি অর্জ্জুন যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম জানিয়াও "মাহিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" অর্থাৎ সর্ব্বভূতে হিংসা পরিত্যাগ কর; এই শ্রুত্যর্থের আভাসে, কারণ বেদে অনেক আকারে ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইলেও অধিকার অনুসারে উহার প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য্য আছে হিংসা হইতে বিরত হইবার উপদেশ ও সাধারণ শিক্ষা, এখানে শ্রীভগবান ঐ শ্রুত্যর্থের আভাসে হিংসা যে অধর্ম্ম, তাহা জানাইয়াই যেন মোহিত করিলেন। এবং কুন্তীনন্দন বলিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধন করতঃ যেন উঁহাকে শোক ও মোহের বশীভূত করিয়া ফেলিলেন, কারণ যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্য্যন্তই জীবের দৈহিক সম্বন্ধ থাকে, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে দৈহিক সম্বন্ধ থাকে না। কুন্তীতনয়ের এই উল্লেখ

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্টে্বমাং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

ত্বপরাপি সাভূদিত্যর্থঃ। বিষাদমনুতাপং বিন্দন্। অত্রোক্তি বিষাদয়োরৈক কাল্যাদুক্তিকালে বিষাদকার্য্যাণ্যশ্রুকম্পসন্নকণ্ঠতাদীনি ব্যজ্যন্তে ॥২৭॥

কৌন্তেয়ঃ শোকব্যাকুলং যদাহ তদনুবদতি দৃষ্টেমমিতি। স্বজনং স্ববন্ধুবর্গং জাতাবেকবচনং। সগোত্রবান্ধবজ্ঞাতিবন্ধুস্বজনাঃ সমা ইত্যমরঃ। দৃষ্টাবস্থিতস্য মম গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি শীর্য্যন্তে। পরিশুষ্যতীতি। শ্রমাদি হেতুকাচ্ছোষাদতিশয়িত্বমস্য শোষস্য ব্যজ্যতে ॥২৮॥

বেপথুঃ কম্পঃ। রোমহর্ষঃ পুলকঃ। গাণ্ডীবভ্রংশেনাধৈর্য্যং ত্বগ্‌দাহেন হৃদ্‌বিদাহো দর্শিতঃ ॥২৯॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

দেহের সম্বন্ধ লইয়া অতএব তৎকালে অর্জ্জুন যে শোক মোহের বশীভূত তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং অর্জ্জুন তাহার স্বভাব সিদ্ধ পরা কৃপা অথবা নিজপক্ষে পরাকৃপা, শত্রুপক্ষে অপরা কৃপাবিষ্ট হইয়া, অনুতাপ সহকারে বলিতে লাগিলেন; এই অনুতাপ ও উক্তির সমকালিকত্ব নিবন্ধন তিনি যে বিষাদে ,সাশ্রুনয়ন, সকম্প ও রুদ্ধকণ্ঠ হইয়াছিলেন তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে ॥২৭॥

অর্জ্জুন বলিলেন ; হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত এই স্বজনগণকে অবলোকন করিয়া, আমার হস্ত পদাদি অঙ্গ সমুদয় অবশ, মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে। দেখ আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে আমি অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়াছি, আমার হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইতেছে, এবং হৃদয় শোকে বিদীর্ণপ্রায় ও সমস্ত শরীর পরিদগ্ধ হইতেছে ॥২৮।২৯॥

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

নচেতি। অবস্থাতুং স্থিরো ভবিতুং। মনো ভ্রমতীব চেতি দৌর্ব্বল্য-মূর্চ্ছয়োরুদয়ঃ। নিমিত্তানি ফলান্যত্র যুদ্ধে বিপরীতানি পশ্যামি। বিজয়িনো মে রাজ্যপ্রাপ্তিরানন্দো ন ভবিষ্যতি। কিন্তু তদ্বিপরীতোঽনুতাপ এব ভাবীতি। নিমিত্তশব্দঃ ফলবাচী কস্মৈ নিমিত্তায়াত্র বসসীত্যাদৌ তথা প্রতীতেঃ ॥৩০॥

এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রতিকূলং শোকমুক্ত্বা তৎপ্রতিকূলাং বিপরীতবুদ্ধিমাহ ন চেতি। আহবে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ো নৈব পশ্যামীতি। দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রড়্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হত ইত্যাদিনা হতস্য শ্রেয়ঃ স্মরণাৎ হন্তুর্মে ন কিঞ্চিচ্ছ্রেয়ঃ। অস্বজনমিতি বা ছেদঃ। অস্বজন-

তাৎপর্য্যানুবাদ।

হে কেশব! আমি আর স্থির ভাবে অবস্থান করিতে পারিতেছিনা, কি জানি কোন দৌর্ব্বল্যের বা মোহের উদয়ে আমার মন উদ্ভ্রান্ত প্রায় হইয়াছে। আমি যেন এই যুদ্ধের বিপরীত ফল দর্শন করিতেছি, যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও রাজ্য প্রাপ্তি আমার আনন্দের না হইয়া, অনুতাপের হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ॥৩০॥

অর্জ্জুন এই রূপে তত্ত্বজ্ঞানের সম্পূর্ণ প্রতিকূল, শোকের উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন; হে কৃষ্ণ! যুদ্ধে স্বজনগণকে বিনাশ করিয়া কোনই মঙ্গল দেখিতেছি না; শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "যোগ যুক্ত পরিব্রাড়্ ও সম্মুখ যুদ্ধে হত এই উভয় ব্যক্তি সূর্য্য মণ্ডল ভেদ করিয়া উর্দ্ধ লোকে গমন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন" সুতরাং যুদ্ধে হত ব্যক্তির মঙ্গল হয়, কিন্তু হনন কর্ত্তার কোনই শ্রেয়ো লাভ হয় না। যদি বলেন উহারা শত্রু উহারা স্বজন নহে, তথাপি উহাদের বধেই বা

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥৩২॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ॥৩৩

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

বধেঽপি শ্রেয়সোঽভাবাৎ স্বজন বধে পুনঃ কুতস্তরাং তদিত্যর্থঃ নন্থ যশোরাজ্য-লাভো দৃষ্টং ফলমস্তীতি চেত্তত্রাহ ন কাঙ্ক্ষ ইতি। রাজ্যাদিস্পৃহাবিরহাদুপায়ে বিজয়ে মম প্রবৃত্তির্ন যুক্তা। রন্ধনে যথা ভোজনেস্থা বিরহিণঃ। তস্মাদরণ্য-নিবসনমেবাস্মাকং শ্লাঘ্যজীবনত্বং ভাবীতি॥৩১॥

গোবিন্দেতি। গাঃ সর্কেন্দ্রিয় বৃত্তীঃ বিন্দসীতি ত্বমেব মে মনোগতং প্রতীহীত্যর্থঃ। রাজ্যাদ্যনাকাঙ্ক্ষায়াং হেতুমাহ যেষামিতি॥৩২॥

প্রাণাম্ প্রাণাশাং ধনানি ধনাশামিতি লক্ষণয়া বোধ্যং। স্বপ্রাণ-ব্যয়েঽপি স্ববন্ধু সুখার্থারাজ্যস্পৃহা স্যাত্তেষামপ্যত্র নাশ প্রাপ্তেরপার্থৈব যুদ্ধে প্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ॥৩৩॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

লাভ কি? আর যদি উহারা স্বজন হয় তাহা হইলে তো একেবারেই শ্রেয়ঃ সম্ভাবনা নাই। যদি বলেন যশ ও রাজ্য লাভই আমার পরম মঙ্গল। কিন্তু আমার তো রাজ্য স্পৃহা বা যশ স্পৃহা নাই। যাহার ভোজনের ইচ্ছা নাই সে ব্যক্তি নিরর্থক রন্ধনের ক্লেশ ভোগ কেন করিবে? অতএব আমার পক্ষে অরণ্যে বাসই শ্লাঘ্য বলিয়া মনে করি॥৩১॥

হে গোবিন্দ! আপনি তো আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি অবগত হইতেছেন, আমি কাপট্য করিয়া কিছুই বলিতেছিনা, আমাদের রাজ্যে প্রয়োজন কি? আমাদের জীবন ভোগেরই বা প্রয়োজন কি? যাঁহাদিগের জন্য জগতে রাজ্য, ভোগ ও সুখের কামনা তাঁহারা সকলেই সংগ্রামে সমুপস্থিত হইয়াছেন। হে মধুসূদন! যখন আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক,

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩৪
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিংনু মহীকৃতে ॥
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥৩৫॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

ননু ত্বং চেৎ কারুণিকত্বান্ন হন্যাস্তর্হিতে স্বরাজ্যং নিষ্কণ্টকং কর্ত্তুং ত্বামেব হন্যুরিতি চেত্তত্রাহ এতানিতি। মাংঘ্নতোঽপি হিংসতোঽপ্যেতান্ হন্তুমহং নেচ্ছামি ॥৩৪॥

ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য প্রাপ্তয়েঽপি কিং পুনর্ভূমাত্রস্য। নম্বন্যান্ হিত্বা ধৃত-রাষ্ট্রপুত্রা এব হন্তব্যাঃ বহুদুঃখ দাতৃণাং তেষাং ঘাতে সুখ মস্তবাদিতি চেত্তত্রাহ নিহত্যেতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ দুর্য্যোধনাদীন্নিহত্য স্থিতানাং নঃ পাণ্ডবানাং কা প্রীতিঃ প্রসন্নধা স্যান্নকাপীতি। অচির সুখাভাসস্পৃহয়া চিরতর নরক হেতু

তাৎপর্য্যানুবাদ।

ও সম্বন্ধী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ ধন ও প্রাণ পরিত্যাগে কৃত সঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আর রাজ্য স্পৃহা কেন ? যদি বলেন আমি যুদ্ধ না করিলেও উহারা উহাদের রাজ্য নিষ্কণ্টক বাসনায়, আমায় বধ করিবে, তাহা আমার পক্ষে বিশেষ প্রার্থনীয়, কারণ আমাকে উহারা বধ করিলেও আমি উহাদের হনন বাসনাও মনে স্থান দিতে পারিতেছিনা ॥৩২-৩৩-৩৪॥

হে জনার্দ্দন। যদি বলেন অপরাপর রাজন্যবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র তোমাদের চিরশত্রু ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ কর, উহারা আমাদিগকে অশেষ প্রকারের দুঃখ প্রদান করিয়াছে। উহাদের বধে বৈরনির্যাতন জন্য হর্ষের উদয় হইবে। না প্রভু ! তাহা আমি পারিব না, সামান্য পৃথিবী রাজ্যের কথা দূরে থাকুক, ত্রৈলোক্য রাজ্যের নিমিত্ত যদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করিতে হইত, তাহা-তেই বা আমাদিগের কোন্ প্রীতি সাধিত হইবে ? কারণ সামান্য নশ্বর সুখের কামনায়, অনন্ত কালব্যাপী নরক যন্ত্রণার হেতু ভূত এই ভ্রাতৃবধ একেবারেই অযোগ্য। তবে আপনি যদি ইহাদিগকে হনন যোগ্য বলিয়া মনে করিয়া

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

ভ্রাতৃবধো ন যোগ্য ইতি ভাবঃ। হেজনার্দ্দনেতি। যদ্যেতে হন্তব্যাস্তর্হি ভূভারাপহারীত্বমেব তান্ জহি পরেশস্য তে পাপগন্ধ সম্বন্ধো ন ভবেদেতি ব্যজ্যতে ॥৩৫॥

নর্ব্বাগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ। আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি ভারতেত্যুক্তেরেষাং ষাড়্বিধ্যোনাততায়িনাং যুক্তো বধ ইতি চেত্তত্রাহ পাপমিতি। এতান্ হত্বা স্থিতানস্মান্ পাপমেব বন্ধুক্ষয় হেতুকমাশ্রয়েৎ। অয়ং ভাবঃ। আততায়ীন মায়ান্ত মিত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং নহিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানীতি ধর্ম্মশাস্ত্রাদ্ দুর্ব্বলং। অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্ম শাস্ত্রমিতি স্থিতির্ব্রিতিস্মৃতেঃ। তস্মাদ্ দুর্ব্বলার্থশাস্ত্র বলেন পূজ্যানাং দ্রোণ ভীষ্মাদীনাং বধঃ পাপহেতুরেবেতি।

তাৎপর্য্যানুবাদ।

থাকেন, তাহা হইলে পৃথিবীর ভার হরণ কর্ত্তা আপনি স্বয়ং ইহাদিগকে বধ করুন, যেহেতু আপনি পরমেশ্বর আপনাতে পাপ পুণ্য বা কার্য্যাকার্য্যের কোন সম্বন্ধ আসিতে পারে না ॥৩৫॥

যদি বলেন ইহারা আততায়ী, কারণ শাস্ত্রে উক্ত আছে "গৃহাদিতে অগ্নি প্রদাতা, বিষ প্রয়োগ কর্ত্তা, শস্ত্রধারী, ধনহারী, ক্ষেত্রাপহারী ও পত্নীঅপহরণকারী ব্যক্তি আততায়ী মধ্যে গণনীয় এইরূপ আততায়ী ব্যক্তির আগমনে বিচার পরিত্যাগ করিয়া ইহাদিগকে বধ করা যুক্তি সঙ্গত। ইহাদের বধে হনন কর্ত্তার পাপ স্পর্শ হয় না।" তথাপি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যখন স্বজন তখন ইহাদিগকে বধ করিয়া আমরা জীবিত থাকিলে আমাদিগকে পাপ স্পর্শ করিবে। আমি ইহাদিগকে বধ করিতে পারিব না। বিশেষতঃ "আততায়ী বধ যোগ্য" ও "সর্ব্বভূতে হিংসা পরিত্যাগ করিবে" এই উভয় শাস্ত্র বাক্যের মধ্যে প্রথমটী অর্থশাস্ত্র দ্বিতীয়টী

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥৩৭

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্ ।

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামীত্যারভ্যোক্তিমুপ সংহরতি তস্মাদিতি। পাপ সম্ভবাৎ দৈহিক সুখ স্যাপ্যভাবাচ্চেত্যর্থঃ। ন হি গুরুভি র্বন্ধু জনৈশ্চ বিনাস্মাকং রাজ্যভোগ সুখায়াপি তু অনুতাপায়ৈব সম্পৎস্যতে। হে মাধবেতি শ্রীপতিত্ত্ব-ম শ্রীকে যুদ্ধে কথং প্রবর্ত্তয়সীতি ভাবঃ ॥৩৬॥

নন্বাহূতো ন নৈবর্ত্তেত দ্যূতাদপি রণাদপি। বিদিতং ক্ষত্রিয়স্যেতি ক্ষত্রধর্ম্মস্মরণাৎ তৈরাহূতানাং ভবতাং যুদ্ধে প্রবৃত্তির্যুক্তেতি চেত্তত্রাহ যদ্যপীতি দ্বাভ্যাং। পাপে প্রবৃত্তৌ লোভস্তেষাং হেতুরস্মাকং তু লোভবিরহান্ন তত্র প্রবৃত্তিরিতি। ইষ্টসাধনতাজ্ঞানং খলু প্রবর্ত্তকং। ইষ্টঞ্চানিষ্টাননুবন্ধি বাচ্যং।

তাৎপর্য্যানুবাদ ।

ধর্ম্মশাস্ত্র! স্মৃতি পালন "অর্থ ও ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রই বলবান।" সুতরাং অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রেরই বলবত্তা হইতেছে।

আজ কিরূপে সেই দুর্ব্বল অর্থশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ গুরুজনের বধে উদ্যত হইয়া পাপার্জ্জন করিব ?

হে মাধব! আপনি স্বয়ং শ্রীপতি হইয়া কিরূপে আমাকে এই অশ্রেয়স্কর যুদ্ধে নিয়োগ করিতেছেন, আমি এযুদ্ধে আত্মীয় স্বজনকে বধ করিয়া কোন প্রকার সুখের বা মঙ্গলের সম্ভাবনা দেখিতেছিনা, রাজ্য আমাদের সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখেই পর্য্যবসিত হইবে ॥৩৬॥

যদি বলেন "রণে বা দ্যূতে আহূত হইয়া ক্ষত্রিয় কখনই পরাঙ্মুখ হইবেনা" ইহা ক্ষত্রিয়ের একটি বিশেষ ধর্ম্ম, সুতরাং উহারা তোমাদিগকে আহ্বান করিলে তোমাদের যুদ্ধকরাই কর্ত্তব্য নচেৎ তোমাদের স্বধর্ম্ম রক্ষাকরা হয়না," একথা সত্য বটে, কিন্তু উহারা লোভে হত বুদ্ধি হইয়া বিবেক হারাইয়াছে, তজ্জন্য কুল-ক্ষয় জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহ জনিত পাতকের বিষয় অনুভব করিতে পারিতে-ছেনা। আমরা যখন উক্ত পাতিত্যের বিষয় অনুধাবন করিতেছি, তখন কিরূপে

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥৩৮॥
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥৩৯॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

যদুক্তং ফলতোহপি চ যৎ কর্ম্ম নানর্থেনানুবধ্যতে। কেবল প্রীতি হেতুত্বাত্তদ্ধর্ম্ম ইতি কথ্যতে ইতি। তথাচ শ্যেনেনাভিচরন্ যজেতেত্যাদি শাস্ত্রোক্তেহপি শ্যেনাদাবিবানিষ্টানুবন্ধিত্বাদ্যুদ্ধেহস্মিন্‌ঃ প্রবৃত্তির্ন যুক্তেতি। আহূত ইত্যাদি শাস্ত্রং তু কুলক্ষয়াদেষাবিনাভূতবিষয়ং ভাবি। হে জনার্দ্দনেতি প্রাগবৎ ॥৩৭॥৩৮॥

দোষমেব প্রপঞ্চয়তি কুলক্ষয় ইতি। কুলধর্ম্মাঃ কুলোচিতা অগ্নিহোত্রাদয়ো ধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ কুলপরম্পরা প্রাপ্তাঃ প্রণশ্যন্তি কর্ত্তৃবিনাশাৎ। উতেত্যপ্যর্থে কৃৎস্নমিত্যনেন সম্বধ্যতে। ধর্ম্মে নষ্টে সত্যবশিষ্টং বালাদি কৃৎস্নমপি কুল ধর্ম্মোহভিভবতি গ্রসতীত্যর্থঃ ॥৩৯॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

উহাতে প্রবৃত্ত হইব? অনিষ্টের অননুবন্ধি ইষ্ট-সাধন জ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ; শাস্ত্রান্তরেও উক্ত আছে "যেকর্ম্মের ফলেও কোন প্রকার অনর্থের সম্ভাবনা না থাকে, কেবল মাত্র প্রীতিরই হেতুরূপে উপন্যস্ত হয় উহাই ধর্ম্ম নামে কথিত।" এই নিমিত্ত বেদে আভিচারিক শ্যেন যাগাদির বিধি উক্ত হইলেও, উহা অনিষ্টের অনুবন্ধি বলিয়া ধর্ম্ম রূপে পরিগৃহীত হয় নাই। তদ্রূপ ভাবি অনিষ্টের মূলভূত এই যুদ্ধে আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া, কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত হইতে পারেনা। যেখানে এরূপ কুলক্ষয়াদি কৃত দোষাদির সম্ভাবনা নাই, সেই স্থলেই পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধাহ্বান ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে।

অতএব হে জনার্দ্দন! আমরা ঘোরতর কুলক্ষয় কৃত দোষ অবলোকন করিয়াও কি বলিয়া এই পাপ হইতে নিবৃত্ত না হইব? ৩৭।৩৮॥

দেখুন—কুলক্ষয় হইলে পরম্পরাগত অগ্নিহোত্রাদি সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে। এবং কুলধর্ম্ম বিনিষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইবে॥৩৯॥

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥৪০॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥৪১॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥৪২॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

ততশ্চাধর্ম্মাভিভবাদিতি। অস্মদ্ভর্তৃভির্ধর্ম্মমুল্লঙ্ঘ্য যথা কুলক্ষয়লক্ষণে পাপে বর্ত্তিতং তথাস্মাভিঃ পাতিব্রত্যমবজ্ঞায় দুরাচারে বর্ত্তিতব্যমিতি দুর্ব্বুদ্ধিহতাঃ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যেয়ুরিত্যর্থঃ॥৪০॥

কুলস্য সঙ্করঃ কুলঘ্নানাং নরকায়ৈবেতি যোজনা। ন কেবলং কুলঘ্না এব নরকে পতন্তি কিন্তু তৎপিতরোঽপীত্যাহ পতন্তীতি। হিহেতৌ। পিণ্ডাদি দাতৄণাং পুত্রাদীনামভাবাদ্বিলুপ্তপিণ্ডাদিক্রিয়াঃ সন্তো নরকায়ৈব পতন্তি॥৪১॥

উক্তং দোষমুপসংহরতি দোষৈরিতি দ্বাভ্যাং। উৎসাদ্যন্তে বিলুপ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ ক্ষত্রিয়ত্বাদিনির্ব্বন্ধনাঃ কুলধর্ম্মাস্ত্বসাধারণাঃ। চ শব্দাদাশ্রমধর্ম্মাগ্রাহ্যাঃ॥৪২॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

হে বৃষ্ণিবংশাবতংশ কৃষ্ণ! অধর্ম্ম প্রবল হইলে, অর্থাৎ যখন কুলস্ত্রীগণ দেখিবেন যে আমাদের স্বামীগণ কুলক্ষয় কৃত পাপে লিপ্ত হইলেন, তাঁহারা কুলধর্ম্মের আদর করিলেন না, তখন আমাদেরই বা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের আবশ্যক কি? আমরা স্বৈরচারিণী হই, এইরূপে কুলস্ত্রী সকল ব্যাভিচারিণী হইবে, এবং স্ত্রীগণ ব্যাভিচারীণী হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে॥৪০॥

ঐবর্ণ সঙ্কর কুলঘ্নগণকে ও কুলকে নরকগামী করিয়া থাকে। এইরূপে কুলের পিণ্ড লোপ ও উদক ক্রিয়া বিলুপ্ত হইলে, সেই কুলের পিতৃলোক ও নিরয়ে পতিত হয়েন॥৪১॥

কুলঘ্নগণের বর্ণ সঙ্করকারী এই সকল দোষ হইতে ক্ষত্রিয়ত্বাদি জাতিধর্ম্ম সানতন কুলধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া থাকে॥৪২॥

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩॥

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রারণেহন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

উৎসন্নেতি। জাতিধর্ম্মাদীনাং উপলক্ষণমেতৎ। অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং গুরুমুখাৎ। প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নিরয়ান্যান্তি দারুণানিত্যাদিবাক্যৈঃ ॥৪৩॥

বন্ধুবধব্যবসায়েনাপি পাপং সম্ভাব্যানুতপন্নাহ। অহো ইতি। বতেতি সন্দেহে ॥৪৪॥

নন্বু ত্বয়ি বন্ধুবধাদ্বিনিবৃত্তেহপি ভীষ্মাদিভির্যুদ্ধোৎসুকৈস্ত্বদ্বধঃ স্যাদেব ততঃ কিন্বিধেয়মিতি চেত্তত্রাহ যদি মামিতি। অপ্রতীকারমকৃতমদ্বধাধ্যবসায়

তাৎপর্য্যানুবাদ।

হে জনার্দ্দন! আমরা গুরুমুখে শুনিয়াছিলাম; "অকৃত প্রায়শ্চিত্ত, পাপ নিরত ও অপশ্চাত্তাপী মনুষ্যগণ অতিকষ্টকর দারুণ নিরয় ভোগ করিয়া থাকে।" অতএব দেখা যাইতেছে উৎপন্ন কুলধর্ম্ম মনুষ্যগণের নিয়তই নরকে বাস হইয়া থাকে ॥৪৩॥

মহামতি অর্জ্জুন এইরূপে বন্ধুবধ সঙ্কল্পেও পাপ সম্ভাবনায় পুনশ্চ আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন। হায়! কি দুঃখের বিষয়, সামান্য রাজ্য সুখলোভের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা স্বজন বধে উদ্যত হওতঃ মহাপাপাচরণে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছি ॥৪৪॥

যদি বলেন 'তুমি বন্ধুবধ হইতে নিবৃত্ত হইলেও যুদ্ধোৎসুক ভীষ্মাদি তোমাকে বধ করিতে ক্ষান্ত হইবেন্না।' তাহাও আমার পক্ষে মঙ্গল কারক, কারণ আমি অশস্ত্র ও প্রতীকার পরাঙ্মুখ হইলেও যদি শস্ত্রধারী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাকে

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে অর্জ্জুন বিষাদ যোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

পাপপ্রায়শ্চিত্তং। ক্ষেমতরমতিহিতং। প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্তেনৈবৈতৎ পাপাবমার্জ্জনং। ভীষ্মাদয়স্তু ন তৎ পাপফলং প্রাপ্স্যন্তোবেতি ভাবঃ ॥৪৫॥

ততঃ কিমভূদিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ এবমুক্ত্বেতি। সংখ্যে যুদ্ধে। রথোপস্থে রথোপরি। উপাবিশৎ উপবিবেশ। পূর্ব্বং যুদ্ধায় প্রতিযোদ্ধৃ বিলোকনায় চোত্থিতঃ সন্ ॥৪৬॥

অহিংস্রস্যাস্য জিজ্ঞাসা দয়ার্দ্রস্যোপজায়তে।
তদ্বিরুদ্ধস্য নৈবেতি প্রথমাদবধারিতং ॥
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

রণে হনন করে, উহাও আমার পক্ষে এইজন্য মঙ্গল কারক হইবে যে, বন্ধুবধ ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া রূপ পাপ, আমার প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তৎক্ষণেই সাঙ্গত হইবে ॥৪৫॥

তৎপরবর্ত্তি ঘটনাবিবৃত করিবার অভিলাষে, সঞ্জয় মহাশয় বলিলেন,—অর্জ্জুন পূর্ব্বে উৎসাহের সহিত প্রতিযোদ্ধৃগণকে অবলোকন করিবার অভিপ্রায়ে ও অবলোকন করিলেও এক্ষণে এই বলিয়া সেই যুদ্ধ স্থলে সশর শরাসন পরিত্যাগ করিয়া শোক সংবিগ্নচিত্তে রথোপরি উপবেশন করিয়া রহিলেন ॥৪৬॥

এই প্রথম অধ্যায়ের তাৎপর্য্যে প্রকাশ করা হইল; যিনি সর্ব্বতোভাবে, হিংসাদি দোষ পরিশূন্য ও দয়ার্দ্রচিত্ত তিনিই তত্ত্ব জিজ্ঞাসার অধিকারী লাভে সক্ষম। অন্যথা প্রকৃত জিজ্ঞাসার অধিকারই আসেনা ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়ের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

দ্বিতীয়ে জীব যাথাত্ম্যজ্ঞানং তৎসাধনং হরিঃ।
নিষ্কামকর্ম্ম চ প্রোচে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং॥

এবমর্জ্জুনবৈরাগ্যমুপশ্রুত্য স্বপুত্ররাজ্যা ভ্রংশাশয়া হৃষ্যন্তং ধৃতরাষ্ট্রমালক্ষ্য সঞ্জয়উবাচ তংতথেতি। মধুসূদন ইতি তচ্ছোকমপি মধুবন্নিহনিষ্যতীতি ভাবঃ॥ ১॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

সংসার জন্ম মরণাদি ত্রাবং দুঃখ হরণ কর্ত্তা ভগবান্ শ্রীহরি অর্জ্জুনকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া, জীব যাথাত্ম্য অর্থাৎ জীবের স্বরূপ কি, কৃমি, পুরীষ ও ভস্মে পরিণামিত এই দেহ যে জীবের স্বরূপ নহে, জীবতত্ত্ব যে নিত্য ও অবিশ্বনর, কোন সাধন বলে জীব এই জন্ম মৃত্যু রূপ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সক্ষম হয়, দেহের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ যে কিছু দিনের জন্য। দৈহিক মমতাই যে বন্ধের ও মোহের কারণ হইয়া থাকে, নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে, এবং স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণই বা কি, এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সকল বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

বক্তৃশ্রেষ্ঠ সঞ্জয় মুখে বীরকেশরী অর্জ্জুনের পূর্ব্বোক্ত বিষাদ ও যুদ্ধে বীত রাগ ও বৈরাগ্যের বিষয় অবগত হইয়া দুরাশাকবলিত রাজ্যকামুক ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে স্থির করিলেন, যখন অর্জ্জুন বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিল, তখন অস্মদ পক্ষের ভীষ্মাদি যোদ্ধৃবর্গকে পরাজিত করিতে পারে, পাণ্ডবপক্ষে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহই নাই, সুতরাং আমার

তাৎপর্য্যানুবাদ।

পুত্রগণের রাজ্য অবশ্যই নিষ্কণ্টক হইবে এই দুরাশা প্রণোদিতে হওয়ায় তিনি অন্তরে বিশেষ হৃষ্ট হইলেন, এবং ঐ হর্ষ ভাব মুখে প্রকটিত হইল। তাঁহাকে আশ্বস্ত চিত্ত অবলোকন করিয়া, বিচক্ষণ মহামতি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের ঐ দুরাশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিবার অভিলাষে, তিনি জিজ্ঞাসা না করিলেও পরবর্ত্তি ঘটনার বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার আভ্যন্তরীক ঔৎসুক্য বুঝিতে পারিয়া বলিলেন ;—মধুসূদন অর্জ্জুনকে ঐ প্রকার কৃপাপরতন্ত্র অশ্রুপূর্ণ আকুলনয়ন ও অত্যন্ত বিষন্ন অবলোকন করিয়া বক্ষ্যমান প্রকারে বলিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন শূরশ্রেষ্ঠ হইয়াও কার্য্য কালে এমন বিষাদ গ্রস্ত হইলেও তিনি তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেন না, বা অর্জ্জুনের প্রতি ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিলেন না, বরং যাহাতে তাহার হৃদয়ের মোহ অপনীত হয়, যাহাতে প্রকৃত কর্ত্তব্য পথ স্থির করিতে সক্ষম হয়, এই প্রকার শাস্ত্র ও যুক্তি পুর্ণ উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাই মহতের কার্য্য, মহাপুরুষগণ কখনও হীন বুদ্ধি কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করেন না, তাঁহারা তাহাদিগকে বারং বার শিক্ষা ও উপদেশের দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন। এই জন্যই লোকে মহতের সেবা করা একটা ব্যবহার দেখা যায়। সুতরাং আজ সেই মহৎ হইতে মহীয়ান্ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় শিষ্য বা ভক্ত অর্জ্জুনকে উপেক্ষার পরিবর্ত্তে আদরের সহিত উপদেশ প্রদানে কৃত যত্ন হইবেন তাহার আর বিচিত্রতা কি ?

এখানে সঞ্জয় মহাশয় "মধুসূদন" এই নাম উল্লেখ করিয়া যেন স্পষ্টতঃ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়া দিলেন,—হে রাজন ! তুমি বৃথা আশায় আশ্বস্ত হইতেছ যিনি অনায়াসে মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়া ছিলেন, সেই ভগবানের পক্ষে এই সামান্য বিষাদ মোহ বিদূরণে অধিক বিলম্ব হইবে না, তিনি এইক্ষণেই অর্জ্জুনকে যুদ্ধরূপ কর্ত্তব্যে নিয়োজিত করিবেন। তুমি দুরাশাকে হৃদয়ে স্থান প্রদান করিও না॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

তদ্বাক্যমনুবদতি শ্রীভগবানিতি। "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥" ইতি পরাশরোক্তৈরৈশ্বর্য্যাদিভিঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ।

অতঃপর মধুসূদন অর্জ্জুনকে যে বাক্য বলিলেন তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য "ভগশব্দ" প্রতিপাদ্য ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যাদি যাঁহাতে নিত্যই বর্ত্তমান, তিনিই ভগবান্ নামে অভিহিত হয়েন ঈদৃশ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সখাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে অর্জ্জুন! এ বিষম যুদ্ধকালে কি নিমিত্ত তোমার ঈদৃশ অনার্য্যজনোচিত স্বর্গোপলম্ভক ধর্ম্মবিরুদ্ধ অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল।

এখানে ভগবান নিজ সখাকে "অর্জ্জুন" নামে অভিহিত করিয়া, যেন উহার যশস্বীত্ব স্মরণ করাইয়া বলিলেন তুমি যে সসাগরা পৃথ্বী মধ্যে বিমল যশস্বী, আজ তুমি তোমার সেই অর্জ্জুন নামের সার্থকতা সম্পাদন কর, ক্ষত্রিয়চূড়ামণি কেন এই ধর্ম্মের বৈমুখ্য বিধায়ক শিষ্টজন বিগর্হিত মোহ উপস্থিত হইল। তোমার এ মোহের কারণ বুঝিতে সক্ষম হইতেছি না, তুমি মুক্তি কামনায়, কিংবা স্বর্গ কামনায়, অথবা কীর্ত্তিলাভ কামনায় এই দুরন্ত মোহকে হৃদয়ে স্থান প্রদান করিয়াছ। ইহা আর্য্য-সেবিত পথ নহে, মুমুক্ষু আর্য্যজন প্রথমতঃ চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত বিধিপ্রতিপাদিত স্বধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। স্বধর্ম্ম আচরণ না করিলে, চিত্তের মালিন্য বিদূরিত হইয়া চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি না হইলে মুক্তি বাসনা বৃথা, যদি প্রথমেই তোমার শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্যে অপ্রবৃত্তি হইল তাহা হইলে ঐ খানেই তুমি শাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাসকে হৃদয়ে পোষণ করিলে ঐ অবিশ্বস্ত হৃদয়ে ঈশ্বর প্রণিধানের সম্ভাবনাই হয় না, সুতরাং মুক্তি সুদূর পরাহত।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে ।*

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩॥

বি[illegible] ।

ষড়্ভির্নিত্যং বিশিষ্টঃ। [illegible] সময়েহস্মিন্ [illegible]জ্যং হে অর্জ্জুন ইদং স্বধর্ম্মবৈমুখ্যং কশ্মলং [illegible] ত্বাং ক্ষত্রিয়চূড়ামণিং সমুপস্থিতমভূৎ। বিষমে [illegible]। ন চ মোক্ষায় [illegible]য় কীর্ত্তয়ে বৈতদ্ যুদ্ধবৈরাগ্যমিত্যাহ অনার্য্যেতি। [illegible]ং সেবিতং আর্য্যাঃ খলু হৃদ্বিশুদ্ধয়ে স্বধর্ম্মানাচরন্তি। অস্বর্গং স্বর্গোপলম্ভকধর্ম্মবিরুদ্ধং। অকীর্ত্তিকরং কীর্ত্তিবিপ্লাবকং ॥ ২ ॥

নন্থু বন্ধুক্ষয়াধ্যবসায়দোষাৎ প্রকম্পিতেন ময়া কিং ভাব্যমিতি চেত্তত্রাহ ক্লৈব্যমিতি। হে পার্থ দেবরাজপ্রসাদাৎ পৃথায়ামুৎপন্ন। ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মাস্মগমঃ প্রাপ্নুহি। ত্বয়া বিশ্ববিজেতরি মৎসখে হর্জ্জুনে ক্ষত্রবন্ধাতিবৈতদীদৃশং ক্লৈব্যং নোপযুজ্যতে। নন্থু ন মে শৌর্য্যাভাবরূপং ক্লৈব্যং কিন্তু ভীষ্মাদিষু পূজ্যেষু

তাৎপর্য্যানুবাদ ।

স্বর্গের কথা ;—ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধে সম্মুখ সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, এইরূপ শাস্ত্র আছে, কিন্তু তুমি যখন সংগ্রামস্থানে উপস্থিত হইয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছ তখনই তোমার স্বর্গ কামনাও বৃথা হইতেছে যদি বল ;—কীর্ত্তির নিমিত্ত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছ, তাহাও সম্ভব নহে, কারণ তুমি অনার্য্যজনোচিত স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতেছ, মুমুক্ষু আর্য্যগণ হৃদ্বিশুদ্ধি কামনায় স্বস্ব ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন। যাহা অধর্ম্ম উহা স্বর্গের বাধক, এবং কীর্ত্তি বিপ্লাবক। অতএব হে পার্থ! তুমি ঈদৃশ কাতর হইওনা, যদি বল ঃ—"বন্ধু ক্ষয়কর এই যুদ্ধাধ্যবসায়ে আমার হৃদয় প্রকম্পিত হইয়াছে আমি কি করিব ;" তাহা তোমার উচিত নহে কারণ তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসাদে কুন্তিগর্ভে উৎপন্ন, সুতরাং দেবরাজ সদৃশ শৌর্য্যাদি গুণ তোমায় বর্ত্তমান, তুমি ক্লীব সদৃশ কাতরতাকে প্রাপ্ত হইও না। হে বিশ্ববিজয়িন্ সখে!

* মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় ইতি বা পাঠঃ। (ভাষ্যকার অনাদৃত)

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য।

(বহুবিধ ভক্তিগ্রন্থের প্রমাণ ও টীকা সম্বলিত।)

"অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্য প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্ত রূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥"

বৃঃ নাঃ পুঃ ৫মঅঃ ৩৫ শ্লোক।

বৈষ্ণব-চরণ-রেণু-প্রার্থী
শ্রীতারিণীচরণ হালদার ভক্তিভূষণ
প্রণীত।

("ভক্তি" মাসিক পত্রিকার সম্পাদক)
শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিনিধি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

হাওড়া বৃটিশ ইণ্ডিয়া প্রিন্টীং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীসুবোধ চন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত।
শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩০

সুলভ মূল্য ১৷০ আনা স্থলে ||৶০ আনা ডাঃ মাঃ পৃথক।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীমন্নবদ্বীপধামের পুনরুদ্ধারকর্ত্তা, শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণু-
প্রিয়ার যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীশ্রীনামহট্ট-প্রচারক,
সজ্জন-তোষণী পত্রিকার সম্পাদক, বিবিধ
ভক্তিগ্রন্থ প্রণেতা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-
সভা-বিভূষণ
"শ্রীশ্রীনবদ্বীপ গোদ্রুমানন্দ সুখদ-কুঞ্জ-নিবাসী"
নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট,

শ্রীশ্রীমৎপ্রভু কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ
মহোদয়ের

শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার চরণ সেবা-সংরত
বরাভয়-প্রদ শ্রীকরকমল-যুগলে
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি ভক্তি-
সহকারে প্রদত্ত
হইল।

ওঁহরিঃ ওঁহরিঃ ওঁহরিঃ

সংসার-সাগরে নিমজ্জিতাধম সেবক—

তারিণী।

* মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় হাত বা পাঠঃ। (ভাষ্যকার অনাদৃত)

ভূমিকা।

—:•:—

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর অপারকরুণায় ভক্ত বৈষ্ণবগণের কৃপাশীর্ব্বাদে "শ্রীশ্রীবৈষ্ণব মাহাত্ম্য" আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রকাশিত হইলেন।

আজকাল বৈষ্ণব বলিলে অনেকেই নেড়ানেড়ি কর্ত্তা ভজা বাউল কিম্বা ভেকধারী মর্কট বৈরাগীগণকেই বৈষ্ণব বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বিশুদ্ধ বৈষ্ণব কাহাকে বলে? গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি? তাহা প্রায় চৌদ্দ আনা লোকেই অবগত নহেন। এইজন্যই কলিপাবনাবতার 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিও দিন দিন জন সাধারণের শ্রদ্ধা কমিয়া যাইতেছে, ইহা অনুভব করিয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমাত্রেই মহাদুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই অভাব মোচনের নিমিত্ত আমি সাধন ভজন বিহীন সংসার-সাগরে নিমজ্জিত অধম জীব হইয়াও যথাসাধ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহানুভব মহাজনগণের রচিত বিশুদ্ধ ভক্তিগ্রন্থের প্রমাণ-মালা সঙ্কলিত করিয়া "শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য" নামক এই ক্ষুদ্র ভক্তিগ্রন্থখানি সংগ্রহ করিলাম, ইহাতে

৩

ভূমিকা।

আমার স্ব-কপোল-কল্পিত কোন মত স্থান পায় নাই। বিশুদ্ধ ভক্তিশাস্ত্রের প্রমাণানুসারে (গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী এই উভয়বিধ) বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে।

আমি ভজন-সাধন বিহীন অনভিজ্ঞ জীবাধম, ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারে অনধিকারী। অধিকন্তু ক্রম-ভঙ্গ, অপ্রাসঙ্গিক ইত্যাদি নানারূপ ত্রুটী পদে পদে ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব ভক্ত পাঠকগণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের ২।১ পৃষ্ঠামাত্র পাঠ করিয়াই ইহার সমালোচনা না করিয়া কৃপা পুর্ব্বক আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পরে দোষগুণ বিচার করিবেন। আশা করি গ্রন্থখানি মাদৃশ মহামূর্খ জীবের রচিত হইলেও বিষয় গুণে ইহা গুণগ্রাহী ভক্ত পাঠক-গণের নিকট অনাদৃত হইবে না। এই ভরসাতেই আমি এই গ্রন্থখানি সহৃদয় ভক্তবৃন্দের শ্রীকরকমলে অর্পণ করিতে সাহসী হইলাম।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠে ভক্ত পাঠক পাঠিকাগণের অথবা বৈষ্ণব সাহিত্যের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার সাধিত হইলেও আমার এ পাপ জীবনকে কৃতার্থ মানিয়া সুখী হইব। আমি অতি কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, হাওড়া কোঁড়ার বাগান শ্রীভাগবতাশ্রম নিবাসী "ভক্তি" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক ভক্তিশাস্ত্র বিশারদ

ভূমিকা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিনিধি মহোদয়ের অকৃত্রিম উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে এই ভক্তিগ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। আমি এই অসামান্য অনুগ্রহের জন্য তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে, এবং যে সকল বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের ভক্তিগ্রন্থ হইতে প্রমাণ প্রয়োগার্থে এই শ্রীগ্রন্থের মধ্যে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি তাঁহাদিগের নিকটেও চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

"ভক্তি" সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিনিধি মহোদয়ের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অন্য কোন নূতন কর্ম্মচারীর হস্তে এই বৈষ্ণব-মাহাত্ম্যের প্রুফ সংশোধনের ভার দিয়াছিলেন তজ্জন্য মুদ্রাকর প্রমাদে এই গ্রন্থ-খানির অনেক স্থানেই ভ্রম রহিয়া গিয়াছে এজন্য আমি অতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া গ্রন্থের প্রথমেই একটী "শুদ্ধিপত্র" সংযোজিত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক পাঠের পূর্ব্বে উহা সংশোধন করিয়া লইয়া পরে গ্রন্থ খানি পাঠ করিবেন।

"শ্রীশ্রীগোপীপ্রেমরসামৃত" "শ্রীশ্রীহরিভক্তি রসামৃত" "শ্রীশ্রী গুরুতত্ত্বামৃত" "শ্রীশ্রীঅতিথি-সেবা" নামক আমার রচিত ও সংগৃহীত চারিখানি ভক্তি গ্রন্থ আছে, ভক্তাভীষ্ট পূর্ণকারী শ্রীশ্রী-

ভূমিকা।

গৌরহরির কৃপা হইলে উহা যথা সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে প্রকাশিত হইবেন। ক্ষুদ্র গ্রন্থের বিস্তৃত ভূমিকা লেখা নিষ্প্রয়োজন বোধে ভক্ত বৈষ্ণবগণের চরণারবিন্দে দণ্ডবৎ পূর্ব্বক অদ্য বিদায় গ্রহণ করিলাম, নিবেদনমিতি।

শ্রীশ্রীগৌর পূর্ণিমা,	বৈষ্ণব দাসানুদাস,
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩০।	শ্রীতারিণীচরণ হালদার ভক্তিভূষণ।

৬

সূচীপত্র।

৭

সূচীপত্র।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের স্ত্রীদর্শণ নিষেধ বর্ণনে ছোট হরিদাসের দণ্ডবৃত্তান্ত	৩১
৬ (চ) ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্গ	৩৫
কাম ও প্রেমের প্রভেদ বর্ণন (টীকা)	৩৬
হরিভক্ত রাজার উপাখ্যান	৩৯
৭ (ছ) কদাচারী ও মূঢ় বুদ্ধি অন্ত্যজ ব্যক্তির সঙ্গ	৪১
১। কুশাস্ত্র অধ্যয়নের দোষ	৪৩
বীরহাম্বির রাজার বিবরণ	৪৩
ভক্তিশাস্ত্রের মাহাত্ম্য	৪৪
২। তার্কিক ব্যক্তির সহিত আলাপ করা নিষিদ্ধ	৪৫
শ্রীজীব গোস্বামী ও তার্কিক পণ্ডিতের বিবরণ	৪৭
সাধু সঙ্গের গুণ বর্ণন	৫১
শ্রীহরিদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক বেশ্যা উদ্ধারের বিবরণ	৫৮
চোরের বৈষ্ণবত্ব লাভ	৬০
বৈষ্ণব ব্যক্তিতে জাতি বুদ্ধিকরণের দোষ	৬৫
মহাভাগবত শ্রীরুহিদাসের উপাখ্যান	৬৯
বৈষ্ণবাপরাধের পরিণাম ফল	৭৫
বৈষ্ণবদ্বেষি রাজা রামচন্দ্রখানের দুর্দ্দশা	৭৯
গোপাল চাপালের কুষ্ঠব্যাধির কারণ	৮১

সূচীপত্র।

সম্পূর্ণ।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩ পৃঃ ৩ পংক্তি ধনঞ্জয়া	ধনঞ্জয়
১০ পৃঃ ১৯ পং নিত্যই তোমার	নিশ্চয়ই তোমার

১১ পৃঃ ১ পংক্তির "কিন্তু" শব্দের পরে—

"জন্মান্তর সহস্রেষু যস্যস্যাদ্বুদ্ধিরীদৃশী।
দাসোহহং বাসুদেবস্য সর্ব্বল্লোঁকান্ সমুদ্ধরেৎ॥"

(ইতিহাস সমুচ্চয়।)

১১ পৃঃ ২ পং ব্যক্তির	যে ব্যক্তির

১১ পৃঃ ১৬ পংক্তির পর

"গচ্ছতামিহ জন্তুনাং ব্যর্থ পাথেয় কল্পনম্।"

১৩ পৃঃ ২ পং পরমভাগবত প্রভুশ্রীল,	পরমভাগবত শ্রীলপ্রভু

১৫ পৃঃ ৯ পংক্তির পরে ১৬।১৭ পৃষ্ঠার (টীকা) বাদ দিয়া ১৮ পৃষ্ঠা হইতে পড়িতে হইবে।

১৮ পৃঃ ৪ পংক্তি গৃহত্যাগী বৈ	গৃহত্যাগী বৈষ্ণব
১৮ পং ৫ পং তাহা	তাহারা
১৮ পৃঃ ৬ পং দেখি	দেখিতে
৪৭ পৃঃ ১১ পং লিখিয়াছিলেন	লিখিয়াদিলেন

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৯ পৃঃ ১৮ পং অতঃ	অতঃপর
১৮ পৃঃ ১০ বৈরাগ ধ	বৈরাগ্য ধর্ম্ম
১৮ পৃঃ ১১ পং করে তা	করে তাহা
১৮ পৃঃ ১৪ পং বিষয়ী	বিষয়ীও
১৮ পৃঃ ১৫ পং পারেণ	পারেনা।
২৪ পৃঃ ৮ পং বহুবিধ কার্য্যের	বহুবিধ সৎ কার্য্যের
৩৬ পৃঃ ১৯ পং প্রেমের ভজন	প্রেমের সেবন।
১৮ পৃঃ ৮ পং বনা দপি	তৃনাদপি
৩৮ পৃঃ ১০ পং তাহার	তাঁহার
৩৯ পৃঃ ৩ পং অপর	আপন
৪৩ পৃঃ ১৯ পং ভক্তি রত্নাকর	ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের
৪৬ পৃঃ ৯ পং অচিন্ত	অচিন্ত্য
৬৪ পৃঃ ১৬ পং পরোরকারাদি	পরোপকারাদি

৬৫ পৃঃ ৯ পং

"বৈষ্ণব ব্যক্তিতে জাতি বুদ্ধিকরনের দোষবর্ণন"

এই বিষয়টী ভুলে বড় অক্ষরে ছাপা না হওয়ায় প্রবন্ধের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

৬৯ পৃঃ ১৪ পংক্তির শ্রেষ্ঠ শব্দের পর হইতে ১৫ পংক্তি পর্য্যন্ত বাদ দিয়া পড়িতে হইবে।

১১

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ

৯৫ পৃঃ ১ পংক্তির পর এইরূপ হইবে—

যাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-কথায় অনুরাগ আছে, যাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণে অশ্রু ও পুলকোদ্গম হয় এবং শ্রীহরিতেই যাঁহার চিত্ত নিমগ্ন আছে পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই ভক্ত (অর্থাৎ বৈষ্ণব) কহেন।

৯৮ পৃঃ ১৮ পংক্তির পর—

"সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা।"

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৯ পৃঃ ৫ পংক্তি অষ্ট মহাপুরাণ	অষ্টাদশ মহা পুরাণ
১০২ পৃঃ ৫ পং উপস্থিত হইয়া	উপোষিত হইয়া
১১ পৃঃ ১৬ পৃঃ রতিমান	প্রতিমান
১১৭ পৃঃ ১৫ পং ব্রহ্মহাসনিগদ্যতে	ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে
১২২ পৃঃ ১১পং যদ্দত্তং স্যাদক্ষয়ং	যদ্দত্তং স্যাদ্ ক্ষয়ং
১২৪ পৃঃ ৯পং বৈষ্ণবের সেবাদাস	বৈষ্ণবের সেবা করে দাস
১২৭ পৃঃ ৫পং রাজা খ্যাতি	রাজা তাঁর খ্যাতি
১২৭ পৃঃ ৬পং ঘোষয়ে সুকীর্ত্তি	ঘে যয়ে সুকীর্ত্তি
১৩২ পৃঃ ১৩পং কম্ম দ্বারা	কর্ম্ম দ্বারা

করাইয়া বা কেমন করিয়া ভোজন করিবেন? এই ধর্ম্ম-সঙ্কট বিষয় ব্রাহ্মণগণের সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অতঃপর চিন্তা করিতে করিতে স্থির করিলেন যে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা কেবল মাত্র জল পানকে ভোজন অভোজন দুই রকমেই ব্যাখ্যা করেন। মহর্ষি অম্বরীষ এইরূপ চিন্তা করিয়া জল গ্রহণ করিলেন; এবং শ্রীহরির ধ্যান করতঃ দুর্ব্বাশার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় দুর্ব্বাশা মুনি মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সমাধা করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে সমাদর করিলেন। তখন মুনিযোগবলে রাজার জল পান বিষয় জানিতে পারিয়া ক্রোধ ভরে কম্পিত দেহে ভ্রুকুটী দ্বারা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজাকে বলিতে লাগিলেন। হায়! আমি অতিথিরূপে আগমন করিলে "তুমি আমাকে আতিথ্যধর্ম্মে নিমন্ত্রণ করিয়া আমাকে ভোজন না করাইয়া নিজে ভোজন করিয়াছ।" এই বলিয়া ঐ দুর্ব্বাশা মুনি স্বীয় জটা উৎপাটন করতঃ কালানল সম প্রভাশালী এক কৃত্যা (বাণ বিশেষ) নির্ম্মাণ করিয়া রাজার দিকে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা উহা দর্শন করিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে মতি রাখিয়া নির্ভয় চিত্তে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন—

প্রদিষ্টং ভৃত্যরক্ষায়াং পুরুষেণ মহাত্মনা।
দদাহ কৃত্যাং তাং চক্রং ক্রুদ্ধাহিমিব পাবকঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৯। ৪। ৪৮

ভক্তরক্ষার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবিষ্ণু কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্টচক্রে দাবানল যেমন ক্রুদ্ধসর্পকে বিনাশ করে তেমনি ঐ কৃত্যাকে বিনাশ করিল।

পরে দুর্ব্বাশার প্রাণ বিনাশ করিবার নিমিত্ত ঐ সুদর্শন চক্র তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হইল। দুর্ব্বাশা উহা দর্শন করিয়া প্রাণ-ভয়ে নানাস্থানে ভ্রমণ করতঃ কাহারও নিকট আশ্রয় লইতে না পারিয়া ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বিষ্ণু-চক্র হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দুর্ব্বাশার বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মা কহিলেনঃ—

অহং ভবো দক্ষভৃগুপ্রধানাঃ
প্রজেশভূতেশসুরেশমুখ্যাঃ।
সর্ব্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্না
মূর্দ্ধ্ন্যর্পিতং লোকহিতং বহামঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৫৪।

আমি, রুদ্র, দক্ষ, ভৃগু, প্রজাপতি, ভূতপতি ও দেবপতিগণ, আমরা সকলেই যাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহার নিয়ম সকল নিখিল-লোক-হিতকর বলিয়া মস্তকে ধারণ করিয়া থাকি তুমি সেই শ্রীহরির প্রিয়ভক্তের বিদ্রোহী; সুতরাং তোমাকে রক্ষা করিবার কোন ক্ষমতা আমার নাই। ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া দুর্ব্বাশা মুনি কৈলাস ধামে উপস্থিত হইয়া

মহাদেবের নিকট ঐ সকল্ বিবরণ জানাইয়া তাঁহার আশ্রয় লইতে চাহিলেন, তখন মহাদেব বলিলেনঃ—

অহং সনৎকুমারশ্চ নারদো ভগবানজঃ।
কপিলোঽপান্তরতমো দেবলো ধর্ম্ম আসুরিঃ॥
মরীচি প্রমুখাশ্চান্যে সিদ্ধেশাঃ পারদর্শনাঃ
বিদাম ন বয়ং সর্ব্বে যন্মায়াং মায়য়াবৃতাঃ॥
তস্য বিশ্বেশ্বরস্যেদং শস্ত্রং দুর্ব্বিষহং হি নঃ।
তমেব শরণং যাহি হরিস্তে শং বিধাস্যতি॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৫৭—৫৯।

আমি, সনৎ কুমার, নারদ, ভগবান ব্রহ্মা, নির্গত জ্ঞান কপিল, দেবল, ধর্ম্ম, আসুরি, অপরাপর মরীচি প্রভৃতি পরমতত্ত্বদর্শি সিদ্ধেশ্বরগণ, আমরা সকলে যাঁহার মায়ায় বিমোহিত হইয়া মায়ার খেলা বুঝিতে পারিনা, সেই বিশ্বেশ্বরের এই অস্ত্র, আমরা কখনও ইহাকে জয় করিতে পারিব না। তুমি সেই ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ কর, তিনি নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন।

অতঃপর বিষ্ণু চক্রাক্রান্ত কম্পিত কলেবর দুর্ব্বাশা মুনি শিবের নিকট আশ্রয় না পাইয়া বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইয়া পরম করুণাময় শ্রীভগবানের পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন। হে ভক্তবৎসল ভগবন্! আমি না জানিয়া আপনার পরমভক্ত মহারাজ অম্বরীষের প্রতি বিশেষ অন্যায়

ব্যবহার করিয়াছি, আপনি দয়া করিয়া আমাকে এই মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি দিন্। দুর্ব্বাশার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান কহিলেনঃ—

যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরং।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশেকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সংস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥
উপায়ং কথয়িষ্যামি তব বিপ্র শৃণুষ্ব তং।
অয়ং হ্যাত্মাভিচারস্তে যতস্তং যাহি মাচিরম্।
সাধুষু প্রহিতং তেজঃ প্রহর্ত্তুঃ কুরুতেঽশিবম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৬৫-৬৯।

যাঁহারা স্ত্রী, গৃহ, পুত্র, আত্মীয় প্রাণও বিত্ত ইহকাল, পরকাল, এই সকলের মমতা পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লইয়াছে আমি কি প্রকারে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি যেমন সতী স্ত্রী সৎপতীকে বশীভূত করিয়া থাকে, তেমনি সমদর্শি সাধুগণ আমাতে হৃদয় বাঁধিয়া আমাকে বশীভূত করেন। সাধুগণই আমার হৃদয় এবং আমিই সাধুগণের হৃদয়। সাধুগণ কখনও আমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকে জানে না, আমিও সাধুগণ ভিন্ন অন্য কাহাকে

জানি না। হে বিপ্র! তুমি শ্রবণ কর, আমি এখন তোমাকে বিষ্ণু চক্র হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় বলিতেছি। তোমার কৃত ভক্ত-হিংসারূপ পাপেই এই বিপদ ঘটিয়াছে, সাধুদিগের প্রতি কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করিলে তাহাতে নিজেরই অমঙ্গল হইয়া থাকে। অতএব তুমি সত্বর সেই ("ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তি-র্ভবিষ্যতি") মহাভাগ অম্বরীষ রাজার নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর, তোমার মঙ্গল হইবে।

এবং ভগবতাদিষ্টো দুর্ব্বাশাশ্চক্রতাপিতঃ।
অম্বরীষমুপাবৃত্য তৎপাদৌ দুঃখিতোঽগ্রহীৎ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৫।১।

ভগবানের আদেশে বিষ্ণু চক্রে পরিতাপিত ও দুঃখিত মহর্ষি দুর্ব্বাশা অম্বরীষের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পাদস্পর্শে অতিশয় লজ্জিত হইয়া অম্বরীষ দয়ার্দ্র-চিত্তে শ্রীহরির চক্রকে স্তব করিতে লাগিলেন। অমনি ব্রাহ্মণকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত সুদর্শন রাজার প্রার্থনায় শান্ত হইলেন। তখন দুর্ব্বাশা মুনি সুদর্শন চক্রের ভয় বিমুক্ত হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করতঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্।
যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ স্বাত্বতামৃষভো হরিঃ॥

শ্রীমদ্ভগবত ৯।৫।১৫।

যাঁহারা ভক্তপালকদিগের প্রধান শ্রীহরিকে ভক্তি দ্বারা বশীভূত করিয়াছেন, সেই মহাত্মা সাধুদিগের কিছুই দুষ্কর বা দুস্ত্যজ্য নাই।

ত্রিজগতে কেহই শ্রীহরি ভক্তের সমান নহে। ভগবান কখনও ভক্তের অপমান সহ্য করিতে পারেন না। হিরণ্যকশিপু ভক্ত প্রহ্লাদের অপমান করায় ভগবান নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিয়া ছিলেন। সুতরাং কেহ কখনও বৈষ্ণবের নিকট কোন প্রকার অপরাধ করিবেন না। "সর্ব্বত্র বৈষ্ণবো পূজ্যা" বৈষ্ণবগণ সর্ব্বত্র পূজ্য।

বৈষ্ণবের লক্ষণ।

বৈষ্ণব কাহাকে কহে? শ্রীল প্রভু বীরভদ্র গোস্বামী বলিয়াছেন:—

"পাপীলোক বলে বৈষ্ণব বলিব কাহারে।
শাস্ত্রে বলে বিষ্ণু উপাসনা যেই করে॥
হরিনাম পরায়ণ পূজয়ে কেশব।
কৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ বিষ্ণু জানয়ে বৈষ্ণব॥"

বৃহৎ পাষণ্ডদলন, ১ম পরিসীমা।

গৃহীত বিষ্ণু দীক্ষাকো বিষ্ণু পূজা পর নরঃ।
বৈষ্ণবোভিহিতোহভিজ্ঞৈরিতরস্মাদবৈষ্ণব॥

পদ্ম পুরাণ।

যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যিনি সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণু পূজায় তৎপর পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি অবৈষ্ণব।

শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এক দিবস বৈষ্ণবগণের নিকট বৈষ্ণবের লক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যথা:—

হরিনাম গায়কশ্চ হরি মন্দির ধারকঃ।
তুলসী মাল্য ধারী চ নান্য দেবস্য নিন্দকঃ॥
সত্বঃ গুণাশ্রয়শ্চৈব তথা বিপ্রেষু বন্দকঃ।
ইষ্টদেব প্রণামী চ তথাতীর্থ নিষেবকঃ॥
সঙ্কীর্ত্তন প্রিয়শ্চৈব তথাদেবেষ্বনিন্দকঃ।
সধর্ম্মা সহিতশ্চৈব সবৈ বৈষ্ণব উচ্যতে॥

ব্রহ্মযামল চৈতন্যকল্প ৪র্থ অঃ ১২—১৩ শ্লোক।

যে সকল ব্যক্তি হরিনাম গায়ক, হরি মন্দির তিলক ধারণ করে, তুলসী কাষ্ঠের মালা ধারণ করে, অন্য দেবতার নিন্দা করে না, সত্ত্ব গুণাশ্রিত বিপ্রগণকে বন্দনা করে ইষ্ট দেবকে প্রণাম করে তীর্থ-সেবাকরে, সঙ্কীর্ত্তনপ্রিয়, কোন দেবতার নিন্দা না করিয়া স্ব স্ব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যুক্ত, তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত।

সমাত্মা সর্ব্ব-ভূতেষু নিজাচারদ বিপ্লুতঃ।
বিষ্ণুর্পিতা খিলাচার সহি বৈষ্ণব উচ্চতে॥

স্কন্ধ পুরাণ।

যে ব্যক্তি সর্ব্ব জীবের প্রতি সম ভাবাপন্ন, বৈষ্ণবোচিত আচারবান, এবং যিনি নিখিল কর্ম্ম শ্রীবিষ্ণুকে অর্পণ করেন তিনিই বৈষ্ণব।

লোভ মোহং মদক্রোধ কামাদি রহিত সুখী।
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি শরণঃ সাধু সহিষ্ণু সম দর্শন॥

যে ব্যক্তি একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া, লোভ মোহ, মদ, ক্রোধ, কাম, এবং মাৎসর্য্য বিকার রহিত, সর্ব্বদা আনন্দ হৃদয়, সর্ব্বত্র সমদর্শী ও ক্লেশাদি সহিষ্ণু তিনিই বৈষ্ণব।

যথা লব্ধোঽপি সন্তুষ্টঃ সমো চিত্তোজিতেন্দ্রিয়ঃ।
হরি পদাশ্রয়ো লোকে শান্ত সাধুরনিন্দকঃ॥
নির্বৈরঃ সদয়ঃ শুদ্ধো দম্ভাহঙ্কার বর্জ্জিতঃ।
নিরপেক্ষ মুনির্বীতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে॥

যে ব্যক্তি যথা লাভে সন্তুষ্ট, সম চিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, শ্রীহরি-পাদ পদ্ম সেবা পরায়ণ, শান্ত প্রকৃতি ও পরনিন্দা বর্জ্জিত। যিনি দম্ভ, অহঙ্কারাদিদোষ রহিত, শুদ্ধাচারী সকলের প্রতি দয়াবান, যিনি কাহারও সহিত বৈরতা (শত্রুতা) করেন না। যিনি আশক্তি ও অভিমান শূন্য, এবং ধীর প্রকৃতি তিনিই বৈষ্ণব।

পাষণ্ড-সঙ্গ রহিতা বিষ্ণু ভক্তি পরায়নাঃ।
পর নিন্দাং ন কুর্ব্বন্তি জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণব জনাঃ॥

যিনি পাষণ্ড সঙ্গ রহিত, বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ, এবং যে ব্যক্তি পর নিন্দা না করেন, তিনিই বৈষ্ণব।

ভগবান শ্রীমুখে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন ঃ—

দেবস্বং ব্রাহ্মণ স্বঞ্চ পরস্বঞ্চ চতুর্ম্মুখঃ।
পশ্যন্তিঃবিষবং যে চ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণব জনাঃ॥

হে চতুরানন! যে ব্যক্তি দেবতার দ্রব্য, ব্রাহ্মণের দ্রব্য এবং পরের দ্রব্য বিষতুল্য জ্ঞান করিয়া, উহা অপহরণ না করেন, তিনিই বৈষ্ণব।

একাদশী ব্রতং যেচ ভক্তিভাবেন কুর্ব্বতে।
গায়ন্তি মমনামানি জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণব জনাঃ॥

যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক আমার (শ্রীশ্রীহরির) নাম কীর্ত্তন করতঃ যথাবিধি একাদশী (১) করেন তিনিই বৈষ্ণব।

---

(১) সকল প্রকার উপাসকেরই একাদশী ব্রত করা কর্ত্তব্য। সূত মুনি ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন ঃ—

একাদশীব্রতং নাম সর্ব্বকাম ফল প্রদম্।
কর্ত্তব্য সর্ব্বথা বিপ্রা বিষ্ণু প্রীতস্য কারণম্॥

তৃণানি তুলসী মূলাৎ যে চিন্বন্তি নরোত্তমাঃ।
সিঞ্চতি তুলসীং যো জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণব জনা॥
তুলসী মূল মৃদ্‌ভিশ্চ তিলকানি নয়ন্তি যে।
তুলসী কাষ্ঠ শঙ্কেশ্চ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ॥

যে ব্যক্তি তুলসী বৃক্ষের মূল হইতে তৃণাদি উঠাইয়া ফেলিয়া তুলসী বৃক্ষকে যথাবিধি জল সেচনাদি দ্বারা যত্ন করেন, তুলসী মূলের মৃত্তিকা দ্বারা তিলক করেন, এবং তুলসীকাষ্ঠ ঘষিত চন্দনের দ্বারা তিলক করেন ও শ্রীহরিভক্তি পরায়ণ তিনিই বৈষ্ণব।

রতি কৃষ্ণ কথায়াঞ্চ যস্যাশ্রুপুলকোদ্‌গমঃ।
মনো নিমগ্নং তত্রৈব সভক্ত কথিত বুধৈঃ॥
পুত্র দারা দিকং সর্ব্ব জানাতি যোঽহরেরপি।
আত্মনা মনসা বাচা সভক্ত কথিতো বুধৈঃ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাং শূদ্রানাঞ্চৈব যোষিতাম্।
মোক্ষদং কুর্ব্বতং ভক্ত্যা বিষ্ণো প্রিয়তরং দ্বিজাঃ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২১শ অধ্যায় ৩।২ শ্লোঃ।

হে বিপ্রগণ! ইহার নাম একাদশী ব্রত, এই ব্রত সকল প্রকার কামনা ফল প্রদানে যোগ্য, শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির কারণ এবং সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য- শূদ্র, এবং স্ত্রীলোক ইহাদিগের যে কোন ব্যক্তিই হউক না কেন, ভক্তি পূর্ব্বক ইহার (একাদশী

দয়াস্তি সর্ব্ব জীবেষু সর্ব্বং কৃষ্ণ ময়ং জগৎ।
যো জানাতি মহাজ্ঞানী স ভক্ত বৈষ্ণবোত্তমঃ॥
ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ, কৃষ্ণ জন্ম খণ্ড ১ম অঃ ৪৪-৪৬।

যে ব্যক্তি পুত্র, দারা, প্রভৃতি সকলকেই কায়মনো বাক্যে শ্রীহরির বলিয়া বিবেচনা করেন তিনিই পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সদ্ভক্ত বলিয়া কথিত। যাঁহার সর্ব্বভূতে দয়া আছে ও যে ব্যক্তি সমস্ত জগৎ শ্রীকৃষ্ণময় বলিয়া জ্ঞান করেন, সেই মহাজ্ঞানি ভক্তই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।

ব্রতের) অনুষ্ঠান করিলেই মুক্তি লাভ করিতে পারে। কেনন্য একাদশী ব্রত তপস্যা হইতেও শ্রেষ্ঠ। নারায়ণ মহর্ষি নারদকে বলিয়া ছিলেন ঃ—

একাদশী ব্রতমিদং ব্রতানাং দুর্ল্লভং বরম্।
শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিজনং তপঃ শ্রেষ্ঠং তপস্বীনাম্॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড, ২৬অঃ ৪।

হে মুনে! এই একাদশী ব্রত সকল প্রকার ব্রত হইতে দুর্ল্লভ। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি জনক। এবং তপস্বীগণের শ্রেষ্ঠ তপস্যা স্বরূপ। অতএব কখনও একাদশী দিনে আহার করিবে না। যথা ঃ—

ঋষভ নন্দন হরি শ্রীহরিভক্তদিগকে উত্তম, মধ্যম, ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমে অধমের লক্ষণ বলিতেছেন :—

একাদশ্যাং নভূঞ্জিত পক্ষয়োরুভয়োরপি।
যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা বিশেষো নাস্তিকশ্চন॥ (বিষ্ণুরহস্য।)

উভয় পক্ষীয়া একাদশীতেই ভোজন করিবেনা। শুক্লা একাদশী ও যেমন, কৃষ্ণা একাদশীও তদ্রূপ জানিবে।

একাদশ্যান্নভূঞ্জিত পক্ষয়োরুভয়োরপি।
যদিভুক্তে স পাপীস্যাৎ পরত্র নরকং ব্রজেৎ॥
বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২১অঃ ৪ শ্লোক।

শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীতেই ভোজন করিবে না, যদি কেহ ভোজন করে তাহা হইলে সেই পাপী হইবে, এবং পরকালে নরক গমন করিবে।

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
অন্ন মাশ্রিত তিষ্ঠতি সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে॥
বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২১অঃ ৮ শ্লোক।

ব্রহ্ম হত্যা প্রভৃতি সকল প্রকার উৎকট পাতকই একাদশী দিনে অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। এই জন্যই একাদশীতে অন্ন ভক্ষণকারী ব্যক্তির কখনও পাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। যথা :—

১। অধমের লক্ষণ—

অর্চ্চয়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২।৪৭।

ব্রহ্ম হত্যাদি পাপানাং কথঞ্চিন্নিস্কৃতি ভবেৎ।
একাদশ্যান্তু যোভুংক্তে নিষ্কৃতি নাস্তিকুত্রাচিৎ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ১২ শ অঃ, ৯ শ্লোক।

ব্রহ্ম হত্যা প্রভৃতি পাপ হইতেও কোন প্রকারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি একাদশী দিনে ভোজন করে, তাহার কখনও নিস্কৃতি নাই।

নারায়ণ মহর্ষি নারদকে বলিয়া ছিলেন :—

সন্ত্য সর্ব্বানি পাপানি যো ভুক্তে তত্র মন্দধীঃ।
ইহতি পাতকী সোহপি যাত্যন্তে নরকং ধ্রুবম্॥
একাদশী প্রমাণানি যুগসংখ্যাকৃতানি চ।
কুম্ভিপাকে মহাঘোরে স্থিত্বা চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥
গলিত ব্যধিযুক্তশ্চ তত সপ্তসু জনাসু।
পশ্চান্মুক্তো ভবেৎপাপাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড, ২৬ অঃ ২৩-২৬।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রত দিবসে (এ স্থলে একাদশী ব্রতই বুঝিতে হইবে) ব্রহ্ম হত্যাদি সকল পাপই অন্নাশ্রিত থাকে। ঐ দিবসে অন্ন

যিনি শ্রীহরির তোষণার্থ প্রতিমাতেই শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করেন, কিন্তু শ্রীহরি ভক্ত বা অন্য কাহারও পূজা করেন না, তাঁহাকেই প্রাকৃত অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভক্ত বলে।

ভক্ষণ করিলে ঐ সমস্ত পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি একাদশী দিনে ভোজন করে সেই মূর্খ ঐ সকল পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হয় এবং ইহলোকে অতি পাতকীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া অন্তে নরকগামী হইয়া থাকে। সে একাদশী পরিমিত যুগ পর্য্যন্ত কুম্ভিপাক নরকে অবস্থান করিয়া পরে চণ্ডাল যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত গলিত কুষ্ঠাদি ব্যধি যুক্ত হইয়া থাকে পরে পাপী এই সকল যন্ত্রণা ভোগের পর মুক্ত হইতে পারে। ইহা কমল যোনি স্বয়ং ব্রহ্মাই বলিয়াছেন।

এই জন্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শচীমাতাকে বলিয়াছিলেন ঃ—

"একদিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে মাতা মোরে দেহ একদান॥
মাতা বলে তাই দিব তুমি যা মাগিবে।
প্রভু বলে একাদশীতে অন্ন না খাইবে॥
শচী কহে না খাইব ভালই কহিলা।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা ১৫পঃ।

২। মধ্যমের লক্ষণ—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২।৪৬।

অষ্ট মহাপুরাণ, উপপুরাণ, এবং শ্রীশ্রীহরি ভক্তি বিলাস গ্রন্থে একাদশী সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে লেখা আছে গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে ও অনাবশ্যক বোধে এস্থলে কেবল মাত্র একাদশী ব্রতের উৎপত্তি ও সংক্ষেপে ব্রত মাহাত্ম্য বলিয়াই ক্ষান্ত হইব।

"পুরাকালে চন্দ্রাবতী নগরে বাস্কলি নামক এক প্রবল প্রতাপান্বিত দৈত্য বাস করিত। তাহার পুত্র নারীজঙ্গ এবং তৎপুত্র মহাবীর মরুদানব। এই দুরন্ত মরুদানবই ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়া দেবতাগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেকবার তাঁহাদিগকে স্বর্গচ্যুত করিয়া ছদ্মবেশে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। অতঃপর বাসব প্রমুখ দেবতাগণ শঙ্করের শরণ লইলেন তখন শম্ভু অমরগণসহ ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়া ক্ষীরোদ শায়ী নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন দেবতাবৃন্দের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টগণের পালনের জন্য ভক্ত-ভয়-ভঞ্জনকারী ভগবান মরুদানবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বহুকাল পর্য্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া ভগবান পরে দনুজেশ্বর কর্ত্তৃক বাহুযুদ্ধে পরাজিত হন, ও বদরিকাশ্রম

হে ব্যক্তি ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তদিগের সহিত বন্ধুত্ব, মূর্খ ব্যক্তি-গণের প্রতি কৃপা, এবং শত্রুদিগকেও উপেক্ষা না করেন, তিনিই মধ্যম ভক্ত।

সন্নিহিত গিরিগুহার প্রবেশ করিয়া যোগ নিদ্রাকে আশ্রয় পূর্ব্বক বিশ্রাম সুখ লাভ করিতে থাকেন।

"ভগবান যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন" ভাবিয়া, তখন মরুদানব স্বসৈন্যে ভগবানের পশ্চাদনু শরণ করতঃ গিরি গুহায় উপস্থিত হইয়া শ্রীহরিকে নিদ্রিত দেখিয়া বিনাক্লেশে কার্য্য শেষ করিবার মানসে শস্ত্র উত্তোলন করিল। অমনি ভগবন্মায়ার মহীয়সী শক্তিতে ভগবানের সর্ব্বাঙ্গ বিকীর্ণ তেজপুঞ্জঃ হইতে দিব্যাস্ত্র ধারিণী পরমা সুন্দরী এক রমণী মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া সেই প্রহরণ প্রক্ষেপোদ্যত দানব রাজকে নিধন করিলেন; অন্যান্য অসুরগণ পরম সুখী হইলেন। পরে ভগবান চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দানবেশ্বরকে নিহত এবং সম্মুখে এক রমণীকে দেখিয়া "ইনিই দানবকে নিধন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া" ভগবান ঐ কন্যাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তখন কন্যা বলিতে লাগিলেন ;—

যদি তুষ্টোহসি মে দেব যদি দেয়ো বরো মম।
তারয়েহহং মহাপাপা হ্যুপবাস পরং নরঃ ॥

৩। উত্তমের লক্ষণ—

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২।৫২।

যঃকরোতি ব্রতং ভক্ত্যা দিনে মম জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবং স্থানং কল্প কোটী শতানি চ॥

ভবিষ্য পুরাণ।

হে ভগবন! যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বর প্রদান করিতে চান, তবে যে ব্যক্তি আমার জন্ম দিনে (অর্থাৎ একাদশী তিথিতে) জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভক্তি পুর্ব্বক উপবাসী থাকিবেন, তিনি যেন সকল প্রকার পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া শ্রীবিষ্ণুলোকে গমন করেন।

ভগবান "তথাস্তু" (অর্থাৎ তাহাই হউক) বলিয়া ঐ কন্যার বাক্যে স্বীকার প্রকাশ করিয়া কহিলেন:—

একাদশ্যাং সমুৎপন্না মম ভক্তি পরায়ণা।
অত একাদশীত্যেবং তব নাম ভবিষ্যতি॥

ভবিষ্য পুরাণ।

হে কন্যে! তুমি একাদশীতে সমুৎপন্না, এবং আমার ভক্তি পরায়ণা, তোমাকে একাদশী এই নাম প্রদান করিলাম তুমি এই নামে জগতে বিখ্যাতা হইবে।

যাঁহার বিত্তে বা আত্মাতে আপন ও পরভেদ নাই, যিনি সর্ব্ব-ভূতে সমবুদ্ধি ও শান্ত তিনিই ভাগবতোত্তম। অর্থাৎ যিনি আপনার বিত্ত ও পরের বিত্ত বলিয়া ভেদ দেখেন না, তিনি কেবল পরোপকারের জন্যই বিত্ত উপার্জ্জন ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া

তদবধিই শ্রীএকাদশী উপস্থিত হইয়া অশেষ মঙ্গল বিধান করিতেছেন।

সূত মুনি একাদশীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অন্যান্য মুনিগণের নিকট বলিয়াছিলেনঃ—

একাদশ্যাস্তু মাহাত্ম্যং কিং মহৎ বাপি সাম্প্রতম্।
শ্রুতাচৈকাদশী নাম যম দূতাশ্চ শঙ্কিতাঃ॥

পদ্ম পুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ৪৪ অঃ ৩৭ শ্লোক।

হে মুনিগণ আমি একাদশীর মাহাত্ম্য আর কি বলিব, দুরন্ত যম দূতগণ ও এই ব্রতের নাম শ্রবণে ভীত হইয়া থাকে।

মহা পাতক যুক্তবাযুক্ত বা সর্ব্ব পাতকৈঃ।
একাদশ্যা নিরাহারঃ স্থিত্বা যান্তি পরম পদম্॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২১অঃ ১০ শ্লোক।

মনুষ্য মহাপাতক যুক্তই হউক, বা সমস্ত পাপ যুক্তই হউক যদ্যপি একাদশীতে উপবাস করে, তাহাহইলে সে পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

থাকেন, যিনি নিজের আত্মা ও পরের আত্মা বলিয়া ভেদ জ্ঞান করেন না, যিনি সর্ব্বভূতে একই আত্মা বিরাজ করিতেছেন বুঝিয়া সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান করেন, এবং যাঁহার চিত্ত শান্ত হইয়াছে, তিনিই উত্তম ভক্ত।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২।৪৫।

যিনি সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানের নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য দেখিতে পান, এবং সমস্ত পদার্থেই শ্রীভগবানকে অধিষ্ঠিত দেখিতে পান, তিনিই উত্তম ভক্ত।

গৃহিত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়া মিদং পশ্যন স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২।৪৮।

একাদশী ব্রতং যস্য ভক্তিমান কুরুতে নর।
স জ্যাতি পরম স্থান যত্রদেব হরি স্বয়ং॥

শ্রীভাঃ ১০স্কঃ ২৮অঃ ১মশ্লোঃ সিদ্ধান্ত প্রদীপ টীকা।

যে মনুষ্য ভক্তি পূর্ব্বক একাদশী ব্রত করে সেব্যক্তি পরম দুর্লভ (অর্থাৎ যে স্থানে শ্রীহরি বাস করেন) সেই গোলক ধামে গমন করিয়া থাকে। এসম্বন্ধে বিস্তৃত রূপে জানিতে হইলে মৎ প্রণীত "শ্রীহরিভক্তি রসামৃতের" ৬৪ ভক্তির অঙ্গবর্ণন পাঠ করুন।

যে ব্যক্তি সংসারের যাবতীয় কাণ্ড কারখানা শ্রীবিষ্ণুর মায়া বুঝিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ্য বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়া ও কিছুতেই উদ্বিগ্ন বা হর্ষযুক্ত না হ'ন, তিনিই উত্তম ভক্ত।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষ কৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরের্ভাগবতঃপ্রধান ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২।৪৯।

যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, কষ্ট, প্রভৃতি সংসার ধর্ম্মে বিমুগ্ধ না হয়েন, তিনিই উত্তম ভক্ত।

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২।৫০।

যাঁহার চিত্তে কর্ম্মবীজ অর্থাৎ ভোগ বাসনা বা ভোগ্য বিষয়ের কামনা এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না, বাসুদেবৈক-নিলয় ভগবৎ পরায়ণ সেই ব্যক্তিই ভাগবতোত্তম। অর্থাৎ যে ব্যক্তি চিত্তদ্বারা একমাত্র শ্রীভগবান বাসুদেবকেই আশ্রয় করিয়াছেন সুতরাং যাঁহার চিত্তে কখনই সাধারণ ভোগ বাসনা বা ভোগের

চিন্তা স্ত্রী সঙ্গাদি পৃথক পৃথক কামনা অথবা তত্তদিন্দ্রিয় চেষ্টা উদিত না হয়, তিনিই ভাগবতোত্তম।

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত্ ১১।২।৫১।

যে ব্যক্তির জন্ম কর্ম্ম দ্বারা বা বর্ণাশ্রম কিজাতি দ্বারা এই দেহে অহং ভাব জন্মেনা, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়।

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদার বিন্দাৎ
লবনিমিষার্দ্ধমপি সঃ বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৫৩।

নিমিষার্দ্ধ মাত্র ভগবৎ পদারবিন্দ হইতে মনকে দূরে রাখিতে পারিলে ত্রিভুবনের যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারেন এইরূপ প্রলোভন পাইয়াও যে ব্যক্তি কেবল শ্রীহরির পাদপদ্ম ভিন্ন আর জগতে কিছু সার পদার্থ নাই এরূপ মনে মনে ধারনা করিয়া সেই শ্রীহরি-গত-প্রাণ দেবতাবৃন্দের ও সুদুর্ল্লভ শ্রীভগবানের পদারবিন্দ হইতে নিমিষার্দ্ধের নিমিত্ত ও মনকে বিচলিত না করেন তিনিই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি শাখা-
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদ তাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেহর্কতাপঃ॥

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোহপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ
স ভবতি ভাগবত প্রধান উক্তঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৫৪-৫৫।

ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্মের নখ মণির জোৎস্না দ্বারা যে ভক্ত ব্যক্তির হৃদয় হইতে কামাদি তাপ দূরীভূত হইয়াছে তাঁহার হৃদয়ে বিষয় বাসনা স্থান পাইতে পারে না। নিশিতে একবার চন্দ্রদেব উদিত হইলে কি আর সূর্য্যের উত্তাপে কাহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারে? যঁহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও পাপ তরঙ্গ বিনষ্ট হয় সেই অঘৌঘনাশন শ্রীহরির চরণারবিন্দ প্রণয় রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হওয়ায় শ্রীহরি যঁাহার হৃদয় ত্যাগ করিয়া যান না তিনিই ভাগবত-প্রধান বলিয়া উক্ত।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমুখে ভক্ত অর্জ্জুনের নিকট ভক্তের লক্ষণ বলিয়াছিলেন ঃ—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখ সুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকোন্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বেগৈ মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্ত স মে প্রিয়ঃ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১২শঃ অঃ ১৩-২০ শ্লোকঃ।

হে অর্জ্জুন! যিনি সর্ব্বভূতে অদ্বেষ্টা, সকলের মিত্র, দুঃখী-গণের প্রতি দয়াবান্ যাঁহার আমার আমার জ্ঞান নাই, নিরহঙ্কারী, যাঁর নিকট সুখ ও দুঃখ সমান, ক্ষমাশীল, যিনি সকল অবস্থাতেই

সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সংযত মনস্ক যিনি আমাকে মনও বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন, ঈদৃশ ব্যক্তিই আমার প্রিয়ভক্ত। যাহা হইতে কোন প্রাণী উদ্বেগ প্রাপ্ত না হন, যিনি হর্ষ, ক্রোধ,' ভয়ও উদ্বেগাদি হইতেবিমুক্ত তিনিই আমার প্রিয়। যাঁহার কোন বস্তুর প্রতিস্পৃহা নাই যিনি শুচী কর্ম্মঠ, নিরপেক্ষচেতা কষ্ট শূন্য যিনি ইহকাল বা পরকাল ফল ভোগের বাসনায় কোন কর্ম্ম করেন না, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি সুখজনক কোন দ্রব্য পাইলে সন্তুষ্ট নহেন, দুঃখ পাইলে দুঃখিত নহেন, যাঁহার কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নাই, সুফল কিম্বা কু ফলের অপেক্ষা রাখেন না এমন যে ব্যক্তি তিনিই আমার প্রিয়। যাঁহার নিকট শত্রু, মিত্র, মান, অপমান' শীত, উষ্ণ ও সুখ দুঃখ সমান, যে ব্যক্তি সঙ্গহীন যাঁহার নিকট স্তুতি নিন্দা উভয় সমান, সংযত বাক্, যিনি যথা লাভে সুখী হ'ন যিনি সর্ব্বদা এক স্থানে রহেনা তিনিই আমার ভক্ত। যাঁহারা ভগবৎ পরায়ণ, শ্রদ্ধা সম্পন্ন, ভক্তি সহকারে আমার বর্ণিত এই ধর্ম্মামৃতের উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার প্রিয় ভক্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছিলেনঃ—

কৃপালুরকৃত দ্রোহ স্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্য সারোহনবদ্যাত্মা সম সর্ব্বোপকারকঃ॥
কামৈবহত ধীর্দান্তো মৃদুঃশুচীর কিঞ্চণঃ।
অনীহোমিত ভূক্ শান্তঃ স্থিরোমচ্ছরণো মুনি॥

অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ সতু সত্তমঃ॥
জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা চ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত্ ১১।১১। ২৯-৩৩।

অস্যার্থ। (শ্রীশ্রীধর স্বামী কৃত ভাবার্থ দীপিকা নামক টীকায়াং।) অত্র ত্রিংশ লক্ষণে সাধু নিরূপয়তি। "...ালুঃ পরদুঃখা সহিষ্ণুঃ। সর্ব্বদেহিনাং কেষাঞ্চিদপ্যকৃত দ্রে... ...তিতিক্ষুঃ ক্ষমাবান। সত্য-সারঃ স্থিরং বলং যস্য সঃ। অনবদ্যাত্মা অসূয়াদি রহিতঃ। সুখ দুঃখয়ো সমঃ হর্ষবিষাদ রহিতঃ। যথা শক্তি সর্ব্বেষামুপ কারকঃ। কামৈর্ব্বিষয়ৈরক্ষুভিত চিত্তঃ। দান্ত সংযত বাহ্যেন্দ্রিয়ঃ। মৃদুরকঠিন চিত্তঃ। শুচীঃ সদাচারঃ। অকিঞ্চনোহপরিগ্রহঃ। অনীহোদৃষ্ট ক্রিয়াশূন্যঃ। মিতভূকলঘ্বা হারঃ। শান্তো নিয়ানন্তঃকরণঃ। স্থিরঃ স্বধর্ম্মে। মচ্ছরণো মদেকাশ্রয়ঃ। মুনি মনন শীলঃ। অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ। গভীরাত্মা নির্ব্বিকারঃ। ধৃতিমান্ বিপদ্যপি অকৃপণ। জিতষড়্গুণঃ ক্ষুৎ পিপাসিত শোক মোহ জরা মৃত্যু ষড়্গুণঃ এতে-জিতাযেণসঃ। অমানীন মানাকাঙ্ক্ষী। মানদঃ অন্যেভ্যঃ। কল্যঃ পরবোধনে দক্ষঃ। মৈত্রোহবঞ্চকঃ। কারুণিকঃ করুণায়ৈবপ্রবর্ত্ত-

মানো ন দৃষ্ট দোভেন। কবিঃ সম্যগ্ জ্ঞানি। কিন্তু ময়াবেদ রূপেণ অদিষ্টা নাপি স্বধর্ম্মাণ্ সংত্যজ্য যো মাং ভজেত সোহপ্যবং পূর্ব্বোক্ত বং সত্তমঃ।"

(১) "কৃপালু"—যিনি অন্যের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না।

(২) "সর্ব্বদেহীনাং" "অকৃত দ্রোহ"—যিনি কোন জীবের প্রতি হিংসা করেন না।

(৩) "তিতিক্ষু"—ক্ষমাশীল, যিনি শত্রুর প্রতিও শত্রুতা আচরণ না করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করেন।

(৪) "সত্য সারঃ"—সত্যই যাঁহার বল।

(৫) "অনবদ্যাত্মা"—অসূয়া বিহিন, অর্থাৎ যিনি পরের প্রতি কখন কোনও দোষারোপ করেন না।

(৬) "সম"—যিনি সুখ ও দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন।

(৭) "সর্ব্বোপকারকঃ"—যিনি সকলেরই উপকারী।

(৮) "কামৈব হতধীঃ"—যিনি কামনা রহিত অর্থাৎ বিষয়াসক্ত নহেন।

(৯) "দান্তঃ"—যিনি বাহ্যেন্দ্রিয় সকলকে দমন করিয়াছেন।

(১০) "মৃদু"—যাঁহার অন্তঃকরণ অতি সরল।

(১১) "শুচীঃ"—যিনি (বৈষ্ণবোচিত) সদাচার সম্পন্ন। (১)*

---

*(১) সাধুনাঞ্চ যদাবৃত্তি সদাচার ইতিষ্যতে।

(১২) "অকিঞ্চন"—যিনি ধনাদি কিছুই গ্রহণ করেন না।

(১৩) "অনীহ"—যে ব্যক্তি শারিরীক কার্য্যে চেষ্টা শূন্য।

(১৪) "মিতভূক"—পরিমিতাহারী অর্থাৎ যিনি কেবল মাত্র যে পরিমান আহার করিলে জীবন ধারণ করা যায় কখনও তাহার অতিরিক্ত বা (বৈষ্ণবের) অখাদ্য কোন দ্রব্য ভোজন না করেন।

(১৫) "শান্তঃ"—'যিনি পবনাপেক্ষা দ্রুতগামী' মনকে দমন করিয়া রাখিতে সক্ষম।

(১৬) "স্থির"—স্বধর্ম্মেস্থির অর্থাৎ যিনি ভক্তি সহকারে আশ্রমোচিত ধর্ম্ম প্রভৃতি পালন করেন। ("স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

(১৭) "মচ্ছরণ"—অর্থাৎ যিনি আমার (শ্রীহরির) শরণাগত।

(১৮) "মুনি"—মনন শীল, যিনি সর্ব্বদা শ্রীহরি-পাদ-পদ্ম-চিন্তায় নিমগ্ন রহেন।

(১৯) "অপ্রমত্ত"—সাবধান অর্থাৎ যিনি লক্ষ্য পথ হইতে যাহাতে ভ্রষ্ট না হন তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন।

(২০) "গভীরাত্মা"—যিনি বিকার রহিত।

(২১) "ধৃতিমান—যে ব্যক্তি মহা বিপদে পড়িলেও অধৈর্য্য না হ'ন।

(২২) "জিত ষড় গুণ"—যিনি ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, অর্থাৎ এই ষড়বিধ বিষয় অস্থির না হ'ন।

(২৩) "অমানি"— অভিমান শূন্য যিনি নিজে মান চাহেন না।

(২৪) "মানদ"— যিনি অন্য ব্যক্তিকে সম্মান প্রদান করেন।

(২৫) "কল্প"— যিনি অন্যকে বুঝাইতে সক্ষম;

(২৬) "মৈত্র"— যিনি বঞ্চনা শূন্য।

(২৭) "কারুণিক"— যিনি কেবল দয়ার বশেই উপদেশাদি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন, অর্থ কিম্বা অন্য কোন প্রলোভনের বশীভূত নহেন।

(২৮) "কবি"— অর্থাৎ সম্যক জ্ঞানি।

(২৯) "আজ্ঞায়ৈবং গুণান্"— ইত্যাদি যে ব্যক্তি মৎপ্রণীত বৈদিক ধর্ম্মের দোষ গুণ জানিয়াও (না করণে দোষ ও করণে পুন্য সঞ্চয় ভাবিয়াও) সে সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার (শ্রীহরির) সাধনাতেই সকল সিদ্ধি হইবে ভাবিয়া আমাকেই ভজনা করেন।

(৩০) "জ্ঞাত্বাহজ্ঞাত্বাচ যে বৈ মাং"—ইত্যাদি-অর্থাৎ যিনি আমার (শ্রীহরির) স্বরূপ বুঝিয়া বা না বুঝিয়া একাগ্র চিত্তে আমাকে (শ্রীহরিকে) ভজনা করেন তাঁহারাই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। এই ত্রিশটী লক্ষণ মনে রাখিয়াই সাধু নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য। যাঁহাতে

এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইবে তিনিই পরম সাধু। ভণ্ড তাপসকে লোক-ভয়ে সমাদর করা কখনও বিশুদ্ধ ভক্তের কর্ত্তব্য নহে। মহাসুর কালনেমি ভক্ত বৈরাগীর বেশ ধারণ করিয়া হনুমানকে ছলনা করিলেও সুচতুর অঞ্জনা নন্দন তাহার প্রতি সমাদর প্রকাশ করেন নাই বরং তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়াই জগতের পরম মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। রুদ্রাবতার পরম ভাগবত হনুমানের এই কার্য্যটী অনুকরণীয়। অতএব হে ভগবদ্ভক্তগণ! আপনারা ভণ্ড বৈরাগীদিগকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পৃথক করিয়া জগতের পূজ্য হউন। অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব জ্ঞান করিয়া তাহার সঙ্গ করা অপেক্ষা নিঃসঙ্গ থাকাই ভাল।

বৈষ্ণব অনাদরের পাপ বর্ণন।

কখনও বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ব্যক্তিকে অনাদর করিবে না। মার্কণ্ডেয় মুনি মহারাজ ভগিরথকে বলিয়াছিলেনঃ—

পূর্ব্বং কৃত্বাতুসংমানমবজ্ঞা কুরুতে তু যঃ।
বৈষ্ণবানাং মহীপাল স্বান্বয়ো যাতি সংক্ষয়ম্॥ স্কন্দ পুরাণ।

হে মহীপাল! যে ব্যক্তি পূর্ব্বে (বিশুদ্ধ) বৈষ্ণব ব্যক্তির সম্মান করিয়া পশ্চাৎ অবজ্ঞা করে সে ব্যক্তি স্ববংশে নির্ব্বংশ হয়।

বৈষ্ণবংজনমালোক্য নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ।
প্রণয়াদ্‌রত্ত বিপ্র স নর নরকাতিথি॥

যে ব্যক্তি বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া প্রণয় এবং আদর সহকারে অভ্যুত্থানাদি না করে সেই ব্যক্তিই নরকের অতিথি।

বৈষ্ণব সমাগম বিধি।

বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি।
উভয়োরন্তরা বিষ্ণু শঙ্খ চক্র গদাধর॥

তেজোদ্রবিণ পঞ্চরাত্র।

বৈষ্ণব ব্যক্তি বৈষ্ণব ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে; কারণ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধারী শ্রীবিষ্ণু উভয়েরই অন্তরে অবস্থিত।

সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনেষ্বপি।
প্রত্যেকন্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥
পুণ্য ক্ষেত্রে পুণ্য তীর্থে স্বাধ্যায় সময়ে তথা।
প্রত্যেকন্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্য পুরাকৃতম্॥
বৈষ্ণবক্ষাগতং বীক্ষ্যাভিগম্যালিঙ্গ্য বৈষ্ণবং।
বৈদেশিকং প্রাণয়েয়ুর্দর্শয়ন্তু স্ব বৈষ্ণবান্॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

সভা, যজ্ঞশালা ও দেবতায়ন, এই সকল স্থানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক রূপে নমস্কার করিলে পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্য বিনষ্ট হয়! পুণ্য ক্ষেত্রে বা পুণ্য তীর্থে অথবা বেদাধ্যায়ন সময়

পৃথক্ পৃথক রূপে নমস্কার করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য ক্ষয় হয়। বিদেশবাসী বৈষ্ণব ব্যক্তির আগমন দর্শনে তাঁহার সমীপে গিয়া আলিঙ্গন করিবে; এবং নিজ সঙ্গী বৈষ্ণবগণকে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া পরিচয় প্রদান করতঃ আনন্দিত করাইবে।

ততশ্চ বৈষ্ণবং প্রাপ্তঃ সন্তর্প্য বচনামৃতৈঃ।
সম্বন্ধুরিব সংমান্যোঽন্যথাদোষোমহান্ স্মৃতঃ॥
তোজোদ্রবিণ পঞ্চরাত্র।

বৈষ্ণব সমাগত হইলে স্বীয় বাক্যামৃতের দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করতঃ বন্ধুর ন্যায় সম্মান করিবে। ইহাতে অন্যথা করিলে মহাদোষ হয়।

বৈষ্ণব-স্তুতিঃ।

ধন্যোঽহং কৃতো কৃত্যোঽহং যদ্যূয়ং গৃহমাগতাঃ।
দুর্ল্লভং দর্শণং ন্যূনং বৈষ্ণবানাং যথাহরেঃ॥
মেরু মন্দর তুল্যবৈ পুণ্য পুঞ্জাময়া কৃতাঃ।
সংপ্রাপ্তং দর্শনং যদ্বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥ স্কন্দ পুরাণ।

হে হরি ভক্তবৃন্দ! আপনারা যখন কৃপা পূর্ব্বক এদীন হীন জনের গৃহে শুভাগমন করিয়াছেন তখন আমিও কৃতার্থ হইলাম। কেননা শ্রীহরি দর্শনের ন্যায় নিশ্চয়ই ভগবদ্ভক্তগণের দর্শন ও অতি দুর্ল্লভ। হে পতিত পাবন ভক্তগণ! অদ্য আমি মেরু মন্দর

পর্ব্বত তুল্য পুঞ্জ পুঞ্জ পুন্য সঞ্চয় করিয়াছি, সেই জন্যই আপনা দিগের ন্যায় মহানুভব বৈষ্ণবগণের দর্শন পাইলাম।

বৈষ্ণব প্রণাম।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

বাঞ্ছা কল্পতরু, কৃপাসিন্ধু ও পতিতসকলের উদ্ধারক বৈষ্ণব গণকে নমস্কার।

বৈষ্ণবের পরস্পর পরিচয়।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী নচ গৃহপতি র্নোবনস্থো যতির্ব্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥ পদ্যাবলী।

আমি বিপ্র নহি, আমি ক্ষত্রিয় নহি, আমি বৈশ্য নহি, আমি শূদ্র নহি, আমি কোন জাতি বিশেষ কিম্বা খ্যাতিবিশিষ্ট ও নহি। আমি গৃহস্থ নহি আমি বান প্রস্থ নহি, আমি সন্ন্যাসী নহি, উৎকট নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃত সিন্ধু স্বরূপ গোপী পতি শ্রীকৃষ্ণ পদার বিন্দের দাসের দাসানুদাস। এই আমাদের পরিচয়।

বৈষ্ণব পাদোদক ভক্ষনের ফল।

বৈষ্ণব চরণামৃত পানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পরমভাগবত শ্রীলাল দাস বাবাজী বলিয়াছেনঃ—

অতএব বৈষ্ণব চরণামৃত মহা।
মহিমা যে চমৎকার নাহি যায় কহা॥
মুক্তির কা কথা কৃষ্ণ প্রেম উপজয়ে।
যাঁর বিন্দুকণা মাত্রে বেদে ফুকারয়ে॥

শ্রীভক্তমাল।

শ্রীবিষ্ণু বৈষ্ণবানাঞ্চ পাবনং চরণোদকং।
সর্ব্বতীর্থ ময়ংপীত্বা কুর্য্যাদা চ মনংনহি॥

অগস্ত্য সংহিতা।

শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণব গণের সর্ব্বতীর্থ ময় পবিত্র পাদোদক পান করিয়া কখন ও আচমন করিবেনা।

বিষ্ণু পাদোদকং পীত্বা ভক্ত পাদোদকং তথা।
য আচামতি সং মোহা দ্ব্রহ্মহাস নিগদ্যতে॥

গরুড় পুরাণ।

শ্রীবিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্তগণের পাদোদক সেবনান্তে অজ্ঞান বশতঃ আচমন করিলেও ব্রহ্মঘাতি পাপী বলিয়া পরিগণিত হয়।

সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তো ভক্তানাং চরণামৃতম্॥ পদ্ম পুরাণ।

শ্রীহরি-ভক্তের চরণামৃত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপমুক্ত হয়।

সহস্র সহস্র কোটী জন্মের পাপযত।
সাধু পাদোদক খাইলে সবহয় হত॥

বৃহৎ পাষণ্ডদলন।

বৈষ্ণব চরণামৃত পান করিয়া জনৈক ভক্ত-নিষ্ঠ রাজার মৃত পুত্রও পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া ছিলেন। যথাঃ—

পাদোদক লইয়া বালকে যবে দিল।
নিদ্রাভঙ্গ হৈতে যেন চমকি উঠিল॥ শ্রীভক্তমাল।

মহাজনগণ বলিয়াছেনঃ—

বৈষ্ণব চরণোদক ভুবন পাবন।
সর্ব্ববাঞ্ছা পূর্ণহয় করিলে ভক্ষণ॥

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভক্ষনের ফল।

ব্যভিচারাদি দুষ্টানাং সদ্বেশ ধারিনাং প্রিয়।
নোচ্ছিষ্টং গ্রহণীয়ঞ্চ সর্পোচ্ছিষ্টং পয়োযথাঃ॥

শ্রীশ্রীহরিভক্তি তরঙ্গিনী।

হে প্রিয়! ব্যভিচারাদি দোষদুষ্ট কপট সাধুবেশধারীদিগের উচ্ছিষ্ট সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় কখনই ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে।

ন কার্য্যা প্রার্থনা স্তেভ্য স্তেষাং দ্রব্যং মমেধ্যবৎ।
নান্নাং লভতে শাক্তানাং শৈবাদি নাঞ্চ বেশ্মনী॥ পদ্মপুরাণ।

হরি ভক্ত ব্যক্তি শাক্ত প্রভৃতির (শ্রীহরি ভিন্ন অন্যদেব উপাসকের) নিকট হইতে কখন ও কোন দ্রব্য প্রার্থনা করিবেনা। তাহাদের দ্রব্য হরি ভক্তের পক্ষে অপবিত্র বলিয়া শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন। শাক্ত শৈবাদির গৃহে অন্নাহার ও করিবেন না।

প্রার্থয়েদ্ বৈষ্ণবাদন্নং তদভাবে জলং পিবেৎ। পদ্ম পুরাণ।

বৈষ্ণব ব্যক্তি বৈষ্ণবের নিকটই অন্ন প্রার্থনা করিবে, কিন্তু তাঁহার অভাব হইলে জল মাত্র পান করিয়া থাকিবে।

দুর্ল্লভং পরমং লোকে পাবনং পরম মহৎ।
শ্রীহরে প্রিয় ভক্তানাং মুচ্ছিষ্টান্ন জলাদিকং।
শ্রী শ্রীহরিভক্তি তরঙ্গিণী।

সকল লোকে শ্রীহরির প্রিয় ভক্তবৃন্দের উচ্ছিষ্ট অন্ন জল প্রভৃতি পরম দুর্ল্লভ পরম পবিত্র, পরম মহৎ বলিয়া জানিতে হইবে।

ব্রহ্ম হত্যা সহস্রানি ভ্রূণ হত্যা শতানি চ।
তস্য পাপ ক্ষয়ং যান্তি বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনম্॥

সহস্র ব্রহ্ম হত্যা ও শত ভ্রূণ হত্যা করিলে মনুষ্যের যে পাপ সঞ্চার হয় তাহা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলেই ক্ষয় হইয়া যায়।

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলেই মনুষ্যের যাবতীয় পাপ দূর হইয়া যায়। মহামুনি নারদ মহর্ষি বেদব্যাসকে বলিয়াছিলেন:—

উচ্ছিষ্ট লেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ

সকৃৎস্মভুঞ্জে তদপাস্ত কিল্বিষঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৫।২৫।

আমি পরম ভাগবত (শ্রীহরিভক্ত) ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লাভ করিয়া একমাত্র তাঁহাদিগের ভিক্ষা পাত্র সংলগ্ন উচ্ছিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলাম তাহার প্রভাবেই আমার যাবতীয় পাপ দূর হইল।

ভক্তোচ্ছিষ্টা শনাচ্ছিমং কৃষ্ণ প্রেম লভেন্নর॥

শ্রীশ্রীহরিভক্তি তরঙ্গিণী।

ভক্তোচ্ছিষ্ট ভক্ষণে মনুষ্যের কৃষ্ণ প্রেম লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বাড়ীর অনতিদূরে একঘর কর্ম্মকার বাস করিত। একদিবস আচার্য্য প্রভুর গৃহে বৈষ্ণব ভোজন হইলে আচার্য্য প্রভুর রোড়া নামক একটী পোষা বিড়াল ঐ বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া কর্ম্মকারের গৃহে উপস্থিত হইল—

দৈবাৎ তাঁহার মুখে এক কণা ছিল।
কামারের বধূর অন্নেতে মুখ দিল॥
সেইকণা মুখ হইতে অন্নে রহিগেলা।
না জানি অন্নের সহ বধূ তাহা খাইলা॥
খাইতেই কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হইল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উঠি নাচিতে লাগিল॥

অতএব বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের যে মহিমা।
এমতি জানিবে যার নাহিক উপমা॥ (শ্রীভক্তমাল।)

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনে সকল বাসনাই পূর্ণ হয়। এবং—

"পরং নির্ব্বান হেতুক বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনম্।
(শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে।)

অর্থাৎ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনই সংসার নির্ব্বানের হেতু।

বৈষ্ণব সেবার ফল কীর্ত্তন।

শ্রীভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন ঃ—

নাগ্নির্ন সূর্য্যো ন চ চন্দ্র তারকা
ন ভূর্জ্জলং খং শ্বসনোহথ বাঙ্মনঃ।
উপাসিতা ভেদ কৃতো হরন্ত্যবং
বিপশ্চিতোঘ্নন্তি মুহুর্ত্ত সেবয়া॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্।)

ভেদজ্ঞানে অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, পৃথিবী, জল, আকাশ, অনিল, বাক্য ও মন প্রভৃতির ভজনা করিলেও তাহাতে অজ্ঞান নাশের সম্ভাবনা নাই কিন্তু মুহুর্ত্ত কাল মাত্র বৈষ্ণবের সেবা করিলেই অখিল অজ্ঞান দূর হইয়া যায়।

হরি ভক্তিরতান্ যস্তু হরি বুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ।
তস্যাতুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রোব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদয়ঃ॥

হরি পূজা রতানাঞ্চ হরি নাম রতাত্মনাম্।
শুশ্রূষাভিরতা যান্তি পাপিনোহপি পরাং গতিম্ ॥
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ।)

হে বিপেন্দ্র! শ্রীহরি-ভক্তি নিষ্ঠ বৈষ্ণববৃন্দকে শ্রীহরি জ্ঞানে (অর্থাৎ শ্রীহরির ন্যায়) পূজা করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সকলেরই প্রীতি সাধিত হয়। মহাপাপাচারী ব্যক্তিও হরিপূজা-নিষ্ঠ ও হরিপরায়ণ বৈষ্ণবগণের সেবা করিয়া পরমগতি লাভ করে।

কিংদানৈ কিং তপোভির্ব্বা যজ্ঞৈশ্চ বিবিধ কৃতৈঃ।
সর্ব্বং সম্পাদ্যতে পুংষাং বিষ্ণুভক্তাভি পূজনাৎ ॥
পূজয়েৎ বৈষ্ণবানেতান্ প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।
স্বশক্ত্যা বৈষ্ণবেভ্যো যদ্দত্তং স্যাদক্ষয়ং ভবেৎ ॥
(বিষ্ণোক্তধর্ম্মোত্তরে।)

দান, তপস্যা, ও নানারূপ যজ্ঞানুষ্ঠানে ফল কি? শ্রীহরিভক্ত-গণের পূজা করিলেই সমুদায় লাভ করা যায়। অতএব যত্ন পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। নিজ সাধ্যানুসারে বৈষ্ণবদিগকে যাহা দান করা যায় তাহাই অক্ষয় ফলের হেতু হইয়া থাকে।

যমরাজ তাঁহার দূতগণকে বলিয়াছিলেনঃ—

বৈষ্ণবোযদ্গৃহে ভুংক্তে যেষাং বৈষ্ণব সঙ্গতি।
তেহপিবঃ পরিহার্য্যা স্যু স্তৎসঙ্গোহত কিল্বিষাঃ ॥ (পদ্ম পুরাণ।)

বৈষ্ণব ভোজন যার গৃহেতে করয়।
তাঁর সঙ্গে যার সঙ্গ নিষ্পাপ সে হয়॥

কৃতান্তের অধিকার তাহাতে নাহিক।
যম নিজ দূতে কহে করিয়া অধিক॥ (শ্রীভক্তমাল।)

শ্রদ্ধয়াদত্তমন্নঞ্চ বৈষ্ণবাগ্নিমুজীর্য্যতি।
তদন্ন মেরুনাতুল্যং ভবতেচ দিনে দিনে॥

দেবে পৈত্রেচ যোদদ্যাং বারিমাত্রন্তু বৈষ্ণবে।
সপ্তোদধি সমং ভূত্বা পিতৃনা মুপ তিষ্ঠতি॥

(বৈষ্ণবামৃত সাপোদ্ধার)

বৈষ্ণবগণের উদরানলে শ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত অন্ন জীর্ণতা প্রাপ্ত হইলে উহা দিন দিন সুমেরু পর্ব্বতের তুল্য হয়। দেব কার্য্যে কিম্বা পিতৃ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় বৈষ্ণব ব্যক্তিকে জল মাত্র অর্পন করিলে সেইজল সপ্ত সমুদ্র সদৃশ হইয়া পিতৃলোকের নিকট সমাগত হয়।

নারায়ণ পরো বিদ্বান যদ্যান্নাং প্রীত মানস।
অশ্নাতি তদ্ধরেরাস্যং গত মন্নং ন সংশয়॥ (লিঙ্গপুরাণ।)

শ্রীহরি ভক্তি পরায়ণ সুধী ব্যক্তি সুপ্রশন্ন চিত্তে যে অন্ন সেবন করেন সেই অন্নই শ্রীভগবানের বদন পদ্মগত বুঝিবে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

পরম ভাগবত শ্রীলালদাস বাবাজী বলিয়াছেন :—

বৈষ্ণবের সেবা দাস অভিমানে।
পরম গতিকে পায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥ (শ্রীভক্তমাল।)

যে বিষ্ণুভক্তান্ নিষ্কামান্ ভজয়েৎ শ্রদ্ধয়ান্বিত।
ত্রিসপ্ত কুল সংযান্তি স যাতি হরিমন্দিরম্॥
বিষ্ণু ভক্তায় যোদদ্যান্নিষ্কামায় মহাত্মনে।
পানীয়ম্বা ফলং বাপি সএব ভগবান হরিঃ॥
বিষ্ণুপূজা পয়ানাস্তু শুশ্রূষাং কুর্ব্বতেহি যে।
তে যান্তি বিষ্ণু ভবনং ত্রিসপ্ত পুরুষান্বিতঃ॥
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ।)

শ্রদ্ধা সহকারে নিষ্কাম হরি-ভক্তদিগকে ভোজন করাইলে এক বিংশতি কুলসহ হরিধামে গতি হয়। নিষ্কাম হরিভক্তদিগকে জল কিম্বা ফল প্রদান করিলে সেই দাতাই হরিতুল্য বলিয়া গণনীয়। যে ব্যক্তি হরি ভক্ত-নিষ্ঠগণের সেবা করে, সেও এক বিংশতি কুল সহ শ্রীহরিভবনে গমন করিয়া থাকে।

বৈষ্ণবের গুণ কীর্ত্তন।

বৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ বেশী ভগবান পরম বৈষ্ণবী পার্ব্বতী দেবীকে বলিয়া ছিলেন :—

গুরুরাস্যাদ্বিষ্ণুমন্ত্রঃ শ্রুতৌ যস্য প্রবিশতি।
তং বৈষ্ণবং তীর্থ পূতং প্রবদন্তি পুরাবিদঃ॥

পুরুষানাং শত পূর্ব্ব মুদ্ধরন্তি শতং পরম্।
লীলয়া ভারতে ভক্ত্যা সোদরান্ মাতরং তথা ॥

মাতামহানাং পুরুষান্ দশ পূর্ব্বান্ দশ পরান্।
মাতুঃ প্রসূমুদ্ধরন্তি দারুনাদ্ যম তাড়নাৎ ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ গণেশখণ্ড ৮অঃ ৭০-৭২।)

হে পার্ব্বতী! যাঁহার কর্ণে শ্রীগুরুদেবের মুখ হইতে শ্রীবিষ্ণু মন্ত্র প্রবেশ করে পুরাবিদগণ সেই বৈষ্ণব ব্যক্তিকেই তীর্থ পুত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেব্যক্তি আপনার ভক্তি বলে অবলীলা ক্রমে আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী শত এবং পরবর্ত্তি শত পুরুষ সোদরগণ ও মাতাকে উদ্ধার করেন। মাতামহ কুলে দশ পূর্ব্ব পুরুষ ও দশ পর পুরুষকে এবং মাতার মাতাকে কঠোর যম যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করেন।

শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন :—

নকর্ম্ম বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাং ন বিদ্যতে।
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥

নদাস্যংবৈ পরেশস্য বন্ধনং পরিকীর্ত্তিতম্।
সর্ব্ব বন্ধন নির্ম্মুক্তা হরিদাসো নিরাময়া ॥

(পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড)

হে পার্ব্বতী ! বৈষ্ণবগণকে কখনও কর্ম্ম বন্ধন জনিত যোনি যাতনা ভোগ করিতে হয় না। (১) শ্রীহরির দাস্যই সুধীগণ কর্ত্তৃক মোক্ষ বলিয়া কথিত। পরমেশ্বর শ্রীহরির দাস্য কখনও ভব বন্ধনের উৎপাদক হইতে পারেনা কলুষ বিহীন শ্রীহরিভক্ত-গণই ভববন্ধন হইতে পরিমুক্ত।

---

(১) বৈষ্ণব গণ স্বইচ্ছায়ই কেবল ভগবন্নাম মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য জন্ম ধারণ করেন। কোন কোন মহা পুরাণও উপপুরাণে লিখিত আছে যে, জয় বিজয় নামক দুই ভ্রাতা বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের দ্বারি ছিলেন। ভৃগুমুনির অভিশাপে অসুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভগবানের সহিত শত্রুতা চরণ করিয়া (ক) হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, (খ) রাবণ, কুম্ভকর্ণ, (গ) শিশুপাল, দন্তবক্র, এই তিন জন্ম পরে উদ্ধার হইয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তি শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, শ্রীধাম নবদ্বীপে সুভানন্দ নামে একজন জমিদার ছিলেন। (ইঁহার রাজা উপাধি ছিল) তাহার দুইটী পুত্র ছিল। ১ম পুত্র রঘুনাথ রায়, ২য় পুত্র জনার্দ্দনরায়, জয় ও বিজয় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রেম ভক্তি লাভের নিমিত্ত রঘুনাথ রায়ের পুত্র জাগই ও জনার্দ্দন রায়ের পুত্র মাধাইরূপে জন্ম গ্রহণ করেন যথা :—

"নবদ্বীপ বাসী শ্রীশুভানন্দ রায়।
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম কুলীন যে হয়॥

চিরং জীবন্তি যেভক্তা ভারতে চিরজীবিন।
সর্ব্ব সিদ্ধিঞ্চ বিজ্ঞায় স্বচ্ছন্দং সর্ব্বগামিন ॥
জাতিস্মরা হরের্ভক্তা জানন্তি কোটিজন্মনঃ।
কথয়ন্তি কথাংজন্ম লভন্তে স্বেচ্ছায়ামুদা ॥

নবদ্বীপের জমিদার রাজা খ্যাতি।
দেশে বিদেশে যার ঘোষয়ে সুকীর্ত্তি ॥
পাতশাহের সঙ্গে অতিশয় প্রীতিতার।
পরম সুন্দর তার দুইত কুমার ॥
জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ কনিষ্ঠ জনার্দ্দন দাস।
পরম পণ্ডিত সর্ব্ব গুণের নিবাস ॥
রঘু নাথের পুত্রের নাম জগন্নাথ হয়।
জনার্দ্দনের পুত্রকে মাধব বলি কয় ॥
জ্যেষ্ঠ জগন্নাথ তারে জগাই বলি কয়।
কনিষ্ঠ মাধব তারে মাধাই ডাকয় ॥
নদিয়ার রাজা এই দুই মহাশয়।
যৌবনেতে হৈলা তারা দস্যু অতিশয় ॥
দুই ভাইর হইল প্রবল সঙ্গ দোষ।
মদ্য মাংস খায় মনে পাইয়া সন্তোষ ॥
সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্য সকল ছাড়িল।
বেশ্যা বৃত্তি পরদার করিতে লাগিল ॥

যাঁহারা হরি ভক্ত তাহারাই চিরজীবি (কেননা "কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি") হইয়া চিরদিনই বর্ত্তমান থাকেন; এবং সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিবিজ্ঞাত হইয়াস্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র গমন করিতে সক্ষম হয়। হরিভক্তগণ জাতিস্মর হয়, এবং কোটিজন্মের কথাজানিতে ও বলিতে পারে। তাঁহারা আনন্দ সহকারে আপনার ইচ্ছানুসারে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বয়ং পবিত্র এবং আপনার শক্তি সঞ্চার দ্বারা অবলীলা ক্রমে তীর্থকেও পবিত্র করেন। বৈষ্ণবগণের পদস্পর্শে বসুন্ধরা পবিত্র হন।

পরং পুনাস্তিতে পূতাস্তীর্থানি স্বাবলীলয়া।
বৈষ্ণবানাং পদস্পর্শাৎ সদ্যপূতা বসুন্ধরা॥

গো-বধ ব্রহ্ম-বধ যত পাপ চয়।
পাপমধ্যে কোন পাপ বাকি নাহি রয়॥
দুই ভাই তরাইলা দয়াল নিতাই।
মা'র খেয়ে প্রেম দেয় এমন দয়াল নাই॥
নিতাই আলিঙ্গিয়া দোহে বোলয়ে বচন।
প্রিয় শিষ্য হৈলে মোর তোমরা দুইজন॥
জগাই মাধাই হৈলা ভক্ত অতিশয়।
দুই প্রভুর শাখা মধ্যে গগণা যে হয়॥
শাপভ্রষ্ট বৈকুণ্ঠের দ্বার পাল শ্রীজয় বিজয়।
শত্রু ভাবে তিন জন্মে মুক্ত শাস্ত্রে ইহা কয়॥

অহং প্রাণা বৈষ্ণবানাং মমপ্রাণাশ্চ বৈষ্ণবাঃ।
তানেব দ্বেষ্টি যোমূঢ়া মমাসূনাং সহিংসকঃ ॥
পুত্রান্ পৌত্রান্ কলত্রাংশ্চ রাজলক্ষ্মীং বিধায় চ।
ধ্যায়তে সততং যেষাং কোমেতেভ্য পরঃ প্রিয়ঃ ॥
পরাভক্তানুমে প্রাণা নচ লক্ষ্মীর্ন শঙ্করঃ।
ন ভারতী ন চ ব্রহ্মা ন দুর্গা ন গণেশ্বরঃ
ন ব্রহ্মা ন চ বেদাশ্চ ন বেদ জননী সুরা
ন গোপী ন চ গোপাল ন রাধা প্রাণতঃ প্রিয়া ॥
গোলকে বাথবৈকুণ্ঠে দ্বিভুজঞ্চ চতুর্ভূজম্।
রূপমাত্র মিদং সর্ব্ব প্রাণামে ভক্ত সন্নিধৌ ॥

(ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ।)

আমি বৈষ্ণব গণের প্রাণ এবং বৈষ্ণবগণও আমার প্রাণ, যে মূর্খব্যক্তি বৈষ্ণবগণের প্রতি দ্বেষ করে সে আমার প্রাণ হিংসক। (১)স্ত্রী,পুত্র, পৌত্র ও নানা রূপ ঐশ্বর্য্যাদিতে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও

কলিযুগে নিজ ইচ্ছায় জনম লভিল।
মহাপাপী হইয়াও প্রভুর কৃপাপাইল ॥"

(প্রেম বিলাস ২১ বিলাস।)

(১) "সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।
কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে ॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

যিনি সর্ব্বদা আমার ধ্যানেরত তাহা অপেক্ষা আর আমার প্রাণ-প্রিয় কে হইতে পারে? অর্থাৎ তাঁহারাই আমার প্রাণ তুল্য প্রিয়। লক্ষ্মী, শঙ্কর, সরস্বতী, ব্রহ্মা, দুর্গা, গণেশ, বেদ, বেদমাতা, দেবগণ, গোপীগণ, ব্রজবালকগণ, এমন কি প্রাণ প্রিয়া শ্রীমতী রাধিকাও আমার তত প্রিয় নহে, যত প্রিয় আমার ভক্ত বৈষ্ণবগণ। আমি গোলকে এবং বৈকুণ্ঠে দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ রূপে বিরাজমান থাকি বটে, কিন্তু সেসকল আমার রূপ মাত্র; প্রাণ সর্ব্বদাই ভক্ত-গণের সন্নিধানে পড়িয়া থাকে।

এই জন্যই যমরাজ তাঁহার দূতগণকে বলিয়া ছিলেন ঃ—

অহমমর গণার্চ্চিতেন ধাত্রা
যম ইতিলোক হিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরি গুরু বিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্
হরি চরণ প্রণতান্নমস্করোমি॥ (নৃসিংহ পুরাণ।)

হে দূতগণ! সর্ব্বদেব বন্দনীয় বিধাতা পুণ্যবান লোকদিগকে স্বর্গাদি প্রদানার্থ ও পাপীলোকগণকে নরক যন্ত্রণা প্রদানের জন্য আমাকে যমরাজ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, সুতরাং আমি গুরুরূপ শ্রীহরিপাদপদ্ম পরাঙ্মুখ মানবদিগকে শাস্তি প্রদান করি, এবং শ্রীহরিপদারবিন্দ পরায়ণ বৈষ্ণব গণকে নমস্কার করি।

যম নিয়ম বিধূত কল্মষানাং
মনুদিন মচ্যুত শক্ত মানসানাং।

অপগত মদ মানাং সরাণাং
ব্রজভট দূর তরেণ মানবানাং ॥ বিষ্ণু পুরাণ।

হে দূতগণ! যম নিয়ম দ্বারা যে সকল ব্যক্তি কলুষ শূন্য হইয়াছেন, যাঁহারা অপ্রমত্ত অমান, ও নির্ম্মৎসর, ভগবদাশক্ত মনা সেই সকল বৈষ্ণব গণের নিকট হইতে তোমরা দূরে থাকিবে।

তে দেব সিদ্ধ পরিগীত পবিত্র গাথা,
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎ প্রপন্নাঃ।
অন্নোপসী দত্ত হরের্গদয়াভি গুপ্তান্,
নৈষাং বয়ং নচ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৩।২৭।)

হে দূতগণ! অদ্য হইতে তোমরা সকলে আমার শাসন বাক্য শুনিয়া উহা মনে মনে ধারণ কর। যে সকল সাধু ব্যক্তিরা ভগবানের শরণ লইয়াছেন, সুর সিদ্ধগণেরাও যাঁহাদিগের পবিত্র গাথা গান করে, তোমরা কখনও সেই সকল পবিত্র সমদর্শী সাধুগণের নিকটে গমন করিও না কেননা ভগবান চক্রপানির গদা সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন তাঁহাদিগকে শাস্তি দিবার শক্তি আমাদিগের এমন কি সর্ব্বনিয়ন্তা কালের ও নাই।

ব্রহ্মলোকে নমেবাসো নমেবাস হরালয়ে।
নালয়ে লোক পালানাং বৈষ্ণবানাং পরাভবে ॥

ন দেবা নচ গন্ধর্ব্বা ন যক্ষরগ রাক্ষসাঃ।
ত্রাতু সমর্থা ঋষয়ো বৈষ্ণবানাং পরাভবে॥
করোমি কর্ম্মনা বাচা মনসাপি ন বিপ্রিয়ম্।
বৈষ্ণবানাং মহাভাগাঃ সুদর্শন ভয়াদপি॥
একেতো ধাবতে চক্র মেকতো হরিবাহনম্।
একেতো বিষ্ণু দূতাশ্চ বৈষ্ণবেচা দিতে ময়া॥

স্কন্দ পুরাণ।

হে দূতগণ! যদি আমার দ্বারা কিম্বা তোমাদিগের দ্বারাও বৈষ্ণবগণ পরাভূত হয় তাহা হইলে কি ব্রহ্মলোক, কি শিবলোক, কি দেবলোক, কোন স্থানেই আমাদিগের বাস হইবে না। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস, ঋষি, কেহই বৈষ্ণব পরাভবকারী ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারে না। হে মহাভাগগণ! আমি সুদর্শন চক্রের ভয়েই কর্ম্ম দ্বারা, বাক্য দ্বারা ও মন দ্বারা, বৈষ্ণবগণের অপ্রিয় কার্য্য করিতে সমর্থ নহি। বৈষ্ণবগণ আমা কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে একদিকে সুদর্শন চক্র, একদিকে শ্রীহরির বাহন গরুড় ও অন্য দিকে বিষ্ণুদূতগণ আমার বিঘ্নপ্রদ হইয়া থাকেন।

সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ত্তে রসাতলে।
দেবতানাং মনুষ্যানাং তথৈবরগ রক্ষসাম্॥
যেষাং শরণ মাত্রেণ পাপ লক্ষ শতানি চ।
দহ্যতে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥

স্কন্দ পুরাণ।

বৈষ্ণবগণ কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য, কি পাতাল, সর্ব্বত্রই দেবতা, মনুষ্য, পন্নগ, ও রাক্ষসকুলের পূজনীয়। বৈষ্ণবগণের স্মরণ মাত্রেই নিঃসন্দেহে শত শত পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

বিবুধাঃ কিং পুনঃসর্ব্বে অজ শক্রো ভবেদ্‌যদি।
ন কোহপি সমতাং যাস্তি কৃষ্ণ ভক্তস্য নারদ ॥ পদ্মপুরাণ।

হে নারদ! অন্যান্য দেবতাবৃন্দের কথা আর কি বলিব, স্বয়ং ব্রহ্মা কিম্বা ইন্দ্র কেহই কৃষ্ণ-ভক্তের সমতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিরাজাকে বলিয়াছিলেন ;—

নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানাস্তু কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তিতে ভাগবতা কৃষ্ণতুল্যা ! কলৌবলেঃ ॥

মহাভারত, বনপর্ব্ব।

হে বলিরাজ! যে সকল ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া বৈষ্ণবগণের নামগুণাদি কীর্ত্তন করেন কলিকালে তাঁহারাই পরম ভাগবত, এবং তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণ-তুল্য।

কলৌ ভাগবতং নাম যস্যপুংস প্রজায়তে।
জননী পুত্রিনীতেন পিতৃনাস্তু ধুরন্ধরঃ ॥
কলৌ ভাগবতং নাম দুর্ল্লভং নৈব লভ্যতে।
ব্রহ্মা রুদ্র পদোৎকৃষ্টং গুরুনাং কথিতং মম ॥

গরুড় পুরাণ।

কলিকালে ভগবদ্ভক্ত নামে কেহ প্রসিদ্ধ হইলে সেই পুরুষের দ্বারা জননী পুত্রবতী, ও সেই পুরুষ পিতৃগণের ভারহারী হইয়া থাকেন। কলিকালে বৈষ্ণব নাম বড়ই দুর্ল্লভ কখনও উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেননা বৈষ্ণব নাম ব্রহ্মপদ ও রুদ্র পদাপেক্ষাও উত্তম বলিয়া গুরুদেব আমার নিকট ইহাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোপি তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণব নামধেয়ঃ॥

পদ্মপুরাণ।

"যেকুলে বৈষ্ণব নাম সন্তানের হয়।
সেকুল কৃতার্থ হয় জানিহ নিশ্চয়॥
কৃতার্থা হয়েন ভাই জননী তাঁহার।
পৃথিবী বসতি ধন্যা হয় যেন সার॥
পিতৃলোক তাঁর সব স্বর্গে নৃত্য করে।
নিশ্চয় নিশ্চয় ইহা কহিনু তোমারে॥"

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমুখে ভক্ত অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন :—

বৈষ্ণবান্ ভজকৌন্তেয় মাভজনান্য দেবতা।
পুনন্তি বৈষ্ণবা সর্ব্বে সর্ব্বদেবো মিদংজগৎ॥
মদ্ভক্তো দুর্ল্লভো যস্য স এব মম দুর্ল্লভঃ।
তৎপর দুর্ল্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়ঃ॥

দ্বারকা-মাহাত্ম্য।

হে কৌন্তেয়! তুমি বৈষ্ণবগণকে ভজনা কর, অন্যান্য দেবতাগণকে ভজনা করিওনা। সকল বৈষ্ণবই যাবতীয় দেবগণকে এবং এই জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, আমার ভক্ত যাঁহার বল্লভ, তিনিই আমার বল্লভ, হে ধনঞ্জয়! সত্য সত্যই তাঁহার অপেক্ষা বল্লভ আর কেহ নাই।

সর্ব্বত্র গুরবোভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথাঃ।
অস্মাকং বান্ধব ভক্তা ভক্তানাং বান্ধববয়ং॥
অস্মাকং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবোবয়ং।
মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্রগচ্ছামি পার্থিব॥ আদিপুরাণ।

হে অর্জ্জুন! যেমন আমি সকলের গুরু ভক্তেরাও তদ্রূপ। ভক্তগণই আমার বান্ধব এবং আমিই ভক্তগণের বান্ধব। ভক্তেরা মদীয় গুরু, এবং আমিও ভক্তগণের গুরু। আমার ভক্তেরা যথায় গমন করেন আমিও তথায় গমন করি।

যে মে ভক্তজনাঃপার্থ ন মে ভক্তাশ্চতেজনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তেমে ভক্তা তমামতা॥
যেকেচিৎ প্রানিনো ভক্তা মদর্থে ত্যক্ত বান্ধবাঃ।
তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো ধনঞ্জয়॥ আদিপুরাণ।

হে ধনঞ্জয়! যাঁহারা কেবল আমার ভক্ত তাঁহারা প্রকৃত ভক্ত বলিয়া গণ্য নহে। আমার ভক্তগণের ভক্ত ব্যক্তিরাই সর্ব্বোত্তম ভক্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। হে পার্থ! যাঁহারা ভগবদ্ ভক্তিমান

হইয়া আমার জন্য বন্ধু বান্ধবগণকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন আমি সেই সকল ভক্তগণের নিকট বিক্রিত। আমাকে ক্রয় করিবার শক্তি অন্য কাহারও নাই।

ভগবান স্বয়ং শ্রীমুখে দুর্ব্বাসা মুনিকে বলিয়াছিলেন ;

অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজঃ।
সাধুভির্গ্রস্থ হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজন প্রিয়ঃ॥

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহংপরা॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ৯।৪।৬৩-৬৪।

হে দ্বিজ! আমি ভক্তাধীন, সুতরাং আমি পরাধীন্ ভক্তগণই আমার প্রিয়, সাধু ভক্তেরা আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। যাঁহাদিগের আমিই পরাগতি সেই সকল সাধুভক্তগণ ব্যতীত আমি আপনার আত্মাকে এবং সম্পূর্ণ শ্রীকেও স্পৃহা করিনা।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে নজানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

শ্রীমদ্ভাগবত্ ৯।৪।৬৮।

সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি ও সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেনা এবং আমিও তাঁহা-দিগকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানিনা।

ভগবান মার্কণ্ডেয় মুনিকে বলিয়াছিলেন :—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্য প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্ত রূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়! আমি সর্ব্বদাই প্রচ্ছন্ন দেহে ভগবদ্ভক্ত রূপে নিরন্তর অখিল লোককে রক্ষা করিয়া থাকি।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় বলিয়াছেন :—

ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥
অর্চ্চয়িত্বাতু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিক স্মৃতঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ॥

পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড।

হে পার্ব্বতী! যাবতীয় আরাধনার মধ্যে শ্রীহরির আরাধনাই প্রধান কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বৈষ্ণবের পূজা শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবের পূজা পরিত্যাগ করিয়া কেবল গোবিন্দের অর্চ্চনা করিলে তাহাকে

ভগবদ্ভক্ত বলা যায় না, সে ব্যক্তি দাম্ভিক বলিয়া পরিগণিত। অতএব সর্ব্বদা যত্ন সহকারে বৈষ্ণবের অর্চ্চনা করিবে; কেন না মহাভাগবতের পূজা করিলেই সকল প্রকার দুঃখ দূর হইয়া যায়।

গ্রন্থোৎপত্তি ও গ্রন্থকারের প্রার্থনা।

—:০:—

শুন শুন ভক্তগণ, অধমের নিবেদন,
গ্রন্থোৎপত্তি বিবরণ কহি।
নবকৃষ্ণ গুণধাম, তৎপত্নী মথুরা নাম, (১)
এ দীনের হ'ন পিতামহী॥
ছিল অতি ভক্তিমতি, বৈষ্ণবী বলিয়া খ্যাতি,
ভক্তি শাস্ত্র শ্রবণে নিরত।
তদ্দত্ত অর্থের বলে, আমি পড়িবার ছলে,
আনিয়াছি ভক্তিগ্রন্থ কত॥
আমি বিনে দিদিমার, স্নেহের যে বস্তু আর,
কিছু নাহি ছিল এ ধরায়।
তিনি ক্ষণকাল তরে, কাছে না দেখিলে মোরে
জগৎ হেরিত শূন্যময়॥

(১) শ্রীমতি মথুরা সুন্দরী দেবী ও ৺ নবকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বিস্তৃত বিবরণ "নবকৃষ্ণ চরিত" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

আমিও তাঁর শ্রীচরণ, না করিয়া দরশন,
ক্ষণ কাল নারিনু রহিতে।
কভু কোন কার্য্য তরে, রহিলেও স্থানান্তরে,
তাঁর মূর্ত্তি হেরিতাম চিতে॥
গুণবতী দিদিমাতা, ছাড়িয়া মোর মমতা,
সন তেরশত তের সালে।
ফাল্গুনের ছয় দিনে, সোমবার শুভক্ষণে,
নিশি অষ্ট ঘটিকার কালে॥
জয় রাধা কৃষ্ণবলে, নিত্যধামে গেল চলে,
তনু দহে তাঁর শোকানলে।
শাস্ত্র উপদেশ তার, কত কত শতবার,
স্নান কৈনু শান্তি সলিলে॥
যাহা করি যথা যাই, কভু প্রাণে শান্তি নাই,
শোকেহ'নু পাগলের প্রায়।
ভক্তিগ্রন্থ লিখিবারে, শক্তি নাহি কলেবরে,
পরে শ্রীশ্রীহরির কৃপায়॥
একদিন সুপ্রভাতে, বৈষ্ণব-গুণ লিখিতে,
মনে মনে করিয়া ভাবনা।
ব'সে খাটের উপরে, ছিনু খাতা বান্ধিবারে,
হৈল এক আশ্চর্য্য ঘটনা॥

কৃপা করিলেন হরি, মোর পুত্র গৌরহরি,
বয়ক্রম বৎসর আড়াই।
অঙ্গনে শিশুর সঙ্গে, ধূলা খেলা করে রঙ্গে,
হঠাৎ আসিয়া মোর ঠাঁই ॥
বলে "পুঁথিলেখ বাবা" আমি মনে ভাবি হাবা-
ছেলে, কেন এই কথা বলে।
বুঝি কৃপা করি হরি, পাঠাইয়া গৌরহরি,
আদেশ করিল মোরে ছলে ॥
প্রেমে পুলক শরীর, দু'নয়নে ঝড়ে নীর,
স্মরিয়া শ্রীহরির চরণ।
শুদ্ধভক্তি শাস্ত্রমত "শ্রীশ্রীবৈষ্ণব মাহাত্ম্য",
লিখিতে করিনু আরম্ভন ॥
গৌর চারিশ' ছাব্বিশে, সিংহ শুক্লা উনবিংশে,
শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী দিনে।
বৈষ্ণবের গুণতত্ত্ব, "শ্রীশ্রীবৈষ্ণব মাহাত্ম্য",
সমাপ্ত করিনু শুভক্ষণে ॥
রচনার যত দোষ, তাহেনা করিবে রোষ,
ক্ষমামাগি বৈষ্ণব চরণে।
মত্তুল্য পাপাত্মা নরে, ভক্তি-গ্রন্থ রচিবারে,
নাহি পারে হরি কৃপা বিনে ॥

বৈষ্ণব চরণে ধরি, কাতরে প্রার্থনা করি,
ভ্রমিয়া চৌরাশিলক্ষ যোনি।
শ্রীহরির কৃপাবলে, পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য ফলে,
নরবপু ল'য়েছি ইদানী॥
সাধুসঙ্গ না হইল, এ জনম বৃথা গেল,
মত্তহ'য়ে বিষয় মদেতে।
বৈষ্ণবের পদতলে, কবে রাধাকৃষ্ণবলে,
পড়েরব মাতিয়া প্রেমেতে॥
যথায় পাষণ্ডগণে, নিন্দয়ে বৈষ্ণবজনে,
না যাব তথায় গেলে প্রাণ।
বৈষ্ণবের দোষগুণ, না করিয়া অন্বেষণ
করিব শ্রীপাদোদক পান॥
পদরজ শিরে ধরি, উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করি,
শীতল করিব পাপ প্রাণ।
সর্ব্বজীবে সম দেখি, হইব পরম সুখী,
ছোট বড় না করিব জ্ঞান॥
চাহিনা কামের রতি, ইন্দ্রের অমরাবতী,
কুবেরের ধনে আশা নাই।
বৈষ্ণব দাসের দাস, তাঁর যেবা অনুদাস,
সদা যেন তাঁর সঙ্গ পাই॥

এ পাপ জীবন ছাড়ি, পশুপক্ষী আদি করি,
জন্মান্তরে যেই দেহ পাই।
শ্রীহরি ভক্ত সঙ্গে, মাতিয়া প্রেম তরঙ্গে,
সদা যেন হরিগুণ গাই॥

সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যার্পণমস্তু।

(পরিশিষ্ট ।)

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবাষ্টকম্ ।

—ঃ০ঃ—

(১)

বিষ্ণুরাত্মা বিষ্ণু পূজ্যং বিষয়াদি বিহীনং
রাগ রঙ্গ সংসঙ্গ প্রেম-ভক্তি সাধনং।
সর্ব্বভূতে সমদয়া সদা হরি কীর্ত্তনং
বন্দে হরের্ভক্তগণং সর্ব্বগুণ ভাজনং ॥

(২)

দীনহীন-জন-বন্ধু কৃপাসিন্ধু অপারং
সর্ব্বজন হিতকারী নাস্তি কুল বিচারং।
তীর্থরাজ রূপ সদ্যঃ ত্রিভুবন তারণং
বন্দে হরের্ভক্তগণং সর্ব্বগুণ ভাজনং ॥

(৩)

গৌরবার্থ দর্পহীন রসময় রসিকং
শুদ্ধ সত্ত্বচিত্ত সদা প্রেমে অঙ্গ পুলকং।
করুণেশ কৃপানিধি কাম ক্রোধ বিহীনং
বন্দে হরের্ভক্তগণং সর্ব্বগুণ ভাজনম্ ॥

(৪)

নশ্বরো অশ্বরো নহি আত্মপর রহিতং
দোষ-ত্যাগ গুণ-গ্রাহী মহদ্‌গুণ চরিতং।
সদানন্দময় রূপ বিকারাদি বিহীনং
বন্দে হরের্ভক্তগণং সর্ব্বগুণ ভাজনং ॥

(৫)

সর্ব্বভূতে সমদর্শি ইষ্টরূপ ভাবনং
পরমমুদার মনঃ হরিরসে মগনং।
স্বেদ কম্পং পুলকাশ্রু গদ গদাদি বচনং
বন্দে হরের্ভক্তগণং সর্ব্বগুণ ভাজনং ॥

(৬)

সদ্‌গুণ চরিতং নিত্যং শুদ্ধ চিত্ত সুস্থিরং
অনুরাগ রাগরূপা প্রেম পূর্ণগর্গরং।
পুরুষার্থ ক্রিয়াহীনং যোষিতাত্ম ভাবনং
বন্দে হরের্ভক্তগণং সর্ব্বগুণ ভাজনং ॥

(৭)

জিতেন্দ্রিয় সদাচারী লোভ মোহবর্জ্জিতং
মুক্তিসর্গ চতুর্ব্বর্গ কামনাদি রহিতং।
শোক হীন তত্ত্ব-দর্শি নিত্য মুক্ত জীবনং
বন্দে হরের্ভক্তগণং সর্ব্বগুণ ভাজনং ॥

(৮)

ষড়ৈশ্বর্য্য পতিপ্রিয়মাত্ম দৈন্যমানিতং
তিতিক্ষায়াস্তয়োরিব মহদ্‌গুণ পূর্ণতাং।
জগদ্‌গুরু কল্পতরু খ্যাতি যস্য সাতনং
বন্দে হরের্ভক্তগণং সর্ব্বগুণ ভাজনং ॥

(শ্রীশ্রীবৈষ্ণবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।)